শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালী

Gaya Art Press, Calcutta

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী।

প্রথম খণ্ড।

"যৎ সার ভূতং তদুপাসনীয়ম্ ॥"

"শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী, সদ্ভাবতরঙ্গিণী, হরিবোল ঠাকুর প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থ-
প্রণেতা, বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট তত্ত্বদর্শী সাধক, অবধূত-
লোক-গৌরব, ভক্তকবিচূড়ামণি,"

শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ, বি, এল্,
হেড্‌মাষ্টার, হাইস্কুল, বনোয়ারী নগর।
পোঃ বনোয়ারী নগর (পাবনা)
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ সাল।

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ নমঃ

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুধা চ বিদ্যা।
স্বল্পশ্চ কালঃ বহুধা চ বিঘ্না।
যৎ সারভূতং তদুপাসনীয়ম্
হংসৈর্য্যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্॥"

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োঃ বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

আত্মোন্নতি-আত্মজ্ঞান-নিমিত্ত সাধনা,
লক্ষ্য তাহে ঈশ্বর-দর্শন;
বিশ্ব-প্রেম, সত্য, ক্ষমা, উপেক্ষা, সাধনে,
সিদ্ধি যার, কৃতার্থ সে জন॥

গ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী কাব্য নহে, অথবা রঙ্গালয়ে রঙ্গ-রসের অভিনয়ের নাটক নহে। ইহা সাধকগণের সাধন-তত্ত্ব পরিচয়ের গ্রন্থ;—ইহা পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্ত-ভাগবতগণের, ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাইবার উৎসাহ-গ্রন্থ। ইহাতে কাব্যের অলঙ্কার নাই,—কল্পনার উচ্ছ্বাস নাই:—বক্তৃতার আড়ম্বর নাই,—এবং কোনও বিষয়ে অতিরঞ্জন নাই। যাহা সত্য, যাহা আর্য্য সাধকগণের সিদ্ধান্ত-সম্মত, যে সত্য দেশের বহুজন-বিজ্ঞাত, এবং যে সত্য, বা ধর্ম্ম-তত্ত্ব, অসাম্প্রদায়িক, সেই সমস্ত,—সহজ ভাষায়, স্বল্প কথায়, ইহাতে প্রকাশিত।

যে শক্তির প্রভাবে কালের কালত্ব,—কাল যাহার সাহায্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা,—কালের অন্তর্নিহিত সেই শক্তির নাম "**কালী**।"

কুল-কুণ্ডলিনী কালী, প্রত্যেক জীবদেহের সঞ্জীবনী শক্তি। যে শক্তির অভাব হইলে, আমাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না,—আমরা যে সঞ্জীবনী শক্তিকে রক্ষার জন্য, আপ্রাণ চেষ্টায় কর্ম্মানুষ্ঠান করি,—কত রূপ পান-ভোজনের ব্যবস্থা করি, দেহের সেই সঞ্জীবনী শক্তির নাম, কুল-কুণ্ডলিনী। সেই কালী-তত্ত্ব, কুল-কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব এই পবিত্র গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়।

ইহা শক্তি-পূজা-বিষয়ক সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম তত্ত্বের গ্রন্থ। প্রবল শক্তিকে দুর্ব্বল শক্তি উপাসনা করে, ইহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। যাহাতে শক্তি নাই, কেহ তাহার উপাসনা করে না, কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করে না। জগৎ শক্তির উপাসক,—গুণের সমর্থক। সেই শক্তি-পূজার মাহাত্ম্য ইহাতে বর্ণিত। সুতরাং ইহা সার্ব্বভৌম গ্রন্থ। যাঁহারা সঞ্জীবনী শক্তির উপাসক, যাঁহারা হ্লাদিনী-শক্তির উপাসক, ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, তাঁহাদের প্রিয়তম পাঠ্য। ইহাতে শক্তি-পূজার মাহাত্ম্য, শাক্তের প্রভাব, শাক্তের লক্ষণ, এবং শাক্ত সাধকগণের জীবনী সু-বর্ণিত। দীর্ঘ

জীবন লাভের উপায়,—সংসার-সমুদ্রের দুর্জ্জয় চিন্তা-তরঙ্গে মুক্ত থাকিয়া, পরমানন্দ লাভের উপায়, নানারূপ দৃষ্টান্তের সহিত ইহাতে সু-বর্ণিত।

ইহা মাতৃপূজার সু-পবিত্র গ্রন্থ। জীবমাত্রই, যে অতুলনীয় মাতৃস্নেহে ভূমিষ্ঠ, এবং প্রতিপালিত, ইহা তাহাই উপলব্ধি করিবার গ্রন্থ। স্নেহময়ী জননীর অগ্রে যে, অন্য কেহ উপাস্য নাই, এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সর্ব্বোচ্চ সমাজে, যে মাতৃপূজার স্থান সর্ব্বোচ্চে,—এবং যত প্রেম, যত ভক্তি, যত ভালবাসা, সমস্তই যে, একমাত্র মাতৃস্নেহ সম্ভূত, এই ধর্ম্মগ্রন্থে তৎসমস্ত অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত।

মা আছে, তাই বিশ্ব আছে; মা না থাকিলে, মাতৃস্নেহ না থাকিলে, এই বিশ্ব যে সর্ব্ব প্রকার বন্ধনশূন্য হয়,—এবং মাতৃস্নেহের অভাবে, ইহা যে, এক মুহূর্ত্তে ধূমায়মান হয়, ইহা তাহাই প্রমাণের গ্রন্থ। যে মাতৃভাবের সাধক, সে যে অন্তঃশত্রু দমনে নিত্য সংগ্রামজয়ী, ইহা সেই পবিত্র সংবাদবাহী গ্রন্থ।

যে জাতি হউক, যে ধর্ম্মী হউক, যে সম্প্রদায়ী হউক, কাহার মা নাই? কে মাতৃগর্ভে জন্মে নাই? কে মাতৃস্নেহের অনুপম রস আস্বাদনে কৃতার্থ হয় নাই? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এমন স্নেহময়ী জননীকে সম্মান-অর্চ্চনা করিতে উৎসাহী নহে? অথবা কোন্ ব্যক্তিই বা এমন স্নেহময়ীর মহিমা-মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক? এই পুণ্য গ্রন্থ, সেই স্নেহময়ী জননীর মাহাত্ম্যপূর্ণ, এবং ইহা সেই পবিত্র-চিত্ত মাতৃভক্তগণের সদালোচনার মন-মুগ্ধকর গ্রন্থ।

এই পবিত্র গ্রন্থে মাত্র চিত্ত-চরিত্রের উন্নতির কথা,—ইহাতে কেবল বিবেক, বৈরাগ্য, ও ভগবদ্ভক্তির কথা। যাঁহারা পরমেশ্বরের আরাধনায় তন্ময় হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রথমে তিনটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথম সাধু-সঙ্গ, দ্বিতীয় সদ্‌গুরু-লাভ, তৃতীয় নামাশ্রয়। এই তত্ত্ব-গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদে, এই তিন বিষয়ের বিশেষত্ব নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মন-শিক্ষা সম্বন্ধে, ২য় দিনের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে, সজ্জনগণের চিত্তাকর্ষক যে সমস্ত নীতি-ব্যক্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গ-ভাষায়, এক "সম্ভাবশতক" ভিন্ন, অন্য কোন গ্রন্থে, এমন ভাবে একত্রীকৃত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিকট্ সেসন জজ,—কাশীধামের ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি, রায় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গ ভাষায় এমন একখানি, প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহা এত দিন আমি জানিতে পারি নাই। গ্রন্থখানি যেমন সার্ব্বভৌম, তেমন ভক্তিমাখা, এবং তেমন বিবেক বৈরাগ্যের তত্ত্ব আলোচনায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য, পুত্রের পিতৃমাতৃ ভক্তি, এবং পঞ্চবিধ উপাসনার একত্ব প্রচারে, গ্রন্থখানি প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য-পাঠ্য হইয়াছে।" শুধু লেখা নহে, তিনি অবধূত-লোক-গৌরব শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবাকে তাঁহার কাশীধামের বাসায় নিয়া, একমাস রাখিয়া তত্ত্বালাপ শ্রবণ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস বাবু সারদাচরণ মিত্র, ফণীন্দ্রমোহন বাবুকে (আলিপুরের ডিষ্ট্রিকট্ সেসন জজ) লিখিয়াছিলেন, "আপনার প্রেরিত শ্রীশ্রীকালী-কুল-কুণ্ডলিনী সাত বার পড়িয়াছি, তবুও আমার পড়িবার আগ্রহ যায় নাই। এই গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করি।" অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

ইহা সাধকের হৃদয়ের স্বাধীন সাধনোচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাসের মধ্যে, এক দিকে যেমন অনলস কর্ম্মবীরের কর্ম্ম-যোগের সুদৃঢ় নির্দ্দেশ, অন্য দিকে তেমনই পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি-বিশ্বাসের প্রাণস্পর্শী উপদেশ। ইহা প্রধান পুরুষগণের ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপক,—সত্য ও অহিংসার সাধন-পন্থা নির্দ্দেশক,—মায়ামোহান্ধ ব্যক্তি-গণের মুক্তির উপায়-প্রদর্শক, এবং বয়ঃবৃদ্ধ ধর্ম্ম-প্রাণ-গণের, নির্জ্জনে বসিয়া অধ্যয়নের, অথবা সদালাপের প্রত্যক্ষ ভাগবত।

যাঁহার চিত্তে স্থির শান্তি লাভের জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে,—যাঁহার প্রাণ মরণের আহ্বাণ স্মরণ করিয়া সমুদ্বিগ্ন, যিনি "মরণের পর কি হইবে, কোথায় যাইব" ইত্যাদি চিন্তায় শঙ্কান্বিত, এবং যিনি জাগতিক সমস্ত বিষয়ের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সেই অবিনশ্বর পরাৎপরের প্রেম ভক্তির জন্য ব্যাকুল, এই সাধন-গ্রন্থ তাঁহার জন্য।

যিনি সাধন-তত্ত্বের সত্য অবগত হওয়ার জন্য অন্বেষণ-

পরায়ণ,—যিনি চিত্ত চরিত্রের উন্নতির জন্য উপদেশ-লিপ্সু,—এবং যিনি পরমানন্দজনক তপস্যায় গমনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প ও উৎসাহপ্রার্থী, ইহা তাঁহার নিত্যপাঠ্য। যিনি রামপ্রসাদ বা মহেশ মণ্ডলের মত "ইচ্ছা মৃত্যুর" সাধন-সঙ্কেত অবগত হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত,—যিনি সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবার উপায় জানিবার জন্য ব্যাকুল,—এবং যিনি বিশ্বনাথের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য তপকর্ম্মে উৎসাহশীল, এই সাধন-পদ্ধতি নির্দ্দেশক গ্রন্থ, তাঁহার জন্য।

এই বিস্তৃত গ্রন্থে অনেক দেশ-প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের পবিত্র জীবনের কার্য্য সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সাধনার আচরণ অবগত হইতে আগ্রহশীল, তাঁহারা যদি সেই সব মহাপুরুষগণের কার্য্যের অনুসরণ করেন, হইলে, তাঁহারা নিঃসন্দেহে পরম মঙ্গল লাভ করিবেন। আদর্শ সাধকগণের আচরণ অবলম্বন করাই মঙ্গলপ্রদ সাধনা। তাহাতে পরমেশ্বরের আরাধনায় সহসা বিশ্বাস জন্মে, ভক্তি দৃঢ়ীভূত হয়,—সত্বিকাচারে অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, এবং সংসার-বন্ধনে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হওয়া যায়।

সাধকগণের আচরণ অবলম্বন করিলে, বহুবিধ রোগের হস্তে মুক্ত থাকা যায়, তাপত্রয়ের সন্তাপে মুহ্যমান হইতে হয় না;—সংসারের মধ্যে থাকিয়াই সুস্থমনে সুস্থশরীরে, নির্ব্বিবাদে কালাতিপাত করা যায়, ভেদ-বুদ্ধি-বিরহিত হওয়া যায়,—এবং বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হওয়া যায়। সুতরাং মহাপুরুষগণের জীবনীপূর্ণ এই ভাগবত গ্রন্থ, প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মপ্রাণ প্রবীণগণের নিত্য পঠনীয়।

এই গ্রন্থে উপাসনা ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সর্ব্ব সাধারণের তীর্থক্ষেত্রে, পশুবলি সম্বন্ধে দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া, অতি প্রাণ-স্পর্শী ভাষায়, সমালোচনা করা হইয়াছে।

পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা, কি প্রকার মঙ্গলজনক, তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি পিতা মাতায় ভক্তিমান, এবং পিতা মাতার সেবায় তন্ময়, তিনি যে সমস্ত কর্ম্মে, সমস্ত স্থানে, সুপ্রশংসিত,—সর্ব্বাবস্থায় সম্মানার্হ, তাহা নাভাগ, পুণ্ডরীক, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি উত্তমরূপে বুঝান হইয়াছে।

স্ত্রী জাতির গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, এবং পাতিব্রত্যই যে, সংসার-সুখের একমাত্র গৌরবের উপায়, ইহকাল-পরকালের পরমার্থ-প্রদায়ক, সুকন্যা, পুণ্যময়ী প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা দেখান হইয়াছে। আবার পত্নীর প্রতি বিশ্বাসী থাকা,—সাধ্বী পতিব্রতা পত্নীকে জননীর মত সম্মান করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহার সন্তোষের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করাও, যে প্রত্যেক পতির অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহাও প্রাণস্পর্শী ভাষায়, শাস্ত্রাদির প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষের অগ্রে মনুষ্যত্ব লাভই প্রয়োজন; তার পরে যোগ্য হইলে, উচ্চতম জ্ঞান বৈরাগের সাধনা,—তন্ময় হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা। সংসারের কর্ত্তব্য-সাধন, সংসারের সুখ-শান্তি স্থাপন, দারাপুত্রাদি লইয়া শান্তিতে থাকিবার ব্যবস্থা, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে কম সাধনা নহে। তজ্জন্য কর্ম্মবীর হওয়া, শক্তি সাধন করা, পরম ধর্ম্ম বলিয়া এই গ্রন্থে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গৃহ-স্থলী শান্তিময় করিতে হইলে, পরিজন-বর্গের প্রত্যেককে উন্নত-স্বভাব করা, অত্যন্ত প্রয়োজন। একমাত্র ভগবদ্ভক্ত হইলে, প্রত্যেকে সত্য-ন্যায়ের পক্ষপাতী হইলে, সেই প্রয়োজন অনায়াসে সাধ্য হয়। এই পুণ্য গ্রন্থে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে দ্বৈত-বাদ প্রদর্শিত, কিন্তু পরোক্ষ-ভাবে, অথবা দ্বৈত-বাদের মধ্য দিয়া, ইহাতে অদ্বৈত বাদেরই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ কালী কেমন, এই প্রশ্নের উত্তরে কালীকে কালের অন্তর্গত শক্তি,—বিশ্ব মূর্ত্তিরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। জীব-দেহের সঞ্জীবনী শক্তি কালী, এবং বিশ্বে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সদসৎ যত বস্তু আছে, সমস্তই কালী, সমস্তের নামই কালী; তরল, বায়বীয়, কঠিন, সমস্ত পদার্থের অন্তরে বাহিরে যে শক্তি, তাহাই কালী। কালীর কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই, শক্তি নিরাকারা। যে বস্তু, বা যে ব্যক্তির মধ্যে, যে শক্তি অবস্থিতা, সেই শক্তির মূর্ত্তি, সেই বস্তু বা ব্যক্তি। তাই আদ্যাশক্তি কালীর, বা সর্ব্ব ব্যাপিণী শক্তি কালীর, অনন্ত মূর্ত্তি। শক্তি নিরাকারা, কিন্তু বস্তু বা ব্যক্তি মূর্ত্তিতে সাকারা। কালী শক্তি, সুতরাং কালী কখনও নিরাকারা, কখনও সাকারা।

কালী দ্বিভুজা, কালী চতুর্ভুজা, কালী ষড়ভুজা, কালী অষ্টভুজা, কালী দশভুজা, কালী দ্বাদশভুজা, কালী

অনন্তভুজা। অথবা কালীর অনন্ত ভুজ, অনন্ত চরণ, অনন্ত নয়ন, অনন্ত শ্রবণ, অনন্ত বদন। দৃশ্যমান বিশ্বে যত ভুজ, যত চরণ, যত নয়ন, যত বদন, যত শ্রবণ, সমস্তই মা কালীর,— সমস্ত-সম্বলিত মূর্ত্তিধারিণী মা কালী। সুতরাং দানব, মানব, দেবতা কালী; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মা কালী;—হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান, মা কালী,—আর্য্য মা কালী, অনার্য্য মা কালী; সিন্ধু মা কালী, হ্রদ-নদী মা কালী; মরুভূমি মা কালী। শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয়, সমস্তই মা কালী। ইহাই ত বেদান্তের অদ্বৈতবাদ।

সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম-দর্শন, অথবা সর্ব্বত্র এক কালী-দর্শন! কেবল নামের একটা পরিবর্ত্তন মাত্র। ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মময়ী কালীর নাম। এই গ্রন্থের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে ভেদ-জ্ঞান বিনাশের কথা,—সর্ব্বত্রই এক ব্রহ্মময়ী মা কালীকে উপলব্ধির কথা, এবং সর্ব্বত্রই বিশ্বপ্রেমের উপদেশের কথা। ইহাই ত অদ্বৈতবাদের প্রধান বিষয়।

কালী ব্রহ্মময়ী,—যিনি কালী-ভক্ত সাধক, তাঁহার হিংসা নাই, দ্বেষ নাই,—বিধর্ম্মীর উপাসনায় অবহেলা নাই। তিনি কি গোবিন্দ-মন্দিরে, কি গৌরাঙ্গ-মন্দিরে, কি শিব-মন্দিরে, কি সূর্য্য-মন্দিরে, কি রাম-মন্দিরে, কি গণপতি-মন্দিরে, সর্ব্বত্রই একই শক্তি-তত্ত্বের উপাসনা দর্শন করেন। শুধু তাহাই নহে, মুসলমানের মসজিদে, খৃষ্টানের গির্জ্জায়ও যে উপাসনা হয়, তাহার মধ্যেও তিনি সেই একই শক্তি পূজা দর্শন করেন। শক্তি-তত্ত্বের উপাসনা-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক গোড়ামী নাই,—মসজিদ বা মন্দির লইয়া মারামারি নাই, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী লইয়া কলহ নাই। তিনি যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক পাইলেই সাধু-সঙ্গের আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার সর্ব্বত্র একই দর্শন,—একই ব্রহ্মময়ীর লীলা-দর্শন, এবং একই বিশ্বপ্রেমের আলিঙ্গন। ইহাই ত যথার্থ ব্রহ্মবাদ; এবং ইহাই, এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

গ্রন্থের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। যুক্তিগুলি যেমন প্রাণস্পর্শী, তেমনই সরল। অনেক স্থলে যুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই অনুযায়ী একটী গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। গল্পগুলির অধিকাংশই সত্য ঘটনা। আবার কোন কোন গল্প পৌরাণিক, এবং কোন কোন গল্প গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু প্রত্যেকটী গল্পই চিত্ত চরিত্রের উন্নতি বিধায়ক উপদেশ-পূর্ণ। একটী গল্পও অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মনে হয়, এই গ্রন্থখানি, একখানি সময়োচিত ধর্ম্ম-বিষয়ক ইতিহাস।

হিন্দু জাতির ধর্ম্ম লইয়া এত অগণ্য সম্প্রদায়, এত অগণ্য মত ও পথ,—এত অগণ্য শাস্ত্র ও গুরু,—এবং আচার ব্যবহারে এত অগণ্য ভিন্ন-ভেদ,—যাহাতে এ জাতির সম্মিলনের আশা একেবারেই অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, পৃথিবীর সমস্ত জাতির শিক্ষিত-মণ্ডলে, যতই উত্তম করিয়া প্রমাণ করিয়া আসুন, সভ্য জগৎ হিন্দু-ধর্ম্মের তত্ত্ব-কথা শুনিয়া যতই বিমুগ্ধ হউন,—যদি হিন্দুর সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা না হয়,—যদি সকলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ত্যাগ না করে,—যদি ঐক্য-সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়,—তাহা হইলে বৈদেশিক অত্যাচারে, এবং বিধর্ম্মীর নিগ্রহে, এই জাতি শীঘ্রই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইবে। সেই একত্ব-স্থাপনের একমাত্র উপায় শক্তি-পূজা,—প্রত্যেক উপাস্য দেবতার মধ্যে শক্তি-তত্ত্ব দর্শন করা। ব্যক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা যে শক্তি ও গুণের উপাসনা করি, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করা। যদি তাহাই আমরা করিতে পারি, আমাদের সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান হইবে,—আমাদের মধ্যে অনুপম ঐক্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রবীণ-সমাজ তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইবে।

এই সাম্প্রদায়িক কলহের অবসানই এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এই মহা প্রয়োজন সাধনের জন্যই এই গ্রন্থ-খানিকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচনা করি। জাতি নির্ব্বিশেষে সাধকের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতে নির্ণিত। কোন জাতির প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ না করিয়া,—শ্রেষ্ঠত্ব সাধুতা ও মহত্ত্বের প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে। তাহাতেও এক মহা সাম্যের পন্থা প্রদর্শিত। যোগ্যের সম্মান হউক, অযোগ্যের যোগ্যতা বিবেচিত হউক। যেদিন জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে যোগ্যের সম্মান প্রদত্ত হইবে, সেই দিন এই দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে।

যিনি কৃষ্ণগত-প্রাণ বৈষ্ণব, তিনি প্রাণান্তেও কৃষ্ণনাম, বা কৃষ্ণোপাসনা ত্যাগ করিবেন না। সেইরূপ শৈব, সৌর,

গাণপত্যাদি, কেহই নিজ নিজ প্রিয় ইষ্টনাম ত্যাগ করিবেন না। করিবার আবশ্যকও নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি বুঝিতে পারেন, নাম পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, সকলেই এক মহামহীয়সী শক্তির,—বা মহামহীয়ান শক্তিমানের উপাসক, তাহা হইলে ভ্রান্তির ঘোর কাটিয়া যায়, এবং কলহের উৎপাত উঠিয়া যায়। সমস্ত সম্প্রদায়ে যে একপ্রাণতার প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্ম-গ্রন্থের একমাত্র লক্ষ্য, সেই একপ্রাণতা।

এই গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা শাক্ত কি বৈষ্ণব, শৈব কি সৌর, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি যেরূপভাবে বৈষ্ণবীয় ভাবসমূহের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি অনন্য অনুরাগ অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে। আবার যেভাবে তিনি শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শৈব না বলিয়াই পারা যায় না। আর শক্তি-তত্ত্বের নামে যখন গ্রন্থ, তখন ত শাক্ত বলিয়াই বিশ্বাস হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ-বিচারে তাঁহাকে কোন্ সম্প্রদায়ী বলিব, তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য। অথবা, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী সাধক হন, যাঁহারা বিশ্বপ্রেমে অন্বিত হইয়া, বিশ্বনাথের উপাসনায় উপবেশন করেন, তাঁহাদের কোন সম্প্রদায় থাকে না। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, যত সম্প্রদায় আছে, এবং যত ভাবে, যত স্থানে, যত উপাস্য আছেন, সর্ব্বত্র, সমস্তের মধ্যে, তিনি সেই একই মহামহেশ্বরের অভিনয় দর্শন করেন। তাই তাহার কোন সম্প্রদায় নাই।

এখন গ্রন্থের ভাষার বিষয়ও কিছু বক্তব্য আছে। ইহা প্রধানতঃ পয়ার ছন্দে লিখিত হইলেও, ইহা এক নূতন ধরণের লেখা। প্রায় প্রত্যেক পয়ারের প্রথমেই যুক্ত অক্ষর। ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন সরল, এবং তেমন বিশুদ্ধ ও হৃদয়-গ্রাহী। পয়ার ছন্দের মধ্যে এক অতি মধুর নূতন ভাবের অভিব্যক্তি। প্রত্যেক স্থানে ভাবোচ্ছ্বাস এবং উচ্ছ্বাসের ছন্দ। কাব্য নহে, কিন্তু অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ।

গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের প্রয়োজন অনাবশ্যক। কারণ তিনি বঙ্গ ও আসামপ্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতার জন্য সু-পরিচিত। তাঁহার দূরদর্শিতা ও তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম পরিচয়, তাঁহার লিখিত শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী, সদ্ভাবতরঙ্গিণী, ও হরিবোল ঠাকুর প্রভৃতি অপূর্ব্ব ভক্তি-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের যথার্থ পরিশিষ্ট সদ্ভাবতরঙ্গিণী। যে সব মহাপুরুষের নাম এই গ্রন্থে লিখিত, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনী সদ্ভাবতরঙ্গিণীতে প্রকাশিত। সদ্ভাবতরঙ্গিণী অনেক তীর্থ-পরিচয়, ও ভক্ত-চরিত্রে অলঙ্কৃত।

এখন উপসংহারে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য, আমাকে একটী অন্যায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয় প্রকাশ করিতে হইতেছে। এই পুণ্যগ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৩১৭ সালে কুমিল্লার সিংহপ্রেস হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ বাবু ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার তখন বহন করেন। তখন ইহার সত্ত্ব গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করাও হয়। "ইহার কোন অংশ লইয়া কেহ কোন পুস্তক লিখিলে, কেহ এই পুস্তকের কোন অংশ নিজের রচিত গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার বিনা-অনুমতিতে উদ্ধৃত করিলে, ইহার কাব্য গদ্য করিয়া প্রকাশ করিলে, কেহ নিজের নাম দিয়া কোন অংশ ছাপাইলে, তাহাকে ক্ষতিপূরণ জন্য যত টাকা দাবী করা যাইবে, দিতে হইবে। এবং চুরির অপরাধে ফৌজদারীতে পড়িতে হইবে।" ইত্যাদি সর্ত্তে গ্রন্থখানি রেজেষ্ট্রী করা আছে।

তারপরে এই গ্রন্থখানি দেশের মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত নহে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস বাবু সারদাচরণ মিত্র, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার সমর্থক;—কাশীধামের ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি রায় গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার প্রশংসক। বঙ্গদেশের সু-বিখ্যাত শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে, পূর্ব্বস্থলীর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নবদ্বীপের পাকা-টোলের অধ্যক্ষ যদুনাথ সার্ব্বভৌম, হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরত্ন, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, সোতাশীর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রংপুরের পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, প্রভৃতি ইহার সমর্থক এবং সম্বর্দ্ধক। সাধকগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও শ্রীহট্টের গৌরব শরচ্চন্দ্রচৌধুরী প্রভৃতি ইহার অত্যুচ্চ সমালোচক। সুতরাং দেশের মধ্যে এই পুণ্যগ্রন্থ যেমন পরিচিত, তেমন প্রশংশিত। অথচ কেহ স্বার্থের

জন্য, কেহ সাধক-লেখকরূপে দেশ-বিখ্যাত হওয়ার জন্য, নিতান্ত ইতরের মত, এই গ্রন্থের নানা অংশ চুরি করিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

২৪ পরগণার অন্তর্গত গড়িয়া বৈষ্ণবঘাটার শরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "শরচ্চন্দ্র সংযমী নাম" লইয়া, এই গ্রন্থের কতকাংশ "যোগমায়াসিদ্ধ" নাম দিয়া বাহির করে। শেষে যে ফণীন্দ্রবাবু নিজ ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত করেন, তাঁহার নিকটেই সে ধরা পড়ে। সংযমী তখন শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবার পায়ে পড়িয়া, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে, কৃত-অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, ফণীন্দ্রবাবুর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভুলুয়াবাবার নিকটে ক্ষমা-প্রাপ্ত হয়।

সম্প্রতি অন্য একজন চোর ধরা পড়িয়াছে; একটা স্ত্রীলোক নারায়ণীদেবী হইয়াছে, একটা যুবক সুকুমার ব্রহ্মচারী হইয়াছে;—লেখক হইয়াছে সুকুমার, প্রকাশিকা হইয়াছে নারায়ণী। "সৌভাগ্যলাভের সহজ উপায়" নাম দিয়া তাহারা এক বই বাহির করিয়াছে, কালী কুল-কুণ্ডলিনী হইতে চুরি করিয়া গদ্যে পদ্যে প্রবন্ধ বাহির করিয়াছে। মূলগ্রন্থে যেস্থানে আছে, "এই তত্ত্ব কহ ভুলুয়ারে", সেস্থানে লিখিয়াছে, "এই তত্ত্ব কহ সুকুমারে।" আবার মূল্যের ঘরে লিখিয়াছে, "মূল্য অমূল্য!" এইরূপ বাহাদুরী করিয়া, লোকের নিকটে বই দিয়া, টাকা রোজগার করিয়া বেড়াইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে চুঁচুড়ায় আসিয়া।

চুঁচুড়ায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রকাশক, কটক কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী তাহারা উপস্থিত হয়। "তাঁহাকে এক কপি সৌভাগ্যলাভের সহজ উপায়" উপহার দেয়; তিনি বই পাইয়া সন্তুষ্ট হন, দুটাকা প্রণামী প্রদান করেন। তারপরে যখন জানিতে পারিলেন, যে কালী-কুল-কুণ্ডলিনীর অংশ সকল চুরি করিয়া সুকুমার "সৌভাগ্যলাভের সহজ উপায়" নির্ম্মাণ করিয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন, এবং সুকুমারকে তাহার সাধুতার বিষয় জানাইয়া দেন। এদিকে ভুলুয়াবাবার শিষ্যেরাও সুকুমারের নামে মকদ্দমা আনাইতে তাহাকে উকিলের চিঠি প্রেরণ করেন। শেষে ঈশানবাবুর মধ্যস্থে সুকুমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বীকৃত হয়। এই সময় শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবার পত্নী-বিয়োগ ঘটে, তাই আর মকদ্দমা হয় নাই।

এই ভাবে এই পুণ্যগ্রন্থের অপপ্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমরা ক্ষমাশীল সাধক ভুলুয়াবাবার পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি, "যাহারা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে, চুরির যোগ্যতা প্রকাশ করিয়া, এইভাবে বাহাদুরী লইতেছে, এবং পরে ধরা পড়িয়া সন্তোষে লাঞ্ছনার রাজটীকা কপালে পরিধান করিতেছে, তাহারা তাহাদের এই গৌরবের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করুক।"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হেড্‌মাষ্টার,—হাইস্কুল,
পোষ্ট বনোয়ারী নগর, (পাবনা)।

গ্রন্থ কর্ত্তার বক্তব্য।

যে অপার স্নেহময়ী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি মা বিশ্ব-জননীর চরণ-কমলে পরম ভক্তিমতী ছিলেন। আমাদের গৃহদেবতা জনার্দ্দন। মা প্রভাতে সন্ধ্যায় পরম ভক্তিযুক্তমনে মণ্ডপে প্রণাম করিতেন, আমিও করিতাম। তিনি যখন মণ্ডপের বারাণ্ডায় বসিয়া জপ করিতেন, আমি পার্শ্বে বসিয়া বলিতাম, "মা, আমি কি করিব?" মা বলিতেন, "জয়কালী" নাম জপ কর। আমি তখন মার মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতাম, "জয় কালী, জয় কালী!"

"জয় জনার্দ্দন!" "জয় মা কালী!" "জয় বাবা বিশ্বনাথ!" প্রভৃতি মন্ত্র অতি শিশুকাল হইতেই আমার অভ্যস্ত হইয়াছিল, এবং এই সমস্ত শিখাইয়াছিলেন আমার স্নেহময়ী মা। সুতরাং আমার যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষাদায়িনী গুরু, আমার স্নেহময়ী মা।

বাল্যকালে আমি যখন স্কুলে যাইতাম, তখন পণ্ডিত বড় বেত মারিত। বেতের ভয়ে কেবল পলাইয়া ফিরিতাম, স্কুলে যাইতাম না। পড়াশুনায় মন লাগিত না। মার কাছে বলিতাম, "মা, আমার আর লেখাপড়া হবে না!" মা বলিতেন, "তুই কেবল মা কালীকে ডাক্, মা কালীর পূজা কর; তাতেই মস্তবড় পণ্ডিত হবি!" মার কথায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস—আমি কেবল "জয় মা কালী!" বলিয়া

বেড়াইতাম, আর প্রভাতে সন্ধ্যায়, মার পার্শ্বে বসিয়া, কেবল জয়কালী নাম জপ করিতাম।

মার কাছে শয়ন করিতাম। মা গল্প-ছলে কালীর কথা, জনার্দ্দনের কথা, কৃষ্ণের কথা, বিশ্বনাথের কথা শুনাইতেন। আমি একমনে শুনিতাম। ঘুমের ঘোরেও কালী মূর্ত্তি, কালী পূজা স্বপ্ন দেখিতাম। শালগ্রাম-চক্রের ছিদ্র মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিতাম, যেন তাহার মধ্যে রত্ন-সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। কালী-পূজার দিন, আমি প্রতিমা-দর্শনে এতই আনন্দিত হইতাম, যে, সারা-দিন মণ্ডপে বসিয়া প্রতিমা দেখিতাম। মার পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহ আমাকে মণ্ডপ হইতে তুলিতে পারিত না। অন্যান্য ছেলেরা রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িত, আমি বসিয়া নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত মায়ের পূজা দেখিতাম।

প্রায় বার বছর বয়সের সময় আমার ভাবান্তর হইল। আমি মাত্র চারি বৎসরে মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়িতে গেলাম। তখন সে স্থানে হেড্ মাষ্টার ছিলেন ভুবনমোহন সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম, আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র নই, আমি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতাম। ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মোপদেশ, যে ভাবেই হউক, আমার খুব ভাল লাগিত। তাঁহারা উপাসনা করিতেন, আমি চক্ষু বুঝিয়া কালীরূপ দর্শন করিতাম। উপাসনা শেষ হইত, মন্দির ছাড়িয়া সকলে গৃহে যাইতে আরম্ভ করিতেন, তখনও আমি ধ্যানস্থ। সকলে মনে করিতেন, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তখন গায় ধাক্কা দিয়া তাঁহারা আমাকে জাগ্রত করিতেন। এইরূপ ছিল আমার উপাসনা।

আঠার বছর বয়সে আমার শিক্ষাদীক্ষাদায়িণী স্নেহময়ী জননীর দেহের অবসান ঘটে। মাতৃ-বিয়োগে আমি উন্মাদের মত হই। ঘটনাচক্রে আমি রাণাঘাট স্কুলে পড়িতে যাই, সেবার এণ্ট্রেস পরীক্ষার বৎসর। স্থানীয় শ্মশানঘাটে যাইয়া প্রায়ই বসিয়া থাকিতাম। সহসা সে স্থানে ওঙ্কার-নাথ-মণ্ডলীর সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত হন। দুই শত সন্ন্যাসী, তার মধ্যে পনের জন গুরুমহারাজ। রাণাঘাটের জমীদার বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী তাঁহাদের যথেষ্ঠ অর্ভ্যথনা করেন। আমি মুন্সেফ ডক্টর ভি. রায়ের বাসায় থাকিতাম। একদিন প্রাতে আমরা তিন জন ছাত্র তাঁহাদিগকে দেখিতে যাই। গুরুমহারাজ স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরস্বতী আমাকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে বলেন"তোম্ ত হামারি হায়!" আমি আনন্দে অধীর হই।

আবার বৈকালে তাঁহার নিকটে গমন করি। তিনি আমার সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, আমাকে অনেক সান্ত্বনা দেন, এবং আমার মাতৃ-ভক্তি-বিষয়ক দুই একটা গান শুনিয়া আনন্দিত হন। আমি ইহার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত; শ্রীশ্রীদেবীভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ খুব পড়িয়াছিলাম। ঐ সমস্ত গ্রন্থপাঠে আমার মনে কালীকৃষ্ণে অভেদ বুদ্ধি, এবং সংসার বিষয়ে নশ্বর বুদ্ধি, ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। সাধু জীবন, সাধনার জীবনই যথার্থ শান্তিলাভের যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। গীতা, চণ্ডী, প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতাম, আর ভাবিতাম, সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, ও নানা দেশ দর্শনই পরম আনন্দজনক। এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে স্বামীজি আমাকে সঙ্গে লইতে অতিশয় আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাটোর হইয়া একেবারে কামাখ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসের ঘটনা।

তখন আমার অনেকগুলি শ্যামা বিষয় গান ও উচ্ছ্বাস রচিত ছিল। আমি প্রভাতে মন্দির দুয়ারে দাঁড়াইয়া গান করিতাম। তখন কামাখ্যায় এক দল যাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আগ্রহের সহিত আমার গান শুনিতেন, এবং অনেকেই আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমি প্রায় সময়ই সৌভাগ্যকুণ্ড তীরে বসিয়া থাকিতাম।

একদিন তেজপুর নিবাসী এক অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাত্রী আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে কালী কালী বল, তোমার সেই কালী কে?" ইহাই প্রথম প্রশ্ন। আমার উত্তরে তিনি এবং উপস্থিত যাত্রিবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হন। শেষে প্রত্যহই প্রাতঃকালে প্রশ্নোত্তর হইত, বৈকালে গান করিতাম। এই সময় নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে থাকিতেন। তিনি স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরস্বতীর শিষ্য, এবং কাশীধামের বিশুদ্ধানন্দের সতীর্থ। আমি তাঁহারও স্নেহ-ভাজন হই।

সমস্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসীর মধ্যে একটী বাঙ্গালী স্কুলের ছাত্র; গৃহস্থের সাদা পোষাকে, অনেক স্থানে অনেকের দৃষ্টিই আমার প্রতি পতিত হইত।

উত্তর গৌহাটীতে কমলা কান্ত বড়ুয়া কবিরাজ ছিলেন, তিনি একবার পশ্চিম অঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণে যান। কাশী-ধামে এই মণ্ডলী দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। এখন ইঁহাদের আগমন সংবাদ শুনিয়া, অতিশয় আগ্রহের সহিত সন্ন্যাসিবৃন্দকে তাঁহার ভবনে লইয়া যান, আমিও যাই। সেস্থানে ও এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ-তলে সকলে বৈকালে বসিতাম, এবং অনেক গ্রাম্য লোকও বসিত। সে স্থানেও সাধুগণ আমাকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সদালাপ করিতেন। আবার কামাখ্যায় আসিলাম, প্রায় বিশ দিন ছিলাম। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকলে মার মন্দিরের পার্শ্বে বসিতাম; ধর্ম্মালাপ হইত। আমি ছিলাম উত্তরদাতা, সাধু ও যাত্রিগণের কেহ কেহ ছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা।

স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরস্বতীর প্রধান শিষ্য শ্যামানন্দ স্বরস্বতী একদিন আমাকে বলেন, "তুমি যে সব কথা বল, তাহা যদি লিপিবদ্ধ কর, তবে অতি উত্তম একখানি গ্রন্থ হয়।" আমি তাঁহার কথানুসারে লিখিতে অরম্ভ করি। আমি চৌদ্দ মাস তাঁহাদের সঙ্গে ভ্রমণ করি। যে স্থানে গিয়াছি, বহুজনের সঙ্গে বহু ধর্ম্ম কথা হইত, কিছু কিছু লিখিতাম।

সমস্ত গদ্যে লেখা ছিল, একদিন স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরস্বতী বলিলেন, "তুমি যখন পদ্য লিখিতে পার, তখন গদ্যে না লিখিয়া পদ্যে লেখ। ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইবে।" তার পরে পদ্যে লিখিতে লাগিলাম।

কামাখ্যায়ই, সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তর হয় নাই। এই গ্রন্থের অনেক প্রশ্ন আমার নিজের মনে উত্থিত হইয়াছে, এবং নিজেই উত্তর দিয়াছি; নাম দিয়াছি প্রশ্নকর্ত্তার স্থলে মহাপুরুষগণের। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, অনেক প্রশ্ন হইয়াছিল কামাখ্যায়।

আমি চৌদ্দমাস পরে আবার যশোহর স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন হেড্‌মাষ্টার ছিলেন অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ জগৎ-বন্ধু ভদ্র। এবং হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন "সদ্ভাবশতক" রচয়িতা সাধক-শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। আমি তথায় ছাত্র হইলেও সাধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সাবজজ গোলকবাবু এবং ডাক্তার জলধর বাবু আমাকে খুব স্নেহ করিতে থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কালীতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করাইতাম।

এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া আবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। তখন সাধক দর্শণে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার এবং শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়কে দর্শন করিতে কুমারখালি যাই। মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে দেবী যুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সাধকশ্রেষ্ঠ শরৎবাবুকে দর্শন করি। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের গৃহে যাইয়া তাহার সর্ব্বমঙ্গলার দুয়ারে খুব গান করি। আমার মাতৃভাবের গানে শরৎবাবু বিমুগ্ধ হন, এবং আমার সঙ্গে একত্র হইয়া ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উভয়ে একত্র হইয়া, নাটোর, পুটীয়া, রাজসাহী, ভগবানগোলা, বালুরচর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বহরমপুরে যাই। সর্ব্বত্রই আমি জয়কালী নাম গান করিয়া বেড়াই। বহরমপুরে আসিয়া শরৎবাবুর পরিচিত বন্ধু, রাণী অন্নাকালীর পুত্রের শিক্ষক কানাই বাবুর বাসায় উঠি। আমার কথা শুনিবার জন্য তথায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক জমা হইতেন। আমার প্রতি অনেকেই স্নেহপরায়ণ হন। একদিন আমার বিদ্যা-বুদ্ধির সমালোচনা আরম্ভ হয়। তখন আমি বলি, "আমি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়েছিলাম,—তা, ফেলই হয়েছি, তাই আর ফল দেখি নাই।" তখনই ক্যালেণ্ডার দেখিয়া জানা গেল আমি পাশ করিয়াছি। তখনই কলেজে ভর্ত্তি করিবার উদ্যোগ পড়িয়াগেল। সেই দিন ছিল, ভর্ত্তির শেষ দিন। কলেজে যাওয়ামাত্র আমার পরিচয় শুনিয়া প্রিন্সিপাল ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আমার ভর্ত্তি ফী নিজে প্রদান করিলেন।

বৈকালে প্রত্যহ গঙ্গাতীরে বসিয়া কালী নাম গান করিতাম। এই স্থানেও তিন চারিটী শিক্ষক, অধ্যাপক, আমার কালী-কীর্ত্তন শুনিয়া আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সন্ধ্যার পর আমাকে লইয়া বসিয়া কালী-তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন। এই স্থানে শরৎবাবুর সঙ্গে পৃথক্ হইলাম। তিনি চোখের জল ফেলিয়া, আমার প্রতি অকপট্ স্নেহের পরিচয় দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি চার মাস পরে বহরমপুর কলেজ ছাড়িয়া, কুচবেহার আসিলাম।

কুচবেহারে সাধক প্রফেসর বাবু মোহিনীমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি অতি যত্ন করিয়া আমাকে তাঁহার বাসায় উঠাইলেন। শাক্ত-সাধক মোহিনী বাবুকে শক্তিতত্ত্বের কথা, শ্যামাবিষয়ক কীর্ত্তন, ও উচ্ছ্বাস শুনাইতাম। কুচবেহারে তখন খুব ধর্ম্ম-সভা হইত। ধর্ম্মসভায় অনেক বক্তা আসিতেন। তাঁহাদের মুখেও অনেক উত্তম ধর্ম্মকথা শুনিতাম। সমস্তের নিকটেই শক্তি-তত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইতাম।

মোহিনী বাবু তাঁহার পিতার আদেশে কুচবেহার কলেজ ছাড়িয়া বহরমপুর কলেজে গমন করিলেন, আমি উকিল গোবিন্দ প্রসাদ রায় মহাশয়ের বাসায় বাস করিতে লাগিলাম। তিনি যেমন ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, তেমন বহু গরীব ছাত্রের অন্নদাতা ছিলেন। আমি তাঁহার গৃহে আমার কালীনাম সঙ্কীর্ত্তনের খুব সুবিধা পাইয়াছিলাম।

কুচবেহার ছাড়িয়া রংপুর আসিলাম। তথায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আমার গান ও উচ্ছ্বাস শ্রবণে আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ হইলেন। আমি তাঁহার টোল হইতে কাব্যের উপাধি-পরীক্ষা দিলাম। শেষে তাঁহারই সুপারিশে কুণ্ডীর গোপালপুর স্কুলে হেড্‌মাষ্টার হইলাম। জমীদার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাগান-বাড়ীতে বাসা হইল। নির্জ্জন স্থান। স্কুলে কাজ করিতাম, আর বাসায় বসিয়া জয়কালী নাম কখনো লিখিতাম, কখনো গান করিতাম।

রংপুরের এস্, ডি, ও, বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাবের সাধক ছিলেন। তিনি আমার নাম শুনিয়া, কার্য্যের পরিচয় জানিয়া, আমার বাসায় একদিন আসিলেন, উভয়ে এক রাত্রি কালীতত্ত্ব আলোচনা ও কালীভক্তির কীর্ত্তন করিলাম। পরমানন্দ হইল। তার পরে মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় আসিতেন, আমিও তাঁহার বাসায় যাইতাম। উভয়ে একত্রে বসিয়া জয়-কালী নাম গান করিতাম, আর কালীতত্ত্ব আলোচনা করিতাম। এই ভাবে, এক মনের মত সঙ্গী, মা কালীর কৃপায় মিলিয়াছিল।

১৩০৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে গোপালপুরের চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ী আসিলাম। বাবা ও ভাইএর ইচ্ছা হইল, আর চাকুরী না করা। বাবা বলিলেন, "তুমি সাধক হও,—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত হও। ভগবানের নামে প্রেমে তন্ময় হও। তোমার স্নেহময়ী মার আদেশ পালন কর। আমি দেখিয়া যাই।"

আমি বাবার আদেশ মাথায় তুলিয়া, পরম আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিলাম। সন্ন্যাসীমণ্ডলে সংবাদ দিলাম। শ্যামানন্দ স্বরস্বতী প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসিসঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট অবধূত আশ্রম গ্রহণ করিলাম। তখন নির্গোলে জয়কালী নাম সাধনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলাম। ১৩০৪ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখে কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিলাম।

অবধূত হইয়া মুক্ত পুরুষের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তখন খুব ধর্ম্মসভা হইত। আমি ধর্ম্মসভা হইতে আহূত হইয়া বহু স্থানে গমন করিতাম। আমার বক্তৃতার মধ্যে প্রধান বিষয় থাকিত, "নৈতিক চরিত্রোন্নতি," "শক্তি পূজা," "স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য, "নানা নামে উপাসনা করিলেও হিন্দু জাতি একই পরমেশ্বরের উপাসক" এবং "কালী, কৃষ্ণ, শিব, সূর্য্য, প্রভৃতি অর্চ্চনায় অভেদ জ্ঞান।" আর বিষয় ছিল, "সাহা জাতির জলচল!" এই বিষয়ের বক্তৃতা ছিল শেষ দিন। তাহাতে অনেক স্থানে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত।

যে স্থানেই গিয়াছি, কালী কুল-কুণ্ডলিনী লেখার বিরাম ছিল না। কখনো পর্ব্বতশিখরে বসিয়া, কখনো নির্জ্জন জঙ্গলে বৃক্ষতলে বসিয়া, কখনো নিরক্ষর পল্লীগ্রামে কৃষকের বারাণ্ডায় বসিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছি।

১৩১৩ সালে বৈশাখী পূর্ণিমায় পরাশর আশ্রমে এক সন্ন্যাসি-সন্মিলন হয়। ওঙ্কারনাথ মণ্ডলী তখন তথায় উপস্থিত হন। আমিও অনেক বাঙ্গালী ভক্তের সঙ্গে তথায় গমন করি। আমার পরিচিত সন্ন্যাসিগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন, এবং পনের দিন বসিয়া আমার এই গ্রন্থ শ্রবণ করেন। মাধব দাস, হনুমান দাস, ধীরানন্দ প্রভৃতি, বঙ্গভাষায় ও সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আভীরানন্দ, বিষ্ণুদাস, সকলেই গ্রন্থখানিকে সমর্থন করেন।

গুরুমহারাজ শ্যামানন্দ সরস্বতী আশীর্ব্বাদ করেন, এবং "শীঘ্রই গ্রন্থ প্রকাশিত হউক" বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৩১৭ সালে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিতে কুমিল্লায় যাই। আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিস্ট্রিক্ট সেসনজজ, পরম ধর্ম্মপ্রাণ এবং সত্যপক্ষপাতী, বাবু ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তখন তথায় প্রথম মুন্সেফ। তিনি গ্রন্থখানি শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হন, এবং নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া, তথাকার সিংহপ্রেস হইতে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন।

ইহাই আমার কালী-কুল-কুণ্ডলিনী লেখা ও প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যখন পুণ্যতীর্থ কামাখ্যায় রত্নগিরির সঙ্গে কালী-তত্ত্বের প্রথম প্রশ্ন, তখন বয়স ছিল আঠার, যখন ব্রাহ্মণী নদীর তীরে পরাশর আশ্রমে, সন্ন্যাসি-মণ্ডল মধ্যে সমগ্র গ্রন্থের প্রথম পাঠ, তখন বয়স ছিল চুয়াল্লিশ, যখন প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বয়স ছিল আটচল্লিশ, আর এখন এই শেষ সংস্করণের সময়, এখন বয়স পঁচাত্তর। এইবার গ্রন্থে আমার দীর্ঘ জীবনের দূরদর্শন, বা বহু দর্শনের মন্তব্য প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, বহু সাধু মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি,—তাঁহাদের আচরণ দর্শন করিয়াছি,—সাধনাসম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছি, আর নিজেও বাল্যাবধি বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে মনপ্রাণ অর্পিত রাখিয়াছি। এই সমস্ত কার্য্য-দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এই গ্রন্থের প্রশ্ন সমূহের উত্তরে এবার তাহার সামঞ্জস্য যথাসম্ভব রক্ষা করিলাম।

এইবার গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে প্রকাশ না করিয়া এক খণ্ডে প্রকাশ করিলাম, কিছু কিছু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম, এবং কোন কোন বিষয় অনাবশ্যক বোধে তুলিয়া দিলাম। গ্রন্থের বিষয়গুলি যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়,—শিক্ষিত নরনারীমণ্ডলে যাহাতে পঠন-যোগ্য হয়, তজ্জন্য ভাষারও অনেকটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। মণ্ডপের প্রতিমা যাহা ছিল, তাহাই রহিল; এবার কেবল নূতন করিয়া অঙ্গরাগ করিলাম। অঙ্গরাগে রঙের কোন পরিবর্ত্তন নাই; কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও পরিবর্ত্তন নাই; পরিবর্ত্তন, কেবল কিছু কিছু অলঙ্কারের, ও সাজাইবার শৃঙ্খলার।

যাহা হউক, গুরুমহারাজগণের আদেশে এবং উৎসাহে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, দীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া এক গ্রন্থই লিখিলাম। অন্য যত লিখিলাম, সমস্তই এই গ্রন্থেরই পরিশিষ্টের তুল্য। আঠার বৎসরের বালক,—মাত্র এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র,—তখন যে সব প্রশ্নের যে সব উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা এখন আমার নিজের নিকটেই আশ্চর্য্যজনক! তাহা কি আমি নিজেই দিয়া ছিলাম, না, অন্য কেহ আমার হৃদয়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেওয়াইয়া ছিল, তাহাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়। "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" এখন কেবল সেই দীক্ষা-শিক্ষা-দায়িনী মার কথাই মনে পড়ে, "তুই কেবল মা কালীকে ডাক্, মস্ত বড় পণ্ডিত হবি।" কি হইয়াছি জানি না,—তবে মা কালীর তত্ত্ব, মাতৃপূজার মাহাত্ম্য, এবং ভক্ত-সাধকগণের জীবনীপূর্ণ, এক গ্রন্থ ত লিখিয়া ফেলিলাম! যাহা অধ্যয়ন করিয়া দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ,—হাই কোর্টের উচ্চভাবান্বিত হিন্দু জাষ্টিস-গণ,—পূজ্যপাদ সাধকগণ, সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, "মাতৃপূজার তত্ত্বপ্রকাশিকা "কালী কুলকুণ্ডলিনী" সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধকগণের প্রয়োজনীয় সাধন-গ্রন্থ।" যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার মত অজ্ঞের পক্ষে, তাহাপেক্ষা আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে? শুভক্ষণে, জন্ম-জন্মের পুণ্যফলে, বাল্যকালেই মা আমাকে "জয়কালী" নাম শিখাইয়াছিলেন। বাল্যকালেই কালী-পূজা আরম্ভ করিয়াছিলাম। সে পূজায় ঢাক ছিল ছোট ছোট চৌকী, ও টীনের ক্যানেস্ত্রা; পূজার মণ্ডপ ছিল, জঙ্গলের ধারে গাছের তলা; নৈবেদ্য ছিল, ধূলো মাটী; নৈবেদ্যের কলা ছিল আকন্দের ফল; সন্দেশ ছিল মাটীর দলা; বাতাসা ছিল ভাঙ্গা চাড়া; চন্দন ছিল পুকুরের কাদা; বিল্বপত্র ছিল হিজলের পাতা; এবং নৈবেদ্য সাজাইবার থাল ছিল, কচুর পাতা। তখন বলির পাঁঠা ছিল, যত কচুর ডাঁটা ও কলার ডগা; খড়্গ ছিল দা;—মন্ত্র ছিল, "জয় মা কালী।" তখন নিজেই পুরোহিত, নিজেই ঢাকী, নিজেই খাঁড়াত। যেমন সাধ্য, তেমন পূজা! কিন্তু তখন মন ছিল একাগ্র, দৃষ্টি ছিল স্থির,—চরিত্র ছিল নির্ম্মল। এবং দ্বন্দ্ব সন্দের কলহ ছিল অজ্ঞাত।

ক্রমে যুবক হইলাম, স্কুল কলেজে পড়িতে গেলাম; তখনও বাল্যকালের সে খেলার কালীপূজার কথা ভুলিতে পারিলাম না। তখন সহপাঠীদের লইয়া দল বাঁধিতাম,—চাঁদা তুলিতাম, এবং জয়কালীমার পূজা করিতাম। সে পূজায় প্রতিমা থাকিত, পুরোহিত থাকিত, ঢাকী থাকিত, যথারীতি নৈবেদ্য থাকিত। তাহাতে মন্ত্র ছিল, পূজা ছিল, ভোগ নিবেদন ছিল; এবং পূজান্তে আনন্দ-উৎসবে প্রসাদ-পাওয়া ছিল।

তার পরে যখন উপার্জ্জনক্ষম হইলাম,—রামের ভাই লক্ষ্মণের মত অনুজ সহোদর ভুবন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল, তখন ধূমধাম করিয়া, নৃত্য-গীত দিয়া, শানাই টিকারা বাজাইয়া, মহা মহোৎসবে, জয়কালীমার পূজা করিয়াছি।

এখন বৃদ্ধকাল, আর সে উপার্জ্জনক্ষম ভাই নাই, আর সে পূজার আয়োজনকারিণী সঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নীও নাই,—এবং বার্দ্ধক্যের এই কলেবরে আর সামর্থ্যও নাই। এখন, "যা করেন মা কালী" বলিয়া তাঁহার শেষ করুণার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।

এই গ্রন্থ আমার এই কালীময় জীবনের মর্ম্মকথার ভাবোচ্ছ্বাস,—আমার মাতৃপূজার মন্ত্রোচ্ছ্বাস, আমার ধ্যান-ধারণার সাধনোচ্ছ্বাস, এবং নানা তীর্থ ও সাধু মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলীর প্রত্যক্ষ ইতিহাস। ইহা আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া লিখিয়াছি। না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই, তাই লিখিয়াছি। মা-নাম-মাহাত্ম্য,—মাতৃপূজার মহত্ব, একদিন না লিখিতে পারিলে, সে দিনকে দুর্দ্দিনের মধ্যেই গণ্য করিয়াছি। এখন আমার সম্পত্তি নাই, ক্ষেত্র নাই, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই। আমার সহায়, সম্পদ, যোত্র, ক্ষেত্র, সমস্ত এখন মা কালী। তাই তাঁহার পূজা-তত্ত্ব নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনই আমার এ জীবনের শান্তি-সন্তোষের প্রধান উপায়। আর মাতৃভক্ত সাধকগণের সহানুভূতি, বা আশীর্ব্বাদ, আমার পরম সঙ্গতি।

সুতরাং এই গ্রন্থ কোন অর্থোপার্জ্জনের জন্য লিখি নাই,—লেখক হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, সেজন্যও লিখি নাই। আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য লিখিয়াছি; আর যদি বিশ্বজননী মা কালীর কথা,—তাঁহার পূজার মাহাত্ম্যের কথা, শুনিবার জন্য, কেহ ব্যাকুল থাকেন, তাঁহার জন্য লিখিয়াছি।

কালী-তত্ত্ব লিখিতে কাল-তত্ত্ব আসিয়াছে;—কাল-তত্ত্ব লিখিতে মহা-কাল বিশ্বনাথ-তত্ত্ব আসিয়াছে,—বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য আসিয়াছে। শক্তিতত্ত্ব লিখিতে শক্তিমানের কথা আসিয়াছে;—তাই রাম আসিয়াছেন, কৃষ্ণ আসিয়াছেন, বুদ্ধদেব আসিয়াছেন। তাই শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ দেব, আসিয়াছেন। তাই মহম্মদ আসিয়াছেন, যীশু আসিয়াছেন। তাই সমস্তের কথাই স-সম্মানে লিখিয়াছি। কি লিখিয়াছি,—তাহা কেমন হইয়াছে,—তাহা পাঠ্য কি অপাঠ্য হইয়াছে, তাহা নিজের বিচার করিবার অধিকার নাই। তাহার বিচারের ভার, সু-বিচারক ধীমান সজ্জন পাঠকগণের হস্তে।

উপসংহারে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ স্বর্গীয় ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন; এবং তিনিই এই গ্রন্থ দেশের উচ্চপদস্থ, স্ব-ধর্ম্মনিরত, প্রবীণগণের মধ্যে, ও মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে, প্রেরণ করিয়া, তাঁহাদের উচ্চ উচ্চ সমালোচনা সংগ্রহ করেন। তার পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়, চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীমান ভগবতী চরণ পাল ও শ্রীমান হৃষিকেশ দে, তাঁহাদের সান্‌রাইজ প্রেস হইতে মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় গ্রহণ না করিয়া, মুদ্রিত করিয়া দেন। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় কোন্-নগরের বিদ্যোৎসাহী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দুই শত টাকা সাহায্য করেন। এইবার এই সংস্করণে যে সব সদয়-হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণগণ যে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে দেখুন।

ভুলুয়া।

কলিকাতা।

১৩৪৪ সাল, ২০শে বৈশাখ।

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী

উৎসর্গ

মা বিশ্ব-জননি! তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্রী, এবং কালের হৃদয়ে শক্তিরূপে সমবাস্থিতা বরাভয়-দায়িনী কালী। তুমি এই দৃশ্যমান বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমের কলেবরে সঞ্জীবনী শক্তিরূপা কুল-কুণ্ডলিনী। তুমি অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তের বাহিরে বিদ্যমানা, মায়া মহীয়সী, পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। তুমি ভক্ত ভাগবতগণের নিত্যানন্দপ্রদায়িনী আহ্লাদিনী ঠাকুরাণী। মহর্ষি, দেবর্ষি; ব্রহ্মর্ষিগণও, তোমার করুণার সীমা, মহিমার অন্ত, নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া শেষে "অবাঙ্মনসগোচরা" বলিয়া চিন্তাপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত; এবং বিস্ময়বিমোহিত চিত্তে কেবলমাত্র তোমার করুণাপ্রার্থী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান।

মা, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত তোমারই করুণাশ্রয়ে অবস্থিত, এবং প্রত্যেকেই তোমারই অর্চ্চনায় গললগ্নীকৃতবাসে, নতজানু হইয়া, বীরাসনে, যুক্তকরে, উপবিষ্ট। মা, এমন যে মহামহিয়সী তুমি, সেই তোমার তত্ত্ব-প্রচারে, তোমার গুণ মহিমা মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে, তোমার চরণাশ্রিত মহাপুরুষগণের অত্যদ্ভুত জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনে, ভাব-ভক্তি-বিহীন, বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন, আমি,—তোমার অভাজন অপদার্থ সন্তান আমি, আজ উদ্ধতের মত দণ্ডায়মান। জন্মান্ধ হইয়া শারদীয় পূর্ণ-সুধাকরের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণন করিয়া, চক্ষুষ্মান দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন মহাজনগণকে বিমুগ্ধ করিতে আজ অগ্রসর;—বাক্‌শক্তিহীন মূক হইয়া, ললিত-মধুর কোমল কবিতায় সু-রচিত, উচ্চ সুর-লয়সাধ্য রস-কীর্ত্তন করিতে, সুপ্রবীণ ভাগবত-মণ্ডল-সমক্ষে আজ নির্ব্বোধের মত দণ্ডায়মান। হে রাজরাজেশ্বরি! আমার এই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা, তুমি ক্ষমা করিবে ত?

মা ব্রহ্মময়ি! আমি এ জীবনে একদিনও তোমার সুর-নর-মুনিলোক বাঞ্ছিত শ্রীচরণকমলে মনবুদ্ধি অর্পণ করি নাই; তুমি যে আমার অপার স্নেহময়ী, সন্তান-সোহাগিনী মা, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি নাই, অথচ তোমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে, জনসমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছি; তোমার তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনধীয়ান অজ্ঞ হইয়াও, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছি। লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার জন্য অধ্যবসায়শীল হইয়াছি, আমার পক্ষে যাহা অসম্ভব, অসাধ্য,—তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার এই দুর্ম্মতির পরিণাম কি, তাহা তুমিই জান। এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই প্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা কি জন্য জাগ্রত হইল, বুদ্ধিরূপিনি মা! তাহাও তুমিই জান।

তুমি নিত্যলীলাময়ী, ক্রীড়াময়ী, কৌতুকময়ী তুমি নিত্যা, স্থিরা, নির্ব্বিকারা হইয়াও বালিকার মত হাসিকান্নাময়ী। তাই তুমি বালিকার মত হাসি-কান্নার অভিনয় ভালবাস। সেই অভিনয়ের জন্যই তুমি জীবহৃদয়ে প্রেরণাকারিণী। তুমি অনন্ত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়া, অনন্ত প্রকার বুদ্ধি ও ভ্রান্তি তাহাদের হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া, তুমিই তাহাদের দ্বারা অনন্ত প্রকারের অভিনয় করাও তখন তুমি কত অসম্ভব সম্ভব করাও। তাই এখন ধারণা হইতেছে, হয়ত পঙ্গুদ্বারা গিরিলঙ্ঘন করাইতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে। তাই এই অভাজনের হৃদয়ে মহাজনের আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করিয়াছ,—

অসম্ভব সম্ভব করাইতে এক কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছ। এখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তুমিই বলিয়াছ,—“মানুষ মাত্র অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত হইয়াই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।” শুধু মানুষ নহে, জীব-মাত্রেই তাহাই করে। কিন্তু যথার্থ “কর্ত্তা” তুমি। তাহারা তোমার পরিচালিত যন্ত্রমাত্র। তাহাই যখন সত্য, তখন তুমি হৃদয়ে বসিয়া যেমন বুঝাইবে তেমন বুঝিব; যেমন ভাবাইবে তেমনি ভাবিব; এবং যেমন লেখাইবে, তেমনি লিখিব। তোমার এই তত্ত্ব-প্রচার, তোমার এই মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, ইহার মূলে মাত্র তুমিই একা। ইহার ভাব তোমার, ভাষা তোমার; ইহার সুর তোমার, লয় তোমার; ইহার লক্ষ্য তুমি, উপলক্ষ তুমি। ইহার যুক্তি তুমি, সিদ্ধান্ত তুমি; ইহার সত্য তুমি, ভ্রান্তি তুমি; ইহার যশ তুমি, অপযশ তুমি, এবং ইহার আদি তুমি, অন্ত তুমি।

তাই তোমার এই মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-তরঙ্গিণী, শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী তোমারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, তোমারই শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।

তোমারই সন্তান
ভুলুয়া।
ঘোষপুর—ফরিদপুর।

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী

গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সমুহ

প্রথম খণ্ড

প্রথম দিন

১ম পরিচ্ছেদ—কামাখ্যার সৌভাগ্য কুণ্ডতীরে শ্যামা-বিষয়ক কীর্ত্তন; সন্তানের আত্ম-পরিচয়; শ্রোতৃবর্গ-কর্ত্তৃক "সন্তান" নাম প্রদান।

২য় পরিচ্ছেদ—রত্নগিরির প্রশ্ন;—কালী কে, কি জন্য কৃষ্ণবর্ণ, কি জন্য চতুর্ভুজা। শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা। কালী-তত্ত্ব, কাল-তত্ত্ব, বর্ণন; কালী নামের অর্থ; মানুষ উপাস্যের নিকটে কিরূপে দুঃখ চায়; ভক্ত-দর্শনে ভক্তের কর্ত্তব্য। সাধুর লক্ষণ; কালী অনাদির আদি কেন? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রত্যেকেই শক্তি-মূর্ত্তি। তাহাদের একত্ব কথন। বিষ্ণুর দৈত্য-নাশ-তত্ত্ব। তাপত্রয়ে মুক্তির উপায়।

৩য় পরিচ্ছেদ—মদ্যপান বিষয়ে আলোচনা। মদ্যপায়ীর স্বভাব বর্ণন। শাক্তের মদ্যপান এবং বৈষ্ণবের সেবাদাসী গ্রহণের কথা। সাধুসঙ্গে সদালাপ শ্রবণে স্ত্রীপুরুষের তুল্য অধিকার। সাধু-সঙ্গে কর্ত্তব্য কি। ত্যাগী মনোহরের দৃষ্টান্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ—বিশ্বে কিছু জড় নাই কেন। সমস্ত চেতন। কি জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ ছোট বড় দর্শন। যদি সমস্তই এক শক্তি, তবে রূপে গুণে পার্থক্য কেন। যিনি ব্রহ্মাদিরও ধ্যানাতীতা, সামান্য মানুষের পক্ষে তাহার দর্শন কিরূপে সম্ভব। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ, প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তি; তাঁহাদের উপাসনা শক্তিরই উপাসনা। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতির রহস্য কথন। শুম্ভাসুরের প্রশ্নে মা অম্বিকার উত্তর। কৃষ্ণার্চ্চনে কিরূপে শক্তির অর্চ্চনা হয়। একনিষ্ঠা ভক্তির দোহাই দিয়া, অন্যের উপাস্যকে নিন্দার সমালোচনা। দুর্গা, কালী শিবের পত্নী নহেন কি জন্য। কোন্ স্তরের সাধুকে কি ভাবে অর্চ্চনা করিবে শাক্তের লক্ষণ; সন্ন্যাসীর জাতি-বিদ্যাদির পরিচয় কি জন্য অনাবশ্যক।

৫ম পরিচ্ছেদ—সকল শাক্ত সমান নহে কি জন্য। ত্রিবিধ গুণ ও কর্ত্তার লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্মে পূজা-পদ্ধতি কি জন্য ত্রিবিধ। এখন দেবার্চ্চনে ফল হয় না কেন। যজ্ঞে পশুঘাত অনার্যের ধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণবগণের হত্যাকার্য্যের ইতিহাস। শুধু নিরামীষ ভোজন করিলেই সাত্ত্বিক হওয়া যায় না কেন? ত্রিবিধ ভোজনের আলোচনা। মৎস্যাদি ভোজনের সমালোচনা। রাবণের দৃষ্টান্ত; ছদ্মবেশীর পরিণাম। শিবাদির মধ্যে কি জন্য ছোট বড় নাই।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—খৃষ্টানগণের রাধাকৃষ্ণ নিন্দার সমালোচনা। হিন্দুর ধর্ম্ম কি, হিন্দু কাহাকে বলে। কি জন্য সমস্ত পৃথিবী এক সময়ে নামতঃ না হইলেও, কার্য্যতঃ হিন্দু হইবে। হিন্দুসাধক-মণ্ডলে বিভূতি-বাহুল্য। রাধা-তত্ত্ব। শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব। একই ঈশ্বর; এক ভাবে উপাসনা না করিয়া নানা ভাবে উপাসনার কারণ। মূর্ত্তি পূজার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন। একলব্যের মূর্ত্তি-পূজা। বৈরাগীদের মধ্যে কারা মা কালীকে নিন্দা করে। পুরীধামে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কি প্রকারে মা কালীর প্রসাদ পাইতেন। রুক্মিণী প্রভৃতির কালীপূজা-বৃত্তান্ত। নরোত্তম দাস ঠাকুরের পদাবলীর ব্যাখ্যা। কালী কৃষ্ণের একত্ব কথন।

৭ম পরিচ্ছেদ—উচ্ছ্বাস ও কীর্ত্তন।

দ্বিতীয় দিন

১ম পরিচ্ছেদ—সন্দেহ-নাশের উপায় কথন। সদ্‌গুরু ও মহান্তের লক্ষণ। কি লক্ষণে সাধু চেনা যায়। নামাশ্রয়, হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা। যে নামে যে উপাসনা করে, সমস্তই হরিনাম। গুরুলাভ করিয়া শিষ্যের কি শিক্ষানীয়। প্রকৃতি দর্শনে কিরূপে জ্ঞান-লাভ করা যায়। সাধু হইয়া সাধু নিন্দার পরিণাম। দুর্গাদাসের বৃত্তান্ত। স্বরূপ কথন ও নিন্দার পার্থক্য-বিচার। নিন্দুকের স্বভাব বর্ণন।

২য় পরিচ্ছেদ— সংসার-রহস্য। জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই কেন। মায়ার প্রভাব বর্ণন। মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির কার্য্য বর্ণন। বিষ্ণুর আত্মকার্য্য বর্ণন। সুরথ সমাধির বৃত্তান্ত ও মেধস মুনির উত্তর। বিদ্যা ও মায়া
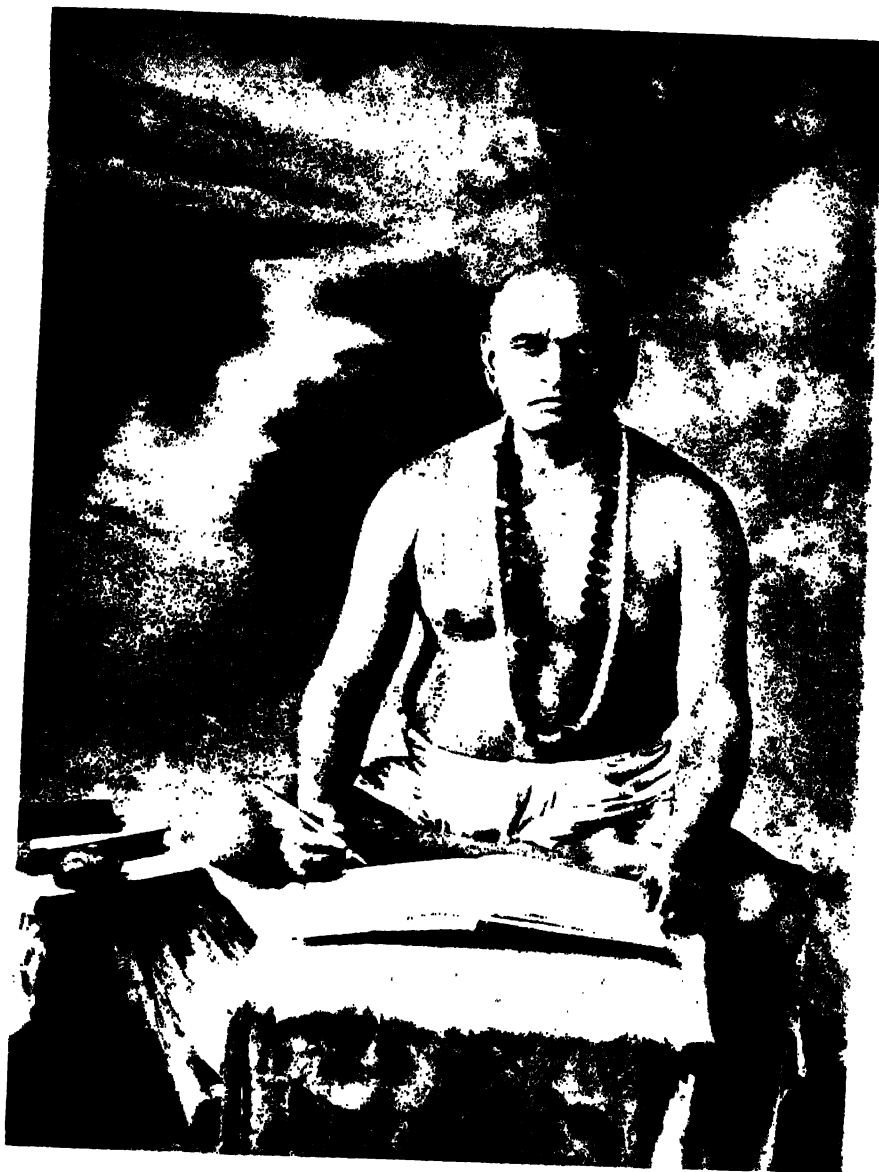
শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা।

৭৪ বৎসর বয়সে "শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনীর" শেষ-সংস্করণ লেখায় নিযুক্ত,
অবধূত লোক-গৌরব শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা।

পঞ্চম দিন

ষষ্ঠ দিন

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী

—:•:—

মঙ্গলাচরণ

জয় শঙ্করী, শিব-সুন্দরী, শ্যামা শঙ্কর-সীমন্তিনী।
সুরাসুর-সম্পূজিতা, অপরাজিতা-রঞ্জিনী ॥
নব জলধর নিন্দিয়া,
বর্ণ বিজলী রঙ্গিয়া,
শান্ত অধরে মধুর হাস, বিশ্ব-মানস-মোহিনী।
অন্তহীন করুণামূর্ত্তি,
অন্তহীন ভাবের স্ফূর্ত্তি,
অন্তহীন বিশ্ব-পালিনী, হীন-নিঃস্ব-সঙ্গিনী ॥
ভুবন-জীবন-পালন-জন্য,
বিশাল উরসে পীযুষে পূর্ণ
উন্নত পয়োধর বিমুক্ত, তনয়ানন্দ-বর্দ্ধিনী ॥
পুনঃ হের ঘোর ঘন-বরণা,
নির্গতানল-ভাল-নয়না,
প্রলয়-খড়্গ ধরিয়া হস্তে, লোকক্ষয়-কারিণী ॥
লোল-রসনা, বিকট-দশনা,
খলিত-কেশা গলিত-বসনা,
করে নরশির, গলে শির-মালা, ঘোরা রণ-রঙ্গিনী।
কঠিন-কোমল-ভাব-মিলিতা,
বিপরীতভাবে ভাব-চরিতা,
বৈপরীত্যময়ী যুগপৎ, পরমা-প্রকৃতি-রূপিণী ॥
কভু নরহরি কশিপু দলে,
কভু কংসারি হরি গোকুলে,
লক্ষ্যে ভুলুয়া, মহেশ বক্ষে, নগনা নীল নলিনী ॥

উদ্বোধন

এই সে শ্মশান! হায়, এই সে শ্মশান!
সিন্ধু করুণার, মোর, যথা অন্তর্ধান।
এই সে নিষ্ঠুর ভূমি,
যে স্থানে, জননি, তুমি,
মর্ত্ত্য পরিহরি, স্বর্গে করিলে প্রস্থান।
চিহ্ন আছে, এক্ষণে ও, এই সে শ্মশান ॥
সিন্ধু-নীরে না পশিতে, নাবিক আমার,
দিক্-লক্ষ্য ধ্রুব-তারা,
এ স্থানে হইনু হারা,
ভগ্ন এই স্থানে মোর শান্তির ভাণ্ডার।
বর্ত্তে এবে, সর্ব্বদিকে, অশান্তি আঁধার ॥
এই প্রবাহিনী-তীর,
স্নেহময়ী জননীর,
মূর্ত্তি করুণার, যথা, বিদগ্ধ বিলীন।
এই সে ভীষণ ঠাঁই,
যে স্থানে মমতা নাই,
ভস্ম করে তুল্য রূপে বালক প্রাচীন!
এই স্থানে স্নেহময়ী জননী আমার,
চিতার পালঙ্কে উঠি,
মুদিয়া নয়ন দুটী,
ছিন্ন করি, স্নেহের বন্ধন, মো-সবার,
লুক্কায়িত কোথা, নাহি জানি সমাচার ॥
কোথা যাব তাঁহাকে করিতে অন্বেষণ,
বন্ধু কে এমন আছে,
নিয়ে যাবে তাঁ'র কাছে!
পূর্ণ স্নেহময়ী তাঁকে, করাবে দর্শন?
মা বলিয়া আবার করিব সম্বোধন।
"মা, আমি এসেছি" ব'লে
দাঁড়াব চরণ-তলে,
আনন্দে আবার শির করিব লুণ্ঠন।

মা মোরে উঠায়ে কোলে,
সুধাবে মধুর বোলে,
বার বার করি মোর বদন চুম্বন।
প্রাপ্ত হব আবার কি সেই শুভক্ষণ!
রাজত্বে প্রভুত্বে মোর নাহি প্রয়োজন,
স্বর্গ নাহি চাহি,—সর্ব্ব সুখ-নিকেতন॥
মাত্র তাঁর পা দুখানি,
ভিন্ন অন্য নাহি জানি,
অর্চ্চি, পাদপদ্ম তাঁর, যত্নে আমরণ।
ইচ্ছা ছিল, মহাপথে করিব গমন।
মুক্তি-গতি মা আমার, জীবনে মরণে,
ভিন্ন মা, জানি না অন্য,
তাঁহারই অর্চ্চনা-জন্য,
উৎসর্গিত দেহ-মন, ছিল এ জীবনে।
বঞ্চিত কি জন্য হ'নু, কহিব কেমনে!
অন্তরে আকাঙ্ক্ষা কত আজন্ম আমার,
অর্চ্চি মাকে, মাতৃপূজা করিব প্রচার।
এ মন-মণ্ডপে যাহা,
আরাধ্যা প্রতিমা, আহা!
আহ্বানের পুর্ব্বে, হল বিসর্জ্জন তার।
হায় রে অদৃষ্ট! আর, হায় রে সংসার!!"
বলিতে বলিতে কোন মাতৃহীন নর,
মূর্চ্ছিত হইল এক শ্মশান-উপর।
ক্ষণ পরে শুভ্র-কেশ,
দীর্ঘাকৃতি-নগ্ন-বেশ,
ভস্মময়-তনু, কোন সন্ন্যাসী-প্রবর,
মূর্চ্ছা ভাঙ্গি, মাতৃহীনে প্রবোধে বিস্তর।
"শুন ভদ্র, যাঁর জন্য করিছ বিলাপ,
চিত্তে তব যাঁর জন্য, এ শোক-সন্তাপ,
তিনি মাত্র দেহ ন'ন,
দেহ ধ্বংসে তিনি র'ন।
অক্ষয় অমর তিনি, ইচ্ছা যদি কর,
এক্ষণেও, তাঁকে তুমি নিরীক্ষিতে পার।

অজ্ঞানের মত বৃথা না করি বিলাপ,
পন্থা ধর, শান্ত যাহে, হবে মনস্তাপ।
এ বিশাল বিশ্বপটে
জন্ম-মৃত্যু নিত্য ঘটে,
নিত্য প্রাকৃতিক কার্য্যে, গণে কে সন্তাপ।
মত্তের প্রলাপ ছাড়ি,—ধর তত্ত্বালাপ॥
দৃশ্য যত এ সংসারে, সমস্ত অস্থির।
জন্মিলেই ঘটে মৃত্যু, ইহা চির-স্থির।
তুমি আমি কাল-স্রোতে,
চলিতেছি মৃত্যু-পথে।
রুদ্ধে প্রকৃতির গতি, কে এমন বীর!
নির্ম্মিত লবণে, সিন্ধু মধ্যে, এ শরীর।
ইচ্ছাময়ী সে পরমা প্রকৃতি ইচ্ছায়,
তুমি আমি জন্মিয়াছি,
রক্ষে যে ক'দিন, আছি।
ইচ্ছায় তাঁহার, হাসি-কান্না এ ধরায়!
ইচ্ছা তাঁর অতিক্রমি বর্ত্তে কে কোথায়?
জন্মিয়াছি যবে, হবে অবশ্য মরণ।
হোক্, কিন্তু সু-দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন।
ইচ্ছা করি যদি মনে,
ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে,
সংসাধিতে পারি কত অসাধ্য সাধন!
সাধ্যায়ত্ত অমরত্ব,—মাত্র চাহি মন!
মিথ্যা শোক ভুলে যাও,
সঙ্কল্পে সু-দৃঢ় হও
বীর-দর্পে কর, মহা কর্ত্তব্যে গমন।
তপ্ত রহে শোকে, মাত্র নির্ব্বোধ যে জন।
দুর্লভ জনম নিয়া,
উৎসাহে বান্ধহ হিয়া।
ধৈর্য্য ধর, কীর্ত্তি-শৈলে কর আরোহণ।
মিথ্যা শোকে মনুষ্যত্ব না কর বর্জ্জন।
ইচ্ছা যদি মাতৃ-পূজা অন্তরে তোমার,
পৃথ্বী ভরি, মাতৃ-পূজা, কর পরচার,

পুণ্যময়ী, পুণ্য-লোকে স্থিতি এবে তাঁর,
দর্শিবেন তথা বসি, অর্চ্চনা তোমার ॥
সন্তানের জন্য যে ব্যাকুল মার প্রাণ
লক্ষাংশ তাহার, নাহি অন্যে বিদ্যমান।
কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধদেব, শঙ্কর, চৈতন্য,
প্রাপ্ত প্রাণ, মাত্র মার করুণার জন্য।
স্নেহময়ী মার সঙ্গে, তুলনা কাহার ?
ভিন্ন মা, কে অর্চ্চনীয়, এ সংসারে আর ?
হেন মাতৃভাবে তুমি তন্ময় যখন,
যোগ্য তুমি,—জানিলাম,—সন্তান সুজন।
সঙ্কল্প করেছ যাহা,
এক্ষণি আরম্ভ তাহা।
সঙ্গী আমি, কর মাতৃ-পূজা-আয়োজন।
বাজাও পূজার ঘণ্টা, জাগুক ভুবন।
ঐ যে বিশাল শূন্য কর দরশন,
বর্ত্তে উহে বহু লোক, এ পৃথী মতন।
প্রবঞ্চনা অবিচার,
দীন প্রতি অত্যাচার,
ব্যভিচার-জরা-মৃত্যু-দুঃসহ-বেদন-
শূন্য, ঐ শূন্যে, বর্ত্তে এক নিকেতন।
নাহি তথা ভিন্ন-ভেদ, বিচ্ছেদের ভয়,
পূর্ণ তাহা নিত্যানন্দে, শান্তির আলয়।
মহা-শক্তি-স্বরূপিণী,
বিশ্ব-প্রসবিনী যিনি,
সন্তানের স্নেহে, পূর্ণ যাঁহার হৃদয়,
বেষ্টিয়া তাঁহাকে,—তথা সর্ব্ব জীব রয়।
তিনি রাজরাজেশ্বরী,
ঈশ্বরী, জগদীশ্বরী।
সঞ্জীবনী শক্তিরূপা, সর্ব্ব জীবাশ্রয়।
তোমারও মা, বাবারও মা, মারও মা নিশ্চয়।
দর্শ যত মাতৃমূর্ত্তি সমস্ত তাঁহার।
অগণ্যা জননী রূপে রক্ষেণ সংসার।
শোকোন্মত্ত যাঁর জন্য,
তিনি ন'ন তিনি ভিন্ন।
মূর্ত্তি ধরি, তিনি ভবে জননী তোমার।
ইচ্ছা যদি মাতৃপূজা, পূজা কর তাঁর।
উঠ, "দুর্গা দুর্গা বলি", বলিতে বলিতে,
প্রসারিয়া দুই কর,
সিদ্ধ সাধু যোগিবর,
মাতৃ-শোকে মুগ্ধ নরে, যত্নের সহিত,
হস্ত ধরি, পূর্ব্ব মুখে চলিল ত্বরিত।
ক্রমে দুই বর্ষ গত, সাধু-সঙ্গে ফিরি,
পর্য্যটনি বহু তীর্থ, নদ, নদী, গিরি,
কামাখ্যার নীলাচলে,
পরম আনন্দে চলে,
দৃশ্যা যথা, দ্বাদশভুজা মা, মহেশ্বরী।
ধৌতি পদ যাঁর, ব্রহ্মপুত্র বহে ধীরি ॥
সংঘটে সতীশ এক সু-সঙ্গী তাহার,
তীর্থভূমে মহানন্দে ভ্রমে অনিবার।
বসি মার দরজায়,
প্রভাতে সন্ধ্যায় গায়,
দুর্গা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দ-ভাণ্ডার।
পর্ব্বতের অধিবাসী বসে চারি ধার।
"মণ্ডলী ওঙ্কার নাথ" তথায় তখন,
তীর্থরাজ কামরূপ করিতে দর্শন।
সৌভাগ্য কুণ্ডতীরে প্রভাতে সন্ধ্যায়,
তন্ময় সকলে, শক্তি তত্ত্বালোচনায়।
প্রশ্ন করে নানা জনে, উত্তরে সন্তান।
বর্ণে বহু-ভক্ত-বার্ত্তা,—অমৃত সমান।
সংক্ষেপে একত্র করি,
জগদ্ধাত্রী-নাম স্মরি
ভক্ত-ভাগবত-করে করি সমর্পণ।
তোষ, দোষ, ভুলুয়াকে,—ইচ্ছ যে যেমন।

প্রথম দিন।

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—(*)—

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধ বিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজ নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতি-গৃহ গতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাম্
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥
শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

"হে দেবি দুর্গে! দেবগণ, সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ, মুনিগণ, দনুজগণ, মনুষ্যগণ, ব্যাধিপীড়িতগণ, রাজদ্বারে অভিযুক্তগণ এবং দস্যু কর্তৃক ত্রাসযুক্তগণ, প্রত্যেকের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। হে দেবি দুর্গে! তুমি প্রসন্না হয়।"

জয় নিত্য বিশ্বত্রাস-নিবারণ-কারিণী;
জয় ধৃষ্ট, দম্ভী, দর্পী, দৈত্য-গর্ব্ব হারিণী।
জয় পূর্ণ-পাপমূর্ত্তি, দস্যু-ভয়-বারিণী।
দুর্ব্বলের শ্রেষ্ঠাশ্রয়,—সত্য-মূর্ত্তি-তারিণী।
পুণ্য-রূপা, পুণ্যবন্তে পুরস্কার-কারিণী।
ভণ্ড-শঠে, সঙ্কটে নিক্ষেপি, সমুদ্ধারিণী।
দুঃখ-সিন্ধু-উর্ম্মী-মধ্যে মগ্ন পুত্রে ধর মা!
শত্রু-পূর্ণ-ক্ষেত্রে, আর্ত্ত-চিত্ত-ত্রাস হর মা!
দীনাশ্রয়-দাত্রী, দীনানন্দময়ী, দীন-প্রাণ,
দীন-দুস্থ ভুলুয়াকে, পাদ-পদ্মে দেহ স্থান।

অন্ধকার অপগত, অরুণ উদয়াগত,
তরুণ কিরণজালে হাসায় ধরণী।
বসন্তের মধু মাস প্রকৃতি-বদনে হাস,
মৃদুল মলয় সঙ্গে পোহাল রজনী।
পর্ব্বত শিখরে পাখী ঝঙ্কারিল মধু মাখি
নৃত্যে ব্রহ্মপুত্র নদ আনন্দ-লহরে।
শান্তির নিশান তুলি, ফুল্ল ফুলে গুঞ্জে অলি,
কোকিল অমৃত বর্ষে কর্ণের কুহরে।
পুণ্যতীর্থ কামাখ্যায়, পরমার্থ লাভাশায়,
এ পুণ্য প্রভাতে অদ্য বহু যাত্রিগণ,
বহু ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ত্যাগী,
বহু কর্ম্মী,—কি কহিব, সংখ্যা অগণন!
কেহ করে প্রাতঃস্নান, কেহ করে উচ্চে গান,
কেহ মন্ত্র পড়ে, কেহ স্তোত্র পাঠ করে।
কেহ বা নির্জ্জন ঘরে, ধ্যান-যোগে চিন্তা করে,
চিন্ময়ী-চরণ-পদ্ম, আপন অন্তরে।
মন্ত্র মহা, কালী-নাম, চিত্তে যার শান্তি-ধাম,
মূর্ত্তি কালী, যার প্রাণারাম।
সৌভাগ্য কুণ্ড-তীরে, সে আসি বসিল ধীরে,
আরম্ভিল কালী-গুণ গান।
ললিত সুস্বরে মধু নিঃসৃত হইল।
যাত্রী বহু, মুগ্ধ চিত্তে চৌদিকে বসিল।

—০—

ভজন

আমার, বল তুমি মা, ভরসা তুমি মা,
তোমা বই আর কিছু জানিনে।
তোমা ভিন্ন ভবে, কবে কি সম্ভবে,
জেনে তাই, আর অন্য ভাবিনে॥
আমার, সহায় সম্পদ, তোমার রাঙ্গা পদ,
সুখ দুখ তুমি জীবনে।
তাই, যখনি যে ভাবে, থাকি মা এই ভবে,
মা ভিন্ন আর অন্য বলিনে॥
আমি, মা বলিয়ে হাসি, মা বলিয়ে নাচি,
মা বলিয়ে কাঁদি নির্জ্জনে।
আর, ক্ষুধায় পিপাসায়, জানাই মা তোমায়,
তোমার, পানে চেয়ে থাকি উন্মনে॥
আমায়, তুমি দিলে পাই, তুমি দিলে খাই,
না দিলে থাকি অনশনে।

এবার, যেমন সাজায়েছ, তেম্‌নি সাজিয়াছি,
আছি মা, রেখেছ যেমনে ॥
আমার, তুমি জ্ঞান বুদ্ধি, সাধনা কি শুদ্ধি,
বিদ্যা কি অবিদ্যা এ মনে।
তাই, ভুলুয়া "মা" বলে, সদানন্দে চলে,
ডরায় না দেখিলে মরণে ॥
——বিভাস—একতালা।২

যা কর শঙ্করি, তুমি, তাতেই আমি তুষ্ট রই।
আমার, ইষ্টানিষ্ট সব তুমি মা,
জানিনা মা, তোমা বই ॥
সুখ ঘটে, দুখ ঘটে, অথবা পড়ি সঙ্কটে
তোমার আশিস্ মনে ক'রে, সমস্ত সন্তোষে সই ॥
বল তুমি, ভরসা তুমি, তুমি গৃহ, বিভব, ভূমি,
বিপদ-ভয়-বারিণী তুমি, তোমার নামে জয়ী হই ॥
তুমি শত্রু, তুমি মিত্র, তুমি সুহৃদ্ প্রেমের চিত্র,
তুমি আমার কন্যা,-পুত্র, পিতা, মাতা স্নেহময়ী ॥
অভাবে সু-ভাবে রাখ, ভুলুয়া তা ভাবে না'ক,
সে, "জয় মা" ব'লে হাসে খেলে,
যা বল তাই করে সই ॥
——ভৈরবী—ঝাঁপতাল।৩

অপার করুণা মা তোমার, তাহা অবিদিত আছে কার?
তুমি রক্ষা কর, তাই রক্ষা পাই অনিবার ॥
সহায় সম্পদে ভরা, ধন-ধান্যময়ী ধরা,
তোমারি করুণা-কীর্ত্তি, করে অবিরত প্রচার ॥
বুদ্ধি-দোষে অবিরত, করি আত্মনাশের পথ,
তুমি মা অজ্ঞাতসারে, স্ব-করে কর উদ্ধার ॥
সহায় সম্পদ মোরে, দিয়াছিলে থরে থরে,
এখনো দিতেছ, আমি নাহি জানি ব্যবহার ॥
আমি নিত্য কুপথগামী, কত রক্ষা করবে তুমি
কুপথ্য করিয়ে ভোগি, কি দোষ দিব চিকিৎসার ॥
বিষপানে রয়না জীবন, জানিয়াও বিষ করি সেবন,
তবু তুমি জুড়াও জ্বালা, চির দিন এ ভুলুয়ার ॥
——সিন্ধু—মধ্যমান।৪

ভরসা তুমি মা ব্রহ্মময়ি!
আমি জানি না মা, তোমা বই ॥
কৃতান্তের পেষণে এখন, আমাতে আর আমি নই ॥
যা ছিল ধন-রতন ঘরে, লুণ্ঠিত ছয় দস্যু-করে,
কখন যেন প্রাণে মারে, তারা সবাই রণ-জয়ী ॥
কৃত পাপের নাই অবধি, দুখ সহি মা জন্মাবধি,
অবধিহীন মর্ম্ম-জ্বালা, সর্ব্বদা অন্তরে সই ॥
এ জীবন বিফলে গেল, দেহ বিকল হয়ে এল,
দেহান্তে কি হবে এবার, অন্তরে ভাবনা ঐ ॥
হয় মা যখন বিকলাঙ্গ, দূরে পলায় অন্তরঙ্গ,
ভুলুয়া কয়, তখন যেন, কৃপায় না বঞ্চিত হই ॥
——সিন্ধু—মধ্যমান। ৫

তাই তোমায় মা ব'লে ডাকি।
আমার, মায়ের মতন আদর যতন,
অনুক্ষণ তোমাতে দেখি ॥
যখনি যা হয় প্রয়োজন, তাই মা এনে যোগাও তখন,
আবার, অনাচার দেখিলে পরে,
প্রহার কর কোলে রাখি ॥
কি আনন্দ তোমার ভাবে,
সেই জানে যে দেখে ভেবে,
আমি "জয় মা" বলি যখন, সুখ-সাগরে ডুবে থাকি ॥
আনিয়ে মা এ সংসারে, ধন জন দিলেনা মোরে,
কিন্তু, ধনীও যখন প্রণাম করে,
তখন কি রেখেছ বাকী ॥
জনম মরণ বোধ নাহি যার,
সে কি জানে তত্ত্ব তোমার,
লোকে, ভুলুয়াকে মত্ত বলে, ভাবে না এ বিষয়টা কি ॥
——ভৈরবী—আড়খেমটা। ৬

চিনেছি মা তোমায় এবার, আর কেন চাতুরী কর।
নাচ্‌না দেখিতে আসি, নিজেই শেষে নেচে মর ॥
শত্রুরূপে প্রহার করি, মিত্ররূপে শান্ত কর।
সাধ করি কাঁদাতে বসি, নিজেই শেষে কান্না ধর ॥

ভূধর হয়ে দেশ ধর মা, সাগর হয়ে ভগ্ন কর।
মা হয়ে মা নিচ্ছ কোলে, সন্তান হয়ে কোলে চড় ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণারূপে আসি, ক্লান্ত কর কলেবর।
আবার, আহারীয় হও আপনি, মুহূর্ত্তে মা ক্ষুধা হর ॥
ধরা ত পড়েছ এবার, ভুলুয়ার এক কথা ধর।
একটু নাচ মা ত্রিভঙ্গ হয়ে, হয়ে, হৃদ্-বিহারী নটবর।

——পিলু—ঝাঁপতাল। ৭

কালি, কুল-কুণ্ডলিনি!
বড় সঙ্কটে পড়ে মা, ডাকি নিশি দিন,
দে মা কূল, অকূলে কূলদায়িনি ॥
মায়ার প্রলোভনে ভুলে আত্মজ্ঞান,
আজন্ম করেছি অসদনুষ্ঠান,
নির্ম্মমা নিয়তি পেয়েছে সন্ধান,
এসেছে বাঁধিতে মোয় জননি ॥
অন্বেষিলে এখন এ বিশ্ব-সংসার,
এ অসতের বন্ধু হয় না কেহ আর।
যে দিকে চাই, সে দিক দেখি অন্ধকার,
অন্ধ সমান থাকি দিন যামিনী ॥
অসহ্য হল মা স্ব-কর্ম্ম-যন্ত্রণা,
তোমা ভিন্ন হরে, কে করে সান্ত্বনা!
বিপন্ন ভুলুয়ায় ভুলনা, ভুলনা,
ভব-ধব-ভব-মন-ভুলানি ॥

——বেহাগ—একতালা। ৮

তুমি আমায় ভুল্লে কি হয়,
আমি তোমায় ভুল্‌ব না মা।
আমি, সুখে থাকি, দুখে থাকি,
মা ভিন্ন আর বল্‌ব না মা ॥
দুখ কষ্ট অনিবার, দেও মা যত ইচ্ছা তোমার,
আমি, তোমায় চেয়ে সইব সকল,
কিছুতে আর টল্‌ব না মা ॥
তোমার হাতে দুখ পাব, তোমাকেই তা কেঁদে কব,
মার তোমার হাতেই মর্‌ব,
তবু তোমায় ছেড়ে নড়্‌ব না মা ॥
অকর্ম্মা অভাজন আমি, মারলেও তুমি, রাখলেও তুমি
ভুলুয়ার এক কান্না সম্বল,
তা বই কিছু বল্‌ব না মা ॥

——সিন্ধু—মধ্যমান।৯

আর কি আমার আছে গো মা,
বিনা তোমার চরণ দুটি।
আমি, ঐ চরণে বুক বেঁধে মা, করি ভবে ছুটোছুটি ॥
মায়াময় সংসারের পথ, ভুল ঘটে মা অবিরত,
তাতে, ফাঁক পেয়ে ছয় চোরে আমার,
নিয়ে গেছে সকল লুটি ॥
নাই আর ভবে কোন আশা,
ভেঙ্গে গেছে সুখের বাসা,
এখন তোমায়, নিয়ে নাচা হাসা,
নামটি নিয়ে বসি উঠি ॥
কাঁদ্‌তে ভবে এসেছিলাম, কেঁদে কেঁদে এবার গেলাম,
অন্তে ভুলুয়ায় রেখ পদে, এই বাসনা মোটামুটি ॥

——মিশ্র—ঝাঁপতাল।১০

শঙ্করি কর করুণা, হর যাতনা ভব-ঘোরে।
ভবানন্দদাত্রী তুমি, বঞ্চিত ক'র না মোরে ॥
তুমি করুণা কর যারে, কে তারে বিনাশিতে পারে,
অমর সে নর এ মর ধরণী উপরে,—
নিয়ত লোকক্ষয়কারী, কাল তাহাকে পরিহরে,
পরিহরি তাহাকে, দৈব-অঘ-বিঘন দূরে ফিরে,
মৃত্যু তাহার ইচ্ছামত, পশে না জরা কলবরে ॥২
এ হেন তুমি, তোমায় ভুলি, মন সদা কুপথ গণে,
অতি বিপদ যাহাতে ঘটে, তাহাই ধরি প্রাণপণে,
কর মা দয়া, হর ভুলুয়া-ভাবনা, ভব-মন-হরে ॥৩

——বিভাস—পোস্ত।১১

অশান্ত অন্তরে, যন্ত্রণা কত আর,
শান্তি-দায়িনি, বল সহিব।
দুর্ব্বার বাসনা-বশে দুর্গতি-বিষ-কূপে
পঙ্কে পতিত কত রহিব ॥

দম্ভ-অহঙ্কার- ভ্রান্তি-বিজড়িতা,
চঞ্চল মতি হিত শুনে না।
নিন্দ্য, মন্দ, হীন, পথে মতি সর্ব্বদা,
সর্ব্বদা পদে পদে যাতনা।
শান্তি-দায়িনি! তব, সন্তান হয়ে আমি,
অশান্তি-বোঝাই কি বহিব?॥
সৃষ্টি ভরিয়া তব, দৃষ্টি বিরাজিত,
রব, দৃষ্টি-বহির্ভূত, আমিই কি একেলা?
ঋষ্টি-বৃষ্টি শুধু, অদৃষ্টে আমারই কি,
বর্ষিত হবে মাগো, দুবেলা?
সংসার-মরু-পথে, শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে,
শুধুই কি, আমি একা দহিব!!
দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, উত্তীরণ-তরণী,
চরণ দুখানি তব, জানি না।
বল, আর কত কাল, উত্তাল তরঙ্গে পড়ি,
হাবুডুবু খাব, আমি পাব না?
ভীম ভবার্ণবে, জন্মের মতন তবে,
জননি, কি আমি এবার ডুবিব?॥
নিঃস্ব-অভাজন, এ বিশ্ব মাঝে শিবে,
আমার মতন বল কে আছে?
নিস্ব-ভয়-নাশিনী, বিপন্ন-পালিনী,
তোমার মতন বল কে আছে?
ইথেও আর্ত্ত-স্বরে, ডাকি দিবা-বিভাবরী,
কর্ম্ম-বিপাকে মাগো, আমিই কি মরিব?॥
শক্তি থাকিতে, তুমি অশক্ত সন্তানে,
তরঙ্গে ফেলি যদি রাখিবে,
সন্তানে স্নেহময়ি! চিন্তিয়া দেখ তবে,
জননীর ধর্ম্ম কি থাকিবে?
অকর্ম্মা ভুলুয়ার, মর্ম্ম-যাতনা-ভার,
বল, আর কার কাছে বলিব?

——মিশ্র-কাওয়ালী। ১২

মা তোমার, অভয় চরণ, স্মরণ ক'রে,
আশার আশায়, বসে আছি,
কেহ নাই, সহায় হ'তে, এ মহীতে,
আপন স্বজন হারায়েছি।
কৃত পাপ, হাজার হাজার, দুখের বাজার,
চৌদিকে মা, মিলায়েছি॥
বিষাদ-সিন্ধু-নীরে, শয়ন ক'রে,
দিবা নিশি ভাসিতেছি।
বিপাকে, ডুব্‌লে পরে, আর্ত্ত-স্বরে,
অম্‌নি তোমায় ডাকিতেছি॥
উদরে, নাই মা অন্ন, পরার জন্য,
ছিন্ন বসন খুঁজিতেছি।
হয়েছি, পথের কাঙ্গাল, তবু তোমার,
নামটী নিয়ে, হাসি নাচি॥
ধরেছে, কেশে শমন, নিকট মরণ,
তাইতে কি মা, ভয় খেয়েছি!
তুমি মা, যখন আমার, শঙ্কা কি আর,
সর্ব্বদা নির্ভয়ে আছি।
কারো মন, নাহি যোগায়, তাই ভুলুয়া,
নিন্দায় ভুবন ভরিয়াছি।
তবু মা, বলি তোমায়, এ গৌরবে,
টেক্কা মেরে ভ্রমিতেছি॥

—— ক্ষেপাসুর-খেমটা। ১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, সবে হরষিত,
বলে, "ভাল, মন্দ নয়।"
দ্বিজ একজন, করি সম্ভাষণ,
শুধাইল পরিচয়।
যুবক হাসিয়া, কহে নত শিরে,
"তা বড় কঠিন কথা,
যে কথা বলিলে, হয় পরিচয়,
সে কথা পাইব কোথা?
এ ভব-ভবনে, জনম-মরণে,
বহু রূপে আসি যাই,
বহু জনে বলি, জনক-জননী,
বহু জনে বলি ভাই।

নিত্য নব বেশে, নিত্য নব দেশে,
জনমে জনমে ঘুরি,
ধরি কত নাম, করি কত ধাম,
কিসে পরিচয় করি।
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্,
বহু জন্মে বহু হই।
বুঝি এ সকল, কোন্ পরিচয়,
তোমাকে এখন কই ?"
দ্বিজ বলে, "ইহা শুদ্ধ সত্য বটে,
কিন্তু মোরা স্থূল-বাসী।
স্থূলে কৌতূহল, নিবারণ করি,
স্থূল তত্ত্ব ভাল বাসি।"
উত্তরে যুবক, "স্থূল না ধরিয়া,
মূল কে ধরিতে পারে,
স্থূল ধরি যত, ভাবুক-পণ্ডিতে,
সূক্ষ্মের বিচার করে !
স্থূল পরিচয়, দিতেছি তোমায়,
কহি যদি কিছু ভুল,
বুঝিয়া বলিও, বুঝাইয়া দিও,
কালী নামে ধরি মূল।

উচ্ছ্বাস বচনে
আত্ম-পরিচয়।

আমার নাম শ্রীকালিদাস।
কালীতে দেহ-মন গড়া, কালীমাখা মোর আগাগোড়া,
ধর্ম্মের ঘরে কালী আমার,
কালীর বাড়ী আমার বাস।
কালীর ইচ্ছামত কর্ম্ম, করি আমি বারমাস।
কালীর কর্ম্ম করে যারা, আমার মর্ম্মসুহৃদ্ তারা,
কালী-শূন্যের সঙ্গে আমার, না ঘটে উল্লাস।
কালী আমার নিত্যারাধ্যা, আমি কালীর নিত্য-দাস
আমার নাম শ্রীকালিদাস।

জন্মমাত্র হ'লাম "কালী", দেখে লোকে বল্লে কালী,
জননীর অন্তরে কালী, আমার জন্য পরকাশ।
জনক্ বলি, "কালী কালী", পূজিলেন রক্ষা-কালী,
বাল্য কালেই কালী-পূজায়,
জন্মেছিল মোর অভ্যাস।
তাইতে, ভবের লোকে, আমায়,
ডাকে, বলি "কালিদাস।"
বরাভয়দায়িনী কালী, চিন্তায় আমার মনের কালি,
পলকে হয় লয় সতত, পরমানন্দ পাই।
যে দিকে চাই, সে দিকে দেখি,
কেবল আমার বন্ধু-ভাই।
মা বলিয়ে যেদিন ডাকি, সে দিন পরম সুখে থাকি,
তাই ডাকি মা কালী বলে, মা নামের গুণ গাই।
আর, মা-নাম "মহামন্ত্র," ডেকে, জগৎকে শুনাই ॥
"জয় কালী" নাম মহা মন্ত্র, জেনেছি এই সার।
তাই, এক দিন কালী না বলিলে, রয়না দুখের পার।
জগৎ যেন দেখি আঁধার, ফেটে যায় হৃদয় আমার,
লক্ষ্য সুহৃদ্ থাক্‌লেও কাছে, যেন মনে হয়,
ভবে, নাই কেহ আমার।
"জয় মা কালী" তাই ত বলি, মনে মুখে অনিবার ॥
কালীনগরে আমার ধাম, কালীকৃষ্ণ রাজার নাম,
রাণী আমাদের আহ্লাদিনী, রাধা ঠাকুরাণী।
ভানু-হৃদয়-নন্দিনী, মহাভাব-স্বরূপিণী,
অতি করুণাময়ী তিনি, আমি তাঁহাকে চিনি ॥
কালীগঙ্গা-তীর-বাসী, আমরা আছি বারমাসই,
অধিবাসী সব কালীপূজায়, মহোল্লাসে মত্ত।
শুন দ্বিজ, তোমাকে বলি, যদি করুণা করেন কালী,
বাঞ্ছা এবার, কর্‌ব প্রচার, কালী-নাম-মহাত্ম্য ॥
গুরু আমার শুদ্ধ জ্ঞান, গুরু মা আমার ভক্তি;
গুরু-পুত্র বিবেক, আর বৈরাগ্য, দুভাই সঙ্গী,
ঘরে, নিবৃত্তি মোর শক্তি।
সদানন্দ পুত্র আমার, সদাই রাখি কোলে,
দয়া আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, সঙ্গে সঙ্গে চলে।

শ্রদ্ধা আমার ধর্ম্ম-মাতা, বিশ্বাস আমার বন্ধু।
গৃহ-দেবতা বিশ্বনাথ, অতি করুণা-সিন্ধু।
রাজ-রাজেশ্বরী কালী, নিত্য বরাভয়-দাত্রী,
পরমানন্দে কাটাই দিন, সুখে পোহাই রাত্রি।
বড়ই শান্তির গৃহ আমার, কিন্তু মহাশয়!
বুদ্ধির দোষে হয়েছে তা, এখন বহ্নিময়।
ভোগ-বাসনা নামে সেটা, অহঙ্কারের মেয়ে,
উল্লুক পাড়ার রাণী যে মায়া, আমাকে ডেকে নিয়ে,
বহু সুখের লোভ দেখিয়ে, দিয়েছিল তার সঙ্গে বিয়ে,
দুর্ম্মতি তার সহচরী, সেটাও এল ধেয়ে;
ভোগ বাসনার অনুরোধে, তাকেও এলাম নিয়ে।
শান্তির গৃহস্থলী ছাড়ি, এলাম নূতন শ্বশুর-বাড়ী,
অহঙ্কার সে বাড়ীর কর্ত্তা, শ্বশুর মহাশয়।
এখন, নূতন গিন্নীর অনুরোধে, আমার প্রভু হয়॥
কাম, ক্রোধ, আর লোভ নামে,
তিন সুমুন্ধী শ্বশুর-ধামে,
তাদের হুকুম না মানিলে, শ্বশুর তুষ্ট নয়।
আবার, ভোগ-বাসনা এতই চটে, কথাই নাহি কয়।
শেষ-সংসারে হিংসা-নিন্দা, আমার দুটী কন্যা।
কুট্নী পাড়ায়, তারা এখন, সমাদরে মান্যা।
পুত্র দুটী অভাব বিপদ, তারা এখন ঘরের সম্পদ,
অশান্তি, আর লাঞ্ছনা, দুই জনে করে রান্না।
শেষ সংসারে, আমার এখন, আর্ত্তনাদ, আর কান্না॥
যা হোক, দ্বিজ শুন বলি, যদি করুণা করেন কালী,
এ সংসারের মুখে আগুন, দিতে করেছি পণ,
আঁধার ঘরে, আগুন জ্বালি, পোড়াব সব জন।
শেষে, "জয় মা কালী" বলি, বাহির হব, বাহু তুলি,
আবার আমার পূর্ব্বালয়ে করিব গমন।
সদানন্দে কোলে নিয়ে, হব সদানন্দে নিমগন॥
আমার, প্রতিবাসী কাল শর্ম্মা, শব-কর্ম্মে সে বড়কর্ম্মা,
সেই হয়েছে শুন দ্বিজ, গ্রামের তশীলদার।
খাজনা টেক্স যাহার যত, আদায় করে সেই নিয়ত,
এম্নি নিঠুর, বিন্দু মাত্র, মমতা নাই তার।
তাহার এম্নি উল্টো বিচার, সম্পদ বেশী যত যাহার,
তার প্রতি নাই দাবী তাহার, সম্পদ নাহি যার,
কালের হাতে টেক্স দিতে, মর্তে মরণ তার॥
জনম মরণ যত ঘটে, কালের খাতায় সকল ওঠে,
কর্ম্মফলের বিচার-কালে, সে যা বল্বে তার,
এক কড়া না মিথ্যা হবে, বিশ্বাস সে রাজার!
গোপনে প্রকাশ্যে করি, কালের হাত এড়াতে নারি,
এম্নি বেটা ভব-ঘুরে, রাখে সকল সমাচার।
আবার, দোষ পেলে, ঘুষ দিলেও, বাধ্য
হয় না, আপন বাপ্ কি মার!!
কালীপদ এক বাবু আছে,
দায় প'লে যাই তাহার কাছে,
দায় কুলা'তে তাহার খাতির রাখা।
তাহাকে করি আশ্রয়, কেহ নাহি বঞ্চিত হয়,
অন্তর তাহার, কেবল দয়ায় মাখা।
সিদ্ধিদাতা গণেশ আছে,
সিদ্ধি পাই গো তাহার কাছে,
দিন গেলে হয়, রোজ ত্রি-নাথের মেলা।
দ্বিজ কর না উপহাস, অনেকে আছি সিদ্ধির দাস,
গ্রামসহিতে সিদ্ধি-নাথের চেলা।
শুনেছ ভূতে শিবের নাম, কালী নগরেই তাহার ধাম,
অবিরাম সে ভূতের খেলা করে,
নাই সকাল নাই বিকাল,
ভূতের ভাব সে জানে ভাল,
ভূতের নাচন্ দেখায় ঘরে ঘরে॥
বুঝে সে ভাল ভূতের মর্ম্ম, তাই সে করে ভূতের কর্ম্ম,
অধম ভূতও, রহেনা, তাহে ছাড়ি।
ভূতের জমী করে চাষ, ভূত-শ্মশানের উপর বাস।
ভোজন শয়ন ভূতের বাড়ী বাড়ী।
কালী গঙ্গায় কর্ণধার, আছেন এক জন চমৎকার,
দেখ্তে বরণ কালো মেঘের মত।
সাধু সজ্জন ঘাটে যান, পারের কড়ি তাঁর না চান।
চার হাতে পার, করেন অবিরত॥

শুনেছ বিদ্যাপতির নাম, কালীনগরেই তাঁরো ধাম,
বিদ্যালয়ে তিনিই শিক্ষা-গুরু।
বিদ্যা-মহাবিদ্যা যত, সমস্ত তাঁহার কণ্ঠগত,
শিখান স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু।
প্রতিবাসী অনেক আছে, কত বল্‌ব তোমার কাছে,
দীন দরিদ্র সবাই সুখী বটে।
কালী-কৃষ্ণ রাজার ডরে, হিংসা-দ্বেষ নাই নগরে,
আত্ম-বিরোধ প্রাণ গেলেও না ঘটে॥

তোমরা যাকে বল অর্থ, মোদের গ্রামে তা অনর্থ,
বিশ্বনাথে ভক্তিবিশ্বাস, সু-নির্ম্মল চরিত্র।
ধন-সম্পদ-মধ্যে গণ্য, নগণ্য আর যত অন্য,
সম্মান তাহার, যে যত পবিত্র॥
ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মাদি যাঁর চরণ পূজে,
আমাদের রাজ-রাজেশ্বরী, তিনিই কালীনগর-মাঝে।
আমি ব্রহ্মোত্তরের প্রজা, খাজ্‌না টেক্‌স হয়না দিতে,
তবুও অনেক লাঞ্ছনা পাই,
চল্‌তে ফির্‌তে কালের হাতে।"

এক বিপ্র উঠি বলে, "শুন মহোদয়!
বিদ্যাপতি-শিষ্য তুমি, মানিনু বিস্ময়।
কোন্ কোন্ বিদ্যায় তোমার অধিকার?
ইচ্ছা করি, শুনিবারে পরিচয় তার!"
উত্তরে যুবক, "শুন, তা'তে কি বিস্ময়,
বিদ্যাপতি-শিষ্য মোর, বিদ্যা-পরিচয়।

কাল বৈশাখে হাতে খড়ি, আমি এখন কালী পড়ি,
কালী বলি দেই গড়াগড়ি কভু।
শিখেছি পঞ্চ ভূমি-কালি, আমি বটে বহুকালই,
সত্য মিথ্যা জানেন মহাপ্রভু।
কালীমন্ত্রে নিয়াছি দীক্ষা, কালী-নামে বাঁধি শিক্ষা,
কালীতন্ত্রে আছে কিঞ্চিৎ জ্ঞান।
কালীকান্ত মন্ত্রগুরু, আমাকে দিয়ে রাখান গরু,
গোটা দশ এগার পরিমাণ।
গরুগুলো এম্‌নি ঢুষে, সুখ নাহি পাই পেলে-পুষে,
দশটা দিকে দশটায় করে গতি।
দিনে ফিরাই দু'শ বার, তাইতে দ্বিজ নাই আমার,
পড়া-শুনায় বিশেষ একটা মতি।
নইলে ছেলে মন্দ নই, পড়্‌লে-শুন্‌লে ভালই হই,
লইতে পারি লোকের কাছে নাম।
কিন্তু তাহা আর হবে না, গুরুর আজ্ঞায় গেছে জানা,
এবার, কালী পড়েই পাব পরিণাম।
দেখি আমার কালী-শিক্ষা, বহু লোকে করেছে ব্যাখ্যা,
স্বয়ং দেবী শ্রীকামাখ্যা, ডাকিয়াছেন শৈলে।
আজি কিংবা আসে কালই, কর্‌ব করুণার কালি,
কাঙ্গাল বলি তিনি আমার, রক্ষা-কালী হইলে॥
বিভাবরী প্রভাত হলে, নিত্য উঠি কালী ব'লে,
কালী ব'লে ঘুরি সকল দিন।
দিনান্তে কালী-রূপ মনে, ধেয়ান করি সযতনে,
কালী ভিন্ন, অন্যের নই অধীন।
কালীগঙ্গায় করি স্নান, গঙ্গাজলই করি পান,
অঙ্গে মাখি গঙ্গামাটী বটে,
এখন, শুন বলি যথার্থ বাণী, অন্তরে কৃতার্থ মানি,
কালী ব'লে গঙ্গা-তীরে, মরণ যদি ঘটে।
এবার আসি এ ভূতলে "জয়কালী" "জয়কালী" ব'লে
কি সুখে দিন যাচ্ছে চলে, বল্‌তে সাধ্য নাই।
দু'বার কালী বল্লে মুখে, মানুষ এমন সুখে থাকে,
এই অনুতাপ এখন, তত্ত্ব অগ্রে বুঝি নাই॥

সঙ্গীত

এবার, কেমন আছি, সে কথা আর,
কথায় কি জানাব ভাই?
কি সুখে দিন যাচ্ছে চলে, বলিতে তা সাধ্য নাই॥
(কি করুণা কৈল বিধি, বলিতে তা সাধ্য নাই।)
শুনেছ রাজ-রাজেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী, তারিণী,
এবার আসি এ ভূতলে, তিনিই মোর জননী।
রাজ-রাজেশ্বরীর তনয় বলে,
অভাব নাই মোর কোনও স্থলে।

আমি, প্রায়ই বেড়াই কোলে কোলে
জয় মা ব'লে নাচি-গাই ॥
গোবিন্দ প্রহরী আমার, অষ্টপ্রহর সঙ্গে রয়,
এতই সাবধানে রাখে, কোথাও নাই কোন ভয়।
গোবিন্দ লোক নয় সামান্য, গো-কুলে সে মহামান্য,
যে স্থানে যাই তাহার জন্য, বহু জনের আদর পাই॥
গোবিন্দে অর্পিয়া মোরে, আছে মা নির্ভাবনায়,
আমিও গোবিন্দ ভিন্ন, জানি না আর এ ধরায়।
গোবিন্দের ইচ্ছায় চলি, গোবিন্দ যা বলায় বলি,
খাওয়ার সময়, গোবিন্দ যা,
মিলায়, আমি খাই গো তাই ॥
ত্রিতাপের সমুদ্রে আমি আনন্দে ভ্রমণ করি,
শয়নে জাগরণে আমি, আনন্দের মূরতি হেরি।
আনন্দের নিশান ধরি, আরোহি আনন্দের গিরি,
আনন্দের মন্দিরে আমি, আনন্দের নিশি পোহাই ॥
মা যাহার আনন্দময়ী, গোবিন্দ প্রহরী যার,
অন্তরে তার কি আনন্দ, বর্ণিতে তা সাধ্য কার!
তাই এখন ভুলুয়া বলে, গোবিন্দের করুণা হলে,
আনন্দে পরমানন্দময়ীর গুণ-মহিমা গাই ॥

—মিশ্র—ঠেকা। ১৪

শুনি আত্ম-পরিচয় তাহার,
সবাই উচ্চে হাসি, বলে, "আচ্ছা, চমৎকার!"
কেহ বলে, "এই পরিচয়, এই ভাবে যাহার,
এই জগতের মানুষ নয় সে, তন্ময় তনয় হয় সে,
পরম আনন্দময়ী করুণাময়ী কামাখ্যার।
কেহ বলে, "সেই যথার্থ সন্তান, জগদ্ধাত্রী মার!
"সন্তান" নামই যোগ্য তার।
কেহ বলে,"আবোল-তাবোল, বল্‌ছে ঘন কথা কেবল,
মাথার গোল অবশ্য আছে, সন্দেহ নাই তাহে আর।
তবে, সকল কথায় কালী কালী,
এই যা চমৎকার॥"
কেহ বলে, "কালী নামের পাগল হয় যারা,
কালী-কথা ভিন্ন, অন্য বলে না তারা।
যেখানে যায়, যাহাই করে, রহে সদা এক নজরে,
প্রতিমায় প্রতিমা হেরে, থির দু'টী নয়ন তারা।
ভুলুয়া গায়, মা-নাম-সুধায়, মত্ত হয় যখন,
হয় তাহার, ধরণই অমন ধারা॥

প্রথম দিন

——ঃ০ঃ——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওঁ অচিন্ত্যাপি সাকার শক্তি-স্বরূপা
প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠান সত্যৈক মূর্ত্তি।
গুণাতীতা নির্দ্বন্দ্ববোধৈক গম্যা
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা
শ্রীশ্রীমহাকাল বিরচিত স্তোত্র।

"মা ব্রহ্মময়ি! তুমি চিন্তাতীতা হইয়াও সাকার শক্তি-স্বরূপা। তুমি প্রত্যেক জীবনে একমাত্র সত্যরূপে অধিষ্ঠিতা। মা, তুমি গুণাতীতা। যে ব্যক্তির চিত্ত কলহ-শূন্য হইয়াছে, তুমি মাত্র তাহারই অনুভবনীয়। তত্ত্ব-দর্শিগণ যাহাকে পরব্রহ্ম বলেন, তাহা তুমিই।"

কর্ত্রী, রক্ষয়িত্রী, হর্ত্রী, তুমি মা তারিণি!
সঙ্কট দেখিয়া তাই, কোন শঙ্কা করি নাই,
নির্ভরি তোমায়, আছি নির্ভয়ে, জননি।
বুদ্ধি, বল, ভরসা, মা তুমি নারায়ণি॥

তোমার ও পাদপদ্ম আশ্রয় যাহার,
সঙ্কট-বারিণি! কোথা শঙ্কা আছে তার?
জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, তোমারি ইচ্ছায়,
চিন্তা কি তাহার?—তুমি সুপ্রসন্না যায়।

রত্নগিরি নামে এক বিপ্র জ্ঞানবান,
বৃদ্ধ শতবর্ষী, তার তেত্রিশ সন্তান।
পুত্র-প্রপৌত্র-সঙ্গে তীর্থে আসিয়াছে,
জিজ্ঞাসিল "কালী-তত্ত্ব" সন্তানের কাছে।
"কে বা কালী, কি বা রূপ, কোথা অবস্থিতি,
অর্চ্চিলে তাঁহাকে, হয় কোন্ মুক্তি-গতি?
শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বা বৈষ্ণব,
অর্চ্চনীয়া কার তিনি?—কোথায় উদ্ভব?"

সন্তান, প্রণমি বলে, "শুন মহাশয়,
"কালী কুল-কুণ্ডলিনী" মহা শক্তি হয়।
শক্তি যাহা প্রতিদেহ-মধ্যে সঞ্জীবনী,
তত্ত্বে দর্শি, তাহা "কালী" কুল-কুণ্ডলিনী।

এক মহাশক্তি বলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে
প্রচ্ছন্না কভুও শক্তি, কভু প্রকাশিতা।
শক্তি এই বিশ্ব-প্রকাশের মূলীভূতা॥

ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ বস্তু বিশ্বে যে সকল,
চন্দ্র-সূর্য্য হ'তে সিন্ধু তীরস্থ উপল,
পর্ব্বত সমুদ্র নদী বিদ্যুৎ বাতাস,
স্থাবর, জঙ্গম, শূন্য, নক্ষত্র নিবাস,
সর্ব্বত্র বিরাজে শক্তি অন্তরে বাহিরে;
অগ্রে হেন শক্তি-তত্ত্ব সমুঝ অন্তরে।

ক্ষুদ্র পরমাণু হ'তে ঈশ্বর পর্য্যন্ত,
এক শক্তি-সূত্রে গাঁথা,—তবু নাহি অন্ত।
সৃজন, পালন, কিংবা সংহরণ-কার্য্য,
শক্তির কৌশলে হয় সর্ব্বকালে ধার্য্য।
দর্শন, স্পর্শন, কিংবা শ্রবণ, কথন,
ভোজন, ভ্রমণ, আর নিদ্রা, জাগরণ,
শক্তি যতক্ষণ, জীব করে ততক্ষণ,
অসম্ভব, বলি হেন শক্তির লক্ষণ।

শক্তি অনাদির আদি, প্রলয়ের অন্ত।
স্তোত্রে যাঁর অসমর্থ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্ব যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তুয়সে তদা॥

"হে বিশ্বের আত্ম-স্বরূপে! যে স্থানে যাহা কিছু সৎ বা অসৎ বস্তু আছে, তৎ সমুদয়ে যে যে শক্তি আছে, তাহা সমস্তই যখন তুমি, তখন আর কি দিয়া তোমার স্তুতি করিব?

চিন্ত পুনঃ, শক্তি যদি ব্রহ্মে না থাকিত,
সামর্থ্য সৃজনে তাঁর কিসে সম্ভাবিত?

শক্তির সাহায্যে, বিষ্ণু সমর্থ পালনে,
শক্তি আছে, তাই শম্ভু শক্ত সংহরণে।
শক্তির অভাবে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
কার্য্য দূরে, নারেন ধরিতে কলেবর।

তথা শ্রীশ্রীদেবী ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে, ১৯ অধ্যায়—

কর্ত্তুং প্রভুর্ণ দ্রুহিনো কদাচ নাহং
নাপীশ্বরস্তব কলারহিতস্ত্রিলোক্যাঃ।
কর্ত্তুং প্রভুত্বমনঘেঽত্র তথা বিহর্ত্তুং
ত্বং বৈ বিভবেশ্বরি ভাসি নূনম্ ॥

ভগবান বিষ্ণু বিশ্বজননীকে স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে অনঘে! হে সমস্ত বিভবেশ্বরি! হে ত্রিলোকব্যাপিনি শক্তিরূপে! তুমি মধ্যে না থাকিলে, ব্রহ্মা সৃজন করিতে পারেন না, রুদ্রদেব সংহার করিতে পারেন না, এবং আমি বিষ্ণু পালনও করিতে পারি না। সৃজন-পালনাদি কার্য্যে, তুমিই প্রভুরূপে বিরাজিতা; আমরা নিমিত্ত মাত্র।

তথা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যে,—

শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ
প্রভবিতুম্।
ন চেদবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি।
প্রণন্তুং স্তোতুং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥

"আত্মনাত্মবিবেক" নামক গ্রন্থে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "মা, মহেশ্বর যদি শক্তিযুক্ত হন, তবেই তিনি সৃজনাদি কার্য্যে সমর্থ হন;—না হইলে কি তিনি, অন্যান্য দেবগণ, কাহারো স্পন্দনেও সামর্থ্য থাকে না। অতএব যে তুমি বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও আরাধ্যা, সেই তোমাকে, অকৃতপুণ্য আমি শঙ্কর, কোন্ বাক্যে স্তুতি করিব?"

তথা শ্রীশারদা তন্ত্রে,—

সচ্চিদানন্দবিভাবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদঃ নাদাৎ বিন্দু সমুদ্ভবঃ ॥

"শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী, তজ্জন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্যসমন্বিত ঈশ্বরগণ অপেক্ষাও, শ্রেষ্ঠা। শক্তি হইতে নাদের উৎপত্তি, এবং নাদ হইতে বিশ্বরক্ষক বিন্দু সমুৎপন্ন। নাদ্=স্বয়ম্ভুদেব।

তথা শ্রীবামকেশ্বর তন্ত্রে,—

পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চনঃ।
শক্তস্ত পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেৎ যদি ॥

শিব বলিলেন, "হে পরমেশ্বরি! পরমেশ্বরও যদি শক্তি-রহিত হন, তাহা হইলে, তিনিও কিছু করিতে পারেন না। শক্তিযুক্ত হইলেই সৃজনাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হন ॥"

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

আজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা দেবানামীশ্বরোঽপি
সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবামাত্মমায়য়া ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাদি রহিত, অব্যয়, পরমাত্মা-স্বরূপ, এবং দেবগণের ঈশ্বর (পরমেশ্বর) হইয়াও, নিজের মায়াদ্বারা প্রকৃতি (শক্তি) আশ্রয় না করিলে আবির্ভূত হইতে পারেন না।

যে মহা শক্তির বলে, গ্রীষ্ম-পরে বর্ষা চলে,
ষড়ঋতু পরিবর্ত্তি, বৎসরে গণন।
সংঘটে এ বিশ্বে কত উত্থান-পতন।
পর্ব্বতে সমুদ্র ঘটে, সমুদ্রে পর্ব্বত,
আবর্ত্তে বৃহতে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রে সু-বৃহৎ,
সেই মহাশক্তি "কালী," মহামহীয়সী।
পরাৎপরা, পরমা প্রকৃতি পরমেশী ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, উদ্ভব যাঁহায়
আদ্যা তিনি অনাদির,—অন্ত কে বা পায়?
আদি-অন্ত-কালের করিতে নির্দ্ধারণ,
সামর্থ্য কাহার, চিন্তি বুঝ, বিচক্ষণ?
সৃষ্টি-স্থিতি-কালে, কালে সংঘটে প্রলয়।
কাল সর্ব্বোপরি কর্ত্তা, বিস্তারি বিস্ময়।

তথা শ্রীমহাভারতে, আদি পর্ব্বে, ১ম অধ্যায়—

কালো লি করুতে ভবান সর্ব্বলোকে শুভা-
শুভান্।
কালঃ সংক্ষিপতে সর্ব্বাঃ প্রজা বিসৃজতে
পুনঃ ॥ ১
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥
কালঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ ॥ ২

১। জগতের শুভ অশুভ সমস্ত পদার্থকে কালই সৃজন করে, এবং প্রলয়ে কালই সকলকে ধ্বংস করে। আবার কল্পান্তে কালই সকলকে সৃষ্টি করে।

২। কাল সুপ্ত অবস্থায় জাগিয়া থাকে। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কালকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাল (ক্ষয়কারীবেশে) সমস্ত পদার্থে সমান বিচরণ করে।

দৃশ্যমান, এ বিশাল বিশ্বপটে, যত,
দৃশ্যকালে, কালে, কালে লুপ্ত, তরঙ্গের মত।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কালে প্রকাশিত।
অন্তে কাল-গর্ভে, হবে বিলুপ্ত নিশ্চিত।
কাল-গর্ভে, অবলম্বি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
চিন্ত, ঘটিতেছে কি অপূর্ব্ব অভিনয়!
শক্তি যাহা এই কালে, **কালী** তার নাম,
বাক্মনের সীমাতীতা, ব্রহ্মানন্দ-ধাম।
কালের কালত্ব তাঁহে, কাল-বক্ষে তাই,
উদ্ভাসিতা কালারাধ্যা, নিরীক্ষিতে পাই।
প্রত্যক্ষে নিরীক্ষি, কাল সর্ব্বগ্রাসকার,
গ্রস্থ কাল তাঁহে, তাই "**কালী**" নাম তাঁর॥

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে, ৪র্থ উল্লাসে—

তব রূপং মহাকালো জগৎ সংহারকারকঃ।
মহা সংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রাসিষ্যতি॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকাপরা॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদি ভূতত্বাদাদ্যাকালীতি গীয়তে॥

"জগৎ সংহারক কাল তোমার রূপ। মহাপ্রলয়ে সেই কালই সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। তিনি পঞ্চভূতাত্মক জগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন বলিয়া, তাঁহার নাম মহাকাল। তুমি সেই মহাকালকেও আপন দেহে লীন কর বলিয়া, তোমার নাম আদ্যাকালিকা। কালকেও গ্রাস করেন বলিয়া কালী সকলের আদিরূপিণী। সকলের আদিভূত যে কাল, সেই কালের কালত্ব কালী। কালের আদিতেও কালী, তাই তাহার নাম "**আদ্যা কালী**।"

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বং জানাতি কশ্চনঃ।

শিব বলিতেছেন, "মা তুমি সকল বিদ্যার আদ্যাবিদ্যা। আমাদের ও (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদিরও) জননী। তুমি সমস্তের সমস্ত জান। কিন্তু তোমার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না।"

আদ্যা তিনি অনাদির, বিশ্ব-প্রসবিনী।
ব্রহ্মময়ী তিনি,—তিনি ব্রহ্মাদি-জননী।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

বিষ্ণু শরীর গ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং
শক্তিমান ভবেৎ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন, "মা, আমি, বিষ্ণু, এবং ঈশান যখন তোমা হইতে শরীর ধারণ করিয়াছি, (তুমি যখন আমাদেরও জননী) তখন কে তোমার স্তুতি করিতে শক্তিমান!"

নির্ণিতে তাঁহার তত্ত্ব সাধ্য আছে কার?
শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু মুগ্ধ যাঁর
মায়া-বশে, হন নিত্য জাগ্রত-নিদ্রিত,
ভক্তাভক্ত-দেবাসুর-জ্ঞানে সমন্বিত
হিরণ্যকশিপু নাশি প্রহ্লাদে রক্ষণ,
ভক্তে কৃপা, অভক্তে বিনাশ সর্ব্বক্ষণ।

সত্ত্বগুণ মূর্ত্তি বিষ্ণু বিমুগ্ধ যাঁহায়,
বাক্য-মনাতীতা ভিন্ন, কি বলিব তাঁয় ?
বিশ্বের জননী তিনি, তত্ত্ব দর্শি পাই।
বিশ্বে কেহ জনক-জননী তাঁর নাই।
জন্ম মৃত্যু নাহি তাঁর, না বর্ত্তে নিবাস।
প্রচ্ছন্না কালাঙ্গে তিনি, কালে সু-প্রকাশ।
তত্ত্ব যাঁর, বর্ণিতে ব্রহ্মাদি হীন-ভাষ।
মাত্র ভক্তি-বলে, তিনি হন পরকাশ।"

রত্নগিরি কহে, "এবে কহিলে এমন,
পূর্ণ হ'ল যাহে, মহা গণ্ডগোলে মন।
শত্রু-মিত্র-বুদ্ধি-যুক্ত বিষ্ণু ভগবান।
দৈত্য নাশি, ভক্তে তাঁর অভয় প্রদান।
শক্তিও কি সেইরূপ ?—ভক্তি যে করিবে,
প্রাপ্ত হবে সে অভয়, অভক্তে মরিবে।
ভক্তাভক্ত-ভেদ যদি চিত্তে তাঁরও রহে,
বিশ্বমাতা তবে তাঁকে কি প্রকারে কহে ?"

উত্তরে সন্তান হাসি, "শুন মহোদয় !
শক্তি পক্ষে এ প্রকার প্রশ্ন কিছু নয়।
অগ্নিতে কি বর্ত্তে কোন শত্রু-মিত্র-জ্ঞান ?
প্রজ্জ্বলে যে, কার্য্য তার, সাধে সে সমান।
যে অর্থে আহ্বান কর, সে অর্থ সাধিবে।
শত্রু-মিত্র অগ্নি কভু নাহি বিচারিবে।
সন্ত হও, দস্যু হও, সে বিচার নাই,
পূর্ণে তার ইচ্ছা, অগ্নি যবে যার ঠাঁই।

অগ্নি জ্বালে সাধু, করে আহার্য্য রন্ধন,
দস্যু জ্বালে, করে ভস্ম, সাধুর ভবন।
শক্তি-তত্ত্ব, সে প্রকার; বুঝ, মহোদয় !
সর্ব্বে সম, শক্তি কারো শত্রু-মিত্র নয়।

সর্ব্বগুণময়ী শক্তি বিরাজিতা ভবে,
যে অর্থে যে কেহ, সেই শক্তি আরাধিবে,
করিবে সে শক্তি তার সে অর্থ সাধন।
সর্ব্ব কালে সর্ব্বত্র দৃষ্টান্ত অগণন।

বিদ্যা-শক্তি সাধি হয় মানুষ বিদ্বান।
বিদ্যার তাহাতে কোথা শত্রু-মিত্র-জ্ঞান ?
অর্থ এক শক্তি, লোকে আরাধনা করি,
করায়ত্ব করি, চলে প্রভুত্ব বিস্তারি।
খৃষ্টান, বা মাহম্মদী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল,
যে করে বাণিজ্য, অর্থ তার চিরকাল।

ভক্তি এক শক্তি, লোকে আশ্রয় করিয়া,
বাধ্য করে বিশ্বনাথে, মানুষ হইয়া।
আর্য্য, বা অনার্য্য, তাহে না দেখি বিচার।
ভক্ত হলে অকপট, বিশ্বনাথ তার।

বর্ত্তে ননী দুগ্ধে, করে যে কেহ মন্থন,
প্রাপ্ত সেই ;—শত্রু-মিত্র তাহে কি গণন ?
প্রত্যেকের সম্মুখে সে শক্তি বিদ্যমান।
যত্নে যে আরাধে, সেই হয় শক্তিমান।"

রত্নগিরি কহে, "কহ, কি রূপ তাঁহার ?"
উত্তরে সন্তান, "নাহি সাধ্য বর্ণনার।
বর্ত্তে মহাশক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া,
কঠিন-তরল-বায়ু-শূন্য-মধ্য দিয়া,
বর্ত্তে যথা যার মধ্যে, তাহার যে রূপ।
এই মহাশক্তি-রূপ, তার অনুরূপ।

বায়বীয় বস্তুর নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই।
রক্ষিবে যে পাত্রে, তার রূপে রূপ পাই।
শক্তিরূপ সেই রূপ,—নাহি স্থির রূপ,
স্থূল, সূক্ষ্ম, সার, শূন্য, সবই তাঁর রূপ।
শ্বেত, পীত, রক্ত, নীল, পিঙ্গল বরণ,
সমস্তে তাঁহার অঙ্গ করে সুশোভন।
নির্গুণ-সগুণ-ভেদে নিরূপ, স-রূপ।
শক্তিমূর্ত্তি মা কালীর রূপ অপরূপ॥"

রত্নগিরি কহে, "শক্তি নিরাকারা হয়।
দুর্গা-কালী-মূর্ত্তি, তবে কার্য্যে কিছু নয়।"
উত্তরে সন্তান, "শক্তি সব হতে পারে।
অদৃশ্যা সে নিরাকারে,—দৃশ্যা সে সাকারে।

দুগ্ধে ননী থাকে, থাকে অগ্রে নিরাকার,
মন্থনের পরে, তাহা দর্শনি সাকার।
সে প্রকার নিরাকারা শক্তি, ভক্ত্যাহ্বানে,
মূর্ত্তি বহু, ধরি, দৃশ্যমানা স্থানে স্থানে।
সাধন-মন্থনে ভক্ত দর্শনে স্বরূপ ;
দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, সবই তাঁরই রূপ।"

রত্নগিরি কহে, "সর্ব্ববর্ণময়ী যিনি,
কি নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণা কালীরূপে তিনি ?"
উত্তরে সন্তান, "কালী নিত্য মূর্ত্তি হন।
যিনি কাল, তিনি কালী, তত্ত্বে নির্দ্ধারণ।
বর্ত্তমান, অতীত, কি ভবিষ্যৎ নিয়া,
বিস্তৃতি কালের, দর্শ স্থির করি হিয়া।
অনন্ত অসীম ইহা, আদি-অন্ত নাই।
সৃষ্টি-তত্ত্ব অনুভবি, অন্ধকারে যাই।

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা যখন ছিল না,
অন্ধকার ভিন্ন, তবে কি ছিল বল না ?
নিত্যরূপ কালের যা, তাহা অন্ধকার।
কাল-মূর্ত্তি কালী,—তাই কালো রূপ তাঁর।
দর্শি পুনঃ, এ সংসার-মধ্যে যত বর্ণ,
প্রত্যেকের মূল সূর্য্য, বিজ্ঞানের মর্ম্ম।
সপ্ত বর্ণ সূর্য্য-করে, আছে বিদ্যমান।
বস্তুপরি পড়ি, তাহা হয় দৃশ্যমান।
এই সপ্তবর্ণ যবে পড়ে দ্রব্যোপরে,
সর্ব্ব দ্রব্য ন্যূনাধিক চুষে তা সবারে।
বালি-মধ্যে জল-বিন্দু পড়িলে মিশায়,
সর্ব্ব বর্ণ সে প্রকার মিশে দ্রব্য-গায়।
যে বর্ণ না মিশে, তাহা দর্শিবারে পাই,
ভিন্ন সূর্য্য-কর, কিন্তু মূলে কিছু নাই।

সৃষ্টির আদিতে সূর্য্য নাহি ছিল যবে,
অন্ধকার ভিন্ন, কিছু নাহি ছিল তবে।
অন্ধকার হ'তে হল সূর্য্যের উদ্ভব।
সমুদ্র হইতে যথা সুধার সম্ভব।

"কিছু না" হইতে "কিছু" না হয় কখন।
সপ্তবর্ণ ছিল তবে প্রচ্ছন্ন তখন।
কৃষ্ণবর্ণ হ'তে হয় সপ্তের জনম !
কৃষ্ণ বর্ণ কালী-অঙ্গে তাই অনুপম।
যখন র'বে না সূর্য্য, সুধাকর, তারা,
ব্রহ্মাণ্ড তখন হবে অন্ধকারে ভরা।
সব যাবে, র'বে কাল, শুন মহোদয় !
সিন্ধু-মধ্যে হবে, সিন্ধু-তরঙ্গের লয়।
কাল-অঙ্গে রহিবেন, কালী লুক্কায়িতা।
রহিবেন কৃষ্ণ-বর্ণে হইয়া অন্বিতা।
কাল র'বে, র'বে তাঁর শক্তি অন্তর্গতা।
সেই শক্তি কালী,—নিত্য কৃষ্ণ-বর্ণান্বিতা।"

রত্নগিরি কহে, "তুমি কহ এ কেমন ?
সম্ভবে কি সূর্য্যাদির বিনাশ কখন ?"

উত্তরে সন্তান, "আছে উৎপত্তি যাহার,
সত্য প্রাকৃতিক,—আছে বিনাশ তাহার।
উৎপত্তি-ব্যতীত কিছু দৃশ্য যদি নয়,
দৃশ্য বিশ্ব ধ্বংসশীল,—ইথে কি বিস্ময় ?"
রত্নগিরি কহে, "রূপ-তত্ত্ব শুনিলাম,
কি নিমিত্ত চতুর্ভুজা, নাহি বুঝিলাম।"

উত্তরে সন্তান, ধীরে, "তা অবোধ্য নয়,
মূর্ত্তি-কালী যে নিমিত্ত চতুর্ভুজা হয়।
চিন্তি যোগ-ধ্যানে, মহা মহাজন যাঁরা,
নিরীক্ষেণ কাল-বক্ষে কালী-রূপ তাঁরা।
সাধন-মন্থনে কাল-সমুদ্র হইতে,
বহির্গতা করি, কালী পান নিরীক্ষিতে।
চতুর্ভুজা মূর্ত্তি মার করেন দর্শন।
তুমি ধ্যানে ব'স, হবে দর্শনে সক্ষম।

সৃষ্টি কালে, কালে স্থিতি, কালে হয় লয়।
শক্তির সাহায্যে কাল করে সমুদয়।
শক্তি আর শক্তিমানে কোন ভেদ নাই।
কাল যিনি, তিনি কালী, দিব্যজ্ঞানে পাই।

চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি নিত্যমূর্ত্তি হয়।
আশ্চর্য্য চরিত্র, অতি বৈপরীত্যময়।
রাজ-রাজেশ্বরী সত্য-ন্যায়ের প্রতিমা।
যে প্রকার স্নেহময়ী, তেমনি নির্ম্মমা।
যুগপৎ সুকোমল-কঠিন অন্তরে,
মাত্র একা সৃজন-পালন-লয় করে।

স্থূলভাবে চিন্তি, মোরা করি দরশন,
সর্ব্ব কার্য্য করে সবে হস্তে সম্পাদন।
সৃজন, পালন, লয়, তিন কার্য্য তরে,
কাল-বক্ষ-উদ্ভাসিনী চারি হস্ত ধরে।

বর-দান হস্তে করে, ইচ্ছায় সৃজন,
হস্তে অভয়ের, করে সর্ব্বদা পালন।
অসি-মুণ্ড-ধরা দুই হস্ত সংহরণে।
তত্ত্ব ইহা চতুর্ভুজে,—জ্ঞাত সিদ্ধগণে।"

রত্নগিরি কহে, "দুই হস্ত সংহরণে?"
উত্তরে সন্তান, "তাতে বিস্ময় কি মনে?
সৃজন-পালন দুই কার্য্য সাময়িক।
সর্ব্বত্র বিনাশ নিত্য, দর্শি প্রাকৃতিক।

যত্ন যত করে জীব দেহের রক্ষণে,
ধ্বংস-মুখে ধাবমান, তারা প্রতিক্ষণে।
চিন্তে মনে, আছে স্থির, স্থির কিন্তু নাই,
চলিষ্ণু গাড়ীর মধ্যে বসি, যথা যাই।

তার সৃষ্ট বিশ্ব-জীব সেই রক্ষা করে।
সাধ্য কার, সে ব্যতীত সে-জীব সংহরে?
এ বিপুল জীব-সঙ্ঘ সংহার-কারণে,
দুই হস্ত না ধরিলে পারিবে কেমনে?

মূর্ত্তি ধরা, মাত্র তার রহস্য ভূতলে।
নিত্য লীলারসাস্বাদি রসিকেন্দ্রা চলে।
যত্নে প্রসবিয়া, যত্নে করিয়া পালন,
যত্ন করি, লীলারস করি আস্বাদন,
যত্নে নিয়া মৃত্যু-পথে অঙ্কে সে উঠায়।
মৃত্যু যাকে বলি মোরা, মৃত্যু তাহা নয়।

সন্তানে তুলিয়া বক্ষে প্রদানে বিশ্রাম,
শান্তিদাত্রী তাই মুণ্ডমালিনীর নাম।

যা হউক, নিত্যকর্ম্ম সাধিবার তরে,
মূর্ত্তি প্রকৃতির, কালী দুই হস্ত ধরে।
দৃশ্যমানা এই কালী অগণ্যা আকারে,
মাত্র-চতুর্ভুজা বলি, বুঝিও না তারে।

চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, ষড়ভুজা, হয়।
দ্বিভুজা মা কালী-মূর্ত্তি বহুস্থানে রয়।
অনন্ত তাঁহার বাহু, শ্রবণ, নয়ন,
অনন্ত চরণে তাঁর গমনাগমন।

নিত্য মূর্ত্তি হয় এই কালী-মূর্ত্তি তার।
তত্ত্বদর্শী ভিন্ন, তাহা অন্যে বোঝা ভার।
মূর্ত্তি বহু, ধরি, পৃথ্বীতলে মা প্রকাশ,
সিদ্ধ সাধকের বাক্যে নিরীক্ষি আভাস।

তথা শ্রীকমলাকান্তে

জান না রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা আমার শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥
করে লয়ে অসি, হয়ে এলোকেশী,
দনুজ-তনয়ে করে স-ভয়।
কভু, ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করয়ে সৃজন-পালন-লয়।
কভু, আপনার মায়ায়, আপনি বিভোরা,
যতনে এ ভব-যাতনা সয়॥
যে ভাবে যে জন, করয়ে ভজন,
সে ভাবে তাহার মানসে রয়।
আর, কমলাকান্তের, হৃদি-সরোবরে,
কমল-মাঝারে উদিতা হয়॥

তথা শ্রীরামপ্রসাদে

মন কর' না দ্বেষাদ্বেষী। যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আগম নিগম, বেদ পুরাণে, কর্‌লাম কত খোজ তলাসী।
ঐ যে, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধরে শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজায় বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধরে ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বর, দিগম্বরী, পীতাম্বর, চির-বিলাসী।
শ্মশান-বাসিনী আসি, অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী॥
ভৈরবী ভৈরব-সঙ্গে, শিশু-সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন, অনুজ ধানুকী-সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা, দেঁতর হাসি।
আমার, ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গয়া, গঙ্গা, কাশী।
সূক্ষ্মা কালী, স্থূলা কালী, ব্যক্তাব্যক্ত-রূপা।
নিরাকারা, সাকারা মা, ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপা।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা ক স্ত্বাং বেদ্বুতুমর্হতি॥

"শিব বলিতেছেন, তুমি সূক্ষ্মা, তুমি স্থূলা, তুমি ব্যক্তা, তুমি অব্যক্তা, তুমি নিরাকারা, তুমি সাকারা,—তোমার তত্ত্ব অবগত হইতে কাহার সাধ্য ?"

ভক্ত কভু হয়, হয় কভু ভগবান।
ভৃত্য কভু, কভু প্রভু, কে বুঝে সন্ধান।
সেই ত পুরুষ-মূর্ত্তি, সেই ত রমণী।
কখনো জনক বলি, কখনো জননী।
রমণী মূর্ত্তিতে যত আরাধ্যা আকার,
সংক্ষেপতঃ শিব-বাক্যে কহি কিছু তার।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্ন-মস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনু॥
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়ভুজাষ্টভুজাস্তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্র-ধারিণী॥

"তুমি কালী, দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, তুমি অন্নপূর্ণা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিতা, সর্ব্বদেবতনুধারিণী। তুমি চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা ইত্যাদি বহুভুজা। তুমি এই বিশ্বরক্ষার জন্য নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র-ধারিণী॥

গুণত্রয়-বিভাবিনী প্রকৃতি-রূপিণী।
আস্থিতা প্রত্যেক জীবে, শক্তি সঞ্জীবনী।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বৃত্তি, প্রকৃতি নিচয়,
রাত্রি, দিন, বর্ষ, ঋতু, শক্তি ভিন্ন নয়।
মনুষ্য-হৃদয়ে ভ্রান্তি, ধৃতি, স্মৃতি, বিদ্যা,
বুদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, লজ্জা, সমস্ত সে আদ্যা॥
তত্ত্বদর্শী সেই, সেই মূর্খ, জ্ঞানহীন।
যত্ন করি হয় নিজে নিজ-মায়াধীন।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রি র্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তি ক্ষান্তি রেবচ॥

"হে দেবি! তুমি সর্ব্বভূতের মূল কারণরূপা প্রকৃতি; অথচ তুমিই আবার সত্বাদি গুণত্রয়ের অনুবর্ত্তনে জগৎ রক্ষা করিতেছ। তুমিই প্রলয়রাত্রিরূপা, তুমিই মহা-রাত্রি (ব্রহ্মারও লয়সাধিকা।) তুমিই দারুণা মোহ-রাত্রি (মমতা-গর্ত্ত-পাতিনী মহামায়া)॥ তুমি শ্রী, (লক্ষ্মী), তুমি সর্ব্বব্যাপিনী ঈশ্বরীশক্তি; অথবা কামবীজ রূপা। তুমি বুদ্ধিরূপা, তুমি লজ্জারূপা, তুমি পুষ্টি-তুষ্টি-শান্তিরূপা, তুমি ক্ষান্তি বা ক্ষমা।"

ব্রহ্ম কালী, বেদান্তের;—শিব শৈব-দলে।
বৈষ্ণবে হ্লাদিনী মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি-ছলে।

সৌরে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় ;—গাণপত্য-ঠাঁই,
সিদ্ধিদাতা গণপতি,—শাক্তে সীমা নাই।
নির্গুণ কভু ও শক্তি, কভু ও সগুণ,
সলিল, অনিল, পৃথ্বী, আকাশ, আগুন।
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-তত্ত্বসার
বোধ্য যার, বিজ্ঞাত সে, শক্তির আকার।
তাহারি তরঙ্গে হয় সৃজন, পালন ;
তাহারি তরঙ্গে লয়,—নাম সংহরণ।
কর্ত্রী, রক্ষয়িত্রী, হর্ত্রী, একাই সে হয়।
দৃশ্য যাহা বিশ্বে, কিছু তাহা ভিন্ন নয়।
কভু এক, কভু দুই, কভুও অনন্ত।
চিন্তি হতবুদ্ধি, ঋষি-ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত।
যে ভক্ত যে ভাবে অর্চ্চে, সে ভাবে তাহার,
সন্নিকটে সমুত্থিতা, ধরিয়া আকার।
মূর্ত্তি কত ধরে তাহা বর্ণিতে কে পারে ?
মূর্ত্তি বহু,—কারণাংশ পুরুষাবতারে।"
রত্নগিরি কহে "কহ করিয়া বিস্তার,
কারণাংশ পুরুষাবতার কি প্রকার।"
উত্তরে সন্তান, "যার নাম পরব্যোম,
কারণ সমুদ্র তাকে বলে।
মহা মহেশ্বর,—নাম দেব সংকর্ষণ,
প্রকাশ তখন লীলাছলে।
গর্ভোদকশায়ী যিনি, পরম পুরুষ।
প্রদ্যুম্ন তাঁহার নাম জানি।
ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী তৃতীয় পুরুষ,
শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-পানি।
অনন্ত তাঁহার নাম, অনন্ত কুণ্ডলে,
অনন্ত ফণার নিম্নে র'ন।
বিরাট পুরুষত্রয় মূর্ত্তি ধরি শক্তি
অতি পূর্ব্বে প্রকাশিতা হন ;
আহ্বানে দেবের, শক্তি ধরি নারী মূর্ত্তি,
দৃশ্যমানা দেবলোকে ;—লীলারস স্ফূর্ত্তি।

ভক্তাহ্বানে নরলোকে, উদ্ধর্ম্ম নাশিতে,
আবির্ভূতা মহাশক্তি মনুষ্য-মূর্ত্তিতে।
মূর্ত্তি কত ধরিয়াছে, অসাধ্য নির্ণয় ;
কোন কোন প্রধানের শুন পরিচয়।
মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, শ্রীনৃসিংহ, বামন,
ভার্গব, রাঘব রাম জানকী-রমণ।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধদেব, শঙ্কর, নিমাই,
নিত্যানন্দ, নানকাদি, এ ভারতে পাই।
যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, অন্য অন্য দেশে
ধর্ম্ম-যুগ-যোগ্য দিতে, ভিন্ন ভাষা-বেশে।
শক্তি কেহ লোকাতীত, কেহ শক্ত্যাবেশ,
ব্যক্তি কেহ সুবিরাট,—শুন সবিশেষ।
ভিন্ন এ সমস্ত আছে ভক্ত অবতার,
সংসাধিতে মুগ্ধ নরে উচ্চ উপকার।
শ্রীপরমহংস, রামপ্রসাদ, কমল,
গোস্বামী বিজয়, প্রেমে চক্ষুভরা জল।
মুক্তি ক্ষেত্রে জ্ঞানভক্তি-মূর্ত্তি শ্রীত্রৈলঙ্গ,
ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস, তুলসী, গোবিন্দ।
সর্ব্ব সম্প্রদায়ে যত শ্রেষ্ঠ মহাজন।
অবতীর্ণ, উচ্চ-জ্ঞানে অন্বিতে ভুবন।
ভক্ত অবতার তাঁরা, জ্ঞান-ভক্তি দাতা,
শক্তি-দাতা তাঁরা,—তাঁরা মঙ্গল-বিধাতা।
যে স্থানে বিভূতি, কিংবা যে স্থানে বিজয়,
শক্তি-লীলা সেই স্থানে, জানিবে নিশ্চয়।
করিতে ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়,
দেশ-কাল-পাত্র বুঝি, অবতীর্ণা হয়।"
প্রশ্নে পুনঃ রত্নগিরি, "শক্তি অর্চ্চনায়,
প্রাপ্ত হয় কি কল্যাণ, নরে এ ধরায় ?"
উত্তরে সন্তান, "দুঃখ, সুখ, যে যা চায়,
বাঞ্ছা-কল্প-তরু শক্তি, অর্চ্চ, তা সে পায়।"
রত্নগিরি কহে, "কথা কহ এ কেমন ?
অর্চ্চিয়া উপাস্যে, দুঃখ প্রার্থে কোন্ জন ?"

উত্তরে সন্তান, "ইথে না কর বিস্ময়,
বাঞ্ছি সুখ, নরে বহু দুঃখ-প্রার্থী হয়।
ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্ত হইয়া মানুষ,
জর্জ্জরিত ভোগেচ্ছায়, নাহি থাকে হুঁষ !
শক্তির ও স্বভাব নিত্য অগ্নির সমান,
শত্রু-মিত্র নাহি তার, নাহি স্থানাস্থান।

প্রার্থে নরে ভোগ-সুখ, সুখ-প্রাপ্ত হয়,
কিন্তু সুখ আসে, নিয়া দুঃখের নিলয়।
অর্চ্চি শক্তি, যারা ভবে ধন-রত্ন চায়,
প্রাপ্ত ধনরত্ন, কিন্তু দস্যু পাছে ধায়।

দস্যুর উৎপাত ঘটে, ধনাঢ্যের ঘরে,
অজ্ঞাত কে তত্ত্ব ?—তবু ধন বাঞ্ছা করে।
ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নারী-সঙ্গ চায়,
প্রাপ্ত নারী-সঙ্গ, সুখে দিন দুই যায় ;
অন্তে বিত্ত-চিত্ত-নাশ, মনুষ্যত্ব-নাশ,
ধ্বসি দেহ, ছাড়ে শেষে দুঃখের নিশ্বাস।

শান্তি সুখ জন্য গৃহী দারা-পুত্র চায়,
ভুঞ্জে সুখ সামান্য, দুঃখই বেশী পায়।
অদ্য পুত্র রোগাক্রান্ত, কল্য কন্যা মরে,
দুর্ব্বিসহ দুঃখে তপ্ত, হাহাকার করে।

ভার্য্যা কারো রহে রুগ্না, শয্যায় পড়িয়া,
মরে সে ঔষধ আর পথ্য কুড়াইয়া।
ইচ্ছামত বস্ত্র ভূষা না পাইয়া কেহ,
দ্বন্দ্ব করে পতি-সঙ্গে তাহাও দুঃসহ।
যাহার গৃহিণী যায় কুলটা হইয়া,
মৃত্যু-জ্বালা তাহার ত জীবন ভরিয়া।

তাই তুচ্ছ ভোগ-সুখ প্রার্থনা যথায়,
সুখ-নামে দুঃখের প্রার্থনা মাত্র তায়।
তস্করে অর্চ্চিয়া কালী, প্রার্থনে লুণ্ঠন,
বাঞ্ছা-কল্প-তরু কালী করে তা পূরণ।
কিন্তু মা তখন হন লুণ্ঠন-রূপিণী,
নির্ম্মমা, নিষ্ঠুরা, মহা ক্লেশ-প্রদায়িনী।
অর্চ্চিয়া নিষ্ঠুরা শক্তি, বাঞ্ছে বিড়ম্বনা।
মুণ্ড-পাত কারো, কারো গারদ-যন্ত্রণা।

দুর্গা বলি যায় চোর, গৃহে সিঁদ কাটে,
করে চুরি, কিন্তু শেষে কারাগারে খাটে।
এ প্রকারে অর্চ্চি শক্তি, প্রার্থনার, দোষে,
প্রার্থে বহু দুঃখ, দুঃখ যত্ন করি পোষে।

শান্ত জলে, যত্ন করি, তরঙ্গ উঠায়,
মধ্যে তার, নিজ নৌকা, নিজেই ডুবায়।
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ, এই শক্তি-পূজা-ফল।
নির্বিবষয়ী অর্চ্চকের সমস্ত মঙ্গল।

রত্নগিরি কহে, "হেন নির্ব্বিষয়ী মন
কহ কি প্রকারে পাওয়া যায় ?"
উত্তরে সন্তান, "প্রাপ্ত হয় মাত্র তারা,
ভক্ত-সাধু-সঙ্গ যারা পায়।

নিরন্তর উত্তম প্রসঙ্গ সাধু-সঙ্গে,
প্রাপ্ত যাহে, পবিত্র অন্তর।
সন্ধি সংযমের, সাধু সঙ্গে শেখা যায়,
জন্মে পরমেশ্বরে নির্ভর।
বিক্রম ব্যাঘ্রের, জন্মে চিত্তে কলেবরে।
নির্ভয় হৃদয়ে, সিংহতুল্য সে বিহরে।"

রত্নগিরি কহে, "কোন্ ভাব অবলম্বি।
করিব সে শক্তির সাধনা ?"
উত্তরে সন্তান, "মাতৃভাব শ্রেষ্ঠ ভাব,
প্রাপ্ত নহি যাহার তুলনা।
চিত্ত হয় শুদ্ধ, মাতৃ বুদ্ধিতে সতত,
হয় শিশু-তুল্য এ অন্তর।
জন্মে, শিশু-তুল্য সেই সরল অন্তরে,
আনন্দ, বিশ্বাস, সু-নির্ভর।
শ্রীপরমহংস, রামপ্রসাদাদি আর,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, লোক-চক্ষে এ কথার।"

কত কোটী জন্ম পরে এ মনুষ্য দেহ,
দেহান্তে কি হবে, নারে নির্দ্ধারিতে কেহ।

বর্ত্তে যতক্ষণ দেহ, তাঁহার প্রসঙ্গে,
চিত্ত যেন মত্ত রহে ; ধায় সাধু-সঙ্গে।
জন্মে জন্মে মাত্র এই প্রার্থনা আমার,
লক্ষ নহে মোক্ষলাভ, মোর প্রার্থনার।
সন্তান হইব, মাকে মা বলে' ডাকিব,
দুগ্ধে দুগ্ধ নাহি হব,—দুগ্ধ আমি পিব।"

রত্নগিরি কহে, "তুমি ভক্ত-সঙ্গ চাও,
কালী-ভক্ত হয়ে যদি কৃষ্ণ-ভক্তে পাও,
সঙ্গে তার, করিবে কিরূপ ব্যবহার ?
বর্ত্তে তার সন্নিকটে, কি তব শিক্ষার ?"

উত্তরে সন্তান, "ভেদ-বুদ্ধি পাপময়,
কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম,—যা বল, তা হয়।
প্রাপ্ত হলে কৃষ্ণ-ভক্তে, করি সম্বর্দ্ধন,
কৃষ্ণ-তত্ত্ব তার মুখে করিব শ্রবণ।

ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, আর ভিন্ন ভিন্ন নামে,
অর্চ্চে নরে, একেশ্বরে, এই মর্ত্ত্যধামে।
কালী, কৃষ্ণ, সূর্য্য শিব, আল্লা, গড্, ধর,
লক্ষ্য সর্ব্ব নামে সেই একই মহেশ্বর।
চিত্তে যবে দিবে স্থির ভক্তি-ভাব দেখা,
দর্শিবে উপাস্য সর্ব্বে, মাত্র তিনি একা।

বৃক্ষ এক, চিরিয়া অনেক তক্তা করি,
তক্তা দিয়া খাটিয়া, সিন্ধুক, বাক্স, গড়ি।
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-হেতু নাম ভিন্ন ভিন্ন।
মূল বৃক্ষ বিয়োগিলে, কারো নাহি চিহ্ন।

সে প্রকার, রাম, কৃষ্ণ, যত দেখ আর,
মাত্র-শক্তি-তনু হ'তে উৎপন্ন সবার।
বাষ্প ঘনীভূত, জল-তুষার যেমন,
শক্তি ঘনীভূত, তথা স্থাবর-জঙ্গম।

শক্তি যাহা লোকাতীত, তাহা অবতার,
অবলম্বি অবতার, অর্চ্চনা তাঁহার।

অবলম্বি অবতার, অনন্তে ধেয়াই,
অবতার মূর্ত্তিতে তাঁহার মূর্ত্তি পাই।
মূর্ত্তি অবলম্বনে, সে শক্তির প্রকাশ।
মূর্ত্তিশূন্য শক্তির না রহে কর্ম্মাভাস।
দর্শি যত উপাস্য, সমস্ত মূর্ত্তি তাঁর।
অতএব ভেদবুদ্ধি কি নিমিত্ত আর ?

যে নামে যে অর্চ্চে, যদি সত্য ভক্ত হয়,
সর্ব্বত্র সম্মান-পাত্র সে জন নিশ্চয়।
ভক্ত-জনে ভক্ত পায়, শুভ সম্মিলন,
শ্রদ্ধাভরে করে ভক্তি-তত্ত্ব আলোচন।
শক্তির করিব পূজা, গুণের আদর,
প্রাপ্ত মনুষ্যত্বে দাবী, তবে এ অন্তর।"

রত্নগিরি কহে, "যদি হয় মুসলমান,
অথবা বিদেশী বৌদ্ধ, অশুদ্ধ খৃষ্টান ;
কিন্তু সেও, ভক্তিমান, সদ্‌গুণ-আধার,
ভক্ত বলি, অর্চ্চনা কি, করিব তাহার ?"

উত্তরে সন্তান, "হেন চরিত্র যাঁহার,
সম্মান-ভাজন তিনি, কোথা ন'ন কার ?"
ভণ্ড না হইয়া, যদি হন সত্য ভক্ত,
অভ্যর্থনে তাঁর, কে না হয় অনুরক্ত ?"

রত্নগিরি কহে, "এই জীবন ভরিয়া,
সিদ্ধান্ত যা ছিল, তুমি দিলে উলটিয়া!
অশুদ্ধ খৃষ্টান, ভোগোন্মত্ত দুরাচার,
অর্থ-লোভ, আর হিংসা, অলঙ্কার তার।
ক্রুর-বুদ্ধি, স্বার্থপর, অতি অবিশ্বাসী,
রাক্ষসের মত সর্ব্ব জীবের মাংসাসী,
বাক্য মধু, মুখে বলে, পায় লাথি মারে,
সম্মানিতে, কি সিদ্ধান্তে, কহ তুমি তারে ?"

উত্তরে সন্তান হাসি, "ভক্ত সাধু যাঁরা,
ক্রূর-বুদ্ধি, স্বার্থপর, রাক্ষস না তাঁরা।
সর্ব্বদা দয়ার্দ্র-চিত্ত, পরহিত-ব্রতী,
অন্যায় অসত্যে নাহি বিন্দুমাত্র মতি!
ভক্ত তিনি, সম্মান তাঁহার জন্য রহে,
দুর্জ্জনে করিতে শ্রদ্ধা, কে তোমাকে কহে ?

যোগ্যতার পূজা,—মান্য, যোগ্য যিনি হন,
স্ব-ধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, তাহে কে করে গণন!
খৃষ্টান ছাড়িয়া, তব নিজ ধর্ম্মী ধর,
দুর্জ্জন ব্রাহ্মণে কে কোথায় শ্রদ্ধাপর?
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে বলে, মনে দুর্ব্বাসনা,
শ্রদ্ধা, হেন বৈষ্ণবে, কে অর্পণে, বল না?
ভণ্ড কত ঘুরিতেছে, পূজ্য সাধু-বেশে,
শ্রদ্ধা-মনে কে, কোথায়, তা'দিগে জিজ্ঞাসে?
অতএব বিধর্ম্মী হলেই ঘৃণ্য নয়।
সজ্জন যে, সম্মান-ভাজন সে নিশ্চয়।
যে মহাত্মা গুণগ্রাহী, সত্যপক্ষপাতী,
মহত্ব পেলেই, তিনি করেন সুখ্যাতি।
যে ক্ষেত্রে থাকুক স্বর্ণ, যত্নে তাহা আনি,
ভরি প্রতি বিশ তঙ্কা, স্বেচ্ছায় প্রদানি।
ব্রাহ্মণের স্বর্ণ যদি মেকি বোকা হয়,
মূল্য ষোল আনা, তাহে কেহ না অর্পয়।
পুক্কশের গৃহে, যদি বর্ত্তে পাকা সোণা,
প্রাপ্ত হলে, স্বর্ণকার, অর্পে ষোল আনা।
সত্যের বিচারে, ন্যায়সঙ্গত বিধান।
কার্য্য, জাতি নির্ব্বিশেষে, সজ্জনে সম্মান।"
রত্নগিরি কহে, "হেন সজ্জন-লক্ষণ,
যাহা হয়, কর এবে সংক্ষেপে বর্ণন।"
বর্ণনে সন্তান, "সাধু ভক্ত হন যাঁরা,
দম্ভ-দর্প-অভিমান-শূন্য সদা তাঁরা।
বিনয়-সর্ব্বস্ব তাঁরা, ক্ষমাই স্বভাব।
বৃক্ষ যিনি, তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রভাব।
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, তাঁহাদের মুখে,
বহির্গত কভু নহে, দুঃখে, কিংবা সুখে।
মিথ্যা, চুরি, নারী, ঘৃণ্য তৃণের মতন,
সর্ব্বক্ষণ সাবধানে করেন বর্জ্জন।
মদ্যপান তাঁহাদের বিষপান তুল্য,
সন্নিকটে তাঁহাদের, সময় অমূল্য।
ক্লান্তিশূন্য চিত্তে, তাঁরা সদা কর্ম্মরত,
বিশ্বহিতে রত,—হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত।
অত্যন্ত নির্ভরশীল, বিশ্বনাথ-পদে,
অচঞ্চল হিমাচল, সম্পদে বিপদে।
বিষয়ীর গণ্ডগোল, না শুনেন কর্ণে।
শাস্ত্র গোঁড়ামীর, না মানেন এক বর্ণে।
সু-কর্ম্মে উৎসাহশীল, সত্যপক্ষপাতী,
সত্য-ন্যায়-সমর্থনে সুখ্যাতি অখ্যাতি,
সম্মানাপমান, কিছু গ্রাহ্য না করেন।
কর্ত্তব্য-সাধনে ফলাকাঙ্ক্ষা বিহরেন।
তুল্য বালকের, তাঁরা সর্ব্বদা সরল।
সংক্ষেপতঃ সাধুর লক্ষণ এ সকল।"
রত্নগিরি কহে, "হেন সাধু ভূমণ্ডলে,
অন্বেষিলে, এক লক্ষে এক নাহি মিলে।"
উত্তরে সন্তান, "ইথে না কর বিস্ময়।
ভগবদ্বাক্যে দশ লক্ষে এক হয়।
সহস্র নরের মধ্যে মাত্র একজন
ধর্ম্মালাপ, ধর্ম্মপথ, করে সমর্থন।
মাত্র সমর্থন করে, কার্য্য নাহি করে,
শ্রেষ্ঠ সে তবুও, উন সহস্র-ভিতরে।
এমন সহস্র, যারা সমর্থিয়া বলে,
মধ্যে তাহাদের, এক কার্য্য-পথে চলে।
কর্ম্মী এক সহস্রে, তত্ত্বজ্ঞ একজন।
অতএব সুদুর্লভ সাধুর দর্শন।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ

"সহস্র নরের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভের জন্য সাধ করে; তাহাদের মধ্যে যাহারা সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদে বহুর মধ্যে এক জন ভগবানের তত্ত্ব অবগত হয়।"

দশ লক্ষ মধ্যে যদি সাধু এক পাও,
সঙ্গ করি, তুষ্ট চিত্তে, গৃহে ফিরি যাও।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী।

"আশ্রয় মা জগদ্ধাত্রী জীবনে মরণে।
জগদ্ধাত্রী ভিন্ন নাহি জানি।"

বহু অবতার তাঁর, বহু তাঁর লীলা,
সাধুসঙ্গে বসি, কর কীর্ত্তন দু'বেলা।
পার্থক্য যা সম্প্রদায়ে, দেশ-পাত্র-জন্য।
সাধুত্ব যা, সত্য-প্রেম ভিন্ন নাহি অন্য।"
রত্নগিরি কহে, "ইহা পরব্রহ্ম ভাব,
হেন তত্ত্বে, সাধারণ-পক্ষে জ্ঞানাভাব।
সর্ব্বজীব-তত্ত্বে কালী করিবে দর্শন,
সর্ব্বজীবময়-তনু ব্রহ্মময়ী হন।
তুল্য স্ত্রী, পুরুষ তিনি,—নাহি লিঙ্গ তাঁর।
সম্বোধে যে, যাহা বলি, তাহা সত্য সার।

এ বিরাট শক্তি-পূজা-বুদ্ধি সুকঠিন।
সাম্প্রদায়ী হবে ইথে আসক্তি-বিহীন।
ভেদ-বুদ্ধি নিয়া, যারা দ্বন্দ্ব-গত-প্রাণ,
এ উদার তত্ত্বে, নাহি হবে আগুয়ান।
সত্য যাহা প্রবীণের, বালকের ঠাঁই,
রং-ঢং-শূন্য বলি, অগ্রাহ্য সদাই।"
বিপ্র এক কহে, "ইচ্ছা হয় সাধনায়,
কিন্তু তার পন্থাই জানি না।"
উত্তরে সন্তান, "ধর সঙ্গ সাধকের,
পন্থা কভু অজ্ঞাত র'বে না॥"
কহে বিষ্ণুদাস, এক বৈষ্ণব সুজন,
"অনাদির আদি কৃষ্ণ, কহে সর্ব্বজন।
অন্য রূপ কহ তুমি, শুনিতে বিস্ময়!"
উত্তরে সন্তান, "কৃষ্ণ, কালী ভিন্ন নয়।
রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন নিরখি বিশ্বরূপ,
হন হতবুদ্ধি, নারি বুঝিতে স্বরূপ।
জিজ্ঞাসেন, "কে তুমি, হে মহামহীয়ান?
বন্ধু তুমি, এপর্য্যন্ত ছিল মোর জ্ঞান।
অদ্য দিব্য নেত্রে তোমা করি নিরীক্ষণ,
বিলুপ্ত সে বুদ্ধি মোর,—বিস্ময়ে মগন!
দেহ আত্ম-পরিচয়"—উত্তরেন হরি,
"নিত্য মূর্ত্তি কাল আমি—লোকক্ষয় করি!"

তথা শ্রীশ্রীগীতায়
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতা প্রত্যনিকেষু যোধাঃ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, "জানিও, আমি লোকক্ষয়কারী কাল; লোকসমূহকে সংহার করিবার জন্যই আমি এ স্থানে প্রবৃত্ত। তুমি সংহার না করিলেও, ভীষ্ম-দ্রোণাদি সম্মুখস্থ যোদ্ধৃবৃন্দ কেহই জীবিত থাকিবে না।"

স্রষ্টা, পাতা, কর্ত্তা, কাল যে শক্তির বলে
সেই শক্তি কালী নামে সাধকমণ্ডলে,
সমর্চ্চিতা;—অনাদির আদি কাল যদি,
শক্তি তাঁর কেন নহে অনাদির আদি?"
প্রশ্নে বিষ্ণুদাস, "যদি কৃষ্ণ কাল হন,
কারা তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনজন?"
উত্তরে সন্তান, "সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তি,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব নামে লোকে অভিব্যক্তি।
তিনজনে একজন, কাল নাম তাঁর।
অর্চ্চে যাঁকে, কৃষ্ণ বলি, বৈষ্ণব-সংসার।
সর্ব্ব জনে কহে, "ব্রহ্মা করেন সৃজন,
পালন করেন বিশ্ব, বিষ্ণু নারায়ণ।
সংহার করেন শিব, মুক্তিনাথ নাম।
শক্তি ভিন্ন না দেখেন, তত্ত্ব-জ্ঞানবান।
ক্ষণমাত্র করি যদি তত্ত্ব আলোচন,
দর্শি, বিশ্ব ভরি নিত্য ঘটিছে সৃজন।
ক্ষেত্রে জন্মে শস্য, বৃক্ষশিরে পত্র ফল।
গর্ভে জননীর, জন্মে সন্তান সকল।
নিত্য নব সৃষ্টি মোরা করি দরশন।
কিন্তু নাহি দর্শি ব্রহ্মা সৃজন-কারণ।
দর্শি, উৎপাদিকা শক্তি করে উৎপাদন।
ব্রহ্মা বলি আর্য্যে তাকে করে আরাধন।
বিশ্ববাসী যে শক্তি-প্রভাবে সুরক্ষিত,
সম্পালিনী তাহা, বিষ্ণু নামে অভিহিত।

যে শক্তি ধ্বংসাভিমুখে সর্ব্বে আকর্ষণে,
সংহারিণী তাকে, শিব নামে সমর্চ্চনে।
মাত্র এক শক্তি, কার্য্য-ভেদে তিন নাম।
নামত্রয়ে "ওঙ্কার" সমস্ত নাম-ধাম।"
এক বিপ্র উঠি কহে, "জিজ্ঞাস্য এখন,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন শক্তি তিন জন।
বিষ্ণু ত পালন-শক্তি, করুন পালন,
দৈত্য ধরি কেন তিনি করেন নিধন ?"
উত্তরে সন্তান, "বিষ্ণু পালনের জন্য,
দৈত্য এক নাশি, রক্ষা করেন অগণ্য।"
বিপ্র কহে, "বিনাশে হিংসার অভিনয়।
সত্ত্বগুণ বিষ্ণু,—হিংসা কভু শ্রেয়ঃ নয়।"
সম্বোধে সন্তান, "যবে রেলে চড়ি যাই,
গাড়ী চলে, তাহা তত দর্শিতে না পাই
পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ, মাঠ, গ্রাম, যেন চলে।
দর্শি এ প্রকার,—ভ্রান্তি ইহাকেই বলে।
সে প্রকার দেহাত্ম-বুদ্ধির ভ্রান্তি-জন্য,
কর্ত্তা যে, তাহাকে ছাড়ি, ধরি মোরা অন্য।
ক্রীড়া-কৌতুকিনী কালী, ক্রীড়া ভালবাসে,
মূর্ত্তি বহু ধরি, একা বিশ্বে পরকাশে।
নির্গুণা হইয়া, নিজে হয় গুণাধীনা।
লীলা করে, রসাস্বাদে, হয়ে দেহাসীনা।
নিজেই সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,—নিজেই সে শিব।
নিজেই সে হয়, জগতস্থ যত জীব।
নিজে নিজে করে শত্রু-মিত্র-অভিনয়,
বোধগম্য তত্ত্বজ্ঞ-নিকটে সমুদয়।
অবলম্বি রজগুণ, ইচ্ছামত দেহ,
রসাস্বাদ-জন্য, সৃষ্টি করে অহরহ।
সত্ত্বগুণে রসাস্বাদে, আনন্দ প্রচুর,
ধ্বংসে তমগুণে, তত্ত্ব বুঝে, যে চতুর।
রসাস্বাদ-অভিনয় পূর্ণ যবে হয়,
অংশ তার, সেই পুনঃ নিজ অঙ্গে লয়।

দৈত্য নিজে, নিজে বিষ্ণু,—নিজে, নিজে নাশে,
দেহাত্ম-বুদ্ধিতে ভ্রান্তি আমাদের আসে।
পুনঃ শুন, আলোক-আঁধার যে প্রকার,
উত্থানে একের, ঘটে অন্যের সংহার।
তথা, যবে ঘটে সত্ত্বগুণের উত্থান,
রজস্তম স্বভাবতঃ হয় ম্রিয়মান।
চিত্ত-বৃত্তি প্রাপ্ত, রজস্তম যে সময়,
সত্ত্বের প্রাধান্য লুপ্ত, তখন নিশ্চয়।
দেবত্ব, করুণা, ক্ষমা, সত্য, সরলতা,
চিন্তি দেখ, তখন মোদের থাকে কোথা ?
উত্থিয়া দানব, সর্ব্ব দেবতা তাড়ায়।
হিরণ্যকশিপু রাজ্য, তখন হিয়ায়।
চিত্তে যবে, দেবত্ব আবার ফিরে আসে,
কামাদি দানব-দৈত্য স্বভাবে বিনাশে।
চিত্তে মোর দেবাসুর জয়-পরাজয়,
দর্শি বিচারিয়া, প্রায় প্রত্যহই হয়।
হত্যাকারী তাহাতে কি কেহ কারো হয় ?
—পরমা প্রকৃতি অঙ্গে, তথা অভিনয়।"
এক বিপ্র উঠি বলে, "শুন মহোদয় !
তপ্ত তাপত্রয়ে নিত্য, এ ক্ষুদ্র হৃদয়।
দুর্ভাবনা-করে মুক্ত, কি প্রকারে হব ?
দগ্ধীভূত এরূপ কি, আমরণ র'ব ?"
উত্তরে সন্তান, "যদি নির্ভর তাঁহায়
এ বিশ্বসংসার চলে যাঁহার ইচ্ছায়,
দুর্ভাবনা দূরে যাবে, তাপত্রয়ে মুক্তি পাবে,
আনন্দ জাগ্রত হবে, সন্তপ্ত হিয়ায়।
—জননী ক্রোড়স্থ শিশু মুক্ত ভাবনায় !
যে চতুর তত্ত্ব জানে, তাঁর পদ-সিন্ধু-যানে
আরোহি, আনন্দে ভব-সিন্ধুতে সদা বেড়ায়।
তরঙ্গের আঘাত কভু, নাহি লাগে তাহার গায়॥
ভবনে কি বনে থাকে, "হা বিশ্বনাথ"বলি ডাকে,
থাকে তাঁর করুণার আশায়, অন্যের পানে নাহি চায়।
শপথ করি বল্‌তে পারি, বিশ্বনাথই রক্ষেণ তায়॥

লোকাপেক্ষা পরিহরি, বিশ্বনাথের চরণ স্মরি,
বৈরাগ্যকে সঙ্গে করি, ত্যাগের পথে যে জন যায়,
তুল্য তাহার, তাপত্রয়ে, মুক্ত ভবে কে কোথায় ?
সে, নিজের কর্ম্ম নিজেই করে,
নিজেই রান্ধে নিজেই খায়।
নিঃসঙ্গ সে নির্ব্বিষয়ী, মুক্ত সকল ভাবনায় ॥

আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী, ত্রিজগজ্জননী কালী।
অর্চ্চনায় যে শান্তি ঘটে, শুন দ্বিজ, তোমাকে বলি।
সুখ-দুখ-তরঙ্গ যত, মুহূর্ত্তে হয় অপগত,
প্রশান্ত হয় দুর্ব্বাসনা, পরমা নিবৃত্তি ঘটে।
আর, ব্রহ্মময়ীর, ব্রহ্মানন্দের, মূর্ত্তি ভাসে, হৃদয়-পটে॥
তখন, তাপত্রয়ে চতুর্দ্দিকে বিপদ ঘটালে,—
হয় না মনে, আমি যে আর, আছি সঙ্কটে ॥

দীনানন্দদাত্রী কালীর চরণে শরণাগত,
হলে, কি আশ্চর্য্য ! বিশ্ব দেখায় সহোদরের মত।
মিত্রময় হয় বসুন্ধরা, আনন্দে হয় ভুবন ভরা,
হৃদয়-ভরা উৎসাহ, আর অধ্যবসায় আসে কত।
যে কর্ম্মে যাই, বাধা না পাই, সঙ্গী-সহায় শত শত ॥
তখন, কার্য্যসিদ্ধি হাতে হাতে, ধর্ম্ম-সাধন পথে পথে,
গমন হয় অপ্রতিহত, অঙ্গে আসে হাতীর বল।
সচ্ছন্দ হয় জীবন-যাত্রা, স্বর্গ হয় এ মহীতল।
এই ক্ষোভ এখন মনে, আগে জান্‌তে পারি নাই,
মঙ্গলময়ী কালী-পূজায় ঘটে এত সুমঙ্গল ॥

ভুলুয়া গায় মঙ্গলময়ী, কালীর কোল ছাড়া,
কোথায় আছে সুমঙ্গলের স্থান ?
খণ্ডিতে সন্তানের বিঘ্ন, মার হাতে খাঁড়া,
নিরুদ্বিগ্ন মা কালীর সন্তান।

—০—

শ্রীশ্রীকালীপূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

কি কহিব ব্রহ্মময়ী কালী-পূজা-ফল, রে।
ইহকালে পরকালে পরম মঙ্গল রে, ॥ ১
সুখময় স্বর্গ হয়, এই মহীতল, রে।
বিজ্ঞাত মাহাত্ম্য, রামপ্রসাদ, কমল, রে ॥ ২
শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ, সর্ব্বানন্দ, রে,
শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী, চৌধুরী গোবিন্দ, রে ॥ ৩
কামদেব তার্কিক, সহিত যাদবেন্দ্র, রে।
ব্রহ্মানন্দগিরি, স্বরস্বতী হরানন্দ, রে ॥ ৪
নৃপতি নরেশ, বিদ্যার্ণব শিবচন্দ্র, রে।
রামদত্ত বালির, পাগল শ্যামচন্দ্র, রে ॥ ৫
নিত্যসিদ্ধ মহাজন মহেশ মণ্ডল, রে।
ভবানী ঠাকুর, নাম শ্রবণ-মঙ্গল, রে॥ ৬
কাশীধামে মগ্নিরাম, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, রে।
এ কামাখ্যাচন্দ্র ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ, রে ॥ ৭
দেওয়ান শ্রীরঘুনাথ, শ্রীরামদুলাল, রে।
বৃন্দাবনধামবাসী ভক্ত মাধোলাল, রে ॥
চৌধুরী শরৎচন্দ্র শ্রীহট্টনিবাসী, রে।
তুঙ্গেশ্বরে শ্রীহরিশরণ সু-বিশ্বাসী, রে ॥ ৯
মহারাজ রামকৃষ্ণ, রাণী শ্রীভবানী, রে।
রাণী সত্যবতী, যায় ধন্যা ধামশ্রেণী, রে। ১০
পিছলিয়া গ্রামে বিপ্রকন্যা ইন্দুমতী, রে।
পাদপদ্ম অপর্ণার, যাঁহার সঙ্গতি, রে ॥ ১১
শ্যামগ্রাম-গৌরব ভুবন রায়, আর,
পাঁচালী-ওয়ালা দাশরথী গুণাগার, রে ১২ ॥
আলি মির্জা হোসেন মা কালীগত প্রাণ, রে।
গঙ্গাস্তবকর্ত্তা দরাপালী মহাপ্রাণ, রে ॥ ১৩
কত বা করিব নাম, শক্তিপূজা ফলে, রে।
প্রাপ্ত ব্রহ্মালোকানন্দ, এ মহীমণ্ডলে, রে ॥ ১৪
খণ্ডিত কালের দর্প তাঁহাদের ঠাঁই, রে।
হেন অর্চ্চনায়, ভক্তি ভুলুয়ার নাই, রে ॥ ১৫

——

প্রথম দিন

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

"মা, তুমিই একমাত্র শরণীয়া, তুমিই নিত্য মঙ্গলময়ী, তুমিই অনুক্ষণ অনুকম্পার সহিত বিদ্যমানা, তুমিই জগৎপূজ্যগণেরও আরাধনীয়া, তুমিই জগত্তারিণী। হে দুর্গে! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি (মোহময়ী ভ্রান্তির হস্তে) ত্রাণ কর।

জয় মা শরণাগত দীনার্ত্তি-হারিণী,
দুর্গা ত্রিজগত্তারিণী, দেবী নারায়ণী।
মায়ামত্ত হীন-চিত্ত, আমি অভাজন,
দণ্ডতরে দেহ মোরে-ও রাঙ্গা চরণ।
চিত্ত ভ্রান্তি নাশি, শান্তি কর মোরে দান।
নাহি শুদ্ধি, ভোগ-বুদ্ধি, হরে তত্ত্বজ্ঞান।
কি সন্দেহ অহরহ অন্তরে আমার,
কি বা কার্য্য, কি অকার্য্য, নির্দ্ধারণ ভার।
যে উন্মাদ মোহমদ করিয়াছ মোকে,
জর্জ্জরিত তাহে চিত্ত, দুঃখে আর শোকে।
শুঁণ্ডি-গৃহে পুনঃ হাণ্ডী ঢালি মদ খাই,
অগন্তব্য, অকর্ত্তব্য, মোর কিছু নাই।
কর চিত্ত সুপবিত্র, শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়া,
উদ্ধর এ ভুলুয়াকে, স্বহস্তে ধরিয়া।
বিপ্র এক পুনঃ কহে, হয়ে আগুয়ান,
"তন্ত্রে ত দিয়াছে মদ্য পানের বিধান।
মদ্য তুমি নিন্দা কর, ঘৃণ্য করি জ্ঞান।
শাস্ত্র, এ নিন্দায়, মাত্র হয় হতমান।
শাস্ত্রে আছে, সাধকেও করে আচরণ,
কার্য্য হেন, নিন্দা তুমি কর কি কারণ?"

তথা শ্রীমহানির্ব্বান তন্ত্রে, ১৯ উল্লাসে,

সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্ ॥
দাহিনী পাপসঙ্ঘানাং পাবনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী ॥

সুরা দ্রবময়ী তারা, জীবগণের নিস্তারকারিণী, এবং ভোগ ও মোক্ষের জননী, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটে মুক্তিদায়িনী সুরা পাপ সমূহকে দহন করে, জীব সমূহকে মুক্তি দান করে, সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করে এবং মনুষ্যগণের বিদ্যা বুদ্ধিজ্ঞান সম্যক্‌প্রকারে বৃদ্ধি করে।

সন্তান কহিল হাসি, "শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত,
আরম্ভিলে মোরা, হবে শাস্ত্রের প্রাণান্ত।
দেশ কাল পাত্র ভেদে, এক স্থানে যাহা,
মান্য দেখি, অন্য স্থানে পরিত্যাজ্য তাহা।
মদ্যপানে বিধি যাহে এক স্থানে দৃষ্ট,
অন্য স্থানে তাহাতেই নিষিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট।
সিদ্ধ সাধু কোন জনে ছিল মদ্য পান,
মদ্যপান-বিরোধীও, বহু মহাপ্রাণ।
পাগল শ্রীশ্যামচন্দ্র সাধক সুধীর,
দর্শি মদ্যপায়ী সাধু বিরক্ত অস্থির।
ভক্তানুজ তাঁহার, বিশানচন্দ্র হন,
চতুর্ভুজা "চিণ্ময়ী" করেন আরাধন।
নির্ম্মুক্ত-প্রধান, সদা চিত্ত সুপ্রসন্ন,
আদর্শ দেশের,—ভক্তি-বৈরাগ্যের জন্য।
শ্রেষ্ঠ সে সাধক, মদ্য-বিরোধী সতত,
বিরোধী সে রামদত্ত, এ বঙ্গ-বিখ্যাত।
চৌধুরী শরৎচন্দ্র সিদ্ধ সাধনায়,
বিরক্ত মাদক দ্রব্যে, অতি উপেক্ষায়।

রামকৃষ্ণ এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহাজন,
অর্চ্চে যাঁকে অবতার বলি বহু জন ;
সর্ব্ব-মান্য, তাঁর সন্নিকটে মদ্য ত্যাজ্য।
ক্ষুদ্র মোরা সমর্থিলে, নহে তাহা গ্রাহ্য।

বিদ্যাবুদ্ধি মদ্য পানে বিবর্দ্ধিত হয়,
হয়, কিংবা জন্মের মতন হয় ক্ষয়,
অভ্যাগত সাধুবৃন্দ, সম্মুখে আমার,
করুন মীমাংসা,—এ অদ্ভুত সমস্যার।

তারপরে, সাধক বলিয়া খ্যাত যাঁরা,
মদ্য, সাধনার নামে, আরম্ভিলে তাঁরা,
উৎসাহে ধরিয়া মদ্য, জনসাধারণ,
নির্ভয়ে কহিবে, "করি শক্তি আরাধন।"

সংঘটে যে কর্ম্মে নিত্য দশের অহিত,
পক্ষে সাধকের, তাহা অত্যন্ত গর্হিত।
ভক্ত, জগদ্ধাত্রী-পাদপদ্মে, যে সজ্জন,
সর্ব্বোপরি সম্মান-ভাজন সর্ব্বক্ষণ।
অর্চ্চিত সর্ব্বত্র তিনি প্রণামে সেবায়,
উচ্চ অতি তাঁহার দায়িত্ব এ ধরায়।

লক্ষ লক্ষ নরের প্রণাম যিনি পান,
কর্ত্তব্য তাঁহার, হওয়া সংযমী প্রধান।
আদর্শ শিক্ষক তিনি, প্রত্যেকের ঠাঁই।
বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্তি, তাঁর কাছে চাই।

সংযম তাঁহার ধর্ম্ম, সংযমী হইয়া,
সংযম-মাধুর্য্য-সুধা দিবেন ঢালিয়া।
শ্রদ্ধায় আস্বাদি তাহা, জনসাধারণ,
শুদ্ধ মতে, শুদ্ধ পথে, করিবে গমন।
পরিবর্ত্তে তার, যদি ঘটে বিপরীত
কহ তবে, কে করিবে সমাজের হিত ?

যাহে কোন সাধকের ক্ষুদ্র উপকার,
আর উচ্ছৃঙ্খলে যায় সমস্ত সংসার,
তাহা সর্ব্ব প্রকারে, সর্ব্বত্র পরিত্যাজ্য।
মদ্যপানে বিধি, তাই সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

শাস্ত্র বাক্য, যদি বল, লঙ্ঘিত তাহায়,
বিশ্বাসি কিরূপে ?—যদি শাস্ত্রে দেখা যায়,
এ স্থানে বিধান, অন্য স্থানে প্রতিবাদ।
দুঃসাধ্য মীমাংসা ;—বিধি ত্যাজ্য নির্ব্বিবাদ।

সরল ব্যাকুলান্তরে মা বলিয়া ডাক,
নির্ম্মল পবিত্র চিত্তে মার পদে থাক।
প্রাপ্ত হবে ভক্তি-বলে তাঁহার করুণা,
মদ্যে কোন প্রয়োজন তাহে লাগিবেনা।

মত্ত হই মদে, কাঁদি কালী-তারা ব'লে,
কান্না তা ত মদে কাঁদে,—চিন্ত, তা না হলে,
চিত্ত প্রকৃতিস্থ যবে, কাঁদিলে তখন,
না হাসি, শ্রদ্ধাবনত, হয় সর্ব্ব জন।

অর্চ্চনা-প্রধান, মন-বুদ্ধি-সমর্পণ,
বোধ্য নহে, তাহে মদ্য কোন্ প্রয়োজন ?
সত্য যাহা স্বভাবতঃ, তাহা অনুমেয়।
সর্ব্ব মঙ্গলার্থে মদ্য বর্জ্জন বিধেয়।

মদ্যপানে তন্ময় না হইয়া স্বভাবে,
তন্ময় হইলে, স্থির দিব্য ভাব পাবে।
দিব্যভাবে দিব্যজ্ঞানে উলঙ্গ যে জন,
নির্ম্মুক্ত বলিয়া তিনি মান্য সর্ব্বক্ষণ।

কিন্তু মদ্যপানে যারা উন্মত্ত উলঙ্গ,
প্রাপ্ত তারা, শ্রদ্ধা-পরিবর্ত্তে, মাত্র ব্যাঙ্গ।
অন্য দিকে গৃহস্থ সাধক যিনি হন,
মধুত্রয় বিধি তাঁর, নিষিদ্ধ কারণ।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহীনাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্ব প্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্ ॥
দুগ্ধং সীতামাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥

"এই ঘোর কলিকালে মঙ্গলকামী গৃহস্থগণের পক্ষে আদ্যতত্ত্বের পরিবর্ত্তে মধুরত্রয় বিধি। দুগ্ধ, ঘৃত, ও মধু, মধুরত্রয় নামে অভিহিত। ইহাদিগকে একত্র

মিশ্রিত করিয়া, অলিস্বরূপ (কারণ বারি) জ্ঞান করিবে, এবং দেবতাকে নিবেদন করিবে।"

অতএব সাধক গৃহস্থ যদি হন,
সর্ব্বথা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ কারণ।
যদি বল বিধি ইহা সন্ন্যাসি-নিকটে,
অতিপানে তাহাতেও অপরাধ ঘটে।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, ১১শ উল্লাসে,

ইয়ঞ্চেৎ বারুণী দেবী পীতা বিধিবিবর্জ্জিতা।
নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধির্ম্মায়ুর্য্যশোধনম্ ॥
অতো নৃপঃ বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তান্ জনান্ কায়ধনদণ্ডেন তাড়য়েৎ ॥

"কেহ যদি বিধি লঙ্ঘন করিয়া এই মদ্যপান করে, তাহার বুদ্ধি, আয়ু, যশ, ধন, সমস্ত ই বিনষ্ট হয়। অতএব মদ্যে, বা মাদক দ্রব্যে, অত্যাসক্ত ব্যক্তিকে রাজা বা চক্রেশ্বর ধনদণ্ডে, বা শারীরিক দণ্ডে শোধন করিবেন।"

বিপ্র কহে, "কারণ নিষিদ্ধ তবে নহে,
ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিধি ইথে রহে।"
উত্তরে সন্তান, "বিশ্বে বস্তু যত আছে,
প্রত্যেকে প্রয়োগে, বিধি-নিষেধ রয়েছে।
আক্রান্ত বিকারে যবে,—আসন্ন সময়,
তীব্র সর্প-বিষ তবে সেবনীয় হয়।
কিন্তু সুস্থ দেহে বিষ যে করে সেবন,
যন্ত্রণায় ঘটে তার অবশ্য মরণ।

ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে নৃশংস ব্যাপার,
উত্তেজনা ভিন্ন, রণ সাধ্য তথা কার!
মদ্যপানে উত্তেজিত হয় সৈন্যগণ,
রক্ত-খেলা করে,—মদে অর্দ্ধ বিচেতন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ না হয়,
আর বিধি স্থানে স্থানে ঔষধার্থে রয়।
ত্যাগীর না রহে কোন সমাজ-বন্ধন,
দৈবশক্তি লাভে করে শ্মশানে গমন।
ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকারে রহিয়া নির্ভয়,
করিতে একাগ্র চিত্ত, করে মদাশ্রয়।
কিন্তু ভক্তি-বৈরাগ্যে একাগ্র চিত্ত যাঁর,
সন্নিকটে তাঁর, ইহা নহে প্রশংসার।
শক্তি কিছু শ্মশানীয়া লভি, লোকমাঝে,
দণ্ড দুই তুচ্ছ উচ্চ সম্মানে বিরাজে।
মুক্তি মোক্ষ কি পায়, তা বুঝিতে পারি না।
দম্ভ-অহঙ্কারের ত, কিছুই ছাড়ে না।

তদপেক্ষা, যাতে ভক্তি-বৈরাগ্য-উদয়,
দম্ভাদির হস্তে মুক্ত রহে এ হৃদয়,
ইষ্ট-নামাশ্রয় করি, সংযম-সাধনা,
করা যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ,—শ্রেষ্ঠের ধারণা।

স্বভাবতঃ তাতে চিত্তে স্থিরানন্দ রয়,
সমাজেরও মঙ্গল তাতেই বেশী হয়।
ইচ্ছা-মৃত্যু মহেশ, প্রত্যক্ষ সাক্ষী তার।
কার্য্যে যার, প্রত্যেকের লাগে চমৎকার।

দর্শি পুনঃ, ত্যাগীরাও করি অতি পান,
পুণ্য-লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়,—হারায় সম্মান।
সিদ্ধি দূরে, বৃদ্ধি করে, যন্ত্রণার হেতু।
যত্ন করি, ভগ্ন করে, উত্তীরণ-সেতু।"

বিপ্র কহে "কহ, অতিপান কাকে বল ?"
উত্তরে সন্তান, "তন্ত্র নিরীক্ষিতে চল।

তথা শ্রীমহানির্ব্বান তন্ত্রে—

অতএব সুরাপানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে।
স্খলৎ বাক্ পানিপাদ্ দৃক্ ভিরতিপানং বিচারয়েৎ

"অতএব সুরাপানের সময়, যেন অতিপান লক্ষিত না হয়; যখন বাক্য স্খলিত হয়, হস্ত পদ কম্পিত হয়, চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তখনই অতিপান বলিয়া বুঝিতে হইবে।"

অর্থ এই, যখন স্খলিত পদ হয়,
স্খলিত বচন, অঙ্গে বসন না রয়,
আরক্ত নয়ন নাশা, ঢলে ঘন ঘন;
বাক্য বহু বলে,—হয় বিস্তৃত লোচন,

অতিপান তখন ;—তখন সেই জন,
দণ্ডদ্বয়ে দণ্ডনীয়, তন্ত্রের বচন।"

বিপ্র কহে, "তন্ত্রে যত রহুক বচন,
তান্ত্রিক সাধক তাহা মানে কয় জন ?
মদ্য-মাংস ভিন্ন মা'র অর্চ্চনা না হয়,
তান্ত্রিক-মণ্ডল, হেন বিশ্বাসে তন্ময়।"

উত্তরে সন্তান, "বলি, তন্ত্রে যাহা পাই,
না মানিলে, মানাইতে সাধ্য কারো নাই।
মদ্য-মাংস ভিন্ন মা'র অর্চ্চনা না হয়,
শুনিতে এ কথা, মোর বক্ষ বিদরয়।"

বলিতে বলিতে, নেত্রে বাহিরিল জল।
দর্শি অশ্রু সন্তানের, স্তব্ধ সভাতল।
কিছুক্ষণ পরে, করি আত্ম-সম্বরণ,
কহিল সন্তান, মদ-মত্ত-বিবরণ।

"মদ্য-পানে জন্মে মোহ, ঘটে বুদ্ধিনাশ,
কণ্ঠ জড়ীভূত, ফুটে অশ্লীল কু-ভাস
জন্মে চিত্তে দুঃসাহস, অকর্ত্তব্য করে,
গর্ত্তে পড়ি গড়াগড়ি, চৌকীদারে ধরে।
অর্জ্জে যাহা বিত্ত, তাহা সমস্ত উড়ায়।
কার্য্যাকার্য্য-বোধ-শূন্য, দানের বেলায়।

দান করে নিজের অবস্থা বিসরিয়া,
দুর্নাম ঢাকিতে চাহে, অর্থ বিলাইয়া,
পুত্র, কন্যা, পত্নী, হয়, মাতালের যারা,
নিত্য নব দুর্দ্দশার দণ্ড ভোগে তারা।
অন্ধমোহে মদ্যপানে উলঙ্গ যখন,
বলে, "মোর দিব্য ভাব, দর্শ সর্ব্বজন!"

মদ্য-পানে সিদ্ধ যারা, নেশা নাহি হয়,
মৃত্যু আনে অকালে, করিয়া দেহ ক্ষয়।
মত্ত মায়া-মোহে নিত্য, মত্ত অহঙ্কারে,
মত্ত যদি মদ্যপানে তাহার উপরে,
তন্ময়তা মত্ততার ঘটে মাত্র তায়।
থাকিলেও বিধি, হেন দুর্ভোগে কে যায়!

বিপ্র কহে, "শাক্তাপেক্ষা বৈষ্ণবই উত্তম।
তৃষ্ণা নাহি মদ্য মাংসে বৈষ্ণবে কখন।
সর্ব্ব দোষে বিমুক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়।"

উত্তরে সন্তান ধীরে, "সম্প্রদায় নয়!
বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে যত উত্তম বিধান,
শাক্তাদির শাস্ত্রেও, তা রহে বিদ্যমান।
যে ধরে, সে উত্তম সাধক-মধ্যে গণ্য।
আদর্শ সে যশস্বান,—সিদ্ধি তার জন্য।

সর্ব্ব সম্প্রদায়ে র'ন সিদ্ধ মহাজন,
লক্ষে এক জন তাঁরা, আর সাধারণ।
সর্ব্ব দলে সাধারণে সমান উৎপাত!
সর্ব্বক্ষণ, ঘরে ঘরে, দুঃখের প্রপাত।

মত্ত যথা একদল শাক্ত মদ্যপানে,
মদ্যপানে গর্ব্ব করি চলে,
বৈষ্ণবের মধ্যে তথা কুলটার সঙ্গ,
গর্ব্ব করি করে এক দলে।
মদ্যপান নাহি, কিন্তু কুলটা-সম্ভোগে,
মত্ত তারা ঘৃণিত নেশায়,
শাক্ত মদে মত্ত রহে, ঘণ্টা দুই চারি,
মত্ত তারা দিবসে নিশায়!
বিপ্র কহে, "বৈষ্ণবের সঙ্গে রহে যারা,
কৃষ্ণ-পদে অতিশয় ভক্তিমতী তারা।

কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম, শ্রবণ আশায়,
বৈষ্ণবের সঙ্গে তারা গৃহ ছাড়ি যায়।
উত্তরে সন্তান, "মাত্র শ্রবণ-আশায়,
যায় যদি, নিন্দা তাহে, কে করে কাহায়!
শাস্ত্র-পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, তত্ত্ব-আলোচন,
করেন যখন বসি বৈষ্ণব সজ্জন,
পুত্র-পতি, কিংবা কোন আত্মীয় সম্মুখে,
বসি কুললক্ষ্মী কুল শুনিবেন সুখে।
পরিবর্ত্তে তার, যদি হন অসংযত,
র'ন যদি বৈরাগীর গৃহিণীর মত,
সাধ্বী সতী তাঁহাকে কেহও নাহি কহে।

বৈরাগ্য-গৌরব তাহে বৈষ্ণবে না রহে !
একাকিনী বৈষ্ণব-নিকটে কেন আসি,
বসিবেন কুললক্ষ্মী, বিরলে সম্ভাসি ?
বৈরাগী বা কেন তার পবিত্র আশ্রমে,
কামিনী-সম্বন্ধ রাখি, রহিবে দুর্নামে !"

রত্নগিরি প্রশ্নে, "সাধু-সঙ্গে কি করণ ?
উত্তরে সন্তান, "যিনি ভক্তিমান হন,
তত্ত্বালাপ আর পরমেশ্বর প্রসঙ্গ,
শ্রবণার্থ প্রার্থনা করেন সাধুসঙ্গ।
শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তাহা করিয়া শ্রবণ,
হন ভক্তি-সুবিশ্বাসে সমন্বিত-মন।"

বিপ্র কহে "তত্ত্বালাপ জানে বা ক'জন,
জানিলেও কে করিতে পারে সর্ব্বক্ষণ ?
করিলেও নাহি শুনে, বিষয়ান্ধ জন,
সাধু-সঙ্গে বসি করে বিষয়ালাপন !"

উত্তরে সন্তান, "সাধু সঙ্গ এ ধরায়,
সু-দুর্লভ,—যোগে ভাগ্যে কেহ যদি পায়,
তখনও, করে যদি বিষয়ালাপন,
যক্ষ সে,—বৈকুণ্ঠে হরি না করে দর্শন।"

বিপ্র কহে, "কহ শুনি, তাহা কি প্রকার ?"
বর্ণনে সন্তান এক যক্ষ সমাচার,—
"অর্থ-লোভী যক্ষ এক বিষ্ণুলোকে যায়,
নিরীক্ষে সুবর্ণ-ভূমি সর্ব্বত্র তথায়।

কৃপণ সে যক্ষ, ভাবে অন্তরে তখন,
বাড়ীর নিকটে হ'লে বৈকুণ্ঠ-ভুবন,
নিতাম কাটিয়া স্বর্ণ, জাহাজ ভরিয়া,
না হয় বৈকুণ্ঠনাথে মূল্য কিছু দিয়া !"

সুদুর্দ্দর্শনীয় হরি সম্মুখে উঠিল,
তবু কৃপণের দৃষ্টি নিম্নেই রহিল।
স্বর্ণলোভে মোহ প্রাপ্ত, আর কি তখন,
দর্শিতে সে পারে, পরমেশ্বর-চরণ ?

জন্মাবধি চিত্ত যার অনুরক্ত যায়।
গেলেও বৈকুণ্ঠ, তার পক্ষে ভোলা দায় !
সে প্রকার আজন্ম বিষয় যারা ধ্যায়,
দীর্ঘ ভোগাসক্তি, ত্যাগ করিতে না চায়।

সাধু-সঙ্গে তত্ত্ব ভুলে, তুচ্ছ কথা বলে,
প্রাপ্ত-স্বর্ণ-সুযোগ, সে খোয়ায় নিস্ফলে !
সাধুসঙ্গে গ্রাম্যালাপে আগ্রহ যাহার,
রত্ন হোলি, খনিগর্ভে, ভুলে সে আঙ্গার।
অতএব যদি কভু সাধু-সঙ্গ পাও,
বিশ্বনাথ তত্ত্বালাপে জীবন জুড়াও।

কালতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব, কর আলোচন,
কর বিশ্ব-জননীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ।
বৈরাগ্য আশ্রয় কর, মুখে বল "কালী"।
সিন্ধু অমৃতের, তাহে উঠুক উথলি।
শক্তি এ প্রকার, শেষে সাধুসঙ্গে হবে,
চিত্তে উপসর্গ দোষ, বিন্দু নাহি র'বে।
ভ্রান্তি যাবে, প্রাপ্ত হবে নির্ম্মল হৃদয়,
জিজ্ঞাসুর, সাধু-সঙ্গে, উন্নতি নিশ্চয়।"

বিপ্র কহে, "হেন ত্যাগী সম্ভবে কি ভবে,
একেবারে নিস্পৃহ অন্তর ?"
উত্তরে সন্তান, "ত্যাগী অর্থ ই নিস্পৃহ,
উত্তম দৃষ্টান্ত মনোহর !
মনোহর ছিল সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
সখ্য ছিল সত্যবান-সনে।
সত্যবান ছিল তাম্রলিপ্ত-নরপতি,
তন্ময় শ্রীবিশ্বেশ-চরণে।
ধর্ম্ম-কর্ম্মে, তত্ত্বালাপে, সর্ব্বদা তৎপর,
সেবাপর সাধক সজ্জনে,
মনোহর ছিল দ্বার-পণ্ডিত তাহার,
বদ্ধ দৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে।
একদিন কহে রাজা, "ইচ্ছা অতিশয়,
আদর্শ ত্যাগীর দরশনে,
পরীক্ষিতে সে আদর্শ ত্যাগী, তোমা ভিন্ন
যোগ্য ব্যক্তি না পড়ে নয়নে।"

রাজাই রক্ষণে তার ক্ষুদ্র গৃহস্থালী,
কৃতজ্ঞ সে নিকটে রাজার ;
রাজাগ্রহপূর্ণ-হেতু ত্যাগী সংগ্রহিতে,
একাই সে গেল হরিদ্বার।
যে স্থানেই যায়, ত্যাগি-সন্ন্যাসি-মণ্ডলে
কার্য্য দেখি ক্ষুব্ধ হয় চিতে।
ক্রমে তিন বর্ষ ঘুরি, ত্যাগী-সন্দর্শনে,
নারিল যে কৃতার্থ হইতে।
কি করে, কোথায় যায়,—রাজার নিমিত্ত,
নিজেই সে লইল সন্ন্যাস।
আরম্ভিল যথার্থ ত্যাগীর আচরণ,
করি তীব্র তপস্যা অভ্যাস।
বর্ষ দশ করি ক্রমে তপস্যা সংযম,
ত্যাগি-শ্রেষ্ঠ হইল যখন ,
তাম্রলিপ্তে উপস্থিত ;—রাজা সত্যবানে
দর্শাইতে ত্যাগী মহাজন।
রাজধানী সন্নিকটে ক্ষুদ্র নদীতটে,
বট-বৃক্ষ মূলে সে বসিল।
সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা অতি দ্রুত,
সহরে সর্ব্বত্র বিস্তারিল।
বার্ত্তা শুনি, সত্যবান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত,
আর কর্ম্মচারী, যারা গণ্য,
প্রথমতঃ তাহাদিগে দিল পাঠাইয়া,
ত্যাগ তার পরীক্ষার জন্য।
প্রত্যেকে আসিয়া বলে, "ধন্য ত্যাগী বটে,
ধন্য ধর্ম্ম-তত্ত্ব-মীমাংসক।
যে প্রকার বেশ, তার যোগ্য বাক্য, কার্য্য,
দর্শনের যোগ্য সে সাধক।"
শুনি রাজা রাজধানী মধ্যে আনিবারে,
আপনার মন্ত্রী পাঠাইল।
পাঠাইল গাড়ী পাল্কী ;—কিন্তু মনোহর,
রাজধানী মধ্যে নাহি গেল।

দর্শিয়া উপেক্ষা, মুগ্ধ রাজা সত্যবান,
রাণী-সঙ্গে ত্যাগীর দর্শনে,
অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-যুক্ত অন্তরে চলিল,
বহুবিধ সেবা-দ্রব্য সনে।
নিরীক্ষিল সন্ন্যাসীকে, আসি নদী-তটে,
বৃক্ষমূলে বসিয়া আসনে,
তপস্যার প্রভাবে শরীর জ্যোতির্ম্ময়,
প্রতি বাক্যে অমৃত বর্ষণে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজা রাণী প্রণমিল,
সেবার্চ্চনা-জন্য যাহা দিল,
ত্যাগি-শ্রেষ্ঠ মনোহর সম্মুখে তাদের,
সমীপস্থ সর্ব্বে বিলাইল।
ক্রমে তথা গত হল, পূর্ণ তিন মাস,
নিরীক্ষি পরীক্ষি আচরণ,
শিষ্য হ'তে মনস্থ করিল রাজা রাণী,
আরম্ভিল উদ্যোগায়োজন।
মনোহর কহে, "শিষ্য ধর্ম্ম গুরুসেবা
মোর শিষ্য হলে কোথা পাবে ?
শূন্য-নিকেতন আমি,—রাজ্য ছাড়ি তুমি,
মোর সঙ্গে সঙ্গে কি বেড়াবে ?"
রাজা কহে "রাজ্য ছাড়ি "কি নিমিত্ত যাব ?
তুমি মায়া-মুক্ত মহাজন,
তুমি সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা, তীর্থাদি ভ্রমণে,
এক্ষণে কি আর প্রয়োজন ?
এস্থানে রাখিব, দিব রাজ্যের অর্দ্ধেক,
নদী-তীরে নির্ম্মিব আশ্রম।
সেবা-শুশ্রূষার জন্য দিব রাজ-কন্যা,
মোরাও রহিব সর্ব্বক্ষণ।"
মনোহর কহে, "তাহা গ্রহণ করিলে,
নিয়া পুণ্য ত্যাগীর আশ্রম,
* বান্তাশী বলিবে মোকে,—মোর ধর্ম্ম যাবে,
ব্রতভঙ্গে হব নরাধম।"

* বান্তাশী=বমী করিয়া যে ভোজন করে।

যত বলে মনোহর, রাজা তা সমস্ত,
উপেক্ষিয়া ব্যাকুল অন্তরে,
শিষ্য হ'তে আগ্রহ প্রকাশে সর্ব্বক্ষণ
সেবার্চ্চনে অতি শ্রদ্ধাভরে !

সত্যবানে একদিন, নিয়া সু-নির্জ্জনে,
মনোহর কহে সত্য বাণী,—
"মহারাজ ! স্মরণে কি পড়ে মনোহরে ?
ত্যাগী সেই মনোহর আমি !

ত্যাগী সংগ্রহিতে তুমি পাঠাও আমাকে,
নানাদেশ-তীর্থ পর্য্যটনে
বাহিরাই আমি ;—কিন্তু নারিনু হইতে,
তৃপ্ত কোন ত্যাগী দরশনে।

অথচ তোমাকে ত্যাগী না দর্শালে নয়,
তাই নাহি দর্শি গত্যান্তর,
নিজে ত্যাগী হইয়া দর্শন দিনু তোমা,
যাব আমি এবে স্থানান্তর !"

রাজা কহে, "বটে ! তুমি মোর মনোহর !
তবে তোমা না ছাড়িব আর,
বিচ্ছেদে তোমার, আমি সঙ্গিহীন দীন,
অতি মনোকষ্টে অনিবার।

ভিন্ন তাহা,—তুমি এত উন্নত এখন,
অদ্বিতীয় তপস্বী সাধক,
শিষ্য ত হব ই,—র'ব সর্ব্বস্ব অর্পিয়া,
এক মাত্র তোমার সেবক।"

মনোহর কহে, "তা কি হয় ?
ত্যাগী আমি,—নিয়াছি ত্যাগীর পরিচ্ছদ,
কার্য্যে বিপরীত শ্রেয়ঃ নয়।
ধর্ম্ম মোর, বিবেক-বৈরাগ্যে অবস্থিতি,
কার্য্য তার অনুরূপ চাই।

বেষ্টিত রহিলে বৃথা ঐশ্বর্য্য-বিভবে,
ত্যাগী নামে কোন দাবী নাই।

দর্শিতে চাহিলে তুমি, দর্শাইনু তোমা ;
ত্যাগে আমি মহানন্দে আছি।
বিশ্বনাথ-চিন্তায়, তন্ময় রহি প্রাণ,
বাহিরায় যদি, তবে বাঁচি !"
এত বলি মনোহর, তাম্রলিপ্ত-রাজে
তেয়াগিয়া, করিল গমন,
যথার্থ যে ত্যাগী, সে ত নিত্য নির্ব্বিষয়ী
নিস্পৃহ সে,—জিত-প্রলোভন।"
শুনি বিপ্র রামতনু, আনন্দে মগন।
"ধন্য ! ধন্য !" বলি, করে সন্তানে বর্দ্ধন ॥

—০—

প্রার্থনা

হায় সে সু-দিন কবে হবে মা আমার !
দুর্ব্বাসনা যত, দূরে যাবে,
স্থির জ্ঞান-বৈরাগ্যে রহিব অধিষ্ঠিত,
কীর্ত্তি তব, এ রসনা গাবে।
নিরীক্ষিব প্রতি মায়, প্রতিমা তোমার,
প্রাপ্ত হব শিশুর স্বভাব।
প্রাপ্ত হব,—ঘৃণা লজ্জা কপটতা ভুলি,—
ব্রহ্মময়ি ! তব মহাভাব।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্ত হলে ডাকিব তোমায়,
দুঃখ-সুখ, তোমাকে জানাব।
সর্ব্বস্ব আমার, তব পদে সমর্পিয়া,
দায়িত্ব-বন্ধনে মুক্তি পাব।
আর এ প্রার্থনা, মাতৃ-পূজা পরচার,
হউক এ-পৃথিবী ভরিয়া।
অন্বিত হউক ভ্রাতৃ-ভাবে সর্ব্বজন,
সর্ব্বরূপ কলহ ভুলিয়া।
হিংসা, মিথ্যা, নীচ স্বার্থপরতা হউক,
অন্তর্হিত পৃথিবী হইতে।
ধর্ম্ম হোক্ পরসেবা, ভীত হোক্ নর,
ছল করি পরস্ব লইতে।

জন্মে জন্মে হব আমি সন্তান তোমার,
মা বলিয়া দিব করতালি।
অন্ত দিনে এ নয়ন মুদিবে ভুলুয়া,
মাত্র, মুখে বলিয়া, "**মা কালি**!"

—০—

প্রথম দিন

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—০—

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

"জগতের প্রত্যেক জীবের একমাত্র চিন্তনীয় বিশ্বনাথ-স্বরূপিনী তুমি; তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানরূপিণী মহাযোগিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি সদানন্দের আনন্দ রূপিণী, তোমাকে নমস্কার। হে দুর্গে! হে জগত্তারিণি! (এই সংসার-সমুদ্রে) আমাকে ত্রাণ কর॥"

জয় মা করুণাময়ী, কুল-কুণ্ডলিনী।
সিন্ধু করুণার,—নিন্দ্য-পতিত-পাবনী।
কাল-মহা-সিন্ধু-নীরে তুমি কর ত্রাণ,
স্বর্গাপবর্গদা তুমি, পরাশ্রয়-স্থান।
আশ্রয় লইনু মাগো তোমার চরণে,
রক্ষিও এ ভুলুয়াকে জীবনে মরণে।

ক্রমে ক্রমে বহু যাত্রী বসিল চৌদিকে,
প্রত্যেকের দৃষ্টি শুধু সন্তানের দিকে।
নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী,—ভুবনেশ্বরীর,
মন্দির-পর্ব্বত-বাসী,—সন্তান সুধীর।
কাশীর বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর স-তীর্থ।
তাঁর মতে শ্রীকামাখ্যা সর্ব্বোপরি তীর্থ।

বার্ত্তা শুনি সন্তানের, মধুর হাসিয়া,
উপবিষ্ট মহানন্দে সম্মুখে আসিয়া।

জিজ্ঞাসেন তারপরে, "শুন হে সন্তান!
বিশ্বভরি বহুরূপ বস্তু দৃশ্যমান।
সর্ব্ব ঘটে কালী যদি বিদ্যমানা হন।
কি নিমিত্ত রহে জড়, না রহি চেতন?"

উত্তরে সন্তান, "কালী শক্তি সঞ্জীবনী,
বিদ্যমানা সর্ব্ব দেহে চৈতন্যরূপিণী।
আত্মারূপে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বত্র যখন,
বিশ্বে কিছু নাহি **জড়**, সমস্ত **চেতন**।

পৃথ্বীতলে ক্রিয়া-শক্তি দর্শি মোরা যায়,
সিদ্ধান্তে মোদের, চেতনাখ্যা দত্ত তায়।
স্থূল দৃষ্টে ক্রিয়া-শক্তি দৃষ্ট না যথায়,
"অচেতন-জড়" আখ্যা প্রদত্ত তথায়।

কিন্তু যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া পরখি,
অল্পাধিক ক্রিয়াশক্তি সর্ব্বত্র নিরখি।
নিরীক্ষি, পরীক্ষি, সব, পঞ্চ-ভূতাত্মক,
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমাদি-মূলক।
বৃক্ষ বা প্রস্তর, পশু, পক্ষী বা মানব,
দৃশ্য যা নয়নে, পঞ্চ ভূত হ'তে সব।
ইহারাও স্থূল ভূত,—হই অগ্রসর,
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, অতঃপর।
যারা হয় পঞ্চ স্থূল ভূতের কারণ,
ভূত তত্ত্ব এ প্রকার,—তত্ত্বজ্ঞ-কথন।

পুনঃ পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বিচার করিলে,
দর্শি, মাত্র একা শক্তি বর্ত্তে সর্ব্ব মূলে,
শক্তি হ'তে পঞ্চ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হ'তে স্থূল,
পঞ্চ স্থূল হ'তে, বিশ্ব-প্রকাশ নির্ভুল।

চিন্তি, পরমাণু দর্শি, এত সূক্ষ্মাকার,
সূক্ষ্ম এত, যাহা বলা যায় নিরাকার।
শক্তি নিরাকারা, তাহে সাকার উৎপন্ন,
ভাঙ্গিলে সাকার, নাহি শক্তি ভিন্ন অন্য।

"শক্তি ঘনীভূত হ'য়ে বিশ্ব-পরকাশ,
শক্তিময় দেহ,—দেহ শক্তির নিবাস।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-বিন্দু একত্র হইয়া,
সিন্ধু মহা, সু-বিশাল দিল নির্ম্মাইয়া।
সেই সিন্ধু-বাষ্প উঠি, মেঘের জনম,
গগন-মণ্ডল যাহা করে অতিক্রম।
বর্ষে বারি, সেই মেঘে, পর্ব্বত-শিখরে,
প্রস্তুত তুষার তাহে, নিন্দিয়া প্রস্তরে।
গ্রীষ্মকালে সে তুষার গলিয়া গলিয়া
পর্ব্বত-দুহিতা,—সিন্ধু মধ্যে পশে গিয়া।
সিন্ধুর সলিল, পুনঃ সিন্ধুতে পশিল,
বাষ্প, মেঘ, তুষারাদি, সমস্ত হইল।
সে প্রকার, পরমা প্রকৃতি-অঙ্গ হ'তে,
উদ্ভবি অগণ্যা শক্তি, ব্যক্ত ত্রিজগতে।
অঙ্গে প্রকৃতির, তাহা মিশে পুনর্ব্বার।
জলের তরঙ্গ জলে মিশে যে প্রকার॥
দেহাত্ম-বুদ্ধির বশে মেঘের মতন,
কর্ম্ম-ঘোরে কর্ত্তা বোধে ঘুরি কিছুক্ষণ।
প্রলয়ে প্রকৃতি অঙ্গে স্বভাবে মিশাই,
সলিলে উত্থিত উর্ম্মী, সলিলে লুকাই।
দৃশ্যমান সর্ব্ব-দেহ শক্তির নিবাস,
কোথাও প্রচ্ছন্না শক্তি, কোথাও প্রকাশ।
প্রকাশিত ক্রিয়াশক্তি যায়, তা চেতন,
বলি মোরা,—ক্রিয়াশক্তি-শূন্য কি কখন?
ক্রিয়াশক্তি-শূন্য এই বিশ্বে কিছু নাই,
অন্বেষিলে সূক্ষ্মভাবে জড় নাহি পাই।
প্রশ্নে বিষ্ণুদাস, "শক্তি প্রচ্ছন্না কিরূপ?
প্রশ্ন-মধ্যে, প্রশ্ন,—মাত্র বুঝিতে স্বরূপ।"
উত্তরে সন্তান, "ইনি আমার সম্মুখে,
নিশ্চল নীরব, কোন বাক্য নাহি মুখে।
বাক্-শক্তি-শূন্য বলি হয় অনুমান,
উপবিষ্ট ঠিক কাষ্ঠ-পুত্তলী-সমান।
কিছুক্ষণ পরে ইনি ধরিলেন গান,
সু-স্বর-সঙ্গীতে মুগ্ধ সর্ব্ব-জন-প্রাণ।
গান-শক্তি আছে, গানে হ'ল প্রকাশিত।
অন্যথায়, সেই শক্তি প্রচ্ছন্না রহিত।
দৃষ্ট নহে, বীর-শক্তি, নিদ্রাগত বীরে,
প্রচ্ছন্না তাহার শক্তি, তখন শরীরে।
কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে যবে করে সে গমন,
প্রচ্ছন্ন বীরত্ব তার প্রকাশ তখন।
এ বায়ু-মণ্ডল এবে নিরখ নিশ্চল,
তাই কি বলিবে ইহা নিষ্ক্রিয় কেবল?
ক্রিয়া-শক্তি যা ইহার প্রচ্ছন্না এখন,
দৃশ্যমানা হ'বে,—যবে ব'বে প্রভঞ্জন।
দৃশ্যমান এবে ইহা নিষ্ক্রিয়ের মত,
দর্শিবে তখন, বৃক্ষ গৃহ ভাঙ্গে কত।
দৃষ্ট যার ক্রিয়াশক্তি, সে যদি চেতন,
এ বায়ু-মণ্ডল, তবে রাক্ষস রাবণ!
এ প্রকারে প্রতি বস্তু করি অন্বেষণ,
দর্শিবে না বর্ত্তে জড়,—সমস্ত **চেতন**।
যদি বল, অপ্রকাশ ক্রিয়া-শক্তি যার,
নিশ্চল, নিস্পন্দ, বলি জড় নাম তার।
তাহা হ'লে তুমি আমি নিদ্রিত যখন,
অংশতঃ মোরাও দোঁহে জড় সেই ক্ষণ।
কিংবা মূর্চ্ছা রোগে, শ্বাস রুদ্ধ হল যার,
নিশ্চল, নিস্পন্দ, বলি, জড় নাম তার।
কারো মোরা জড় বলি, কারো বা চেতন,
বস্তু শ্রেণী-বিভাগে, এ সংজ্ঞা-নিরূপণ।"
সদানন্দ নামে সাধু দেখাইয়া লাঠী,
কহে, "ক্রিয়াশূন্য ইহা, দেখ জড় খাঁটি।
যে স্থানে ফেলায়ে রাখি, সেই স্থানে থাকে,
সর্ব্ব কালে একই ভাব, কি বলি ইহাকে?"
হাসিয়া সন্তান বলে, "এ নহে নিষ্ক্রিয়,
মস্তকে মারিয়া বাড়ী, পরিচয় নিও।

অন্ধকারে এর শক্তি আশ্রয় করিয়া,
শূন্যায়াসে চলি যাও, বন্য-পথ দিয়া।
নিদ্রিত এক্ষণে লাঠী, বিবাদ বাধিলে,
শক্তি এর প্রকাশিতা, শত্রুর কপালে!
অতএব জড় নহে, এ লাঠী চেতন,
জাগ্রত কখনো হয়,—নিদ্রিত কখন।"

কৃষ্ণদাস নামে এক যাত্রী উঠি বলে,
"বিদ্যমানা কোন্ শক্তি, পরিত্যক্ত মলে?"
উত্তরে সন্তান, "ইথে জন্মে ভূমে সার,
উর্ব্বরতা শক্তি, করে ইহাতে সঞ্চার।
পূর্ণ করে রসে, সারে, শস্য-কলেবরে।
অন্ন হয় পুনঃ তাহা, ভক্ষে সুখে নরে।

বর্ত্তে অনু-পরমাণু যাবৎ পর্য্যন্ত,
তাবৎ তাহাতে ক্রিয়া বর্ত্তে আদি অন্ত।
বিশ্বে নাহি অচেতন, সমস্ত চেতন।
এ নিমিত্ত নৌকা-গৃহ-গ্রন্থের পূজন।
অর্চ্চে দাঁড়ী-পাল্লা তাই, দোকানি যাহারা।
লক্ষ্মীমান হয়, যার শক্তিতে তাহারা।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "তাহা যদি সত্য,
সর্ব্বত্র একহি শক্তি, ভেদ কি নিমিত্ত?
কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ দুঃখী ধনী,
কেহ বা গরল, কেহ অমৃতের খনি।

মূর্ত্তি কেহ প্রতিভার, কেহ জড়তুল্য।
মৃত্তি কেহ,—কেহ মণি, মাণিক, অমূল্য।
কেহ বা আকাশ, কেহ বাতাস, আগুন,
ভিন্ন ভিন্ন দেহে, ধরে ভিন্ন ভিন্ন গুণ।
প্রতি দেহ মধ্যে যদি একই শক্তি রয়,
ভিন্ন এত, কি নিমিত্ত, রূপে গুণে হয়?"

উত্তরে সন্তান, "সত্য নানা ভেদ বটে,
শক্তি-ন্যূনাধিক্য-জন্য এ সমস্ত ঘটে!
হ্রদ, কি সমুদ্র, নদ, নদী, নাল, বিল,
পুষ্করিণী, দীঘি, খাল, উদ্যানস্থ ঝিল,
নিরীক্ষণ কর যদি, করিয়া বিচার,
সর্ব্বত্র দর্শিবে, মাত্র একই জলাধার।

একই জল, পরিমাণে হয়ে বেশী কম,
ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা ধরে, ধীরোত্তম!
সে প্রকার, তুমি, আমি, দেবতা, কিন্নর,
পক্ষী, পশু, মানব, দানব, চরাচর!
শক্তি-গুণ-ভেদে নাম ভিন্ন ভিন্ন ধরে,
ভিন্ন এত রূপে গুণে, ব্রহ্মময়ী করে।

শক্তি ব্রহ্ম;—ব্রহ্ম-ভাবে অন্বিত যে জন,
সর্ব্বে একই তত্ত্ব, তিনি করেন দর্শন।
নির্দ্ধারেণ তাই তিনি, এক ব্রহ্ম-শক্তি;
বিশ্ব ভরি, প্রতি দেহে দেহে অভিব্যক্তি।

বৈষ্ণবের উপলব্ধি, হরি সর্ব্বভূতে,
ব্যক্ত মুখে প্রহ্লাদের,—উক্ত ভাগবতে।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে—৭ম স্কন্ধে—

হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি মনসা ভূতানি কামৈস্তৈঃ সাধুমানয়েৎ॥

"সেই ভগবান পরমেশ্বর শ্রীহরি সমস্ত জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থিত। ইহা উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেককেই সাধু জ্ঞানে সম্মান করিবে।"

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

"যিনি প্রত্যেক দেহীর অভ্যন্তরে চেতনা (আত্মারূপে) অবস্থিতা, সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।"

পঞ্চতত্ত্বময়ী কালী সর্ব্ব গুণাধার,
পঞ্চ ন্যূনাধিক্যে গড়ে বিশ্ব চমৎকার।
নিত্য নিজ মায়ায় মা নিজেই বিভোরা,
কান্না হাসি কত,—যেন মোহে আত্মহারা।"

ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ সুধান, "তা হলে,
কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মময়ী কালী বিশ্বতলে,
নিত্য হেন দৃশ্যমানা ;—অৰ্চ্চিত, অৰ্চ্চক,
রক্ষিত, রক্ষক,—পুনঃ বিনষ্ট, নাশক !"

উত্তরে সন্তান, "দেব ! উদ্দেশ্য তাঁহার,
বোধ্য এই বিশ্বতলে নিঃসন্দেহে কার ?
মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, স্বীয় বুঝিতে বুঝা'তে,
ধরে সে অনন্ত মূৰ্ত্তি আপন ইচ্ছাতে।

রঙ্গ-কৌতুকিনী কালী রঙ্গ ভালবাসে,
রঙ্গ-হেতু বহু-রূপে আপনা প্রকাশে।
সৃষ্টি করি রজোগুণে, সত্ত্বগুণাশ্রয়ে,
আস্বাদিয়া রস, তমগুণে সংহারয়ে।

কৃষ্ণ হয় আপনি সে,—আপনি সে কংস,
আপনি সে আপনাকে রঙ্গে করে ধ্বংস।
ধৰ্ম্ম বলে আপনি সে হয়ে মুক্ত শিব,
আপনি তা আগ্রহে শ্রবণে হয়ে জীব।
আপনি সে আপনার, বাঁধন কাটিতে,
মগ্ন যোগধ্যানে, সাধুরূপে এ মহীতে।

অবতীর্ণ হয় নিজে হ'য়ে ভগবান,
শাস্ত্রকৰ্ত্তা হয়, করে অৰ্চ্চনা-বিধান।
গুরু হ'য়ে পুনঃ তাহা করে উপদেশ ;
শিষ্য হয়ে শুনে,—তার রঙ্গে ভরা দেশ।

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ, যীশু,
সমস্ত সে একা,— তত্ত্ব বিজ্ঞাত জিজ্ঞাসু।
সিন্ধু সু-রসের,—রস-রঙ্গময়ী কালী।
মুণ্ডমালী কভু,—কভু কুঞ্জে বনমালী।

অম্বিকা, বা দুর্গা, কালী, রূপে যা প্রকাশ,
মাত্র তাহা দেব-কাৰ্য্য-সাধনাভিলাষ।
আশ্রিত-পালিনী ; তাঁর চরণে আশ্রিত,
দেবাহ্বানে, নারী-মূৰ্ত্তি ধরি প্রকাশিত।
জন্মমৃত্যুহীনা, নিত্য সৰ্ব্বদা সমান ;
তবুও উৎপন্না বলি লোকে করে গান।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

দেবানাং কাৰ্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।

"দেব কাৰ্য্য সাধন জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখন তিনি নিত্যা হইলেও, 'উৎপন্না হইলেন' বলিয়া কথিতা হন।"

স্থাপন ধৰ্ম্মের,—নাশি দৈত্যের অধৰ্ম্ম,
পরীক্ষিলে, তাহা তাঁর মাত্র গৌণ-কৰ্ম্ম।
ভক্তে সম্বৰ্দ্ধিতে, আর রস আস্বাদিতে
রঙ্গময়ী আবির্ভূতা হন এ মহীতে।

পুণ্যক্ষেত্র এ ভারতে উদি মহাশক্তি,
অৰ্পিয়াছে, যোগ-জ্ঞান-কৰ্ম্ম আর ভক্তি।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, আর বাৎসল্য, মধুর,
ব্যক্ত ভাব পঞ্চ, যাহে মাধুৰ্য্য প্রচুর !
তত্ত্ব তপস্যার, যাহা ভারতে প্রকাশ,
অন্যত্র সে তত্ত্বে কভু না হ'ত উল্লাস।
যে স্থানে যা প্রয়োজন, সে স্থানে তা দিতে,
যোগ্য মূৰ্ত্তি ধরি, তিনি দৃশ্যা এ মহীতে।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "শাস্ত্রোক্ত বচন,
শুনিনু, কিরূপে, কেন, আবির্ভূতা হন।
ব্রহ্মাদি অসাধ্য যাঁর তত্ত্ব-আলোচনা,
সাধ্য কি নরের করে তাঁহার ধারণা ?
নিত্য সীমাতীতা তিনি, এ বিশ্ব-ব্যাপিনী,
বাক্যমনাতীতা শক্তি অব্যক্ত-রূপিণী,
"সাধ্য কি অৰ্চ্চিবে তাঁকে মোহান্ধ মানব ?"

উত্তরে সন্তান, "তাহা নহে অসম্ভব।
শক্তি আর শক্তিমানে নাহি কোন ভেদ,
অনলে দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ।
শক্তিমান ধরিয়া অৰ্চ্চনা করা তাঁর।
ইহাই পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ, শক্তি অৰ্চ্চনার।

দুৰ্ব্বলে প্রবলে অৰ্চ্চে, ইহা প্রাকৃতিক,
প্রাকৃতিক সত্যাপেক্ষা গ্রাহ্য কি অধিক।

অর্চ্চে প্রজা জমিদারে ;—অর্চ্চে জমিদার
রাজাকে ;—অর্চ্চেন রাজা সম্রাটে তাহার।
অর্চ্চনে গুরুকে শিষ্য, জনকে তনয়,
নির্ধনী অর্চ্চনে ধনী ;—অর্চ্চনা যা হয়,
শক্তিরই অর্চ্চনা তাহা ;—এক বিন্দু তায়
সন্দেহ না রহে, বোধ্য সামান্য চিন্তায়।
শক্তি যাহা লোকাতীত, তাহা "অবতার।"
অর্চ্চিলেই "অবতার", অর্চ্চনা তাঁহার।"

রত্নগিরি কহে, "অবতার অংশ মাত্র ;"
উত্তরে সন্তান, "অংশ ধরি ধর পাত্র।
বেষ্টি ধরি, সমষ্টি করাও বিদ্যমান।"
রত্নগিরি কহে, "কহ, কি তার প্রমাণ ?"
বৃষ্টি-বিন্দু বেষ্টি,—বিন্দু-সমষ্টি সাগর,
বৃষ্টি-বিন্দু ধরিলে কি সিন্ধু ধরে নর ?

উত্তরে সন্তান, "বৃষ্টি জল-বিন্দু বটে,
কিন্তু সিন্ধু-সঙ্গে তার সংযোগ না ঘটে।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এই উপমা না হয়,
বিন্দু ধর সমুদ্রের, যাহে সত্য রয়।

যদি কোন ব্যক্তি করে সমুদ্রে গমন,
অংশতঃ সে পোতে চড়ি করে বিচরণ।
গল্পে শেষে গৃহে আসি, মানুষ ডাকিয়া,
"আসিলাম সু বিশাল সমুদ্র ভ্রমিয়া।"

অংশ ভ্রমিলেও জন্মে সমুদ্রের জ্ঞান,
বেষ্টি ধরি, সমষ্টি বোঝার পরমাণ।
তটস্থ সলিল-বিন্দু পরশ করিয়া,
আর্য্য জনে আসে, পূর্ণ সমুদ্র অর্চ্চিয়া।

সম্মুখে বসিয়া এই তুমি মো-সবার,
অর্চ্চনা করিতে কেহ আসিল তোমার।
স্পর্শি তবপদ শিরে, মিনতি করিল,
অর্পি ফুল-দূর্ব্বা, পদে প্রণামী সে দিল।
প্রসন্ন অমনি তুমি,—তুমি কেন ? অন্যে
সু-প্রসন্ন চিরদিন পদানত জন্যে।

এক্ষণে বিচার কর,—চরণ তোমার,
অংশ মাত্র শরীরের,—শরীর আবার,
তোমার আধার মাত্র,—তুমি জীব-শক্তি,
অর্চ্চি শরীরাংশ, পায় তব অনুরক্তি !

অর্চ্চিলে চরণ, হয় তোমার অর্চ্চন,
ধাক্কা দিলে ঘাড়ে, ঘটে মহা অঘটন।
ঘাড়ের সহিত তব দূরের সম্বন্ধ
তবু তার ব্যবহারে, দ্বন্দ্ব-অনুবন্ধ।

কিন্তু মহাশক্তি কালী নহে কারো দূরে,
সর্ব্বত্র বিরাজ করে অন্তরে বাহিরে।
কঠিন-তরল-বায়ু-শূন্য-মধ্য দিয়া,
বিদ্যমানা ব্রহ্মময়ী প্রচ্ছন্না রহিয়া।
স্তব স্তুতি যে যাহাই করি উচ্চারণ,
সমস্ত প্রবেশ করে তাঁহার শ্রবণ।
সর্ব্বান্তর্য্যামিনী কালী, সর্ব্ব-জীবাশ্রয়,
যে ভাবে যে অর্চ্চে, তার অজ্ঞাত তা নয়।

সূর্য্য কেহ বলে, কেহ বলে শিব, রাম,
দুর্গা কেহ বলে,—কেহ বলে রাধাশ্যাম।
কেহ বা গৌরাঙ্গ বলে, কেহ মহাবীর,
কেল গড্, কেহ ছাড়ে আল্লার-জিকির।

কেহ বলে প্রভু, বিভু, কেহ বলে পিতা,
বন্ধু, সখা, কেহ বলে ; কেহ বলে মাতা।
সমস্ত তাঁহার কর্ণে পশে মহাশয়,
সর্ব্বান্তর্য্যামিনী, সর্ব্ব-জ্ঞাতা সু-নিশ্চয়।

দর্শি মন, তাঁহার বিচার সর্ব্বক্ষণ,
যে ভাবে যে অর্চ্চ, অগ্রে শুদ্ধ কর মন।
সাধ্যা মা মনের ; মায়া-মোহ-মলিনতা,
লুপ্ত হলে, মনেই মা হন উদ্ভাসিতা।

শক্তি-তত্ত্ব অন্তরে জাগ্রত যবে হবে,
দর্শিবে, সমস্ত তব অর্চ্চনীয় ভবে।
সর্ব্ব জীবে একা কালী সঞ্জীবনী শক্তি,
নিরীক্ষিয়া উপজিবে চিত্তে প্রেম ভক্তি।

অংশ ধরি অর্চ্চি, পাবে সমষ্টি নিশ্চিত,
শক্তি সাধনার এই পন্থা নির্দ্ধারিত।"
তর্কি পুনঃ কহিলেন নিত্যানন্দ ধীর,
"চিত্ত এত অর্চ্চনায় হইবে অস্থির।
ভিন্ন এক নিষ্ঠা, একাগ্রতা সুকঠিন।
এক শক্তি-পূজা-ভক্তি নির্দ্ধার প্রবীণ!"
উত্তরে সন্তান হাসি, "শুন মহোদয়!
দর্শিতেছি এক শক্তি এ ব্রহ্মাণ্ডময়!
কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা, শিব, যাহা ইচ্ছা বলি,
আকারে পার্থক্য, সব চিনির পুতুলী।
কৃষ্ণ ভক্ত হও যদি, দর্শিবে সংসার,
মাত্র এক কৃষ্ণময়,—নাহি অন্য আর!
দর্শি নিত্য ভাগবতে, কৃষ্ণভক্ত যাঁরা,
মাত্র এক কৃষ্ণ ভিন্ন, না দেখেন তাঁরা।
সে প্রকার শাক্তে দেখে, বিশ্ব শক্তিময়;
চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তব স্মর মহাশয়!
চিন্তা করে শৈবে তথা বিশ্ব শিবময়;
ভক্তি একনিষ্ঠা, ইথে লুপ্ত কিসে হয়?
বরং অদ্বৈতে যায়, দ্বৈতাবলম্বনে,
অদ্বৈতে দ্বৈত;—দ্বৈতে অদ্বৈত অর্চ্চনে।
সব যদি এক, তবে ভেদ কার জন্য।
তত্বজ্ঞ সাধক না দর্শেন এক ভিন্ন?
একেশ্বরই অর্চ্চি মোরা, ভাব নাম ভিন্ন।
ভিন্ন ভিন্ন রুচি যে মোদের,
ভিন্ন ভিন্ন ভোজন, বসন, ভাব, ভাষা,
দেখ ভিন্ন ভিন্ন মানবের।
ভিন্ন রুচি, তাই পরমেশ্বরোপাসনা,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করে সবে,
করুক, করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান উপজিলে,
এক তত্ত্বে উপস্থিত হবে।
দর্শিবে তখন, বিশ্বে অর্চ্চে একজনে,
যথার্থ যা একনিষ্ঠা-ভক্তি, তা তখনে।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, 'শিবাদি অর্চ্চনে,
অর্চ্চিতেছি শক্তি, তাহা বুঝিব কেমনে?"
উত্তরে সন্তান, "করি শক্তিরই অর্চ্চনা,
চিন্তিলে সামান্য, চিত্তে সন্দেহ রবে না।
অর্চ্চিতে শ্রীনারায়ণে অর্চ্চি নারায়ণী,
শক্তি যিনি নারায়ণ-হৃদে, সম্পালিনী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব দর্শি যে শক্তির বলে,
অর্চ্চি সেই শক্তি, তাঁকে শ্রীব্রহ্মাণী বলে।
যে শক্তি-প্রভাবে শম্ভু ঘটান প্রলয়,
সংহারিণী তিনি,—অর্চ্চি তাঁকেই নিশ্চয়?
অতএব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-অর্চ্চনায়,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তি অর্চ্চি এ ধরায়।
জাহ্নবী, যমুনা, কিংবা সমুদ্র অর্চ্চনা,
অর্চ্চনে কে, সলিলকে, অধিষ্ঠাত্রী বিনা?
শক্তি সর্ব্বে অধিষ্ঠাত্রী, শক্তি বিশ্বময়।
ভক্তিবলে জানে ভক্ত, অন্যে বোধ্য নয়।
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "মোরা যাহা জানি,
তাহাতে ত বুঝি, ব্রহ্মা-গৃহিণী ব্রহ্মাণী।
দুর্গা শিব-পত্নী,—বিষ্ণু-পত্নী নারায়ণী।
সন্নিধানে তব, অদ্য অন্যরূপ শুনি!"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন মহোদয়!
ব্যাকরণ-মতে এই ব্যাখ্যা সত্য হয়।
কিন্তু যা প্রকৃত সত্য, যাহা ইতিহাস,
ব্রহ্মা-পত্নী ব্রহ্মাণী, না পাই তার ভাষ।
নারায়ণ-পত্নী যদি হন নারায়ণী,
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার পত্নী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
অশ্রাব্য তা হ'লে হয় দেবতার স্তুতি।
শুম্ভাসুর নাশ-পরে অম্বিকার প্রতি।
দুরন্ত দানব-হস্তে মুক্তিলাভ করি,
ভক্তি-কৃতজ্ঞতা-ভরে চক্ষুজলে ভরি,
যে স্তুতি করেন দেবে, চিন্তিলে অন্তরে,
দেব-পত্নী তাঁরা, এই ভ্রান্তি যায় দূরে।

যে যে শক্তি ছিল, যে যে দেব-কলেবরে,
মূর্ত্তি-ধরি অবতীর্ণা তারাই সমরে।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতা।
ব্রহ্মেশ গুহ-বিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপং চণ্ডিকাং যযুঃ।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যাদ্ধুমাযযৌ॥

"হে রাজন! তখন দৈত্যগণের বিনাশ-জন্য এবং দেবগণের কল্যাণ-জন্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়, এবং ইন্দ্রাদির দেহস্থিত মহাশক্তিসমূহ তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহাদের রূপ, ভূষণ, বাহন, প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অম্বিকার নিকট গমন করিলেন। যে দেবের যেরূপ রূপ, যেরূপ ভূষণ, যেরূপ বাহন, তাঁহার শক্তিও সেইরূপ রূপ, ভূষণ, বাহন, গ্রহণ পূর্ব্বক অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন।"

এই সমস্ত বাক্যদ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, দেবগণের দেহস্থিত শক্তিসমূহই বহির্গতা হইয়া, নারীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, যুদ্ধার্থ মা অম্বিকার নিকট গমন করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের পত্নীগণ যান নাই।

যুদ্ধে আবির্ভূতা যত দেবতার শক্তি,
কোন দেবপত্নী তথা নাই।
চণ্ডী, দেবী-ভাগবত, অধ্যয়ন করি,
অতিরিক্ত কিছু নাহি পাই।
(তার পরে যুদ্ধান্তে দেবগণের স্তুতি)

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

হংসযুক্ত বিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভ-বাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেন নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

"ব্রহ্মা বলিতেছেন, মা তুমি ব্রহ্মাণী রূপে হংসযুক্ত বিমানে আরোহিতা, তুমি কুশের সাহায্যে অভিমন্ত্রিত সলিল-প্রক্ষেপ দ্বারা, চরাচর জগতের মঙ্গল সাধন কর, হে মঙ্গলময়ি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।

শিব বলিতেছেন, হে দেবি! তুমি মাহেশ্বরীরূপে ত্রিশূল, চন্দ্র, এবং অহিকে ভূষণ করিয়াছ, তুমি মহাবৃষভ-(ধর্ম্ম) বাহিনী, হে মঙ্গলময়ি! তোমাকে নমস্কার।

কুমার বলিতেছেন, হে দেবি! তুমি ময়ূর এবং কুক্কুটগণ-পরিবৃতা। তুমি মহাশক্তি ধারিণী, এবং অঘ-নাশিনী, তুমি কৌমারীরূপে সংস্থিতা, হে মঙ্গলময়ি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।

বিষ্ণু বলিতেছেন "হে দেবি! তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা, এবং তীক্ষ্ণ আয়ুধসমূহে সু-সজ্জিতা, হে বৈষ্ণবীরূপে! তুমি প্রসন্না হও। হে মঙ্গলময়ি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।

এই স্তোত্রের অর্থ পূর্ব্ব-পর বিচার করিলে, এইরূপ হয়,—ব্রহ্মা বলিতেছেন, "মা, আমার ব্রহ্মত্ব যাহা, যে শক্তির বলে আমি ব্রহ্মা বলিয়া পরিপূজিত, সেই শক্তি তুমি। আমার দেহে যে শক্তি এতদিন প্রচ্ছন্না ছিলে, অদ্য তাহা দৃশ্যা হইলে। মা তোমাকে নমস্কার।"

বিষ্ণু বলিতেছেন, "মা, যে শক্তির প্রভাবে আমার বিষ্ণুত্ব,—যাহাদ্বারা আমি বিশ্ব-পালনে সমর্থ, এবং বিশ্ব-পূজিত, সেই শরীরস্থা বৈষ্ণবী শক্তি তুমি। আজ বৈষ্ণবী-মূর্ত্তিতে তুমি দৃশ্যা, তোমাকে নমস্কার।"

শিব বলিতেছেন, "মা, যে শক্তির প্রভাবে আমি মহেশ্বরত্ব লাভ করিয়াছি, সেই শক্তি তুমি আজ দৃশ্যমানা। তোমাকে নমস্কার।"

এইরূপে দেব-সেনাপতি কুমারও বলিতেছেন, "মা, যে শক্তির প্রভাবে আমার কুমারত্ব, তাহা তুমি;—তোমাকে নমস্কার।"

যদি মা অম্বিকাকে ব্রহ্মাদির জননী না বলিয়া, পত্নী-অর্থে ধরা যায়,—যেমন ব্রহ্মা বলিতেছেন, "মা তুমি আমার

ঘরের গৃহিণী ব্রহ্মাণী. অতএব তোমাকে নমস্কার।" বিষ্ণু বলিতেছেন, "মা, তুমি আমার ঘরের গৃহিণী বৈষ্ণবী, অতএব তোমাকে নমস্কার।" শিব বলিতেছেন, "মা, তুমি আমার পত্নী মহেশ্বরী, অতএব তোমাকে নমস্কার।" এবং কুমারও বলিতেছেন, "মা, তুমি আমার পত্নী কৌমারী, অতএব তোমাকে নমস্কার।" এইরূপে প্রত্যেক দেবতাই মাকে নিজ নিজ পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাহা হইলে এই স্তোত্র যেমন অশুদ্ধ, তেমন বি-সদৃশ, এবং তেমন অশ্রাব্য হয়।

অতএব তাঁরা ন'ন পত্নী দেবতার,
মূর্ত্তি ধরি করিলেন শক্তি মহামার।
অংশ শক্তি সঙ্গিনী হইয়া সমষ্টির,
মহাবল দৈত্যেশ্বরে করিলে অস্থির,
জিজ্ঞাসিল দৈত্যেশ্বর, "পূর্ব্বে কথা ছিল,
একেলা করিবে যুদ্ধ,—তাহা কোথা গেল ?
অগণ্যা সঙ্গিনী-সঙ্গে যুদ্ধে আগুয়ানা,
পরবল-গর্ব্বে দুর্গে, গর্ব্ব করিওনা।"

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী ॥

"হে পরবল গর্ব্বে গর্ব্বিতে দুষ্টে দুর্গে! তুমি আর, বৃথা গর্ব্ব করিও না। তুমি বৃথা অভিমানিনী, যেহেতু, তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।"

কহিলেন তদুত্তরে, দুর্গা দৈত্য-ভূপে,
"মূর্খ তুই, তত্ত্ব মোর বুঝিবি কিরূপে ?
বিশ্ব ব্যাপী একা আমি, আমি অদ্বিতীয়া।
প্রত্যেকের অন্তরে বাহিরে অবস্থিয়া।
একা আমি, অগণ্যা হইয়া করি রণ।
এই দেখ্, পুনঃ আমি একাই এখন।
একা আমি অগণ্যা,—অগণ্যা আমি একা,
আমি বিশ্ব-প্রসবিনী—আমি সংহারিকা।"

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ?
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যোঃ ব্রহ্মাণীপ্রমুখালয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎতদাম্বিকা ॥

"এই জগতে একা মাত্র আমিই আছি। আমি ভিন্ন এই চরাচরে অন্য কিছু নাই। রে দুষ্ট! এই দেখ্, আমার বিভূতি এই দেবশক্তিসমূহ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

তারপরে ব্রহ্মাণীপ্রমুখা সেই দেবশক্তিসমূহ সেই দেবীর বক্ষে স্তনযুগলের মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। এবং দেবী রণক্ষেত্র-মধ্যে একাই রহিলেন।

ইহাদ্বারাও প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্মাণী প্রভৃতির দেহ, কার্য্যতঃ দেহ নহে। সমস্তই দেব-শক্তি। কেবল মা নিত্য-রঙ্গময়ীর কৌতুক মাত্র। তিনিই সমস্ত দেবগণের হৃদয়ে তেজ, বীর্য্য, ও প্রভাব। সেই প্রভাবসমূহই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। দৈত্যেশ্বরকে, এবং চরাচরকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করিতে, তৎসমস্ত আপনার বক্ষে লুক্কায়িত করিয়া, অতি অদ্ভূত অপূর্ব্ব লীলার অভিনয় করিলেন।

অতএব, সেই শক্তি মহা মহীয়সী।
মূর্ত্তি বহু, ধরি, মহা সংগ্রামে প্রবেশি।
ব্রহ্মাদির পত্নীগণ না যান সমরে,
শক্তি হৃদয়স্থা, বহির্গতা, যুদ্ধ করে।
রত্নগিরি কহে, "শক্তি-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন
শ্রবণে বুঝিনু, সত্য শক্তিরই অর্চ্চন।
শক্তি অর্চ্চা হয় কালী-দুর্গাদি অর্চ্চিলে,
কোন্ শক্তি অর্চ্চা হয় কৃষ্ণ সমর্চ্চিলে ?"
উত্তরে সন্তান, "তাও শক্তি-পূজা হয় ;
শক্তি ভিন্ন শ্রীগোবিন্দ অন্য কিছু নয়।
শক্তি যতক্ষণ কৃষ্ণ-মধ্যে না দেখিল,
ততক্ষণ ঈশ্বর বলি কে সমর্চ্চিল ?
ব্রহ্মা ইন্দ্র আসিলেন পরীক্ষা করিতে,
পরীক্ষিয়া লাগিলেন প্রত্যেকে হারিতে।

শক্তি লোকাতীত, শেষে নিরীক্ষি, অন্তরে
বুঝিলেন,—মহাশক্তি ব্রজে খেলা করে।

মহাশক্তি না হলে কি ধরে গোবর্দ্ধন,
সলিলে প্রবেশি, করে কালীয় দমন ?
বদন বিস্তৃত করি, দাবানল খায়,
মধ্যে বদনের, মাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখায় !
অগণ্যা গোপীর সঙ্গে একা করে রাস,
দর্শি শক্তি অলৌকিকী, ঈশ্বর বিশ্বাস।

কৃষ্ণ পূজা মাত্র যদি ব্যক্তিগত হ'ত,
নন্দ-বসুদেব তাহে বাদ না পড়িত।
ঈশ্বরের পিতা হ'ত ঈশ্বরতর,
আধিক্যে তরের,—প্রাণ হত জর জর।

চিন্তি দেখ, অতএব, শক্তিপূজা সার,
যে পাত্রে প্রকাশ শক্তি, অর্চ্চনা তাহার।
"হা কৃষ্ণ করুণাময় !" বলি যবে ডাকি,
নন্দ-বসু দেবাদিকে, চক্ষেও না দেখি।
শ্রীগৌরাঙ্গে অর্চ্চি, কিন্তু মিশ্র জগন্নাথে,
অর্চ্চে কে কোথায়,—অর্চ্চি, শক্তি গুণ যাতে।

অর্চ্চি বট বৃক্ষ,—অর্চ্চি যমুনা, জাহ্নবী,
সজ্জন সাধকে অর্চ্চি,—অর্চ্চি বনদেবী।
শক্তি না দেখিলে, কে বা কার পূজা করে।
চিন্তা করি, বুঝ সত্য, আপন অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত শক্তি, করি দরশন,
অর্চ্চি তাঁকে,—তাঁর পূজা শক্তির(ই) অর্চ্চন।"

কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "আছে বহু ব্যক্তি,
এক-নিষ্ঠা-ভক্তি-জন্য অর্চ্চে এক শক্তি।
অন্য শক্তি তাহারা অগ্রাহ্য করি চলে।"

উত্তরে সন্তান, "তাহা উত্তম কে বলে ?
বিষ্ণু অর্চ্চি, শিবাদিকে ভিন্ন যদি ভাবে,
গণ্যে, নামে অপরাধী, তাহাকে বৈষ্ণবে।
ভক্তি এক-নিষ্ঠার, দোহাই দিয়া যারা,
গোঁড়ামী ছড়ায়, ভক্তি ভুলায় তাহারা।

ভ্রান্ত তারা, ভ্রান্তি জালে জড়ায় সকলে,
অন্ধে অন্ধ স্কন্ধে তুলি, ডুবায় দঙ্গলে।*
একনিষ্ঠা নামে তারা করে নিষ্ঠা-হীন,
শিক্ষা দিতে প্রেমধর্ম্ম, করে হিংসাধীন।

ভক্ত তিনি একনিষ্ঠ, বিশ্বভরি যাঁর,
দৃষ্ট একেশ্বর-লীলা,—গত অহঙ্কার !
ভেদ-বুদ্ধি গত,—প্রেমে বিশুদ্ধ-অন্তর।
সর্ব্বত্র যাঁহার ইষ্ট-স্ফূর্ত্তি নিরন্তর।
শত্রু-মিত্র-স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী-বোধ শূন্য,
সম্মান যাঁহার চিত্তে, সত্য-ন্যায়-জন্য।

বিশ্বপতি প্রভু-শক্তি অর্চ্চনা করিতে,
দ্বন্দ্ব করি মরে নর এই ধরণীতে।
অন্তহীন, বিশ্ব চলে যাঁহার ইচ্ছায়,
অজ্ঞ ভিন্ন, সীমাবদ্ধ, কে করে তাঁহায় ?"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ "আমার বিশ্বাসে,
দুর্গা শিব-পত্নী, তবু, কি নিমিত্ত আসে ?"
রত্নগিরি কহে, "দুর্গা শিবের গৃহিণী !"

জিজ্ঞাসে সন্তান, "তাহা কি প্রকারে মানি ?
দক্ষ-কন্যা সতী-সঙ্গে শিবের বিবাহ,
দ্বিতীয়ে পার্ব্বতী-সঙ্গে, সত্য কি না ? কহ।
আহ্বানে দেবের, কালী-দুর্গা উদ্ভাসন,
উদ্ভাসিয়া দেবলোক করেন রক্ষণ।
ধ্বংসিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্য, দেবতা আশ্বাসি,
অনন্ত আকাশে যান মহাশক্তি মিশি।

দেব-দেহ-সমুদ্ভূত-তেজ-সম্মিলনে,
উৎপত্তি দুর্গার,—লয় অনন্ত গগনে।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিনো বদনাৎততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজ স্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥

* দঙ্গলে—বদ্ধ জলমধ্যস্থ দলে।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥

"অনন্তর অতিশয় কোপপূর্ণ চক্রধারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, এবং শঙ্করের বদন হইতে মহত্তেজ বহির্গত হইল। ইন্দ্রাদি অন্যান্যদেবগণের শরীর হইতেও তেজরাশি বহির্গত হইয়া সেই তেজরাশির সঙ্গে মিলিত হইল। তখন সর্ব্ব-দেব-দেহোত্থিত সেই অতুল তেজরাশী গগন-মণ্ডলে একত্রীভূত হইল। শেষে তাহা হইতে লোকত্রয় উদ্ভাসিত করিয়া এক নারীমূর্ত্তি দৃশ্যমানা হইল। সেই নারী-মূর্ত্তিই দুর্গা।

ইহা ভিন্ন প্রমাণ যা দেবী-ভাগবতে,
তাহাতেও একই বাক্য পাই নিরীক্ষিতে।

তথা শ্রীশ্রী দেবী ভাগবতে—

৫ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে

ইত্যুক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাত্ততঃ।
স্বয়মেব ভবত্তেজরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ ॥
শঙ্করস্য শরীরাত্তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্।
রৌপ্যবর্ণমভূত্তীব্রং দুর্দ্দর্শং দারুণং মহৎ ॥
ততো বিষ্ণু-শরীরাত্তু তেজরাশিমিবাপরম্।
নীলঃ সত্ত্বগণোপেতং প্রাদুরাশ মহাদ্যুতি ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শরীরেভ্যোঽতি ভাস্বরম্।
নির্গতং তন্মহাতেজরাশিবাসীন্মহোজ্জ্বলঃ ॥
পশ্যতাং তত্র দেবানাং তেজঃপুঞ্জ সমুদ্ভবাঃ।
বভুবাতিবরা নারী সুন্দরী বিস্ময়প্রদা ॥

"মহামুনি ব্যাস রাজা জন্মেজয়কে বলিতেছেন,—"মহারাজ! দেবেশ্বর ইন্দ্র বিষ্ণুকে এই প্রকার বলিলে, ব্রহ্মার বদন হইতে দুঃসহ তেজরাশি বহির্গত হইল। শঙ্করের শরীর হইতেও অতি দুঃসহ দারুণ রৌপ্যবর্ণ তেজ বহির্গত হইল। তার পরে বিষ্ণুদেহ হইতে, সত্ত্বগুণময় মহাদ্যুতিমান নীলবর্ণ তেজরাশি উত্থিত হইল। অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতেও সূর্য্যবর্ণ তেজরাশি উত্থিত হইয়া ঐ তেজরাশির সহিত মিলিত হইল। তখন দেব-দেহোত্থিত তেজরাশির মধ্য হইতে, তথায় এক সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নারীর উদ্ভব হইল। সেই নারী বিস্ময়প্রদা। (সেই নারীই মহিষাসুরঘাতিনী দুর্গা দেবী।)

করিয়া ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্ম-সংহার,
বিলুপ্তা কিরূপে মূর্ত্তি শুন আর বার।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জ্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ।

"মহিষাসুর বধের পরে দেবগণ নিজ নিজ মঙ্গলার্থে, এবং জগতের মঙ্গলার্থে মা জগদম্বাকে প্রসন্না করিলেন। মা ও, "তাহাই হইবে" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

পুনর্ব্বার শ্রীশ্রীচণ্ডীতে —

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

শুম্ভ-নিশুম্ভ নাশের পরে, সেই চণ্ডবিক্রমা চণ্ডিকা, সেই সমস্ত কথা বলিয়া দর্শক দেববৃন্দের সম্মুখে সেইস্থানে অন্তর্হিতা হইলেন।

আবির্ভূতা যেমন, তেমন অন্তর্হিতা,
দুর্গা সঙ্গে শিবের বিবাহ হ'ল কোথা?
দুর্গা বলি তবে যে উমাকে মোরা ডাকি
কৃষ্ণে যথা বিষ্ণু নাম, অবতারে থাকি।
পরম পুরুষ শিবে পরমা প্রকৃতি,
নিত্য কাল, নিত্যা কালী,—নিত্যে নিত্যা স্থিতি।
হিমালয়-কন্যা উমা শ্রেষ্ঠা অবতার,
অর্চ্চনা,গন্ধর্ব্ব-সুর-নরে করে যাঁর।
তীব্র তপ করেন সম্রাট হিমালয়,
আবির্ভূতা তাই দুর্গা তাঁহার আলয়।
কৈলাসেশ বিশ্বনাথে তাঁহার মিলন,
অর্চ্চেন এ পৃথ্বীতলে তত্ত্বদর্শিগণ।"
ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ হ'য়ে অগ্রসর,
উল্লাসে বলেন, "এই ব্যাখ্যা মনোহর।
অদ্যাশক্তি হন, তিন শক্তি-সমাহার।
ব্রহ্মাদি-জননী,—বিশ্ব সন্তান তাঁহার।

সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী, প্রতি দেব-শক্তি,
সর্ব্ব দেব-দেবী মাত্র তাঁরই অভিব্যক্তি।

মান্যে একে, নিন্দে অন্যে, তাকে কহে ভণ্ড,
মান্যে না কিছুই, তাকে কহয়ে পাষণ্ড।
উদ্ধার পাষণ্ডে, দৃষ্ট হয় স্থানে স্থানে।
ভণ্ডের উদ্ধার কভু না পড়ে নয়নে।
সম্প্রদায় ভেদে যবে হিংসা-নিন্দা চলে,
শান্ত সর-নীরে সিন্ধু-তরঙ্গ উথলে।
উচ্চে যাঁরা সাধন-প্রভাবে নীত হন,
সন্দর্শিয়া সত্য, তাঁরা কৃতার্থ-জীবন।
অন্তর্হিত, ভেদ-বুদ্ধি, চিত্তে তাঁহাদের ;
ধর্ম্ম তাঁহাদের, মাত্র সত্যানুরাগের।

অলস, সঙ্কীর্ণ-চেতা, নির্ব্বোধ বিষয়ী,
দ্বন্দ্ব করি, ধর্ম্মরাজ্যে হ'তে চায় জয়ী।
দ্বন্দ্বের অতীত স্থান, হয় ধর্ম্ম-ক্ষেত্র।
বর্ত্তে তথা অহিংসা-সত্যের জয় মাত্র।
সত্য আর অহিংসার পন্থী হন যিনি,
পন্থা প্রদর্শক, তত্ত্বদর্শী গুরু তিনি।"

রত্নগিরি প্রশ্নে, "সর্ব্ব সাধু কি সমান ?
অর্পিব কি প্রত্যেকেই সমান সম্মান ?"

উত্তরে সন্তান "যদি তুল্য তত্ত্ব-জ্ঞানে,
সম্বর্দ্ধিবে প্রত্যেকেই সমান সম্মানে।
প্রবর্ত্তক, সাধক, এবং সিদ্ধ, তিন
শ্রেণীস্থ সাধক ;—তিন-মধ্যে আছে ভিন।

দশ বর্ষ পরিশ্রমে করি অধ্যয়ন,
উপবিষ্ট এম্, এর শ্রেণীতে কোন জন।
কেহ বি,-এ, কেহ এল্,-এ শ্রেণীতে বসিয়া,
কেহ বা এণ্ট্রেন্সে, কেহ ফার্ষ্ট বুক নিয়া।
প্রত্যেকেই "ছাত্র" তারা,—সন্দেহ কি তায় ?
উচ্চ নীচ আছে, বিদ্যা-বুদ্ধি গণনায়।

সে প্রকার, যে কেহই পরমেশ-প্রাণ
হিংসা-নিন্দা পরিহরি, ন্যায়-সত্যবান,

সাধু তিনি, তিনি সদা সম্মান-ভাজন,
অর্চ্চনা ত সাধুতার,—রাখিবে স্মরণ।

প্রবৃত্ত যে সাধনায়, স্নেহভরে কর তায়,
উৎসাহিতে আদর যতন।
দীক্ষিত তন্ময় যারা, সাধকাগ্রগণ্য তারা,
ভূমে পড়ি বন্দিবে চরণ।
নামে রুচি প্রাপ্ত যেই, শ্রেষ্ঠ ভাগবত সেই,
কভু কাঁদে, কভু হাসে, গায়।
সংসারের আহবানে, সর্ব্বদা বধির-কাণে,
তাঁর পদধূলি মাখ গায়।
লীলা-রসে মগ্ন যিনি, ভাবুকেন্দ্র-চূড়ামণি,
গুরু-ইষ্ট-তাঁহে নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্ব অর্পিয়া তাঁহে, অর্চ্চনা করিবে ; যাহে
ভক্তিলাভে যাবে মন-খেদ।

এ বিষয়ে আছে রূপ গোস্বামী-বচন,
বাক্য তাঁর গ্রহণীয়, তিনি মহাজন।

তথা শ্রীরূপগোস্বামী-প্রণীত—
শ্রীসজ্জনতোষিণীতে,—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি, তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ, প্রণতিভিশ্চ, ভজন্তমীশং
শুশ্রূষয়া, ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যং
নিন্দাদিশূন্যং হৃদিমিপ্সিত সঙ্গলব্ধা।

"যিনি মুখে কেবল কৃষ্ণ নাম করিয়া বেড়ান, তাঁহাকে সমাদর করিবে। যিনি দীক্ষিত, নামে তন্ময়, তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে। যিনি ভজন-বিজ্ঞ ভগবানে তন্ময়, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। যিনি নিন্দাদি-শূন্য হইয়া ভগবানের সেবায় তন্ময়, সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার সেবা ও সঙ্গ করিবে।"

এক শক্তিবৃক্ষ, ইথে পঞ্চ সম্প্রদায়,
পঞ্চ শাখা তুল্য,—ফল পঞ্চ তা-সবায়।
ধর, যেন আম্র বৃক্ষ,—যত ধরে আম,
ছোট বড় যত হয়, সর্ব্বে এক নাম।

মিষ্টগুলি যে প্রকার দুগ্ধে গুলি খায়,
যুক্ত হ'লে লোকে আস্তাকুড়ে ফেলি দেয়।
সে প্রকার, শুদ্ধ ভক্ত যে দলেই র'ন
সম্মান সাধুর, তুল্যরূপে প্রাপ্ত হ'ন।
ভণ্ড দুরাচার নহে সম্মান ভাজন।
লাঞ্ছিত সর্ব্বত্র, সদা করি নিরীক্ষণ।

অতএব সাধুসঙ্গপ্রিয় বুদ্ধিমান,
যোগ্য যে যেমন, করে তেমন সম্মান।"
বিষ্ণুদাস বলে, "মোরা যতদূর জানি
মদ্য-মাংস-প্রিয় জনে শাক্ত বলি মানি।

তুমি বল মদ্য-মাংস-নারী-সঙ্গ-ত্যাগী,
যে মহাত্মা, তিনি শ্রেষ্ঠ শাক্ত নাম ভাগী।
সত্য যদি তাহা,—হেন শাক্তের লক্ষণ,
যথার্থ যা হয়, তুমি কর নির্দ্ধারণ।"

সম্বোধে সন্তান, "ভদ্র! এ মহী-মণ্ডলে,
শক্তি-পূজা করে সবে, অন্য পূজা-ছলে।
অতএব যত দেশে, যত ভক্ত র'ন;
শাক্ত-মধ্যে গণনীয় হন সর্ব্ব জন।

এক ব্রহ্মময়ী,—তাঁর অসংখ্য সন্তান,
অসংখ্য প্রকারে করে তাঁর পূজা ধ্যান।
শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বা বৈষ্ণব,
ভক্ত অকপট হলে,—সাধু শাক্ত সব।
দর্শিলেই শক্তিগুণ অর্চ্চে যে সজ্জন,
শাক্ত সেই গুণগ্রাহী, কহে বিচক্ষণ।
জগদ্ধাত্রী-পদে, মন-বুদ্ধি-সমর্পণ,
শাক্ত সাধকের হয় সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ।
নির্ভর করিয়া মাকে, উৎসাহে সে চলে।
কর্ম্ম করে, উদাসীন রহে কর্ম্মফলে।

গ্রাম্য পরসঙ্গে তার চিত্ত নাহি ধায়,
নিন্দা-পরচর্চ্চা শুনি উঠি সে পলায়।
আত্মীয়, বা অনাত্মীয়, ভেদ পরিহরি,
পাপী, কিংবা পুণ্যবানে, সমজ্ঞান করি,
সঙ্কটে সাহায্য জন্য, উদ্যোগী যে হয়,
মহাত্মা সে,—গৌরবের শাক্ত সে নিশ্চয়।

সর্ব্বপ্রতি দ্বেষশূন্য, সু-প্রসন্ন-চিত্ত,
শাক্ত সেই,—সেই জগদ্ধাত্রী-কৃপাপাত্র।

উৎফুল্ল যে লাভে নহে,—অলাভে না ক্ষুণ্ণ,
নির্দ্দোষ-স্বভাব,—তাই ভয়োদ্বেগ-শূন্য।
চিত্ত তার প্রেমময়,—পতিত দর্শিলে,
অন্যে যদি ঘৃণা করে, সে উঠায় কোলে,
উদ্বেগের হেতু নহে, কারো সে কখন,
অপ্রমত্ত সদা,—শাক্ত সেই মহাজন।

ধীশক্তি মস্তকে, আর শক্তি কলেবরে
প্রাপ্ত হ'তে ব্রহ্মচর্য্য, যত্নে যে আচরে,
মাতৃ-বুদ্ধি পর-দারে,—বিমোহিতে যায়,
সাধ্য নাহি মোহিনীর,—শাক্ত বলে তায়

মহাজ্ঞানী, মহামান্য, তবু, মহাশয়!
শাক্তের প্রধান গুণ সর্ব্বদা বিনয়।
কিন্তু সে তেজস্বী, সত্য-ন্যায় সমর্থনে,
কর্ত্তব্যে অটল, কর্ম্ম-বীর মৃত্যু-পণে,
স্বচ্ছ, সলিলের মত, নির্ম্মল, সরল,
কার্য্যে তার, কভু নাহি ঘটে অমঙ্গল।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম,—অমূল্য সময়,
তত্ত্ব জানি সে মহাত্মা সদা কর্ম্মময়।
শক্তির সাধক শাক্ত, মহাশক্তিমান।
সত্যের সংগ্রামে, সমুৎসাহে ধাবমান।

আলস্য-ঔদাস্য-শিরে করে পদাঘাত।
হীন কর্ম্মে, হীন সঙ্গে, নাহি দৃষ্টিপাত।
কর্ম্মদক্ষ, অনপেক্ষ, মহা পরিশ্রমী,
লোভ-শূন্য, দেহ জন্য ভোজনে সংযমী।

তত্ত্ব-বুদ্ধ, চিত্ত শুদ্ধ,—উপসর্গ-ত্যাগী,
সঙ্গ-মোহে মত্ত নহে, সত্যে অনুরাগী,
দোষ-ত্যাগী, গুণ-গ্রাহী, সুস্থির-স্বভাব,
বাহিরে সামান্য,—মনে অদম্য প্রভাব,

দুঃখে, সুখে, সর্ব্বদা যে উপেক্ষা আচরে,
অনর্থ নিবৃত্ত যার, শাক্ত বলি তারে।
নিন্দুকের নিন্দা শুনি চঞ্চল না হয়,
কর্ত্তব্য যা যথা, তাহা ভুলিবার নয়।
আগ্রহ না করে, আত্ম-প্রশংসা শুনিতে
শাক্ত-পদ-বাচ্য সেই, এই ধরণীতে।

বজ্রপাত হয় যদি পর্ব্বত-শিখরে,
অচঞ্চল, অচল যেমন সহ্য করে,
সে প্রকার, হয় যদি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত,
কিংবা দুষ্ট-হস্তে হয় দারুণ লাঞ্ছিত,
জগদ্ধাত্রী তারিণীর চরণ স্মরিয়া,
মৌনী রহে যে মহাত্মা, ধৈরয ধরিয়া,
মহত্ত্ব না ছাড়ে,—ক্ষমা অঙ্গের ভূষণ,
শাক্ত সেই,—আদর্শ সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ।
অবস্থার দাস নহে, অবস্থা তাহার,
ক্রীতদাস ;—সদানন্দময় অনিবার,
দর্শিলেই তাকে, চিত্তে জনমে উল্লাস,
শাক্ত বলি তাহাকেই করিবে বিশ্বাস।

কালী কুল-কুণ্ডলিনী রাজ-রাজেশ্বরী,
মান্যে সে তাঁহার বিধি, শির নত করি।
দুঃখ সুখ যাহা ঘটে, তাঁহারই বিচার,
চিন্তা করি চিত্তে, যার জন্মেনা বিকার ;
সাধু-সঙ্গ-প্রিয়, করে আত্মানুশীলন ;
সংক্ষেপতঃ এ সমস্ত শাক্তের লক্ষণ।”

জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, “শুন মহোদয়!
ধর্ম্ম যদি সন্ন্যাসীর সরলতা হয়,
বিদ্যা-জাতি-সম্পদের-পরিচয় দিতে,
সন্ন্যাসীরা র'ন কেন সঙ্কুচিত চিতে ?”

উত্তরে সন্তান, “তাহা নিন্দনীয় নয়,
বিদ্যা-জাতি-সম্পদের দিলে পরিচয়,
অন্তরে জন্মিতে পারে দম্ভ-অহঙ্কার,
পূর্ব্ব স্মৃতি-জাগরণে, বিঘ্ন সাধনার।
তপস্যার জন্য যিনি সংসার ছাড়িয়া,
শূন্য নিকেতন, বৃক্ষ-ছায়ায় বসিয়া,
সঙ্গে তাঁর গ্রাম্যালাপ কভু শ্রেয়ঃ নয়।
তাহে মাত্র তাঁর চিত্তে, ধ্যান-ভঙ্গ হয়।
সাধুর সাধুত্ব, শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার,
বিদ্যা-জাতি শুনিয়া, কি উপকার কার ?
সুমিষ্ট মালদহী আম পাই আর খাই,
বৃক্ষের ক'খানা ডাল শুনিতে না চাই।
আঙ্গুর, বেদানা, জন্মে মাঠে কি জঙ্গলে,
তার পরিচয়ে, মোর কোন্ ফল ফলে।
বরং পাইলে দুটো, রসনায় দিয়া,
আস্বাদ গ্রহণ করি, আনন্দে বসিয়া।
সাধু-সঙ্গে চাহি ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচন,
বিদ্যা-জাতি-পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন !”
শুনি ধীর নিত্যানন্দ পরম পুলকে,
আশীর্ব্বাদ করিলেন সন্তান যুবকে।
শক্তিতত্ত্ব-মাতৃভাব শুনিতে উল্লাস,
কামাখ্যায় কীর্ত্তনে ভুলুয়া কালিদাস।

—০—

প্রথম দিন

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—০—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার-নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

“হে দেবি! যে অনাথ, যে দীন, যে তৃষ্ণাতুর, যে ক্ষুধার্ত্ত, যে ভীত, যে বদ্ধ, সেই সমস্ত প্রাণীর গতি, বা পরিত্রাণকর্ত্রী তুমিই একা। হে জগত্তারিণি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার।” তুমি (আমাকে সংসার-সমুদ্রে) ত্রাণ কর।

চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, শান্তিময়ী শ্যামা।
শম্ভু-সীমন্তিনী, শিবা, শঙ্করী, মা উমা।
শৈলপুত্রী, চন্দ্রঘণ্টা, চামুণ্ডা, শীতলা।
কুষ্মাণ্ডা, ভৈরবী, ব্রহ্মচারিণী, বগলা।
মাহেশ্বরী, মহীয়সী, লক্ষ্মী, সরস্বতী।
কাত্যায়নী, নারায়ণী, দুর্গা, ভগবতী।
ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, উদ্ধারিণী তারা,
বর্গ-ভীমা, নিস্তারিণী, কালী, দুঃখহরা।

আশ্রয়ি যে কোন নাম, অর্চ্চে যে যখন,
প্রাপ্ত সে তখনই কৃপা,—কৃতার্থ-জীবন।
দুর্ভাগ্য এতই আমি,—সংসারে আসিয়া,
নিত্যানন্দময়ি! আছি তোমা বিস্মরিয়া!

প্রার্থনা এখন, চিত্তে জাগ একবার,
নির্ম্মল হউক চিত্ত প্রকাশে তোমার।
জন্মুক্ মা তব পদে মোর দৃঢ় ভক্তি,
অন্তর্হিত হউক ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তি।

শিক্ষা দেহ, মা বলিয়া ডাকিতে তোমায়,
দর্শাও মা শুদ্ধ পথ,—যাহে যাওয়া যায়,
সন্নিধানে মা তোমার,—করুণা-রূপিণি!
বুদ্ধি, বল, ভুলুয়ার, সমস্ত মা তুমি।

সম্বোধিল এক ভক্ত, "শুন মহোদয়!
যে সমস্ত শব্দে দিলে শাক্ত পরিচয়,
অর্থ তার, শাক্ত যত,
হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত,
সর্ব্ব জীবে করুণার্দ্র সমস্ত সময়,
নির্দ্দয়তা পরিহরি, নিত্য দয়াময়!

সত্য যদি তাহা, তবে শাক্ত সম্প্রদায়,
হিংসি প্রাণী, কি নিমিত্ত তার মাংস খায়?"

উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন মহাজন!
বর্ণিয়াছি, আদর্শ শাক্তের যা লক্ষণ।
উত্তম যে শাক্ত ভক্ত, সে লক্ষণ তার,
মধ্যমে, অধমে, তার সব প্রাপ্তি ভার।

সম্প্রদায়-মধ্যে রহে নানা-রুচি নর,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, যার যেমন অন্তর।
শাক্ত কেন,—নাহি ভবে হেন সম্প্রদায়,
ভিন্ন-রুচি-বিশিষ্ট মনুষ্য নাহি যায়।
কর্ম্মী কি প্রত্যেকে, তার শাস্ত্র-অনুসারে?
কর্ম্মী দেশ,—দেশ-কাল-পাত্রাদি-বিচারে।
শিক্ষা, দীক্ষা, সঙ্গ, নিয়া স্বভাব গঠিত,
স্বভাবানুসারে কর্ম্মে হয় নিয়োজিত।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ

"কোন ব্যক্তিই কর্ম্মহীন হইয়া, এক মুহূর্ত্ত অবস্থান করিতে পারে না। সে তাহার প্রকৃতি-জাত গুণসমূহদ্বারা উত্তেজিত হইয়া, সর্ব্বদা কার্য্য করিতে বাধ্য।"

প্রশ্নে রত্নগিরি, "কেন ভিন্ন রুচি হয়?"
উত্তরে সন্তান, "গুণ-ভেদ মূলে রয়।
প্রধানতঃ গুণত্রয়ে ত্রিবিধ প্রকৃতি,
ভিন্ন প্রকৃতির নরে, ভিন্ন পথে গতি।
প্রকৃতি যেমন যার,
ভোজ্যে আচ্ছাদনে তার,
নিত্য তাহা প্রকাশিত,—ইচ্ছা অনিচ্ছায়,
কর্ম্ম করে, স্ব-ভাবে সে, পরিত্যাগ দায়।"

ধীরানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী প্রধান,
পর্ব্বত সে হৃষীকেশে যাঁর বাসস্থান।
জিজ্ঞাসেন, "সত্ত্ব-রজ-তম গুণান্বিত
কর্ম্ম-কর্ত্তা কি প্রকার,—কহ সংক্ষেপতঃ।

উত্তরে সন্তান, মোর সাধ্য কি এমন,
কর্ম্ম-কর্ত্তা গুণত্রয়ে, করি নিরূপণ।
প্রাপ্ত শ্রীগীতায় ভাগবত বাক্য যাহা,
উচ্চারিতে হেথা, আমি পারি মাত্র তাহা।

"যে কর্ম্মে আসক্তি নাই ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য,
শূন্য-রাগ-দ্বেষ, মাত্র কর্ত্তব্যের জন্য,

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

"জয় জয় বৃষভানু-নন্দিনী রাধারাণী,
জয় জয় নন্দ-কুমার।"

সম্পন্ন নিঃস্বার্থ ভাবে, সাত্ত্বিক তা কহে।"
সিদ্ধি সে প্রকার কর্ম্মে সুনিশ্চিত রহে।
"ফলপ্রাপ্তি জন্য যাহা দম্ভ অহঙ্কারে,
সাধ্য বহু ক্লেশে, রাজসিক বলে তারে।"
"কর্ম্মান্তে, যে কর্ম্মে রহে বন্ধনের ভয়,
হিংসে প্রাণী, করে বহু সম্পদের ক্ষয়,
সামর্থ্য নিজের কিছু না রহে বিচার,
তামসিক তাহা, মোহে অনুষ্ঠান যার।"

তথা শ্রীশ্রীগীতায় ১৮-শ অধ্যায়

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫

২৩। যে কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, আসক্তি নাই, কাহারো প্রতি অনুরাগ, বা বিদ্বেষ নাই, যাহা কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

২৪। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অতিশয় আয়াস এবং অহঙ্কারের সঙ্গে যাহা করা যায়, তাহাই রাজসিক কর্ম্ম।

২৫। যে কর্ম্মের ফলাফল জন্য ভবিষ্যতে ভয় আছে, যাহাতে অর্থ ও শক্তি নষ্ট হয়, যাহাতে নিজের সামর্থ্য বা প্রাণীহিংসার বিচার নাই, এবং যাহা মোহ বশতঃ করা হয়, তাহাই তামসিক কর্ম্ম।

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে তিনরূপ নর।
ত্রিবিধ কর্ত্তার কথা শুন অতঃপর।
"অহঙ্কার-শূন্য, আর অনাসক্ত-মন,
ধৈর্য্যশীল, উৎসাহী, প্রশান্ত, সর্ব্বক্ষণ,
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি ঘটে, তাহে নির্ব্বিকার,
সাত্ত্বিক উপাধি হয় এমন কর্ত্তার।"
"কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, রাগী পুত্রগৃহাদিতে,
হিংসুক, ইচ্ছুক পর-সম্পদ হরিতে।
শূন্য-শৌচাচার, আর হর্ষ-শোক-যুক্ত।
কর্ত্তা হয় সর্ব্বকালে রাজসিক উক্ত।"
"শূন্য-অবধান, আর উদ্ধত-স্বভাব,
বিবেক-বিহীন চিত্ত, অবসন্ন ভাব।
দীর্ঘসূত্রী, পরবৃত্তি ছেদনে তৎপর,
মায়াবী, অলস, যত তামসিক নর।"

তথা শ্রীশ্রীগীতায় ১৮-শ অধ্যায়

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্চতে॥২৮

২৬। আসক্তিবিহীন, গর্ব্বোক্তিবিহীন, ধৈর্য্যশীল, অধ্যবসায়ী, এবং আরব্ধ কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে অনাসক্ত কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলে।

২৭। বিষয়াসক্ত, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, অতিলোভী, পর-পীড়ক, শৌচাচারশূন্য এবং হর্ষ-শোকযুক্ত কর্ত্তাকে রাজসিক বলে।

২৮। অবধানশূন্য, বিবেকবিহীন, উদ্ধতস্বভাব, মায়াবী, পরাপমানকারী, অলস, অবশ, ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামসিক বলে।

বর্ত্তে ভবে যে নরের যেমন প্রকৃতি,
ধর্ম্ম-কর্ম্মে হয় তার সেইরূপ মতি।
হত্যা করি পশু, রজস্তমে যজ্ঞ করে,
ভক্ষে মাংস, চলে পূর্ব্ব প্রথা-অনুসারে।
রত্নগিরি কহে, "পূজা-পদ্ধতি সকল
হিন্দুশাস্ত্রে কি নিমিত্ত ত্রিবিধ, তা বল।"
উত্তরে সন্তান, "উচ্চে তুলিতে অজ্ঞান,
আবশ্যক, তার বোধ্য অর্চ্চনা-বিধান।

ভিন্ন ভিন্ন রোগে যবে রুগ্ন নরগণ,
রোগমুক্তি-জন্য যায় চিকিৎসা-ভবন।
বিদ্বান যে চিকিৎসক, ভিন্ন ভিন্ন রোগে,
ভিন্ন ভিন্ন অনুপান-ঔষধ প্রয়োগে।
ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রাখি ভিন্ন ভিন্ন জন,
ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সে করায় পালন।
সুস্থ দেহ, শেষে যবে, সবে লাভ করে,
ভিন্ন বিধি নাহি থাকে, কাহারো উপরে।

সে প্রকার ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শিগণ,
রজস্তম-রোগগ্রস্তে করিতে তারণ,
ত্রিবিধ অর্চ্চনা-বিধি করেন বিধান,
অবলম্বি যাহা, সবে লভে উচ্চ স্থান।

রজস্তমে নির্ব্বাসনা না হয় সম্ভব,
গুণজা প্রকৃতি করে কর্ম্মের উদ্ভব।
ঈশ্বরে যে করে তারা উৎসবে অর্চ্চনা,
মাত্র তাহে ভোগেচ্ছার পূরণ প্রার্থনা।
ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, জয়, ভার্য্যা, অনুপমা,
প্রাপ্তি-জন্য অর্চ্চে তারা হর-মনোরমা।

গণ্ডার, মহিষ, মেষ, করিয়া ছেদন,
প্রার্থে তারা, শত্রুনাশ, স্ব-বিত্ত-বর্দ্ধন।
অর্চ্চি পশুবধে, পুনঃ করয়ে মানস,
অর্চ্চিব আবার, বৃদ্ধি, হলে ধন যশ
এ প্রকার ভোগাসক্তে সাত্বিকে আনিতে,
আবশ্যক হয়, তার ইচ্ছায় চলিতে।
শিক্ষা দিতে হয় তাকে, "যা তোর প্রার্থনা,
প্রাপ্ত হবি তাই, তাঁকে করিলে অর্চ্চনা।
বুদ্ধি-মন সমর্পিবি,—যাহা তুই খাবি,
অগ্রে তাঁকে নিবেদিয়া পরসাদ পাবি।"

ভক্তিভরে তন্ময় হইয়া তাঁকে ডাকে,
ভক্তির এমনি ফল, ভক্তিদেবী তাকে,
স্ব করে ধরিয়া ঊর্দ্ধে টানিয়া উঠায়,
উচ্চ জ্ঞানে দুর্ব্বাসনা তখন পলায়।"

জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি "বিত্ত কামনায়,
অর্চ্চনায় বসি কি নিষ্কাম হওয়া যায়?"

উত্তরে সন্তান, "ধ্রুব এক সাক্ষী তার,
বাঞ্ছা-পূর্ণ-জন্য বসি, বাঞ্ছা নাহি আর।
ভোগেচ্ছা পূরণ-জন্য বসে সাধনায়,
শেষে তপ-লব্ধ-জ্ঞানে সে বাসনা যায়।
উচ্চজ্ঞান-বৈরাগ্যে হৃদয় পূর্ণ হয়।
উচ্চানন্দ লভি, তুচ্ছ সুখেচ্ছা না রয়।"

কহে বিপ্র রামতনু, "তাহা যদি হয়,
উন্নত না হয় কেন, মোদের হৃদয়?
অর্চ্চি মোরা কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা, কালী, হরি,
কিন্তু মোহ-অন্ধকারে চিরকাল ঘুরি।"

উত্তরে সন্তান, "করি অবস্থা দর্শন,
জন্মে বটে অবিশ্বাস, অন্তরে এখন;
কিন্তু এবে করি মোরা যে ভাবে অর্চ্চনা,
সত্ত্ব, রজ, তম, কারো মধ্যে তা পড়েনা।

যে ভাবে যে অর্চ্চে তার ইষ্টপদে মন-
বুদ্ধি-সমর্পণ, সর্ব্ব অগ্রে প্রয়োজন।
তস্করে অর্চ্চনে কালী লুণ্ঠন লাগিয়া,
কিন্তু চিত্ত রাখে কালী-পদে সমর্পিয়া।

অর্চ্চনায় আমাদের চিত্তার্পণ নাই,
উৎসব-আমোদ লক্ষ্য, প্রায় সর্ব্ব ঠাঁই।
অর্চ্চনা যাহার, সে ত বৈঠকখানায়,
বন্ধুগণ নিয়া, ডুগী-তবলা বাজায়।
পত্নী নিজ অঙ্গে পরি স্বর্ণ-অলঙ্কার,
এঘর ওঘর ফিরে, করি অহঙ্কার।
ভৃত্য যত হীন-চিত্ত, নৈবেদ্য সাজায়,
অর্চ্চি মাকে ভাড়াটিয়া পুরোহিত যায়।
ছাগ বলি মাত্র মাংস-ভোজন-নিমিত্ত।
লক্ষ্য ধূম-ধামে, নাহি দুর্গাপদে চিত্ত।
অর্চ্চে হরি বৈষ্ণব-গোস্বামী যত জন,
লক্ষ্য নহে হরিকৃপা, লক্ষ্য উপার্জ্জন।

অধিকাংশ স্থলে, এই সত্যের দৃষ্টান্ত ;
হরিপদাপেক্ষা প্রিয়, অর্থ-পদ-প্রান্ত।
উন্নতির জন্য হেন অর্চ্চনাই নহে,
উন্নতির কথা, ইথে কে শুনে, কে কহে ?
বর্ত্তমানে মাত্র মোরা প্রথা-রক্ষা-তরে,
দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, শিব, অর্চ্চি ঘরে ঘরে।"
কহে বিপ্র রামতনু, "ত্রিবিধ প্রকৃতি,
বৈষ্ণবের মণ্ডলেও করে অবস্থিতি।
বৈষ্ণবীয় যজ্ঞে নাহি বধের বিধান,
ত্রিবিধের জন্য, এক বিধি বিদ্যমান।"
উত্তরে সন্তান, "বিষ্ণু হন সত্ত্বগুণ,
ব্রহ্মা হর রজস্তম,—মা কালী ত্রিগুণ।
বিষ্ণু পূজা করি, অর্চ্চি মাত্র স্থিতি শক্তি,
অর্চ্চিতে ত্রিশক্তি, অর্চ্চি কালী জগদ্ধাত্রী।
গুণ-ভেদে পূজার পদ্ধতি ভিন্ন রয়,
বিধিত্রয়ে তাই কালী-দুর্গা-পূজা হয়।
বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে মাত্র বিষ্ণু-পূজা-বিধি,
বিস্ময় কি ?—ব্রহ্মা-হরে নাহি পাই যদি।
বৈষ্ণবের এই বিধি সার্ব্বভৌম নহে।
তৃতীয়াংশ পূজার পদ্ধতি ইথে রহে।
"স্ব-গুণের অনুযায়ী কার্য্য সু-বিহিত,
স্ব-ধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ ;—বি-ধর্ম্ম গর্হিত।"
ইহাও ত বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রের নির্ণয়,
তামসিকে, তামসিক বিধি, দুষ্য নয়।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়, ৩য় অধ্যায়,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ।৩৫

"উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধন হওয়াও উত্তম, তথাপি পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহার পরিণাম ভয়াবহ।"

(স্বধর্ম্ম = সাত্ত্বিকের সাত্ত্বিক ভাবে, রাজসিকের রাজসিক ভাবে, তামসিকের তামসিক ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম স্বধর্ম্ম। অথবা যে গুণে যে অন্বিত, (যে গুণ যাহার অধিক) তাহার সেইরূপ বিধানে কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম স্বধর্ম্ম। যে ব্যক্তি তামসিক, সে যদি সাত্ত্বিক সাধুর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সাত্ত্বিকভাবে ভজন-সাধন আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার পরিণাম ভয়াবহই হয়। তাহার দৃষ্টান্ত নিত্য দর্শনীয়।

যেমন কোন তামসিক ব্যক্তি, সে ব্রাহ্মণই হউক, আর অজ্ঞ শূদ্রই হউক,—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখাকাঙ্ক্ষী,—সে কৌপীন পরিধান করিয়া বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হইল। তাহার কর্ত্তব্য ছিল, বা ধর্ম্ম ছিল, বিবাহ করিয়া স-স্ত্রীক গৃহ-কর্ম্ম করা, পিতামাতার সেবা করা, সত্য বলা, ন্যায় পথে চলা, পরানিষ্ট না করা,পরদারে মাতৃ-বুদ্ধি রাখা, এবং সাধু, গুরু, অতিথির, সেবা ভক্তি করা, ইত্যাদি। সে সংসার-ধর্ম্মের গোলমাল, বা পরিশ্রম, এড়াইবার জন্য, একেবারে পূর্ণজ্ঞানারূঢ় সাত্ত্বিকের,—ত্যাগীর, পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া বাহির হইল। ভিক্ষা-বৃত্তি গ্রহণ করিল। কেহ কেহ বিবাহিতা পত্নী ছাড়িয়াও বাহির হয়। দুচার বছর এদিক, ওদিক ঘুরিয়া, কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া, এক তীর্থে গেল। সেখানে যাইয়া, মোহের সন্তাড়নে অস্থির হইয়া, এক কুলটাকে আশ্রয় করিল। বৈরাগী হইলে বলিল, "পরকীয়া না করিলে লীলারসের অধিকারী হওয়া যায় না"। সন্ন্যাসী হইলে বলিল, "শক্তির আশ্রয় না ধরিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না।" কি বৈষ্ণব মণ্ডলে, কি শাক্ত মণ্ডলে, ইহার দৃষ্টান্তের অবধি নাই। যাহারা লাঙ্গল চষিবে, মাত্র পরনারী-সঙ্গের নিমিত্ত, তাহারা ভেকধারী হইয়া, বর্ত্তমান বৈষ্ণব মণ্ডলের অধিকাংশ ক্ষেত্র জুড়িয়া রহিয়াছে। স্ব-ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম না করায়, এইরূপ অধর্ম্মের স্রোত অবাধে সমাজে বহমান হইয়াছে। অনাবশ্যক ভিখারীর দল সমাজের গলগ্রহ হইয়াছে। হিন্দু জাতির কৃষক সম্প্রদায় অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যদি নিজ নিজ গুণানুসারে কর্ম্ম করিত, তাহা হইলে, হয়ত, কালক্রমে সাত্ত্বিক হইতে পারিত।

বাক্য ইহা শ্রীকৃষ্ণের, লঙ্ঘিবার নহে,
সর্ব্ব স্থলে এক বিধি মঙ্গল কে কহে !

আহারে, বিহারে,—পুণ্য অনুষ্ঠানে যার,
অনুষ্ঠিত স্ব-ধর্ম্ম, নিশ্চয় শান্তি তার।
কহে বিপ্র রামতনু, "মোর মনে হয়,
অনার্য্য রাক্ষস যারা ছিল,
ধর্ম্মবুদ্ধি তাহাদিগে করিতে প্রদান,
যজ্ঞে পশু-বধ বিধি দিল।
সেই প্রথা এবে শুদ্ধ- সাত্ত্বিক সময়ে,
উচ্চ শিক্ষা লভি সর্ব্ব জন,
উচ্চাদর্শ পরিহরি, অনার্য্যের বিধি,
কি নিমিত্ত করিবে পালন?"
উত্তরে সন্তান হাসি, "তাহা যদি হয়,
রাজসূয়, অশ্বমেধ যত,
অনুষ্ঠান-কর্ত্তা রাঘবেন্দ্র-যুধিষ্ঠির,
রাক্ষস তাহারা সুনিশ্চিত।
তার পরে উচ্চ শিক্ষা তোমাদের যাহা,
তার ফলে দেখি বিদ্যমান,
পিতার বিরুদ্ধে পুত্র করে মকদ্দমা
শিষ্য করে গুরু হতমান।
স্বার্থ-তরে মিথ্যা অর্চ্চে, সত্য পদে দলি,
মাতাপুত্রে হয় পৃথকান্ন।
ধ্বংশাস্ত্র গড়িয়া গর্ব্ব, ধর্ম্ম-যুদ্ধ নাই,
পশুত্বের সর্ব্বত্র প্রাধান্য।
নির্দ্দোষ নিরীহে হত্যা, বীরত্ব এখন,
প্রবল দর্শিলে পলায়ন।
আত্মসুখ-ভোগ জন্য, পরস্বোৎসাদনে
বাহাদুরী সভ্যতা-লক্ষণ।
ভক্তি ভগবানে, সত্য, ন্যায়, সরলতা,
বর্ব্বরতা-মধ্যে এবে গণ্য।
ধর্ম্মালাপ অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য এবে,
সেবার্চ্চনা দুষ্ট-ধৃষ্ট-জন্য।
ইহা যদি উচ্চ শিক্ষা উন্নত অবস্থা,
কুশিক্ষা কাহাকে কহি, কহ।
অর্থ এবে সর্ব্ব উচ্চে, ঘৃণ্য পরমার্থ,
দুর্ব্বৃত্তের জয় অহরহ।"

প্রশ্নে পুনঃ রামতনু, "স্ব-গুণানুসারে,
কবে কোন্ বৈষ্ণব অন্যের প্রাণ হরে!"
উত্তরে সন্তান, "যদি চাহিলে প্রমাণ,
চল যাই শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সন্নিধান।
বৈষ্ণবের শিরোমণি অর্জ্জুন মহান,
শিক্ষক-চালক যার নিজে ভগবান।

রাজসিক অর্জ্জুন প্রবেশি রণ-স্থলে,
নিরীক্ষিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, আচার্য্য সকলে,
সম্বোধেন, "জ্ঞাতি বন্ধু নাশি রাজ্য-ধন,
লাভাপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী উত্তম।"

সত্ত্বগুণাধিক বিপ্র-প্রবরের মত
অর্জ্জুন করেন হেন সংগ্রামে অমত।
তখন শ্রীভগবান সম্বোধেন তাঁয়,
"এ ক্ষমায় কাপুরুষ বলিবে তোমায়।
হাসাবে শত্রুর মুখ, যশঃ নষ্ট হবে,
শোকার্ত্ত তোমাকে কেহ বৈরাগী না ক'বে।

রাজসিক তোমার স্ব-ধর্ম্ম এবে রণ,
স্ব-ধর্ম্ম ছাড়িয়া নহে বি-ধর্ম্ম উত্তম।
স্ব-ধর্ম্মে নিধন ঘটে স্বর্গ লাভ হবে।
পর ধর্ম্মে যাও যদি, বহু দুঃখে র'বে।
রাজস ক্ষত্রিয়, তব কর্ত্তব্য সংগ্রাম।
সাত্ত্বিক আচারে, মাত্র ঘটিবে, দুর্ণাম।"

বক্তা নিজে ভগবান, শ্রোতা ধনঞ্জয়,
যেমন শুনেন সত্য, বুঝেন নিশ্চয়।
বুঝিয়া নিশ্চয়, সত্য করেন পালন,
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-কৃপে করেন নিধন।

বিস্তৃত ভারত-গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
স্বার্থে পার্থ নাশেন অগণ্য মহাপ্রাণ।
ইহা ভিন্ন আছে ধ্রুব-চরিত্রে সংবাদ,
আক্রমি কুবের রাজ্য বাধায় বিবাদ।

সৈন্য সেনাপতি বহু, ধ্রুব হত্যা করে,
—হত্যা করে, শ্রীহরি-দর্শন-লাভ-পরে !
বৈষ্ণব সম্রাট, যুদ্ধ করিয়াছে যারা,
স্বার্থে বহু নরহত্যা করিয়াছে তারা।
যুদ্ধ নাহি, দীর্ঘকাল না আছে রাজত্ব,
সত্য দূরে, দাসত্বে না আছে মনুষ্যত্ব।
আচ্ছন্ন এক্ষণে ঘোর তমে হিন্দুস্থান।
বর্ত্তে যত কাপুরুষ, ভীত, অল্পপ্রাণ।
তামসিক-রাজসিক-সাত্ত্বিকোপদেশ,
পক্ষে আমাদের, এবে জঞ্জাল বিশেষ।

অর্জ্জুনের মত এবে শিষ্য আর নাই,
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য গুরু সংসারে না পাই।
যোগ্য সাধু গুরু নাই,—প্রকৃতি-বিচার
করিয়া কে নির্দ্দেশিবে, কর্ত্তব্য কি কার !

বৈষ্ণবেও হত্যা কার্য্য বহু করিয়াছে,
করিবার প্রবৃত্তি এখনো বহু আছে।
একে ত সামর্থ্য নাহি, হীন-বীর্য্য-বল,
তা'পরে তামস,—ভয়ে সর্ব্বদা বিহ্বল।
প্রকৃতির অনুযায়ী ধর্ম্ম না ধরায়,
সাত্ত্বিক বৈষ্ণব ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ধরায়।"

কহে বিপ্র রামতনু, "মৎস্যাদি ভোজন,
ত্যাজ্য যার সন্নিকটে, সাত্ত্বিক সে জন।"

উত্তরে সন্তান, "তাহা মানি কি প্রকারে !
কার্য্যে ও সাত্ত্বিক যদি নাহি দর্শি তারে।
মৎস্য মাংস ছাড়িলেই সাত্ত্বিক সে হয়,
শুনি, কিন্তু অন্বেষি না পাই পরিচয়।

বর্ত্তে বহু দস্যু চোর পশ্চিম অঞ্চলে,
জন্মাবধি নিরামিষী, সাত্ত্বিক কে বলে !
নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে, বহু ভেকধারী,
মৎস্য ছাড়ে, কিন্তু নাহি ছাড়ে পরনারী।
বিগ্রহ দেখা'য়ে, করে অর্থ উপার্জ্জন,
মত্ত কামে, অর্থ লোভে,—বৈরাগ্য-বর্জ্জন !

মনুষ্যত্ব যাহাদের বিন্দু মাত্র নাই,
তাহাদিগের সাত্ত্বিক বলিতে লজ্জা পাই।

সাত্ত্বিক ভোজনে সত্ত্বগুণের উদয়,
সে সাত্ত্বিক ভোজন এ নিরামিষ নয়।
ভোজন দ্বিবিধ ;—স্থূল দেহের রক্ষণ-
নিমিত্ত, এ স্থূলবস্তুসমূহ ভোজন।
সুস্থ-শক্ত, যে ভোজনে, স্থূল দেহ রয়,
মুক্ত রহে রোগে,—তাও সাত্ত্বিক নিশ্চয়।

আত্মোন্নতি জন্য আছে আত্মার ভোজন,
সু-চিন্তা, সু-গ্রন্থপাঠ, আত্মানুশীলন।
সত্য-ন্যায়ে নিষ্ঠা,—আর ভক্তি ভগবানে,
সাধুসঙ্গ-সদালাপ, আত্মোন্নতি আনে।

অতএব আত্মোন্নতি চিত্তে বাঞ্ছা যার।
মাত্র নিরামিষে লক্ষ্য, শ্রেয়ঃ নহে তার।
কার্য্য নিয়া সাত্ত্বিকতা, ভোজ্য নিয়া নহে,
রামকৃষ্ণ তাহার উত্তম সাক্ষী রহে।
স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ এক সাক্ষী তার,
পৃথ্বী ব্যাপি নামে উচ্চ প্রশংসা যাহার।

খড়্গপুরে চাঁদ বাবা অন্য এক জন,
সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ যার বয়ঃক্রম।
চৌদ্দ পালোয়ান-সঙ্গে তবু খেলা করে।
নিঃক্ষেপে প্রত্যেকে ধরি, দশ হস্ত দূরে।
মৌনী মহাযোগী, কভু নিদ্রা নাহি যান,
চক্ষে দেখিয়াছি,—তিনি মৎস্য-মাংস খান।

জন্মে জীবে দয়া, যদি বল, নিরামিষে,
পরীক্ষিলে, তাই বা বিশ্বাস করি কিসে !
ব্যক্তি বহু, আছে, মৎস্য মাংস নাহি খায়,
কিন্তু অধমর্ণে খায় নিষ্ঠুর হিয়ায়।

মৎস্য ছাড়ি খায় তারা পর-ক্ষেত্র-সীমা,
কারো বা বাগান বাড়ী, কারো জোত-জমা।
মৎস্য নাহি খায়, কিন্তু মনুষ্য বাঁধিয়া
খাওয়ায় নিষ্ঠুর ভাবে ছারপোকা দিয়া।

জন্মে ইথে জীবে দয়া কহি কি প্রকারে
চৌর্য্য পরিহরি, তারা দস্যু-বৃত্তি ধরে।
ভোজ্য-পেয়-বিষয়ে বিবেচ্য দেশাচার,
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সাত্ত্বিক আহার।
সুস্থ দেহে সাত্ত্বিক যা, অসুস্থ সময়,
অতি অসাত্ত্বিক বলি, পরিত্যাজ্য হয়।
প্রাচ্যের আহার্য্য, নহে প্রতীচ্যে সাত্ত্বিক,
ভোজ্য যুবকের, শিশু-বৃদ্ধে তামসিক।
সুস্থ দেহে, নিরামিষ ভোজনে, যে রহে,
মৎস্য মাংস ভোজনার্থ তাহাকে কে কহে ?
কিন্তু নিরামিষে যার দেহ রুগ্ন হয়,
তার পক্ষে নিরামিষ, কভু শ্রেয়ঃ নয়।

নিরামিষ-ভোজনে যা শ্রেষ্ঠ সমর্থন,
দুর্ব্বল নিরীহ জীবে দয়া প্রদর্শন।
মৎস্য, মেষে দয়া, কিন্তু মনুষ্যে নির্দ্দয়,
ইহাই ত, এ দয়ার বিবেচ্য বিষয় !

বৈরাগী সন্ন্যাসী নামে অভিহিত যাঁরা,
দেহাসক্তি-বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁরা।
ভোগ-ত্যাগী, যোগারূঢ় পুরুষ সকল,
যোগ্য তাঁরা, নিরামিষ ভোজনে কেবল।
মৃত্যু ঘটে তাও ভাল, নাহি দেহাসক্তি,
ভোজ্য-পেয়ে উদাসীন,—ভিন্ন তার উক্তি।

তা বলিয়া নিরামিষ খেলেই সাত্ত্বিক,
সিদ্ধান্ত এরূপ, মাত্র মূর্খের বাতিক !
অশ্ব-মেষ-মহিষাদি নিরামিষ খায়,
প্রাপ্ত তাহে সাত্ত্বিক স্বভাব কে কোথায় ?

বস্তু না সাত্ত্বিক হয়, আয়ু, সত্ত্ব, বল,
আরোগ্যাদি-বৃদ্ধি-কারী, আহার্য্য সকল,
সাত্ত্বিক আহার, ভাগবত-বাক্যে পাই,
নির্দ্দিষ্ট বস্তুর, কোন বিশেষত্ব নাই।
মাত্র প্রয়োজন জন্য, গরল অমৃত,
অমৃত গরল,—সর্ব্ব জগৎ-সম্মত।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

"যাহাতে আয়ু সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়,—যাহা সু-রস, স্নিগ্ধ, চিত্ত-স্থিরকারী এবং হৃদয়-গ্রাহী, সেই সমস্ত আহার সাত্ত্বিক।"

কহে বিপ্র, "পরি ডোর-কৌপীন যাহারা,
তীর্থে রহে, গৃহত্যাগী, সাত্ত্বিক তাহারা।"
উত্তরে সন্তান, "যদি সু-বৈরাগ্যে রয়,
ভক্ত হয় ভগবানে, সাত্ত্বিক নিশ্চয়।
কিন্তু ডোর-কৌপীন করিয়া পরিধান,
বহির্ব্বাসে যাহাদের গরদের থান।
রত্নের অঙ্গুরী পরে, বক্ষে স্বর্ণহার,
টানে সিগারেট, পানে তাম্বুল-বিহার।
সংগ্রহি কৌশলে অর্থ, বিলাস-ভবন,
নির্ম্মাণি প্রমোদে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ,
সাত্ত্বিক কি অর্থে তারা ?—ছদ্মবেশী তারা।
তুচ্ছ সুখ-ভোগ জন্য, তৃষ্ণা-মাতোয়ারা।
মাত্র ডোর-কৌপীনের মুখস পরিয়া,
সঞ্চয়ে কামার্থ অর্থ, সরল ধরিয়া,
ভোগ্য অন্বেষণে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ,
মৃত্যু তার, ছদ্মবেশী রাবণ-মতন।"
বিপ্র কহে, "কহ শুনি কি সে বিবরণ।
ছদ্মবেশ কিসে তার মৃত্যুর কারণ ?"
বর্ণনে সন্তান, "মৃত্যু-সংগ্রামে রাবণ,
দৃশ্য এক অসম্ভব করিল দর্শন।
ধ্বংস-শক্তি শঙ্কর বসিয়া বাণ-মুখে ;
মধ্যে প্রজাপতি, বিষ্ণু ধরিয়া ধনুকে।
ত্রিশক্তি একত্রে যুক্ত, নিরীক্ষি রাবণ,
ইষ্ট দেব শিব-প্রতি হয় রুষ্ট-মন।
যুক্ত করি কর,—বলে, করি অশ্রুপাত,
"সংহারিতে, তুমি কেন এলে বিশ্বনাথ ?

ভিন্ন তুমি, এ জীবনে ভজি নাই অন্যে,
সেই তুমি বাণমুখে বসিলে কি জন্যে ?

বুঝিলাম, ভবে যবে ঘটে দুঃসময়,
স্নেহের সমুদ্র পিতা কালমূর্ত্তি হয়।
শ্রেষ্ঠ মিত্র, সহোদর যায় শত্রু-পক্ষে,
ইষ্ট দেব, বাণরূপে আসি পড়ে বক্ষে।
জগদ্ধাত্রী নিয়তির অপূর্ব্ব নির্ণয়,
বন্ধু সবে সময়ের,—অসময়ে নয়।

শুনি রক্ষপতি-খেদ বলেন শঙ্কর,
"বিশ্বে কেহ নাহি মোর আত্মীয় বা পর,
কর্ম্ম যার যেমন, তাহার অনুরূপ,
অর্পি-তাকে পুরস্কার, কহিনু স্বরূপ।

তুষ্ট হয়ে তপস্যায়, দিয়াছিনু বর,
যাহে তুমি এ বিশ্ব-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর !
শক্তি লভি, বরে মোর, হইয়া দুর্জ্জন।
আরম্ভিলে, সু-নির্ভয়ে, পরস্ব-লুণ্ঠন !
যাগ-যজ্ঞ-ধ্বংস, সতী সাধ্বী ললনার,
সতীত্ব-বিনাশ,—সাধু-সজ্জনে সংহার।
মত্ত সদা অহঙ্কারে,—দুর্দ্দান্ত স্বভাব।
আবশ্যক, ধ্বংসি এবে তোমার প্রভাব।

পরস্ত্রীগমন, যাগ-যজ্ঞ-ভঙ্গ করা,
গো-ব্রাহ্মণ ভক্ষণ, পরের দ্রব্য হরা,
রে রাক্ষস ! ইহা তব জাতীয় প্রকৃতি,
রুষ্ট আমি নহি তত, ইথে তব প্রতি।

রামশূন্য সীতা যবে পঞ্চবটী বনে,
লক্ষ্মণও যাইল ছাড়ি, মৃগের ছলনে ;
দেবেন্দ্র-বিজয়ী বলী, তুমি এ সংসারে,
কেশাকর্ষি সীতায় পারিতে আনিবারে,

তাহা না করিয়া, তুমি পরি যোগিবেশ,
"ভিক্ষা দে মা," বলি, তথা করিলে প্রবেশ।
সাধু জ্ঞানে সীতা দেবী বন্দিতে চরণ,
লঙ্ঘি লক্ষ্মণের বাক্য, উপস্থিতা হন।

পবিত্র সাধুর সাজে কলঙ্ক লেপিয়া,
সাধুপ্রতি গৃহস্থের সন্দেহ সৃজিয়া,
কামোন্মত্ত চিত্তে দিয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
রে দুর্জ্জন ! কেন তাকে করিলে হরণ ?

কার্য্যে তব, ভক্ত-সাধু-মণ্ডলে আমার,
বর্ষিত এখন ছদ্ম-বেশী-পাপ-ভার।
পুনঃ যদি কোন ভক্ত গৃহস্থ-ভবনে,
আচার্য্য-সেবার্থ যায়, ভিক্ষার কারণে,
কার্য্য তব স্মরি, তায় সন্দেহ করিয়া
মন্দ বাক্যে নিন্দি, গৃহী দিবে তাড়াইয়া।

পাষণ্ডেও দয়া হয়, ছদ্মবেশী জনে,
উদ্ধর্ম্মী বলিয়া দণ্ডি, নিত্য এ ভুবনে।
ভোগোন্মত্ত চিত্তে পরে পোষাক সাত্বিক,
অসহ্য আমার চক্ষে, এ হেন দাম্ভিক !
ছদ্মবেশী, তাই তোমা করিব বিনাশ।"
শুনি, রক্ষঃপতি দুঃখে ছাড়িল নিশ্বাস।

নিঃশব্দে কহিল, "সত্য, ছদ্মবেশী যারা,
দণ্ডনীয় অবশ্যই মোর মত তারা।
বঞ্চিত তাহারা, বিশ্ব-বন্ধুর কৃপায়।
দুর্গতি সঞ্চিত, তাহাদের পায় পায়।
বিশ্বাস-ঘাতক তারা, কৃতঘ্ন পামর,
জন্য তাহাদের, ধর্ম্ম-সমাজ জর্জ্জর।"

প্রশ্নে বিপ্র রামতনু, "তা হলে এক্ষণ,
যে সব বৈষ্ণবে করে মৎস্যাদি ভোজন,
করিবে কি তাহারা তা কৃষ্ণে নিবেদন ?

উত্তরে সন্তান, "সত্য করিলে গ্রহণ,
ভক্তিভরে ভোজ্য করি কৃষ্ণে নিবেদন,
ধর্ম্ম হয়, বৈষ্ণবের প্রসাদ-গ্রহণ।
কৃষ্ণে না নিবেদি, তাঁরা কিছু নাহি খান,
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবে এই পবিত্র বিধান।

মৎস্য মাংস খাও যদি, কর নিবেদন,
নাহি খাও, নাহি দিও, ইহা সু বচন।

যদি বল, তাহাই বা দিবে কি প্রকারে,
বল তবে, তাহাই বা খাবে কি বিচারে ?"
বিষ্ণুদাস কহে, "মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন,
কর্ত্তব্য, সমাজ হ'তে সর্ব্বথা বর্জ্জন।
দুগ্ধ-ঘৃত-ভোজনে স্বচ্ছন্দে দেহ রয়।
—আয়ু-বৃদ্ধি, বল-বৃদ্ধি, দেহ জ্যোতির্ম্ময়।"

সম্বোধে সন্তান, "তা কি সম্ভবে কখন ?
ভোজন ত দেহরক্ষা-জন্য প্রয়োজন,
অগ্রে দেহ-রক্ষা, পরে ভজন-সাধন
ধ্বংসি দেহ, সাধনে সমর্থ কয় জন ?

দর্শি যাহা দেশের অবস্থা বর্ত্তমানে,
দুগ্ধ ঘৃত খাঁটী, আর না আছে সন্ধানে।
প্রতিবর্ষে অর্দ্ধকোটী গো-হত্যা যথায়,
দুগ্ধ-ঘৃত ভবিষ্যতে পাবে কে কোথায় ?

বৈষ্ণব, গোস্বামী, কিংবা গুরু যাঁরা হন,
শিষ্য-ভক্ত-গৃহে, প্রায় পরবাসে র'ন।
ভিন্ন তাঁরা, দুগ্ধ-ঘৃত অনেকে দুর্লভ।
বন্দরে যা ঘৃত, তা ত চর্ব্বি-মেশা সব।

দুগ্ধ-ঘৃত-ভোজনে দিলেও উপদেশ,
এক্ষণে তা গ্রাহ্য আর নাহি করে দেশ।
নিষিদ্ধ হলেও মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন,
বাধ্য হয়ে করে, বহু দেশে বহু জন।

বিশেষতঃ দীন দুস্থ দরিদ্র যাহারা
চুণো-পুঁটী-শাক-ভাতে প্রাণ ধরে তারা।
কি দুঃখে তাহারা রহে, বাক্যে বলা দায়।
অর্পে তাহা,-যাহা খায়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়।

তারপরে মৎস্যাদি ভোজনে উপকার
বর্ত্তে বহু,—বর্ত্তে বহু প্রমাণ তাহার।
দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি করে, পথ্য বহু রোগে,
মৎস্যাশী জাপান শ্রেষ্ঠ, বহু-বুদ্ধি-যোগে।

অতএব সর্ব্ব দিক করি বিবেচনা,
মৎস্য-মাংস একেবারে বর্জ্জন চলে না।

যুক্তি, তর্ক, মুখে যত দেখাই সকলে,
দগ্ধ হ'লে ক্ষুধানলে, সব যাই ভুলে।
পেট শান্ত না থাকিলে কোন পরমেশে ;
শ্রদ্ধাভক্তি কোন কালে, কারো নাহি আসে

প্রশ্নে বিপ্র রামতনু, "মৎস্যাদি ভোজন,
যে সন্ন্যাসী করে, সে কি সাত্ত্বিক সজ্জন ?"
উত্তরে সন্তান, "তাঁর যথা-লাভে তোষ,
শূন্য-লোভ যিনি, তাঁর ভোজ্যে নাহি দোষ।
সন্ন্যাসী ত গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী,
গৃহস্থ উদ্বিগ্ন যাহে, তাহে তাঁর আর্ত্তি।
গৃহীরা যা খায়, তাই করে তারা দান।
বিভু-দত্ত দ্রব্য বলি, হৃষ্ট চিত্তে খান।
মৎস্য-মাংস হ'লেও তাহাতে নাহি দোষ।
মুক্ত-লোভ, অনাসক্তে, শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষ।

ভোজ্যে উদাসীন অজগর-বৃত্তি যাঁর,
মাত্র দেহ-রক্ষা-জন্য, ভোজন তাঁহার।
অনাসক্ত, কর্ম্ম-ফলে মুক্ত অনিবার।
মুক্ত নহে লোভযুক্ত, ভৃত্য রসনার।
নিরামিষ খায়, কিন্তু শাক, সূক্ত, টক,
প্রার্থী যারা, তারা নহে সাত্ত্বিক সাধক।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।

"অতএব সর্ব্বদা আসক্তিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কর্ত্ত[ব্য]
বোধে কর্ম্ম কর। মানুষ অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম করি[তে]
পারিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।"

জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, "ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর
তিন মধ্যে কে প্রধান, কহ ভক্তবর !"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "তুমি সু-প্রবীণ,
গুণত্রয়-তত্ত্ব তুমি জ্ঞাত চিরদিন।
সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণ বিচার,
করি, দর্শি, তিনই তুল্য, তুল্য শক্ত্যাধার।

ভিন্ন এক, অন্যের থাকার সাধ্য নাই।
সঙ্গী তিনে তিন,—যেন সহোদর ভাই।
সৃষ্টি রজগুণে, সত্ত্বগুণে অভিনয়,
সাঙ্গ হ'লে অভিনয়, তমোগুণে লয়।
যদি বল শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, দেব নারায়ণ,
যেহেতু করেন তিনি সংসার-পালন,
কিন্তু যদি স্থির চিত্তে করি আলোচন,
ব্রহ্মা না সৃজিলে, তাঁর কাহাকে পালন ?
যদি বল, সংহারের নাহি প্রয়োজন,
ধ্বংসি এক, অন্যে সৃষ্টি, বিশ্বের নিয়ম।
ধ্বংস-শক্তি সাহায্যে, পালন-শক্তি রহে।
তিনই শ্রেষ্ঠ, তিনই এক, কেহ কম নহে।
যিনি হর, তিনি হরি, তিনি প্রজাপতি।
এক শক্তি তিন মূর্ত্তি, লীলার সঙ্গতি।
শক্তিত্রয়ে রক্ষে স্থির, এই বিশ্ব-বাস।
একের অভাব হ'লে, তখনি বিনাশ।
একের অভাবে, যবে অন্যে নাহি পাই,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মধ্যে ছোট বড় নাই।"
শক্তিতত্ত্বে মহোল্লাস, অন্তরে জাগায়।
কামাখ্যায় ভুলুয়া মা কালিদাস গায়॥

প্রথম দিন

—০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ-
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

"মা, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে, দারুণ-ক্রমধ্যে, অথবা সাগরে, প্রান্তরে বা রাজদ্বারে, বিপন্নগণের একমাত্র গতি, একমাত্র মুক্তির উপায় তুমি। হে দেবি! হে জগত্তারিণি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাকে (তাপত্রয়ে) ত্রাণ কর।

জয় বিশ্বত্রাস-হন্ত্রী, মহা মহেশ্বরী,
যাঁর পাদপদ্ম ভব-সিন্ধু-পারে তরি।
মুক্ত-হস্তা মুক্তিদানে, ভক্তি-দান কালে,
কুণ্ঠিতা মা, যুক্তা যেন বিষম জঞ্জালে!
ভক্তের আহ্বানে, পৃথ্বীতলে দেখা দিয়া,
বহে ভক্ত-বোঝা, অতি যত্নে কক্ষে নিয়া।
ভক্তে সদানন্দে রাখা স্বভাব তাঁহার।
ভক্ত-সঙ্গে ছায়ার মতন অনিবার
ভক্তি তাই নাহি দিল অন্তরে আমায়,
ভক্তি দিলে হ'ত সঙ্গে রহিতে তাহার।
সন্তানের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইত।
দুঃখে দুঃখে এবার এ জন্ম নাহি যেত।
আশ্বাসে ভুলুয়া, কেন হতাশে রহিবি ?
যা ঘটে ঘটুক, দুর্গানাম না ছাড়িবি।
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "কি হেতু ইহার,
খৃষ্টান আসিয়া আর্য্যে নিন্দে অনিবার!
রাধাকৃষ্ণ নাম নিয়া আরম্ভিয়া দ্বন্দ্ব,
"অশ্লীল অর্চ্চনা" বলি, বলে বহু মন্দ।"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন মহোদয়!
নিন্দুকের বাক্যে, ক্ষোভ কভু শ্রেয়ঃ নয়।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যদি ধর্ম্ম হয় তার,
অন্যে নাহি নিন্দা করি, করুক প্রচার।
সত্য যদি হয়, লোকে করিবে গ্রহণ,
নিন্দায় মাহাত্ম্য কিছু না হবে বর্দ্ধন।
কৃষ্ণ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, সে নিন্দা শ্রবণে,
সত্য বলি বিশ্বাস করিতে পারে মনে।
কিন্তু যাঁরা তত্ত্ব-বিজ্ঞ প্রবীণ সজ্জন,
নিন্দা শুনি কভু তাঁরা পরিতৃপ্ত ন'ন।
সঙ্গে বাইবেলের, নাহি শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ,
রাধা-তত্ত্বে সে দেশ ত একেবারে অন্ধ।

অজ্ঞাত বিষয়ে নিন্দা আগ্রহে যে করে,
অগ্রাহ্য সে, বুদ্ধিমান-মণ্ডলে ভূ'পরে।

বর্ত্তে বটে একদল মনুষ্য ধরায়,
নিন্দি পরে, নিজের প্রাধান্য নিতে চায়।
কিন্তু তাহে কৃতকার্য্য কখনো না হয়।
মাত্র নিজ অসারত্ব, তাহে প্রকাশয়।

অর্থনীতি-পক্ষপাতী খৃষ্টানের জাতি,
অর্থ যার যত বেশী, তার তত খ্যাতি।
ভোগেচ্ছা-পূরণ-জন্য, সর্ব্বদা ব্যাকুল।
ধর্ম্ম ভক্তি-বৈরাগ্যের, মনে করে ভুল।
বর্দ্ধিতে স্ব-দল, যারা ধর্ম্মকথা কহে,
হিংসা-নিন্দা ভিন্ন, তারা কৃতকার্য্য নহে।
সত্য-ন্যায় সমর্থিয়া, ধর্ম্ম বলে যারা,
নিন্দাশূন্য তারা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা।

নির্ব্বিষয়ি-তত্ত্ব যদি বৈষয়িকে শুনে,
উন্মাদের খেদ বলি, গণ্যে মনে মনে।
শালগ্রাম-চক্র যদি দোকানীয়া পায়,
ক্রয়-বিক্রয়ার্থ, করে বাট্‌কারা তাঁহায়।
প্রাপ্ত হ'লে হোটেলীয়া, লঙ্কা তাহে বাটে।
প্রাপ্ত হ'লে সাধকে, অর্চ্চনে তুলি টাটে।

রাধা-কৃষ্ণ নির্ব্বিষয়ী বৈরাগীর প্রাণ,
বিস্ময় কি ? নিন্দে যদি ভোগান্ধ খৃষ্টান।
ব্লাভাস্কী, অলকট, আনি-বেশান্ত, প্রভৃতি,
প্রচারিছে হিন্দু-ধর্ম্ম-সংযমের নীতি।
অমান্য যা ছিল, ক্রমে করাইছে মান্য।
বিস্তারিছে গীতা পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাধান্য।

জষ্টিস উড্রপ শক্তি-তত্ত্ব সমুঝিয়া,
বর্ণিছেন শক্তি-পূজা-তত্ত্ব বিস্তারিয়া।
অতএব খৃষ্টীয়-মণ্ডলে শ্রেষ্ঠ যাঁরা,
শ্রেষ্ঠ বলি, হিন্দু-ধর্ম্মতত্ত্বে মুগ্ধ তাঁরা।

কালক্রমে আসিবে এমন দিন ভবে,
ভোগৈশ্বর্য্য-দুঃখে নর ক্লান্ত যবে হবে ;
তখন বৈরাগ্য-ভক্তি করি আলোচন,
সমস্ত পৃথিবী হিন্দু-ধর্ম্মে দিবে মন।
বুঝিয়া তখন রাধাকৃষ্ণ পরিচয়,
নিন্দা ছাড়ি কীর্ত্তি-গানে রহিবে তন্ময় !"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "হিন্দুধর্ম্ম-মাঝে,
এমন কি গৌরবের বিষয় বিরাজে ;
যাহাতে বিধর্ম্মী যত, বিমুগ্ধ অন্তরে,
সমর্থিবে হিন্দুধর্ম্ম, তত্ত্ব-শিক্ষা-তরে !"

উত্তরে সন্তান ধীরে, "জ্বলি হুতাশন,
উচ্চাকাশ লক্ষ্যি, করে স্ব-ভাবে গমন।
সে প্রকার ধর্ম্মের পিপাসা-হুতাশন,
প্রজ্জ্বলিত যার, করে উচ্চে নিরীক্ষণ।
দর্শে মাত্র একেশ্বর, এক নরজাতি,
দর্শি হয়, অহিংসা ও সত্য-পক্ষপাতী।
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-দ্বন্দ্বে রহেনা সে আর,
নির্জ্জন নিবাসে ধ্যান-মগ্ন হিয়া তার।
দর্শে ধ্যানে, ঈশ্বরের নাহি সম্প্রদায়।
বিশ্বের সমস্ত তাঁর, সমস্ত তাঁহায় !

ভেদ-বুদ্ধি তখন সে করি পরিত্যাগ,
বিশ্ব ভরি সর্ব্বজীবে করে অনুরাগ।
সর্ব্ববিধ মোহে মুক্ত রহে অনিবার।
তখন সে যাহা হয়, হিন্দু নাম তার।

এ প্রকার হিন্দু হবে, করি সমর্থন,
এ মহীমণ্ডল হবে শান্তি-নিকেতন।
হিন্দু-ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম, এ ধর্ম্মে ধার্ম্মিক,
নাহি মানে সম্প্রদায়, অসাম্প্রদায়িক।

পাত্রাপাত্র না বিচারি সর্ব্বজন-তরে,
বিদ্যমান এক বিধি, যে ধর্ম্ম-নগরে ;
জ্বর, বাত, যক্ষ্মা, কাস, আমাশয়, শূল,
সর্ব্বরোগে একৌষধ,—নিশ্চয় তা ভুল !

তথা রোগ-মুক্তির আশাই বিড়ম্বনা।
মূর্খও তেমন স্থানে ঔষধ খুজে না।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে নাহি এমন বিধান,
ভিন্ন রুচি জন্য, ভিন্ন বিধি বিদ্যমান।
বিশ্বাসী, বা অবিশ্বাসী,—ভক্ত, বা অভক্ত,
হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তিদ্বার সর্ব্বতরে মুক্ত।

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, মার্গ চতুষ্টয়,
প্রত্যেকের জন্য হেথা মুক্তার্গল রয়।
ইচ্ছা যার যেমন, সে সেই পথ ধর,
ইচ্ছামত সাধনায় মুক্তিলাভ কর।

অসমর্থ হও, কর মাত্র নামাশ্রয়,
দর্শাইবে নামে, তোমা মুক্তির আলয়।
তামস হইতে, উচ্চ সাত্ত্বিকের জন্য,
বর্ত্তে পন্থা, সুরম্য, সুগম্য, ভ্রান্তি-শূন্য।

প্রশ্ন যদি, সাধনার বিভূতি-বিষয়,
হিন্দু-সাধু-মধ্যে, তা ত ঘরে ঘরে রয়।
তিন মাস হরিদাস মৃত্তিকার তলে।
বারদীর যোগি-বীর মন-কথা বলে।
বরষার বারিধার ঝালক সাহার,
হুতাশণ নির্ব্বাপণে হীন-অধিকার।

শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী না পুড়ে অনলে,
কাশীতে জঙ্গমবাবা অগ্নি-মধ্যে চলে।
মধুময় ঘৃত হয় সরযূর জল।
পোটগল-পত্র হয় পক্ক গয়া ফল।
গিরিবালা অনাহারে বাষট্টী বৎসর,
বিভূতি হিন্দুর দেশে সু বিস্ময়কর।
তবু যারা চিত্তজয়ী সাধকাগ্রগণ্য,
"তুচ্ছ" বলি, ব্যগ্র নহে, সে সাধনা-জন্য।

নশ্বরত্ব জগতের উপলব্ধি করি,
ক্ষণস্থায়ী জীবনের মৃত্যু-দিন স্মরি,
পরীক্ষিয়া সংসারের মোহ-অভিনয়,
নিরীক্ষিয়া কালের অদ্ভুত কর্ম্মচয়,
চিন্তা করি জীবের কর্ত্তৃত্ব কত দূর,
অন্তরের অহঙ্কার যে করিবে চূর,
সংসারের ধনমান প্রতিষ্ঠা নিচয়,
তুচ্ছ যে করিবে, করি বৈরাগ্য আশ্রয়,
হিংসা-মিথ্যা পরিহরি, প্রেমিক যে হবে,
আর বিশ্বনাথে মনবুদ্ধি সমর্পিবে,
যে জাতি সে হোক্, শ্রেষ্ঠ আসন তাহার,
আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে, সংসারে প্রচার।

এ প্রকার সমুদার সর্ব্বভৌম মতে
পক্ষপাতী নাহি হবে, হেন কে জগতে ?"
কহিলেন নিত্যানন্দ, "তাই" যেন হয়।
রাধা-ভাব-তত্ত্ব কিছু, কহ, মহোদয় !

সম্বোধে সন্তান, "কহি রাধার স্বরূপ"
অনুভবে বুঝিবে তা, অতি অপরূপ।
মাত্র তা চিন্ময় ভাব, ধ্যানের গোচর,
পরমা-প্রকৃতি-অংশে ব্যাপ্ত চরাচর।

অন্তরে আনন্দ পাই যে শক্তির বলে,
সুখদাত্রী সে শক্তিকে "আহ্লাদিনী" বলে।
নিত্যানিত্যা তাহা বটে, নিত্যা যার নাম,
"প্রেম" নামে বাচ্যা তাহা, নিত্যানন্দ-ধাম।

জাগ্রত এ প্রেম হয় অন্তরে যাহার,
বিন্দু মাত্র নিরানন্দ নাহি থাকে তার।
এই নিত্যানন্দ প্রেম মহাভাবরূপা,
সিদ্ধের চিন্ময়ী মূর্ত্তি শ্রীরাধা স্বরূপা।

ভাগবতে যদিও শ্রীরাধা নাম নাই,
তন্ত্রে, আর বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে, নাম পাই।
এতএব রাধাতত্ত্ব লঙ্ঘিবার নহে।
স্থূল ছাড়ি, সূক্ষ্মভাব-তত্ত্ব ইথে রহে।

সিদ্ধ মহাজনগণ চিন্তা করি লীলা,
নিরীক্ষেণ মহারাসে রাসেশ্বরী-খেলা।
রাস-রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ, রাধা শক্তি তাঁর।
রাধা শূন্য কৃষ্ণলীলা, সব অন্ধকার।
"শক্তি আর শক্তিমানে কোন ভেদ নাই।"
কৃষ্ণ যিনি, তিনি রাধা, দিব্য জ্ঞানে পাই

স্থূলাশ্রয়ে সূক্ষ্মে উঠি, তাহাই উন্নতি,
সূক্ষ্ম বাহি স্থূলে নামি, তাহা অবনতি।
পরম ভাবের মূর্ত্তি, হ্লাদিনী-রূপিণী,
দর্শে, কৃষ্ণ-মূর্ত্তি-মধ্যে,—নিত্যসিদ্ধ মুনি।
মূর্ত্তি ভাবময়ী, রাধা, আনন্দ-আগার,
তন্ময় তাহাতে কৃষ্ণ-ভক্ত অনিবার।

তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্য লীলায়
৮ম পরিচ্ছেদে

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান,
চিৎ-শক্তি, মায়া-শক্তি, জীব-শক্তি নাম।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা, কহি যারে,
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সবার উপরে।
সৎ-চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ,
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।
সুখ-রূপা, কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস, প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহা ভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।"

মহা ভক্ত ভাগবত কবি কৃষ্ণদাস,
কবিরাজ মহাশয়;—যাঁহার উচ্ছ্বাস-
প্রভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাই।
ভাব-রূপা শক্তি রাধা, দর্শ তাঁরো ঠাঁই।

অনন্ত প্রকার হয় প্রেমের সম্বন্ধ।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের নির্ব্বন্ধ।
বৈষ্ণবীয় কবিগণ ভাব-ভক্তি-বলে,
রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-রস পান কাব্যছলে।
পূর্ব্ব রাগ, রাস, মান, মাথুর গড়িয়া,
আস্বাদেন অনুমানে, বর্ত্তমান নিয়া।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "তাহা যদি হয়,
বহু ভাবে, একই রসে, কি রস সিঞ্চয়?
ভক্তি-যোগ অবলম্বি, ভজি ভগবান,
মধ্যে তার, কেন রাস, মাথুরাভিমান?"

উত্তরে সন্তান, "তত্ত্ব শুন মহাশয়!
একই দুগ্ধ পান করি সমস্ত সময়।
দুগ্ধ বহু থাকে যার, সে তাহা আবর্ত্তি,
ক্ষীর, দধি, ছানা, সর, করে নানা মূর্ত্তি।
দুগ্ধপায়ী অপেক্ষা সে নানা রস পায়,
বর্ত্তে সর্ব্ব রস, কিন্তু একই দুগ্ধ তায়।

সে প্রকার একই ভক্তিযোগ অবলম্বি,
মহাভাবগ্রাহী ভক্তগণ,
বিশ্বব্যাপী অনুরাগ-তত্ত্বে প্রবেশেন,
বহু ভাব করেন দর্শন।
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, অনুগ্রহ,
সমস্তের অনুরাগ নাম।
অনুরাগাধিক্যে মান, স্বভাবে উপজে,
মানে প্রাপ্ত পূর্ণ-রস-ধাম।
পূর্ণ প্রেমে, অদর্শনে, উপজে বিরহ,
উপজে আক্ষেপ সু-মধুর।
আক্ষেপানুতাপে মর্ম্ম পরশে সহজে;
সে আক্ষেপ-কীর্ত্তনই "মাথুর।"
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, অথবা কান্ত-ভাব,
সর্ব্ব ভাবে ভক্তি যাহা করি,
প্রত্যেক ভাবেতে ভক্তি-ধরণ পৃথক,
ভিন্ন ভিন্ন নামে তাহা ধরি।
সর্ব্বভাব-সম্বলিত সে মধুর ভাব,
যাহা সর্ব্ব অনুরাগময়।
বৃন্দাবনে সে মধুর ভাবে সু-তন্ময়,
গোপীকুল, পূর্ণাদর্শ হয়।

অবলম্বি গোপী-ভক্তি, কৃষ্ণগতপ্রাণ,
বৈষ্ণবীয় মহাজন যত,
আনি অষ্ট সখী, দূতী, আর রাধাকৃষ্ণ,
রচিলেন পদ শত শত।
নির্জ্জনে বিরলে বসি, সেই কাব্য-রস,
সকলে করেন সুখে পান।
প্রাপ্ত হন তন্ময়তা শ্রীরাধাগোবিন্দে,
কীর্ত্তনে নির্ম্মলানন্দ পান।”
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, “শক্তির বিষয়,
ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত যা করিলে, মহোদয়!
দর্শি তাহে, সেই শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী,
চিন্তাতীতা, সু-বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি তিনি।
আদি-অন্ত-হীনা, পরা-প্রকৃতি-রূপিণী,
ক্ষুদ্র জীব মোরা তাঁকে কিরূপে নির্ম্মাণি।
ক্ষুদ্র মোরা অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নির্ম্মি তাঁর,
অর্চ্চি তাহা, ইহা কোন্ যুক্তি সু-বিচার?”
উত্তরে সন্তান, “ইহা স্থির সত্য বটে,
নির্ম্মিতে মা কালী, শক্তি বর্ত্তে কার ঘটে!
অচিন্ত্য, অনন্ত এই বিশ্ব চরাচর,
সিদ্ধান্ত, যে মা কালীর নিত্য কলেবর,
নির্ম্মিব তাঁহাকে মোরা মণ্ডপের কোণে,
বাক্য ইহা নির্ব্বোধের, নির্ব্বোধেই শুনে।
কিন্তু এক কার্য্য তুমি কর নিরীক্ষণ,
যে বঙ্গে নিয়াছি মোরা এবার জনম,
বর্ষ শত বয়ঃক্রম,—ভ্রমণে প্রধান,
সম্ভবে কি হেন শক্তে, তার পূর্ণজ্ঞান?
কত মাঠ, কত ঘাট, নদ, নদী আর,
কত পল্লীগ্রাম, কত বন্দর, বাজার,
কত বন, জঙ্গল, কোথায় কত আছে,
কোন বঙ্গবাসী কবে সব জানিয়াছে?
দৃষ্টিতে মোদের, এই বঙ্গ কি বৃহৎ,
কিন্তু হেন বহু বঙ্গে পূর্ণ এ ভারত।

বৎসর সহস্র যদি পরমায়ু থাকে,
অশ্বে চড়াইয়া কেহ ঘুরায় তোমাকে,
রাত্রি দিন এক করি সমানে ঘুরায়,
সর্ব্ব তত্ত্ব ভারতের তবু জানা দায়।
চিন্ত পুনঃ, এ ভারত আশিয়ার সনে,
ক্ষুদ্র অতি, তুলনায় ভৌগোলিকে গণে।
তুল্য আশিয়ার, পুনঃ পঞ্চ মহাদেশ,
যুক্ত করি, এ পৃথ্বীর স্থলের নির্দ্দেশ।
স্থল-ভাগাপেক্ষা জল-ভাগ তিন গুণ,
বিরাটত্ব পৃথিবীর, চিন্ত, সু-নিপুণ।
যে পৃথ্বীর বিরাটত্বে পরাজয়ে ধ্যান,
তাহা যত ভৌগোলিক, করিয়া সন্ধান,
ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, এক পুস্তকের পাতে,
অঙ্কি মানচিত্রে, ধরে ছাত্রের সাক্ষাতে।
দর্শি, সেই মানচিত্র, জন্মে তার জ্ঞান,
বিজ্ঞাত সে হয়, এই পৃথিবী-সন্ধান।
অঙ্কিত করিল মানচিত্র যেই জন,
বলিবে কি?—করিল সে পৃথিবী-সৃজন?
সে প্রকার প্রতিমা-নির্ম্মাতা কুম্ভকার,
সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, ব্রহ্মময়ী কালী মার।
নির্ম্মে সে যে মূর্ত্তি, তা ত মানচিত্র তুল্য,
মানচিত্র অপেক্ষা তা ফলদা অমূল্য।
বহু বহু ভৌগোলিক পণ্ডিত জন্মিয়া,
বহু শ্রমে, বহু বর্ষে, দর্শন করিয়া,
বহু তত্ত্ব বহু কালে করে আবিষ্কার,
সিদ্ধান্তে সবার, মানচিত্র পরচার।
সেই রূপ, বহু বহু সিদ্ধ মহাজন,
তত্ত্বজ্ঞ দর্শক যাঁরা,—বিশিষ্ট-জীবন,
কল্প-কোটী-সাধনায়, লভি তত্ত্ব-জ্ঞান,
বিজ্ঞাত মা ব্রহ্মময়ী-মূর্ত্তির-সন্ধান।
সেই মূর্ত্তি জগভরি ক্রমে পরচার,
ভক্তে তাহা অর্চ্চে, যত্নে গড়ে কুম্ভকার।”

রত্নগিরি প্রশ্নে, "যিনি হন বিশ্বমূর্ত্তি,
চতুর্ভুজা মূর্ত্তি তাঁর কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি ?"

উত্তরে সন্তান, "মূর্ত্তি-স্ফূর্ত্তি অসম্ভব,
আপাতঃ দর্শনে ;—কিন্তু সাধনে সম্ভব।
তাল, কি খর্জ্জুর বৃক্ষ, করি নিরীক্ষণ,
যেমন নীরস, গাত্র কঠিন তেমন !
অথচ সু-মিষ্ট সুধারস সু কৌশলে,
বহির্গত করি, গাছী খাওয়ায় সকলে।

বর্ত্তে ননী দুগ্ধে, কিন্তু দর্শিনা নয়নে।
দৃশ্য করে ঘোষ, তাহা মন্থনে যখনে।
বিশ্ব-মূর্ত্তি তথা, সিদ্ধ-সাধন-মন্থনে,
দৃষ্টিভূতা, চতুর্ভুজা রূপে এ ভুবনে।"

কহিলেন নিত্যানন্দ, "তাই ভাবি মনে,
শক্তি এত সম্ভবে কি মনুষ্য-জীবনে ?
শক্তি মহামহীয়সী করি আকর্ষণ,
মূর্ত্তিময়ী করি, পারে করিতে দর্শন !"

উত্তরে সন্তান, "হের, সর্ব্ব দেশে বলে,
সর্ব্ব শক্তিমান তিনি, ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে।
সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র স্থিত, পূর্ণ দয়াময়।
পূর্ণে পদাশ্রিত-বাঞ্ছা সমস্ত সময়।
সত্য যদি হয় তাহা, শুন মহাজন।
অবতীর্ণ হওয়া তাঁর সহজ কেমন।

পুত্র, দারা, পরিজন, সমস্ত ভুলিয়া,
লক্ষ্যি তাঁকে, দেহ-সুখ দূরে নিক্ষেপিয়া,
শূন্য পেটে, বাতাহারে, যতাহারে, প্রাণ,
রক্ষে যারা ;—বিসর্জ্জিয়া সমৃদ্ধি-সম্মান,
প্রার্থনে—আ-মৃত্যু ফেলি নয়নের ধার,
মাত্র তাঁর দরশন-জন্য এক বার ;
জন্য তাহাদের,—তাঁর না হলে প্রকাশ,
সিন্ধু করুণার বলি, কি জন্য বিশ্বাস !

পক্ষে তাঁর, যদি বলি, প্রকাশিত হ'তে
শক্তি নাহি ;—তবে বলি সর্ব্ব-শক্তিমান,
কি জন্য প্রশংসা তাঁর বর্ত্তিবে মহীতে ?
মিথ্যা তাঁর, "ভক্তাধীন," গৌরবের নাম।

সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-মূর্ত্তি মহেশ্বর,
ভক্ত-প্রার্থনায়, মূর্ত্তি ধরি, স্ব-প্রকাশ।
কার্য্য তার, ভক্ত-সঙ্গে, লীলারসাস্বাদ,
আর বিস্তারিতে, ভক্ত হৃদয়ে বিশ্বাস !

সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বনাথ যদি হন,
অসম্ভব নহে তাঁর অঘট্য-ঘটন।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "মূর্ত্তি না অর্চ্চিয়া,
অর্চ্চি যদি নিরাকারা শক্তি শুধু ধ্যানে,
কি ক্রটী তাহাতে ঘটে ?" উত্তরে সন্তান,
"বাক্যে মোর, এসময়ে নাহি প্রয়োজন।
এ সম্বন্ধে গীতায়, শ্রীভগবদ্বাক্যে
বর্ণিত যা, বচনীয় তাহাই উত্তম।"

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

"হে অর্জ্জুন ! যে আমাতে মনার্পণ করিয়া, নিত্য যুক্ত হইয়া, উপাসনা করে, সে নিরাকার অক্ষর-উপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার সিদ্ধান্ত !"

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"আর যাহারা অব্যক্ত অক্ষর ভাবের উপাসক, তাহারা অধিকতর ক্লেশ ভোগ করে। দেহিগণ অব্যক্ত বিষয়ে উপাসক হইয়া দুঃখময় পরিণাম প্রাপ্ত হয়।"

মূর্ত্তি পূজা, অতএব, প্রাপ্তির উপায়,
দুঃখ বহু, নিরাকার তত্ত্বোপাসনায়।
শিব-বাক্য, কৃষ্ণ-বাক্য, উপেক্ষা করিয়া,
বাক্য কার, বল আর, বেড়াব শুনিয়া ?

ভাগবত-মধ্যে পুনঃ নিরীক্ষিতে পাই,
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে উপাসনা নাই।

ব্রহ্ম-উপাসক ব্রাহ্ম, এই বাক্য বৃথা।
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সমীপ বল কোথা?

বাঞ্ছা-পূর্ণ-তরে, করি ঈশ্বরে অর্চ্চনা,
বাঞ্ছা কারো মুক্তি, কারো সংসার-বাসনা।
নিষ্ক্রিয়ে না পারে বাঞ্ছা করিতে পূরণ,
অর্চ্চনীয় তাই, সে নিগুর্ণ ব্রহ্ম ন'ন।

নিগুর্ণ যখন, গুণত্রয়ে যুক্ত হন,
সক্রিয় তখন, বাঞ্ছা করেন পূরণ।
মুক্তি-গতি, অতএব, যাহার প্রার্থনা,
নিষ্ক্রিয়ে, কর্ত্তব্য নহে তার উপাসনা।

বর্ত্তমানে দর্শি যত ব্রহ্ম-উপাসক,
তত্ত্বতঃ তাঁহারা মাত্র নামের সাধক।
"পরমেশ, জগদীশ," নামাশ্রয় করি,
উদ্দেশে প্রার্থনা,--তাহা উত্তম স্বীকারি।

নির্ব্বিষয়ী, দ্বন্দ্বাতীত, নির্ম্মৎসর, যাঁরা,
নিগুর্ণ সে ব্রহ্মভাবে অধিকারী তাঁরা।
ব্রহ্ম যিনি, তিনি শক্তি,—তিনি বিশ্ব-প্রাণ।
বুদ্ধি-মন সাধকের, মাত্র তিনি চান।
অর্পে মন-বুদ্ধি যে সাধক তাঁর পায়,
সাকারী, বা নিরাকারী, সেই কৃপা পায়।

বস্তুকে আশ্রয় করি গুণ বিদ্যমান,
বস্তু ধরে, গুণ সমুঝিতে, বুদ্ধিমান।
ধরিয়া ধবল-বস্তু, বুঝি ধবলত্ব,
মিষ্ট বস্তু আস্বাদিয়া, সমুঝি মিষ্টত্ব।
শক্তি তথা আরাধিতে ধরি শক্তিমান,
মহত্ব কোথায়,—যদি না রহে মহান?

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র এক শক্তি বটে,
কর্ম্মক্ষম সেই শক্তি, দেহে যবে রটে।
বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা, করুণা তাঁহার,
চিন্তিয়া দেখিলে, দেখি সব নিরাকার।
কিন্তু সেই গুণরাশি দেহ-মূর্ত্তি ধরি,
কার্য্য বহু রূপ, বহু স্থানে গেল করি।

আত্মা অবিনশ্বর, নশ্বর কলেবর,
এক্ষণো আছেন বিদ্যাসাগর ঈশ্বর।
কিন্তু দেহ-মূর্ত্তি নাই, তাই এই ক্ষণ,
নারেন স্থাপিতে আর মেট্রোপলিটন।

গুণাবলি ধ্যানে, তাঁর মূর্ত্তি মনে ভাবি,
তৃষ্ণা করি নিবারণ, দর্শি তাঁর ছবি।
মূর্ত্তি পরিহরি, ধ্যানে-চিন্তা অসম্ভব,
মূর্ত্তি তুমি-আমি, মূর্ত্তি দেবতা-দানব।
মূর্ত্তি গুরু, মূর্ত্তি শিষ্য, মূর্ত্তি মা,—অপত্য।
মূর্ত্তি অর্চ্চে মূর্ত্তি,—ইহা প্রাকৃতিক সত্য!"

রত্নগিরি কহে, "বটে? প্রাকৃতিক সত্য?
খৃষ্টানে কিহেতু তবে নাহি তার তথ্য?"

উত্তরে সন্তান, "দৃষ্টি কর বিচক্ষণ,
মূর্ত্তি-পূজা তাহাদের মধ্যে প্রতিক্ষণ।
তারা বটে আমাদিগে পৌত্তলিক বলি,
নিত্য নিন্দা করি, ঘুরে কোলাহল তুলি।
কার্য্যতঃ তাহারা মূর্ত্তি পূজা করে বেশী,
স্বার্থ আর স্বভাবে তাহারা মাত্র দ্বেষী।
সে দিন ত ভিক্টোরিয়া-মূর্ত্তি গড়ি তারা,
থাপিল গড়ের মাঠে, গণ্য মান্য যারা,
লইয়া ফুলের মালা পরাইল গলে,
মূর্ত্তি-পূজা, বল আর কাহাকে বা বলে?
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি মোর ঘরে থাকিলেই দায়,
পৌত্তলিক বলি, গালি কথায় কথায়!
দম্ভ দর্প রজস্তমে পূর্ণ যে বসতি,
'জোর যার, মুল্লুক তাহার!'—তথা নীতি।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "মানি অবতার,
কিন্তু মৃত ব্যক্তির পূজায় কি সুসার?
যখন ছিলেন কৃষ্ণ, অর্চ্চিলে তাঁহারে
সিদ্ধ-কাম হ'ত,—বুঝি সহজ বিচারে।
কিন্তু বহু পরে এবে মূর্ত্তি গড়ি তাঁর,
অর্চ্চিলে কি, সে অর্চ্চনা পৌছে তাঁহে আর?"

উত্তরে সন্তান, "কৃষ্ণ সেই মহাশক্তি,
আস্বাদিতে লীলারস, যাঁর অভিব্যক্তি।
অদৃশ্য মোদের, সর্ব্বদর্শী ভগবান,
কে কি করে, সব তিনি দর্শিবারে পান।
জন্ম-মৃত্যু মিথ্যা তাঁর,—দৃশ্যতঃ যা দেখি,
কৌতুক তাঁহার মাত্র—তিনি সু-কৌতুকী।
মূর্ত্তি নরসিংহ ধরি, যবে অবতীর্ণ,
অদ্ভুত প্রকাশ তাঁর, ভক্ত-রক্ষা জন্য।
তিনি পুনঃ রাম মূর্ত্তি ধরি অযোধ্যায়,
স্পর্শিয়া চরণে, স্বর্ণ করেন নৌকায়।
শৈল ভাসে চরণ-পরশে সিন্ধু নীরে,
কৃষ্ণ-রূপে তিনি পুনঃ যমুনার তীরে।
উদ্ভবাবসান, মাত্র ভিন্ন রূপ ধরি,
মৃত কি জীবিত তিনি, দেখ চিন্তা করি।
সর্ব্বদা উৎকর্ণ, ভক্ত আহ্বানের জন্য,
দৃশ্যমান কভু হন, কভু পরচ্ছন্ন!
বহেন ভক্তের বোঝা, অদৃশ্যে থাকিয়া।
নিরীক্ষেণ, কে কি করে, অদৃশ্যে রহিয়া।
অজ্ঞাত তাঁহাকে মোরা, মোরা তাঁর জ্ঞাত।
অর্চ্চনা মোদের, তাঁহে পৌছে অবিরত।"
কহিলেন নিত্যানন্দ, "যত অবতার,
বিশ্বাসিনু, লোকাতীত শক্তির আধার।
অর্চ্চনা তাঁদের কভু না হবে নিষ্ফল,
কিন্তু মৃত লক্ষ্যি, শ্রাদ্ধ তর্পণে কি ফল?"
উত্তরে সন্তান, "তুমি মনস্বী মহান,
উদ্দেশ্য যা শ্রাদ্ধাদির,
তোমা তুল্য বিজ্ঞানীর,
অজ্ঞাত অবশ্য নাহি, বশিষ্ঠ সমান,
সর্ব্ব তত্ত্ব-বেত্তা তুমি, মহামহীয়ান।
প্রশ্ন তবু জিজ্ঞাসিলে,-উদ্দেশ্য ইহার,
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া, সত্য লোকে পরচার।
মৃত ব্যক্তি লক্ষ্য করি,
কি জন্য শ্রাদ্ধাদি করি,
এ প্রশ্ন-উত্তর-পূর্ব্বে, জন্ম-মৃত্যু কার।
জন্ম বা কি, মৃত্যু বা কি, চিন্তা দরকার।
দেহাত্ম-বুদ্ধির বশবর্ত্তী সদা যারা,
আত্মা বলি দেহকেই, বিশ্বাসয়ে তারা।
কিন্তু যিনি সু-বিদ্বান,
দেহ-তত্ত্বে অধীয়ান,
জ্ঞাত তিনি, আত্মা নহে নশ্বর এ দেহ।
আত্মা অবিনশ্বর,-নাশিতে নারে কেহ।
ধ্বংস এ দেহের, মৃত্যু নামে অভিহিত
আত্মা দেহ-অতিরিক্ত, অমর নিশ্চিত।
পরিধেয় বস্ত্র তুল্য,
নশ্বর দেহের মূল্য;
নিত্য নব দেহ, আত্মা পরিবর্ত্তে ভবে।
ধ্বংস্য দেহ,-আত্মা স্থির,—আত্মা মরে কবে?
আত্মা তুমি, আত্মার যা তৃপ্তি, তা তোমার।
অঙ্গ বেশ-ভূষা পরে,—সন্তোষ আত্মার!
সুখ দেহেন্দ্রিয়-দ্বারে
আত্মাই তা ভোগ করে,
প্রান্তরে, ভবনে রহ, দেশান্তরে আর,
ভোজ্য-পেয় পাও, তৃপ্তি আত্মা ভিন্ন কার?
দেহ নাশে সেই আত্মা অন্য দেহ ধরি,
রহে স্থির, তাকে যদি পিণ্ডদান করি,
যে স্থানেই রহে, তৃপ্তি অবশ্য সে পায়।
স্থূলে রহে, সূক্ষ্মে রহে, বাধা কি তাহায়?
তৃপ্তি স্থূল বস্তু নহে, তৃপ্তি সূক্ষ্ম হয়।
স্থূল ভোজ্য গ্রহণিয়া, তৃপ্তির উদয়।
যে স্থানে থাকুক আত্মা, স্থূল পিণ্ড তায়,
পৌছেনা যদিও, সূক্ষ্ম তৃপ্তি তথা যায়।
কি ভাবে তা পৌছে, শুন, তার বিবরণ,
প্রার্থনা পরমেশ্বরে, করে সর্ব্ব জন।
কোথা সে ঈশ্বর, কোন্ রত্ন-সিংহাসনে,
কোন্ মণি-মন্দিরে, তা জানে কোন্ জনে?

ধ্বংস্য—ধ্বংসনীয়।

তবু সে প্রার্থনা পৌঁছে শ্রবণে তাঁহার।
দর্শি ফল, বুঝি, তাহা সত্য শত বার।
যদি বল সে ঈশ্বর সর্ব্ব-ব্যাপী হন,
সর্ব্বত্র নয়ন তাঁর, সর্ব্বত্র শ্রবণ,
সর্ব্বশক্তিমান তিনি, সিন্ধু করুণার,
যে যা করি, অজ্ঞাত কিছুই নহে তাঁর।
চিন্ত মনে, তাহা হ'লে তাঁর নামোচ্চারি,
মন্ত্রে তাঁর, আর্ত্তস্বরে, যবে পিণ্ড ধরি,
পিতৃলোক-সমুদ্দেশে,
তাও তাঁর কর্ণে পশে।
ভক্তের বাসনা-পূর্ণ-জন্য কৃপা করি,
করেন ব্যবস্থা তিনি,
তাতে কি সন্দেহ গণি,
যদিও এ স্থূল চক্ষে দর্শিতে না পারি,
দিব্য চক্ষে, দিব্য জ্ঞানে, নিরীক্ষি বিচারি।
ইংরেজ রাজার রাজ্যে ডাকের কৌশল,
চলে অর্থ, চলে পত্র, কত সু-শৃঙ্খল!
আমি হেথা, আছে ভাই,
শ্রীরঙ্গপট্টমে যাই,'
অর্থ, পত্র, তার কাছে দত্ত যা সকল,
প্রাপ্ত তা সে, যথাকালে, নাহি কোন গোল।
অর্থ যা পাঠাই, তা ত রহে এই স্থানে।
অথচ তা উপস্থিত তার সন্নিধানে।
সে প্রকার বিশ্বেশ্বর-রাজ্য এ ধরায়,
অপূর্ব্ব কৌশলে কর্ম্মফল চলি যায়।
পিতৃ-লোক উদ্দেশে যে পিণ্ড কর দান,
পিণ্ড-দান-জন্য তৃপ্তি পিতৃলোক পান।"
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "মূর্ত্তি আরাধনে,
সিদ্ধি লাভ কে কোথায় করেছে ভুবনে?"
উত্তরে সন্তান, "আছে অগণ্য প্রমাণ,
পূর্ব্ব কাল হইতে, পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।
একলব্য নামে ছিল নিষাদ তনয়,
ধনুর্ব্বিদ্যা-শিক্ষা-জন্য ইচ্ছা তার হয়।

বীর কুলেশ্বর গুরু দ্রোণাচার্য্য তবে,
ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেন, কুরু-বংশ সবে।
দ্রোণাচার্য্য-স্থানে আসি, নিষাদ-তনয়,
ভক্তি-ভরে, অন্তরের বাঞ্ছা নিবেদয়।
"ব্যাধ-পুত্র আমি, মোকে অস্ত্র শিক্ষা দেও।"
গুরু ক'ন "এ দুরাশা পরিহরি যাও।
ছাত্র মোর, হের যত রাজপুত্রগণ।
মধ্যে তার, নাহি শোভে, ব্যাধের নন্দন!"
গুরু-বাক্যে একলব্য গুরু ক্লেশ পায়,
গুরুপদে প্রণমি, নির্জ্জন বনে যায়।
গুরু দ্রোণ-প্রতিমূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ,
অর্চ্চে গুরু ভক্তিভরে, ব্যাধের সন্তান।
ভক্তির মাহাত্ম্য অতি অসাধ্য বর্ণন,
স্থির ভক্তি যথা, তথা সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ।
জ্ঞান-মূর্ত্তি বিশ্বগুরু মহা মহেশ্বর,
উদ্ভাসেন ভক্ত একলব্যের অন্তর।
তুচ্ছ গুরু দ্রোণাচার্য্য, দ্রোণ-গুরু যিনি,
একলব্য-সম্মুখে অযোগ্য যোদ্ধা তিনি।
ক্রমে হ'ল ধনুর্ব্বেদে এত সে বিদ্বান,
অপ্রমেয় সু-দুর্জ্জয়, বীরেন্দ্র প্রধান।
শব্দভেদী, নামভেদী, স্বর-রুদ্ধ-কর,
সিদ্ধ, নানাবিধ অস্ত্রে, মহা ধনুর্দ্ধর।
এক দিন এক দুষ্ট সারমেয়-স্বর,
রুদ্ধ করি, একলব্য আছে নিজ ঘর।
দ্রোণাচার্য্য আপনার শিষ্যগণ-সনে,
ভ্রমিতে ছিলেন তার নিকটস্থ বনে।
সারমেয় সেই স্থানে হয় উপস্থিত।
দর্শি, শিষ্যগণ-সঙ্গে আচার্য্য বিস্মিত।
ভিন্ন দ্রোণ, স্বররুদ্ধকর মহাবান,
ধরাপৃষ্ঠে কেহ নারে করিতে সন্ধান।
মান্য, যার জন্য, দ্রোণাচার্য্য বহু মানে,
শিক্ষা সেই বান, কে করিল কার স্থানে!

অনুসন্ধানিতে গুরু চিন্তাযুক্ত-হিয়া,
মূর্ত্তি যথা তাঁর, তথা উপস্থিত গিয়া।
দর্শিলেন, একলব্য পরাভক্তি-মনে,
নিযুক্ত-অন্তর, তাঁর মূর্ত্তি আরাধনে।
মূর্ত্তি আরাধিয়া সে প্রবুদ্ধ অপ্রমাণ,
শিষ্য যত তাঁর, তার মধ্যে সে প্রধান।

পার্থে বেশী শিখাবেন, দ্রোণ-বাক্য ছিল,
কার্য্য-কালে একলব্য উপরে উঠিল।
অভিমানে অর্জ্জুন গুরুর প্রতি চায়।
পূর্ব্ব কথা স্মরি, গুরু পতিত লজ্জায়।

লঙ্ঘি ন্যায়, রক্ষিতে সে অর্জ্জুনের মান,
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ গুরু দক্ষিণার্থ চান।
অর্পে তাহা একলব্য আনন্দে হাসিয়া,
যান গুরু, গুরু নামে কলঙ্ক লেপিয়া।

মূর্ত্তি অর্চ্চি, সুরথের রাজ্য লাভ ঘটে।
সংঘটে বৈশ্যের মুক্তি সংসার-সঙ্কটে।
মূর্ত্তি অর্চ্চি, প্রসাদের অসাধ্য-সাধন,
মূর্ত্তি অর্চ্চি, দস্যু রামা শ্যামা মহাজন।
মূর্ত্তি অর্চ্চি, সিদ্ধ শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী।
কার্য্য যার অসম্ভব, যাই বলি হারি।
মূর্ত্তি অর্চ্চি, রামকৃষ্ণ বিশ্ব-গরীয়ান,
তাঁর মূর্ত্তি অর্চ্চি, ধন্য কত মহাপ্রাণ।

মূর্ত্তি অর্চ্চি, মাধবেন্দ্র পুরী মহাজন;
যাঁর জন্য, গোপীনাথ ক্ষীর-চোরা হন।
সাক্ষী দাতা শ্রীগোপাল, মূর্ত্তিপূজা-ফলে;
নাম "সাক্ষী গোপাল" রটিল পৃথ্বীতলে।

মূর্ত্তি অর্চ্চনার ফল, কি বলিব আমি,
অর্চ্চি নিজে মূর্ত্তি, ফল নিত্য জান তুমি।
মূর্ত্তি অবলম্বি, পরমেশ্বরে ধেয়াই।
মূর্ত্তি ত সাহায্য মাত্র, মূর্ত্তি-পূজা নাই।
অবলম্বি ফটো, পুত্র পিতাকে অর্চ্চনে।
ভক্ত তথা অর্চ্চে শক্তি, মূর্ত্ত্যবলম্বনে।"

কহে বিপ্র রামতনু, "তুমি কালিদাস,
কালী-প্রতি তাই তব অটল বিশ্বাস।
কিন্তু যদি কালী-নামে এতই মঙ্গল,
নিন্দে কেন সেই কালী বৈরাগীর দল?"

উত্তরে সন্তান হাসি, "শুন, মহোদয়!
শক্তি-তত্ত্ব সকলের বোধগম্য নয়।
দৃষ্ট বহু ভক্ত এবে বৈরাগীর দলে,
শুদ্ধাচারী অলৌকিক, শুদ্ধমতে চলে!
শুদ্ধ এত, জননীর হস্তে নাহি খায়।
গঙ্গাজল দিলেও মা, ধৌত করে তায়।
মৎস্যাহারী পিতার প্রেরিত তঙ্কা এলে,
"ধৌত করি, বিলি কর" পিয়নকে বলে।
হেন শুদ্ধাচারী, যদি, নাহি নিন্দে কালী,
কালীর মস্তকে তবে কলঙ্কের ডালি।

বর্ত্তে যত সম্প্রদায়, বর্ত্তে যত মত,
একেশ্বর, এক তত্ত্ব, এক সত্য পথ।
এক ভিন্ন ঈশ্বর না আছে পঞ্চজন।
পঞ্চ নামে, করে আর্য্যে, একে আরাধন।
শিক্ষা-দীক্ষা-দোষে, আর জ্ঞানের অভাবে,
পঞ্চ সম্প্রদায়ী পরস্পরে ভিন্ন ভাবে।
কিন্তু যাঁরা তত্ত্বদর্শী সাধক বিদ্বান,
অজ্ঞানের নিন্দা-মন্দে তাঁরা নাহি যান!

"বৈরাগী" বলিয়া তুমি যাহাদের প্রতি,
লক্ষ্য করিয়াছ, তারা হীন-চিত্ত অতি।
পাঠক, কথক, যাহা বুঝাইয়া যায়,
পূর্ব্ব-পর না বিচারি, "আচ্ছা" বলে তায়।
পাঠক-কথক মধ্যে সাধক কোথায়,
মাত্র কিছু উপার্জ্জনে কৃষ্ণ-গুণ গায়।

তারপরে তাহারা কুসংস্কারে চলে,
গৌরাঙ্গ ভজিতে, কৃষ্ণে "দুরাচার" বলে।
করিয়াছে ভাগবত জীবিকা যাহারা,
বৈরাগ্যের কৃষ্ণ-তত্ত্ব, কোথা পাবে তারা।

সত্য যাহা বুঝে,— তাও করিলে প্রচার,
নষ্ট হয় ব্যবসা,—আশ্রয় জীবিকার !
ধর্ম্ম গোড়ামীর, মূর্খ-মধ্যে মজাদার,
সর্ব্বদা কলহ, বর্দ্ধে বক্তার পশার।
নিন্দিলে তাহারা কালী, তাতে কি বিস্ময়
"কচ্ছপের জন্য, কভু মধুপান নয় !"
ব্যাখ্যা শুনি তাহাদের, জনসাধারণ
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি করে আচরণ।
এক হিন্দু অন্যে যদি নিন্দা না করিবে,
হিন্দু-স্থান কি প্রকারে রসাতলে যাবে !
অন্বেষণ কর যদি বৈষ্ণব-প্রধান,
দর্শিবে তাঁহারা কত শূন্য-ভেদ-জ্ঞান।
অর্চ্চেন হ্লাদিনী শক্তি যিনি, তিনি শাক্ত
আদ্যাশক্তি কালীপ্রতি না হন বিরক্ত।
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত বংশীয় যাঁহারা,
অর্চ্চেন মা কালী, বর্ষে বহুবার তাঁরা।
যে বংশে শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হন,
বর্ত্তে সেই মিশ্রবংশে এবে বহু জন।
প্রত্যেকেই শাক্ত তাঁরা, মাঙ্গলিক কর্ম্ম-
অনুষ্ঠানে, অর্চ্চেন মা কালী, বুঝ মর্ম্ম।
নবদ্বীপে মহাপ্রভু সেবাইত যাঁরা,
দর্শ, করি অন্বেষণ,—সবে শাক্ত তাঁরা।
তবে যে গোস্বামী নাম, তিলক ধারণ,
ঈশ্বর সংসারে নাই, অর্থের মতন।"
কহে বিপ্র রামতনু, "করিনু স্বীকার,
কৃষ্ণ-কালী-ভেদ-জ্ঞান, নাহি তাঁ সবার।
কিন্তু নরোত্তমে পাই, "অন্য পূজা মানা,
প্রসাদ গ্রহণ করা কিছুতে যাবে না।"
তথা শ্রীনরোত্তমে,—
"না করিব অন্য দেবে নিন্দন বন্দন,
না করিব অন্যদেব-প্রসাদ ভক্ষণ।"
উত্তরে সন্তান, যারা গড়ে সম্প্রদায়,
বাক্য ও-প্রকার, তারা কিছু কিছু গায়।

রাস পড়ি কেহ ভক্ত নির্ব্বিকার হয়,
কেহ পরনারী-সঙ্গ-সুখ অন্বেষয়।
নরোত্তম ঠাকুরের নাম-সংকীর্ত্তনে,
অন্য পূজা আছে কি না, দেখ অধ্যয়নে ॥
তথা নরোত্তমের নাম সঙ্কীর্ত্তনে,—
"জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন,
জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্ব্বে-সর্ব্বোত্তম।
জয় জয় পৌর্ণমাসী জয় যোগমায়া,
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈল কায়া আচ্ছাদিয়া।"
অতএব, নরোত্তমে, অন্যের বন্দনা
ছিল না যে, কি প্রকারে স্বীকারি বল না ?
"না করিব অন্য দেব-প্রসাদ ভক্ষণ।"
এই পদ নরোত্তমে দর্শি না কখন।
কিন্তু প্রসাদের কথা করিলে বিচার
মধ্যে তার, কিছু কথা আছে বলিবার।
সর্ব্বদা অভ্যাস নিরামিষ ভোজ্যে যার,
মৎস্যাদি ভোজনে ঘটে বিতৃষ্ণা তাহার,
প্রায় কালী-মন্দিরে প্রসাদে মৎস্য মাংস,
নিরামিষ-ভোজী নাহি প্রার্থে তার অংশ।
কিন্তু হেরি শান্তিপুরে গোস্বামী-ভবনে,
মা কালী-পূজান্তে লোক আসি নিমন্ত্রণে,
কি গোস্বামী, কি বৈষ্ণব, লইতে প্রসাদ,
শুনি নাই কারো মুখে কোন প্রতিবাদ।
তারপরে চল যাই পুণ্য-ক্ষেত্র পুরী,
যে স্থানে ছিলেন মোর প্রভু গৌর-হরি,
সেই স্থানে জগন্নাথ-প্রসাদ লইয়া,
পাণ্ডাগণ আসে বিমলাকে নিবেদিয়া।
তখন তা শ্রীমহাপ্রসাদ বলি গণ্য।
পঞ্চ সম্প্রদায়ী ভক্ত প্রার্থী যার জন্য।
বিমলা ত চতুর্ভুজা কালী মূর্ত্তি হন।
মহাপ্রভু করিতেন প্রসাদ গ্রহণ।
প্রদক্ষিণ-প্রণাম, যা হইত প্রত্যহ,
হইত কি, অতিক্রমি বিমলাকে ?—কহ।

যখন করেন প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ,
অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি করেন অর্চ্চন।
কৃষ্ণ-কালী-বিষ্ণু-শিব যাহা দেখিতেন,
ভক্তির শ্রীমূর্ত্তি প্রভু অর্চ্চি চলিতেন।
আরো শুন, নিজে কৃষ্ণ রাসের সময়,
লইলেন যোগমায়া দেবীর আশ্রয়।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ভগবানপি তা রাত্রি শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

"শ্রীকৃষ্ণ সেই শারদীয় পূর্ণ সুধাকরে উদ্ভাসিতা, উৎফুল্ল-মল্লিকা-শোভিতা, মনোহরা রাত্রিসমূহ দর্শন করিয়া রমণেচ্ছুক হইলেন, এবং ভগবান হইয়াও যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।"

প্রাপ্ত পুনঃ, ভাগবত করি অধ্যয়ন,
রুক্মিণী করেন পূজা অম্বিকা-চরণ।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে

২৯শ অধ্যায়—

নমস্তে ত্বম্বিকেঽভিক্ষং সসন্তানযুতাং শিবাম্।
ভূয়াৎ পতির্ম্মে ভগবান কৃষ্ণস্তমনুমোদিতম্॥

"মা অম্বিকে, মা মঙ্গলময়ি! তোমার গণেশাদি সন্তানগণ-সঙ্গে তোমাকে আমি বার বার নমস্কার করিতেছি। তুমি প্রসন্না হইয়া অনুমোদন কর, যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার পাণিগ্রহণ করেন।"

কৃষ্ণ-লীলা-মাধুর্য্য শ্রীব্রজগোপী যাঁরা,
কাত্যায়নী নামে, কালী অর্চ্চেন তাঁহারা।
ত্রেতায় শ্রীরাম নিজে অর্চ্চেন চণ্ডিকা,
রামচণ্ডীপুরে গেলে, সাক্ষী যায় দেখা।
অতএব বৈরাগীর ঈশ্বর যাঁহারা,
নানারূপে কালীমূর্ত্তি অর্চ্চেন তাঁহারা।
বৈরাগী নিন্দিলে কালী কি করিব তার?
নিন্দি কালী, নিন্দে সে উপাস্যে আপনার!"
প্রশ্নে বিপ্র রামতনু, "শঙ্করী-সন্তান!
যিনি কালী, তিনি কৃষ্ণ, কি তার প্রমাণ?"

উত্তরে সন্তান, "ভদ্র! গীতা আর চণ্ডী,
অধ্যয়নে অতিক্রমি, সন্দেহের গণ্ডী।
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ তত্ত্ব-পরিচয়,
দিয়াছেন যাহা, তাহা লঙ্ঘিবার নয়।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়, ৭ম ও ১০ম অধ্যায়ে,—

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
ইন্দ্রিয়ানামনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
মৃত্যু সর্ব্ব হরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তি শ্রীবাক্‌চ নারীনাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিক্ষমা॥

"হে পার্থ! সমস্ত ভূতগণের উৎপাদন-হেতু সনাত[ন] বীজ বলিয়া আমাকেই জানিও। আমি বুদ্ধিমানগণে[র] হৃদয়ে বুদ্ধি, এবং তেজস্বিগণের হৃদয়ে তেজ। আমি ইন্দ্রি[য়]গণের মধ্যে মন, এবং ভূতগণের মধ্যে চেতনা। হে মহা[]বাহো! যে পরমা প্রকৃতিদ্বারা এই বিশ্ব রক্ষিত,—জী[ব]সমূহের সৃষ্টিস্থিতি হেতু যে পরমা প্রকৃতি, তাহাও আমি[], তাহা তুমি অবগত হও। আমিই সর্ব্বহর মৃত্যু, এ[বং] আমিই ভবিষ্যৎ জীবগণের জন্ম বা উদ্ভব। আমি[ই] নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, ক্ষমা, মেধা, লক্ষ্মী (শ্রী) সরস্বতী (বাক্) ইত্যাদি।

তাহা হইলে যিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, তিনি য[খন] উপাসনায় বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় তন্ময় হন, তখন তি[নি] বলেন, "যিনি বিশ্বোৎপাদনের জন্য বীজস্বরূপ, যিনি বুদ্ধি[,] যিনি তেজস্বীর তেজ, যিনি ইন্দ্রিয়গণমধ্যে মন, যি[নি] পরমা প্রকৃতি, যিনি ভূতগণের মধ্যে চেতনা, যিনি মৃত্[যু,] যিনি উদ্ভব, যিনি কীর্ত্তি, যিনি স্মৃতি, যিনি ধৃতি, যি[নি] মেধা, যিনি ক্ষমা, যিনি লক্ষ্মী, যিনি সরস্বতী, তিনি[ই] আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে নমস্কার!

কৃষ্ণার্চ্চনে বসিয়া বৈষ্ণব মহাজন,
এই সব তত্ত্ব করে অন্তরে চিন্তন।
শাক্তের মণ্ডপে পুন কর দরশন,
বাক্য এ সমস্তে, তার মা কালী-অর্চ্চন।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডিতে,—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্ত বীর্য্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ॥

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীং ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধ লক্ষণা।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টি রূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥

তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।

নমস্তস্যৈ ননস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোঽনমঃ ॥

প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোঽ নমঃ ॥

ইত্যাদি।

"মা, তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি। (স্থিতি শক্তি) তুমিই বিশ্বোৎপাদনের বীজ স্বরূপা ॥ তুমি পরমা মায়া ॥ মা, তুমি লক্ষ্মী, ঈশ্বরী, লজ্জা, বুদ্ধি, এবং তুমিই মহাবিদ্যা, মহামেধা, মহামায়া, মহাস্মৃতি ॥

তুমি সৃষ্টি-শক্তি, স্থিতি-শক্তি, সংহার-শক্তি। অথবা, তুমিই জন্ম, তুমিই পালন, এবং তুমিই মৃত্যু।

মা, তুমি সর্ব্বভূতের চেতনা, তোমাকে নমস্কার। মা, তুমি গুণত্রয়-বিভাবিনী পরমা প্রকৃতি। তুমি সর্ব্বভূতে ক্ষমা রূপে অবস্থিতা। তোমাকে নমস্কার।

অতএব বৈষ্ণব এবং শাক্ত একই বিশেষণদ্বারা নিজ নিজ উপাস্যকে সম্বোধন করিতেছেন। অথবা উভয়ের উপাস্য তত্ত্বতঃ একই জন। যিনি বৈষ্ণবের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শাক্তের মন্দিরে মা কালী। কলহ-প্রিয় অজ্ঞানের নিকটে কলহ, উপাস্য লইয়া ভেদবুদ্ধি; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞের নিকটে নামের পার্থক্যে কিছু আসে যায় না, তিনি সর্ব্বত্র একই মহামহেশ্বরের উপাসনা দর্শন করেন।

বিশ্বনাথ যিনি, তাঁকে অনন্ত প্রকারে,
অনন্ত ভাষায়, আর অনন্তোপচারে,
অর্চ্চনে অনন্ত লোক, অজ্ঞে না বুঝিয়া,
ভঙ্গ করে শান্তি, বৃথা দ্বন্দ্ব সন্দ নিয়া।

ভেদ-বুদ্ধি, সন্দেহ, অন্তরে রহে যার,
ইষ্ট তোষে তাহার না জন্মে অধিকার।
অন্যের উপাস্য ভাবে নিন্দা করে যারা,
বিশ্বব্যাপী বিশ্বনাথ-তত্ত্বে অন্ধ তারা।
ক্ষুদ্র করে নিজের উপাস্যে এ প্রকার,
বিশ্ব-প্রভু হ'তে নাহি সাধ্য থাকে তাঁর।

ঈশ্বরত্বে সঙ্কীর্ণতা র'বে যত কাল,
দ্বন্দ্ব র'বে ততকাল, অজ্ঞত্ব-জঞ্জাল।
শান্তি না ঘটিবে, নাহি আসিবে সন্তোষ।
দর্শিবে, সাধুত্ব-মধ্যে দম্ভের নির্ঘোষ।

ভক্ত যিনি তত্ত্বদর্শী মহামহীয়ান,
দ্বন্দ্ব-সন্দে মুক্ত তিনি, মহা ভাগ্যবান।
কৃষ্ণ, কালী, কেন,—আল্লা, গড্, যে যা বলে,
সর্ব্বদা তাঁহার প্রেম, তুল্য সর্ব্ব স্থলে।"

ক্রমে ক্রমে উচ্চাকাশে, আসিল তপন,
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গমন।
তত্ত্বালোচনায় মুগ্ধ বহু ভক্ত জন।
সন্তানে ভোজন দিতে করে আয়োজন।

যজ্ঞেশ্বর নামে পাণ্ডা, রজচ্চন্দ্র আর,
অগ্রবর্ত্তী হয়ে নিল সন্তানের ভার।
কেহ বলে "জয় কালী,"—কেহ "হরি বোল!"
মহোল্লাসে পর্ব্বত-শিখরে উচ্চ রোল।

বৈকালে বসিল আসি বহু যাত্রিগণ।
শতাধিক সন্ন্যাসীর হ'ল আগমন।
সন্ন্যাসীর কর্ত্তা পূর্ণানন্দ সরস্বতী,
নর্ম্মদা-"ওঙ্কার নাথে" যাঁহার বসতি।

প্রধান শ্রীশ্যামানন্দ, বুদ্ধ মহামতি,
চারি-বেদ-বিদ্যাবিৎ, কালীভক্ত অতি।
নানকসাহীর দলে কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ,
নেপালের শিবানন্দ, সঙ্গে অরবিন্দ।
মোহান্ত কেদারগিরি, থাকে সিদ্ধেশ্বরে;
মনিপুরী হরিদাস,—শ্যামকুণ্ড তীরে।

প্রয়াগের সুবিখ্যাত শ্রীমাধব দাস।
গৌরগত-প্রাণ, মহা ভক্ত কৃষ্ণদাস।
অবধূত-গৌরব আভিরানন্দ স্বামী,
প্রেমানন্দ গিরি,— তাঁর শিষ্য অনুগামী,
কত বা করিব নাম, গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
সৌভাগ্য কুণ্ড-তীরে বসিলেন আসি।
কহিলেন নিত্যানন্দ, "উচ্ছ্বাস-কীর্ত্তন,
ইচ্ছা এবে সকলের করিতে শ্রবণ।"
মর্ম্ম-ভাবে গাঁথা, কালী-কীর্ত্তন-উচ্ছ্বাস,
কামাখ্যায় কীর্ত্তনে ভুলুয়া কালিদাস।

—০—

প্রথম দিন।

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০—

চিত্রপট দর্শনে।

আমার, হাস্যমুখী মা, আমার, স্নেহময়ী মা,
আমার দয়াময়ী, দীন তারিণী, দুখ্‌হারিণী মা।
তুমি আছ বলেই আছি,
নইলে, বাঁচ্‌তে উপায় ছিলনা॥
কোথায় কে কবে বাঁচে, বল, কে বেঁচে আছে,
যদি, মা না থাকে, মায়ের ছেলে, দাঁড়ায় কার কাছে?
ভয় ভাবনা রয় না কিছু, মা রইলে পাছে;
ভবে মা আছে, তাই দেখিতে পাই,
সন্তানের সাহস আছে।
যে জন মায়ের কাছে যায়,
তাকে ধর্‌তে কে আর পায়।
মায়ের কোলে, থাক্‌লে ছেলে, সকল ভয় এড়ায়।
অন্যের কথা কি বা আর, এড়ায় মৃত্যুর অধিকার,
যম-যাতনা রয়না তাহার, মার কাছে মা, যে দাঁড়ায়,
সন্তানের জোরের যায়গা, মায়ের মত আর,—
যায়না দেখা এ ধরায়॥

তাইতে, বলি তোমায় মা, আমার সোহাগ-করা মা,
তুমি থাক্‌তে এ মহীতে ভাব্‌না কি আর মা?
হ'লে বিপদ আপদ, ঐ রাঙ্গাপদ ধরে র'ব মা।
হবে ভুলুয়ার ভয় বিলয় এবার, তোমার করুণায়,
জগৎ, দেখ্‌বে এবার, তুমি তাহার,
কেমন স্নেহময়ী মা শ্যামা॥

—০—

কিছুক্ষণ পরে।

হা রাজ-রাজেশ্বরী মা,—বিরাট বিশ্বেশ্বরী মা,
বিশ্বেশ্বরের সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণমনোরমা।
তুই, কেমন করে, কোমল করে,
খাঁড়াখানা আছিস্ ধরে,
মস্ত ভারে হস্ত অবশ, হয়না কি তোর মা?
তুই, কিসের বোঝা বহিস্ বল্, শুন্‌তে বাসনা।
নরমুণ্ড প্রকাণ্ড, যাহা দেখ্‌তে প্রচণ্ড,
সেই মুণ্ডমালা গলায় দোলে, এই বা কি কাণ্ড
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার, বিন্যাস নাই কেশে মার,
ত্রিলোকেশীর করে অসি, কপালে অগ্নিকাণ্ড!
বসন নাহি কটীদেশে, সাজান উন্মাদীর বেশে,
এমন সাজে কে মা তোরে করেছে দণ্ড!
এমন সাজে, মাকে সাজায়, সে কি পাষণ্ড!
আমারই মা ভুল হয়েছে, এত নয় সাজা,
তুই সকল বিচারের কর্ত্তা, তুই রাজার রাজা!
তোকে দণ্ড দিতে পারে কে এমন তেজা?
তুই, দুষ্ট তনয় শাসন তরে,
ধরেছিস্ মা অসি করে,
ন্যায়-বিচারে, মুণ্ডকেটে, ঢেকেছিস্ মাজা।
আবার, ছেলের মুণ্ড স্নেহময়ি!
ফেল্‌বি তুই কোথা?
তাই, মুণ্ডমালার সাজে তুই সাজা।
খাঁড়ার ভারে, মুণ্ড-হারে, সহিস্ বিষম ভার,
হ'ল, সোনার অঙ্গ কালীমাখা, দুঃখ হয়না কার!

কতদিন আর এ ভার সইবি,
অসিমুণ্ড কত বইবি ?
নৃমুণ্ড-মালিনী কালী কুণ্ডলিনি মা আমার !
তাহা, বল্‌বি কি একবার ?
কেটেছিস্ যে দুষ্ট ছেলে, দে এখন তার মুণ্ড ফেলে,
ভুলে যা তার স্নেহমায়া, দেখ্ মা অন্য আর।
আপন মায়ায়, আপ্‌নি বিভোর, কেন তুই হলি ?
হা মা, ভুল্‌বি না কি শোকের ভার ?
আহা ! এ সংসারে, এম্‌নি বটে, জননীর স্নেহ !
মা হয়ে মা, এ শোক ভুল্‌তে, পারেনা কেহ !
পুত্র যতই হোক্ দুরাচার,
ভাবেনা মা তা একটী বার,
পুত্র বলি প্রাণ কাঁদে মার,
দেখ্‌তে পাই অহরহ।
পুত্রস্নেহে অধীরা কে, তোর সমান আছে,
তোর ত দুঃখ হবেই দুঃসহ।
এই এক দৃশ্য চমৎকার, মায়ার বিনাশ নামে যার,
যার নামে হয়, বৈরাগ্যোদয়, পূর্ণ জ্ঞানের অধিকার।
যার নামে নর, সন্ন্যাসী হয়, ভুলিয়া সংসার,
সেই আপনি হয়ে কালী, মমতার অধীন হলি,
মুখ হাসালি মুক্তিদাত্রি ! ভবে তুই এবার !
মরা ছেলের মুণ্ড নিয়ে, পর্‌লি গলায় হার ?
এম্‌নি টান মা মমতায়, এম্‌নি ব্যথা বটে মার,
মরা ছেলের মুণ্ড বুকে, ধরেও শান্তি হয়।
তাই-ত বলি, মার মত মা, ব্যথিত কেহ নয় !
দেখেও লাগে চমৎকার,
তুই ঘুচাস্ জগতের ভার,
মা তোর এ ভার, ঘুচাতে আর, সাধ্য আছে কার ?
এখন, আপ্‌নার ভার, আপ্‌নি বহ,
ভারহারিণি মা আমার !
বনে দাবানল জ্বলে, নিবে জলদের জলে,
জলের শক্তি প্রবল অতি, তৃণ-গুচ্ছের অনলে,
কিন্তু যখন সিন্ধু-নীরে, বাড়বানল জ্বলে ধীরে,
জলধরের নাই শকতি, নিবাতে সেই অনলে,
তখন, জলধি বুকে ধরে, বিষম বহ্নি বাড়বানলে।
তেম্‌নি মা তোর নামে বটে,
সংসার-ভারের অন্ত ঘটে,
সংসার-সঙ্কটে মুক্তি, পায় বটে মা সকলে।
কিন্তু মা তোর নিজের সঙ্কট
যাচ্ছে না কোন কালে ॥
তুই এক কর্ম্ম কর্ গো মা, কথা তুচ্ছ করিস্ না,
তোর, নিজের নাম্‌টা নিজেই একবার
বল্‌না মন খুলে।
দেখ্‌বি, সকল ভারের অন্ত, হয়ে যাবে এক পলে।
তোর বলে তোর ভার যাবেনা,
যাবে তোর নামের বলে।
কালী হয়ে, বল্ "জয়কালী," ভারের বোঝা,
যাক চলে।
জলের আধার বারিধি যেমন,
অনন্ত ভারের কেবল, আধার মা তুই নস্ তেমন।
তুই মা ভারের জনয়িত্রী, জীবের মধ্যে যে যেমন,
তাহাকে তেমন ভারে, অনন্ত জগদাধারে,
ভারাক্রান্ত করি মা তুই, ঘুরাস্ সদা-সর্ব্বক্ষণ।
জীবনে শান্তি না পায়, ভবের ভারে, কোনও জন।
যাহাই বল্ মা তুই,—মা তোর মা-বাপ নয় সুজন,
তাইতে মা তোর শনির দৃষ্টি, করিয়ে ভারের সৃষ্টি,
কর্‌লি তুই কি ইষ্ট সাধন ?
এখন, কাটামুণ্ডের বোঝা বহিস্, তুণ্ডে না সরে বচন,
নৃমুণ্ড-মালিনী নাম, কুণ্ডলিনীর বিড়ম্বন ॥
শুন, চণ্ড-মুণ্ড-দণ্ডকারিণি ! এ দীন পুত্রের নিবেদন,
তোমার ভার বইবে তুমি, তাহাতে, কার্ কি কথা,
নাই সমালোচন।
শুধু, আমার, ভারের কথা, আমি, জানাই মা এখন।
সংসারে আনিয়ে এবার, দিয়েছ মোর ঘাড়ে যে ভার,
ভেঙ্গেছে ঘাড় সে ভার বইতে,
যায় যায় এখন জীবন !

এক্ষণে ভার আরো যদি, চাপাও মা তুমি,
হবে এবার নিশ্চিত মরণ!
পুত্র-শোক সইতে হবে, মুণ্ড একটা বেড়ে যাবে,
হবে, শোক-সলিলে সিক্ত, আরক্ত ও ত্রিলোচন।
তাই বলি মা, এ মোর ঘাড়ে,
ভার দিও না, আর এখন।
হবে, দেহান্ত যবে, কৃতান্ত দেখা দিবে,
সে দিন এ দীন ভুলুয়াকে, হইও না বিস্মরণ;
ভারের ভয়ে, দিন থাকিতে, স্মরি তোমার শ্রীচরণ।

তোমার ইচ্ছাতে সব হয়।

তোমার ইচ্ছাতে সব হয় মা,
তোমার ইচ্ছাতে সব হয়।
তোমার ইচ্ছা না হলে মা, কিছুই কিছু নয়।
তোমার ইচ্ছায় এ ভুবন, হচ্ছে যাচ্ছে অনুক্ষণ,
কিরণ দিচ্ছে, দিনকর, চন্দ্র, তারাচয়।
—তোমার ইচ্ছাতে সব হয়॥

মরুভূমে মরীচিকা, সিন্ধুনীরে অনল-শিখা,
আকাশে বিজলীর রেখা উল্কা সমুদয়।
তোমার ইচ্ছা না হলে মা, কিছুই কিছু নয়।
প্রস্রবণের উষ্ম নীর, সুধা-বিন্দু তটিনীর,
উচ্চগিরি, তুচ্ছ তৃণ, কীট-পতঙ্গচয়,
স্থাবর-জঙ্গম যত, তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট, স্থিত,
তোমার ইচ্ছা না হ'লে মা, কিছুই কিছু নয়;
আবার, শ্মশানে শঙ্করী তুমি মা,
তোমার ইচ্ছাতে মহা প্রলয়।

এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিত্য অভিনয়,
অঘটন ঘটনের খেলা, যাহা দেখি সব সময়,
সমস্ত মা তোমার ইচ্ছা, তোমার সকল শিবময়!
তত্ত্ব ভুলে, মায়ায় মত্ত, হয়ে বসে আছি মা,
তাইতে নারি বুঝেও বুঝ্‌তে, তোমার বাসনা।
ভাবি, আত্ম ইচ্ছামত খাই, আত্ম ইচ্ছামত যাই,
আত্ম-ইচ্ছামত সুখ-শান্তি ভুগি মা।
এই যে বুদ্ধি এই যে বল, এই যে দেহ অবিকল,
আত্ম-ইচ্ছা মত চলে, এই ত জানি মা।
বুঝ্‌তে নারি আছ তুমি, আছে তোমার বাসনা।
নিত্য করি নূতন আশ, নিত্য ঘটাই সর্ব্বনাশ,
দুখ্‌ পেলে মা দোষটী ধরি, নিন্দি তোমার করুণা।
দুখের বেলায় তুমি, তখন, আমার আমি থাকেনা॥
আবার যখন শান্তি পাই,
তোমার নামটী ভুলে যাই,
বাহুবলে সব করিলাম, দর্পে করি ঘোষণা।
হার্‌লে তুমি, জিত্‌লে আমি, বিলক্ষণ বিবেচনা!
উপর ভাসা চিরদিন, উপর নিয়ে থাকি,
অন্তরে যে কি আছে, তার খবর নাহি রাখি।
এম্‌নি মায়া মা তোমার,
এম্‌নি তাহে মন আমার,
"আমার আমি" ভিন্ন আর, অন্য নাহি দেখি।
অহঙ্কারের সাহায্যে মা, দুখের চিত্র আঁকি।
সুখ গেল সুবিধা গেল, শরীর শক্তিবিহীন হ'ল,
সকল গেল, রইল "আমার" রবটী শুধু বাকী।
মরণ সময় এল, এখন বল মা, মোর উপায় কি!
হা দীন দয়াময়ী মা, অপার স্নেহময়ী মা,
অহঙ্কারেই তোমার ইচ্ছা, বুঝ্‌তে দিল না।
দুঃখে দুঃখে গেল দিন, ক্রমে হলেম জরাধীন,
জগন্ময়ি! তোমার ইচ্ছা, না জেনে এই যাতনা
মরণ-সময় এল, এখন উপায় কি, তাই বল মা!
কালী-কুল-কুণ্ডলিনি! অপার তোমার করুণা,
তোমার কৃপা হ'লে জীবের, রয়না কোন যাতনা।
অকূল ভবসিন্ধু জলে,
"জয়কালী" নাম নিশান তুলে,
জীর্ণতরি নিয়ে তরে, কত নাবিক মা!
সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গী দেখে ডরায় না॥

শ্রীশ্রীদুর্গা।

দুর্গা তুমি দুর্গতিনাশিনী সন্তানের।
আবির্ভূতা মুক্তাকাশে আহ্বানে দেবের॥

তোমার ইচ্ছায় কি না ঘটে,
অপার তোমার মহিমা।
প্রকৃতির এইযে খেলা,
এও মা কেবল তোমার লীলা
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত, তোমার আদেশ পালে মা।
জনম-মরণ নয় নিয়তি, তোমার বাসনা।

তোমার ইচ্ছা হলে, অকূল সিন্ধু-সলিলে,
শুক্‌ন সোলা মগ্ন হয়, ভাসে মা শিলে।
অগ্নি হয় মা সু-শীতল, তাপের আধার হয় মা জল,
সাপের আধার শিখি হয়, বনে পশিলে,
কৌশলের না দেখি শেষ,
বাঘের কোলে ঘুমায় মেষ,
বিশেষ খেলা আর কি আছে, দেখ্‌ব ভূতলে!
"ইচ্ছাময়ী" তাই মা তোমায়, বলে সকলে।

হায় রে, কবে তেমন দিন, পাবে এই ভুলুয়া দিন,
তোমার ইচ্ছাধীন যে ইচ্ছা, কর্‌বে সমুদয়।
আর, তোমার ইচ্ছাধীন হয়ে তার,
হবে সকল ইচ্ছা লয়॥

—০—

নৃত্য করিয়া। (গীত)

মার মত ব্যথার ব্যথী আর কেবা আছে রে।
সন্তানের বড় বল, শুধু মার কাছে রে।
এসেছি মায়ের দেশে, যখন যে দিকে চাই,
করুণার চিহ্ন ভিন্ন, কিছু না দেখিতে পাই।

এ দেশে প্রতিমা মার, হেরি প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রতি ঘরে মা আমাকে, বসায়ে আদর করে।
এ দেশে যত যা দেখি, জননী-সন্তান তারা,
জননী-ইচ্ছায় তারা নানারূপ সাজ পরা।

সাজায়ে মা নাচাইছে, নিজ হাতে দিয়ে "তাই।"
এ নাচন-অভিনয়, আর কোথাও দেখি নাই।
কেউ মিলনে, কেউ বিরহে,
কেউ উদাসীন যোগীর বেশ!
কেউ প্রভুত্বে, কেউ দাসত্বে,
কি অপূর্ব্ব রঙ্গের দেশ!

কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ নাচে, কেহ গায়।
কেহ নিন্দে, কেহ বন্দে, কেহ সন্দ করি যায়।
কেহ বা দুর্ব্বলে ধ্বংসে, কেহ রক্ষা করে তায়।
কেহ লুণ্ঠে, কেহ বণ্টে, কেহ অংশ করি খায়।
মা আমার, এই অভিনয়ে, একাই সকল মূলাধার।
রঙ্গ এত কোথায় পেল, রঙ্গময়ী মা আমার।

মন রে, এসেছ যদি, মার রঙ্গ দেখে যাও,
নয়ন সার্থক কর, কেন অন্য দিকে চাও?
নাচাইছে মা যখন, সমস্ত সন্তান তাঁর,
ভালমন্দ বিচারে কি, আছে কাহার অধিকার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, ভালমন্দ, ভুলে যাও।
রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখ, আর তাঁহার গুণ গাও।
যে আসে, আদর কর, সম্ভাষিয়া সু-বচনে,
তুমি যে সন্তান মার, জানাও তা আচরণে।
এত কাল যা করেছ, মোহে পথহারা হয়ে,
তাই স্মর, পরের কথায়, কাণ নাহি দিয়ে।
তুমি যে ভুলেছ মাকে, বল নিজ রসনায়,
চাও ক্ষমা সে পাপের, শরণ লইয়ে পায়।
আর বল, আজ হ'তে, আমি, হ'নু মা তোমার।
ধন-মান, মন-প্রাণ, সব তুমি ভুলুয়ার॥

দণ্ডায়মান হইয়া।

হা মা, মঙ্গল-আসনে, মধুর হাস্য-বদনে!
তুমি অভয়দাত্রী, জগদ্ধাত্রী, গায়ত্রী, ত্রিনয়নে!
বড়, ভয় পেয়ে তোমাকে ডাকি, রাখ চরণে।
সম্পালিনী তুমি,—সহায়, জীবের জীবন-মরণে।
আজ সঙ্কটে তনয়ের সহায়,
না হ'লে মা, চল্‌বে কেমনে?॥
আমার সম্মুখে সমুদ্র অকূল, চিত্ত ব্যাকুল দর্শনে,
আবার, দেহ-তরি চূর্ণীকৃত,
কাল-তরঙ্গের ঘর্ষণে।

তবু জরাজীর্ণ তরি, সঙ্কটে ভাসমান করি,
অসময়ে, দুরাশায় মা, স্মরি তোমার চরণ।
ভাসিয়াছি, পার হ'তে এই অকূল-সিন্ধু মা,
এবার, কি হবে তা কে জানে ॥
কাল-সিন্ধু তরঙ্গাকুল, কর্ম্মবায়ু তায় প্রতিকূল,
আয়ু-সূর্য্য অস্তাচলের শিখরে লগ্ন,
ভগ্ন তরি না ভাসাতেই, প্রায় জলমগ্ন।
আবার, অসংলগ্ন বাহিত্র সব, স্খলিত-বন্ধন,
হই বুঝি মা, কিনারেই মগ্ন ॥
তাতেই ডাকি তোমায় মা, আমার স্নেহময়ী মা,
এক্ষণে কি করব, তাহার উপায় বলে দেও।
এই, অভাজন অধম সন্তানে, সঙ্কটে তরাও।
আমার ত মা, নাই সাধনা,
নিত্য নূতন বিড়ম্বনা,
যাহাতে হয়, করেছি তার পথ মা তারিণি।
এই দুখের সিন্ধু তরিতে মা,
আমার সহায় কেউ হবে না,
ভরসা মা তুমি এখন, পতিতপাবনি!
করবে কি না কৃপা মোকে, বল তাই শুনি।
তুমি যদি কৃপা কর, সাহস পাবে এ অন্তর,
"দুর্গা দুর্গা" বলি এবার এই জীর্ণ তরি খুল্‌ব।
আর, দুর্গা নামের, পাকা নিশান, মাস্তুলে মা
বাঁধ্‌ব।
দৃঢ়-নির্ভর-রজ্জু দিয়ে, দুর্গানাম-মাহাত্ম্য নিয়ে,
বিশ্বাসের পাল খাটাব, বাধা-বিঘ্ন ভুল্‌ব?
পবন বেগে চল্‌বে তরি,—
আমি কি আনন্দে চল্‌ব!
কালের চর যাহারা, হেরে,
নির্ব্বাক হবে, র'বে দূরে,
আমি পরমানন্দে দেখ্‌ব ॥
আর, কুত-ঘাটে যায়, না লাগে মাশুল,
তাহার জন্য মা,
আমি, কালী নামের, ডঙ্কা-ধ্বনি তুল্‌ব ॥

ভেদবুদ্ধি দিয়া বলি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই ভুলি,
সর্ব্বত্র তোমাকে দর্শি, কিছুতেই না টল্‌ব।
অনর্থের নিবৃত্তি হবে, তরঙ্গে মোর কি করিবে
কাল-তরঙ্গ ভঙ্গ করি, দুর্জ্জয় হয়ে চল্‌ব।
পার হ'ব এ ভব-সিন্ধু, জনম-মরণ ভুল্‌ব ॥
তোমার সন্তান তোমার পদে,
কি সম্পদে, কি বিপদে,
থাক্‌ব আমি, যা হয় হবে,—
কারো ধার না ধার্‌ব।
এবার, ভুলুয়ার সাধ, নির্ব্বিবাদে, মিটাতে কি
পার্‌ব?

——

অধোবদনে।

যে জন, তোমার ভক্ত হয়,
তোমার শরণাগত রয়,
তারিণি! তাপ-ত্রয়ে তায় কি পরশয়?
সচ্চিদানন্দ-রূপিণি! আনন্দের জননী তুমি,
তোমার ভক্ত সাধক যারা, তারা সদানন্দময়।
বসিলে বহ্নির নিকটে, রয় কি শীতের ভয়?
তুমি সূর্য্য, তুমি বহ্নি, এ বিশ্ব-প্রাণ গায়ত্রী,
তুমি ব্রহ্মময়ী কালী, তুমিই জগদ্ধাত্রী।
তুমি, দিবা-রাত্রির জনয়িত্রী,
জীবের ভাগ্য-বিধাত্রী।
কালেরও নিয়ন্ত্রী তুমি,
বরুণ-পবন-যম-সোমাদি,
অর্চ্চে তোমার শ্রীমূর্ত্তি ॥
কালী কুল-কুণ্ডলিনি মা, তুমি রাখিলে কূলে,
পবন কি আর গমন করে, মোর প্রতিকূলে?
অনুকূল হবে বায়ু, দীর্ঘ হবে হ্রস্ব আয়ু,
সতেজ হবে হৃদয়-স্নায়ু, সবল হব সমূলে।
"জয় মা বলি, নিশ্চয় এবার, তর্‌ব অকূলে।
কিন্তু মনে জাগে সন্দেহ!
তোমার পদে নাই মা ভক্তি, বশে নয় দেহ।

ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের তরে,
তীব্র অনুরাগের ভরে।
চোরের মত বেড়ায় ঘুরে, পথ ছাড়ি অহরহ।
কর্ম্ম-দোষে সহি সদা, দুঃখ জ্বালা দুঃসহ।
আমার নাই না, মনের বল,
আবার দুর্ম্মতি প্রবল,
সুধায় আমার হয় না রুচি, পান করি গরল।
তোমারই খাই, তোমার পরি,
তোমায় নাহি স্মরণ করি,
কৃতঘ্ন আমার মত, সংসারে বিরল।
লোক-সমাজে, নাই আর এখন,
মুখ দেখাবার স্থল।
এখন আমার ভার কে লবে,
আমি কি পার পাব ভবে!
ভুলুয়ার কি হবে এবার, এতই ভাগ্যবল?
পরশিবে তাহায়, তুমি দিয়ে চরণতল?

করুণা দাবী।

হা মা জগত্তারিণি, জগৎলক্ষ্মী-রূপিণি!
জগন্ময়ি, যোগেশ্বরি, জগচ্ছান্তি-দায়িনি!
মনের কথা, প্রাণের ব্যথা,
তোমার কাছে জানাই জননি!
অবস্থা বিচার করি, যা হয় এখন, কর মা তুমি।

আমি, মায়া মোহে জ্ঞান হীন মা,
অলস অনুক্ষণ।
পূর্ণ অহঙ্কার মা আমার,
কামক্রোধের পূর্ণ বিকার,
অনম্রতা আশ্রয় করি, হয়েছি মা অভাজন।
বিঘ্ন-বিপদ চতুর্দ্দিকে, করেছে বেষ্টন।
কিঞ্চিৎ ধনে, কিঞ্চিৎ মানে,
কিঞ্চিৎ পেয়ে পদ,
সরার মত ধরা দেখি, হ্রদ দেখি গোষ্পদ।
কিঞ্চিৎ করি অধ্যয়ন, তার্কিক এখন বিলক্ষণ,
সরস্বতীর ভুল ধরি হই, আহ্লাদে গদ্‌গদ্।
আবার, মন খাঁটী নাই, মানুষ ভুলাই মা,
পরি সাধুর পরিচ্ছদ॥

এতই অজ্ঞানতা আমার, কল্পনার স্বপন,
কল্যাণি মা, নিরবধি করি নিরীক্ষণ।
কিসে বিত্ত-বিভব হবে, জগৎ অনুগত র'বে,
প্রভু প্রভু বল্‌বে সবে, হব ব্যক্তি বিচক্ষণ!
নিরবধি এই দুরাশায়, মত্ত আমার মন।
দুরাশার যন্ত্রণাতে, জর্জ্জরিত অনুক্ষণ,
যন্ত্রণা, সইতে নারি, হে শঙ্করি!
স্মরি তোমার শ্রীচরণ।

অবসন্ন চিত্ত আমার, প্রসন্ন কর,
দুর্ব্বাসনার দুর্ব্বিসহ দুঃখ মা হর।
তোমার কৃপা ভিন্ন শিবে,
এ যন্ত্রণা কে নাশিবে?
অশিব-নাশিনী, তোমায় বলেছেন হর।
আজ, বিস্তারি মা স্নেহের হস্ত, সন্তানে ধর।
কতরূপ শপথ করি, সুপথ ধর্‌তে ইচ্ছা করি,
কিন্তু মাগো, কোনও রূপে মোহের গণ্ডী
না এড়াই।
মোহ যেন মা ভূতুড়ীয়া,
বোঝা টানায় আমায় দিয়া,
বেঁধেছে মোয় মোহন-মন্ত্রে,
পলাইতে সাধ্য নাই।
পলাইয়া বাহির হই মা,
ফিরে আবার মধ্যে যাই।
অহঙ্কারের এতই জোর,
আমায় করেছে বিভোর,
কোনও রূপে খাটে না তায়, সতর্কতার জোর!
হিংসা-নিন্দার অধীন করি,
ঘুরায় আমায় জগৎ ভরি,

কু-কাজে খুব স্ফূর্ত্তি রটায়, সু-কাজে হই চোর!
বল্‌ব কি মা, চতুর্দ্দিকে আমার বিপদ ঘোর ॥
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে, অজ্ঞানতা ঘুমের ঘোরে,
জাগাও মা চৈতন্যময়ি! করি নয়ন উন্মিলন।
দূরে যাক্ মা, জন্মের মতন, দুরাশার স্বপন।
নিদ্রায় জীবের শান্তি হয়,
কিন্তু মাগো এ নিদ্রায়
দুঃস্বপনের নির্য্যাতনে, আমার জীবন বাহিরায়।
জাগাও মা চৈতন্যময়ি! ধরি তোমার পায়।
করুণারূপিণী তুমি, শান্তিদায়িনী,
বিপন্নে আশ্রয়দায়িনী, বিশ্ব-পালিনী।
আমি, বিপন্ন মা, ব্যথায় ব্যথায়
গেল আমার প্রাণ,
তোমার, এমন শক্তি নাই কি'
আমায় কর শান্তি দান?
মুক্তি দেও, বা বেঁধে মার,
যাহা তোমার ইচ্ছা, কর,
অবিশ্বস্ত হয় না যেন, বিশ্বনাথের পরমাণ।
তিনি নাম রেখেছেন তারা,
আমি দুঃখে হলে সারা,
তারা-নামের গৌরব কি আর, ভবে র'বে মা?
হবে সে গৌরবের অবসান।
তাই ডাকি ভুলুয়া,
তোমায় করিতেছে সাবধান!

বিচার প্রার্থনা

দুর্ম্মতির দুষ্কৃতির কথা, বল্‌ব আর কত?
তোমার মত মা থাকিতেও, মায়া মোহের কবলে,
নির্য্যাতিত হই অবিরত।
অপার স্নেহময়ী তুমি, করুণার সিন্ধু তুমি,
জেনে শুনে দেখেও আমি, নই তোমার অনুগত।
আসল কথা, মাগো আমি, দুর্জ্জন অতিশয়,
আমার প্রতি আর করুণা করা উচিত নয়।
দুর্জ্জনে করুণা কর্‌লে, তাতে উল্টো ফল মা ফলে,
প্রশ্রয় দিয়ে কু কর্ম্মে, তায়, উৎসাহিত করা হয়।
উচিত শাস্তি দিলে তাকে, সহজে সে সুপথ লয় ॥
আমায়, চূর্ণ কর পদে পদে, রাখ সদা ঘোর বিপদে,
দুর্ব্বাসনার চিত্ত আমার, হউক মা যন্ত্রণাময়;
আমি, যেমন ভণ্ড, তেমন দণ্ড, দণ্ডকারিণি!
আমায় দেওয়া উচিত হয়
মন যখন সুপথে যায়না, দুখের পথ ছাড়িতে চায় ন
ভয় করে না তোমায়,
তোমার আইন লঙ্ঘে সব সময়
তখন, তনয় বলি মমতা আর, একেবারেই উচিত নয়
অসংখ্য সন্তানের মা যে, তার কি কেবল দয়া সাজে
কেবল দয়ায়, হয় অবিচার, রাজার গৌরব থাকে না
এই ধারণা এখন আমার, কেবল দয়া রহে যে মার,
তার সন্তানের দুর্গতি মা, কোনও কালে ঘুচে না।
বাঙ্গলা দেশে, ঘরে ঘরে, তাহার নিশানা।
পাপের সাজা হয় মা যবে, নিষ্কৃতি পায় জীবে তবে
যেরূপেই হোক, পাপের সাজা,
এড়ায় না মা কোনও জন
তাই, এ পাষণ্ডে দণ্ড দিয়ে, কুণ্ডলিনি মা,
কর ভুলুয়ার ভয় নিবারণ

—০—

ভক্তিপ্রার্থনা

শরণাগত-পালিনী, তুমি মা তারা,
বুঝে না তা, আমার মত, অভিমানী লোক যারা।
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, ভুলেছি সেই স্বরূপ সত্য,
সত্য ভুলে হয়েছি মা, সুখের পথ-হারা।
এখন, যে দিকে চাই, সেই দিকে দুখ্, দুর্গতি ভরা।
হা দীন দয়াময়ী মা, আমার উপায় কি হবে?
আমায় কেন মানুষ করি পাঠালে ভবে?
দিলে না ভক্তি মনে, কামাদির প্রলোভনে,
ভুলে এবার পড়েছি মা, দুর্গতির মহার্ণবে!
এখন উপায় কি হবে!

পশুর অধম পশু আমি, আমার সকল জান তুমি,
আমার উদ্ধার, উদ্ধারিণি, আর কি এখন সম্ভবে ?
আমি, কোথায় যেয়ে, প্রাণ জুড়াব, বল তাই এবে।
তোমার, ভক্তরাজ্যে যে আনন্দ, স্বর্গেও তাহা নাই।
প্রভুত্ব বা ঈশ্বরত্ব, চান্ না ভক্ত তাই।
বিষয়ী যে সুখের লাগি, সত্য-ন্যায়ে বীতরাগী,
ভক্তে তাহা মনে করেন, আপদ আর বালাই,
ভক্ত-রাজ্যের আনন্দে মা, বলিহারি যাই।

পবিত্র-চরিত্র, অতি সু-নির্ম্মল হৃদয়,
ভক্ত-মণ্ডল কোনও স্থানে, বসেন যে সময়,
গ্রাম্য আলাপ পরিহরি, বিনয়কে সম্মুখে ধরি,
আলোচনা করেন যখন, মা, তোমার মাহাত্ম্যচয়,
তখন যে শীতলানন্দের, প্রবাহ সেই স্থানে বয়,
মধুময় মলয়ের অনিল, তার কাছে তুলনার নয়।

তোমার ভক্ত যিনি হন, তাঁহার নাই জরা-মরণ,
দশবিধ-মৃত্যু-করে মুক্ত সর্ব্বক্ষণ।
দৈব-দুর্বিবপাকের প্রলয়, ধরাতলে হয় যখন,
চরণ-তলে, রাখি তাঁকে, তুমি কর সংরক্ষণ।
শরণাগত-পালিনি, ভক্ত-বৎসলে !
ভক্তে রক্ষা স্বভাব তোমার, ধরায় সাক্ষী অগণন।

মরুভূমির মধ্যে মা গো, মরূদ্যান যেমন,
কিংবা লবণ-সিন্ধু-নীরে, স্বচ্ছ-সলিল-ধারা ধীরে,
যেমন ভাবে প্রবাহিত হয় মা,
বিপ্লবের মধ্যে তোমার, ভক্ত র'ন তেমন।

কিংবা মহাসিন্ধু-মধ্যে, উন্নত বদন,
শৈল-মহা ঝঞ্ঝাবাতে, উত্তাল তরঙ্গাঘাতে,
স্থির, ধীর, অচঞ্চল, দৃশ্যমান যেমন,
বিপ্লবের মধ্যে তোমার ভক্ত র'ন তেমন।

জানি সকল, কিন্তু মা গো, এমনি আমি দুরাচার,
তোমায় ভুলে, সাধ করি মা, বইনু শুধু দুখের ভার।
পরশ-রতন মনে করি, কুড়ায়েছি দুহাত ভরি,
জ্বলন্ত দুর্গতির আগুন-মাখা যত পাপাঙ্গার
এখন, তার আগুনে মর্ম্ম জ্বলে,
নিবাতে তা সাধ্য কার !

তুমি ভক্তগত-প্রাণ, রাখ সদাই ভক্তের মান,
তাই ত ভক্ত পান না কোথাও,
কোনও রূপে দুঃখ-ক্লেশ।
যেখানে যান, সেই খানে তাঁর,
রয়না সুখ্ সম্মানের শেষ।
তোমার, ভক্তের মনে দুখ্ দিবে যে,
আগুনের পতঙ্গ হবে সে।
সম্রাট হলেও স্ব-সম্রাজ্যে, নিমিষে তার হবে শেষ।
তোমার ভক্তে, দুঃখ দিয়ে,
পান না রক্ষা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শ্রীমহেশ।
আমায়, কর মা দয়া, আমায় দেও পদছায়া,
আমায়, লও মা তোমার ভক্ত-রাজ্যে, ঘুচায়ে মায়া।
আমি, ভক্ত সঙ্গে উঠব বস্‌ব, ভক্তসঙ্গে হাস্‌ব, রস্‌ব,
শেষে, "জয় মা" বলি ত্যাগ করিব,
পঞ্চভৌতিক এই কায়া।
এই মিনতি, চরণ- তলে, স্থান যেন পায় ভুলুয়া।

—০—

ভজন কীর্ত্তন।

আমার, উপায় কি হবে, জননি এবার,
মন ত সুপথে গেল না।
সে যে, দম্ভ অহঙ্কারে, সতত হুঙ্কারে,
নিত্য দুখেও নত হল না॥
কত উপরোধ, কত অনুরোধ,
করিলাম কত সান্ত্বনা।
সে, কিছুই না শুনি, চলে শত্রু সনে,
ধন মান আর কিছু র'ল না॥
এখন, দেহ শক্তিহীন, এসেছে দুর্দ্দিন,
অসহ্য হয়েছে যাতনা।
এখন, নিজগুণে পায়, রাখি ভুলুয়ায়,
তুমি কি করিবে করুণা ?

—— ঝিঝিট—ঠেকা। ১৫

আমি, কোন্ পথে যাব, কি ভাবে চলিব,
আমাকে বুঝায়ে দেও মা।
আমি, তত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য, উন্মত্ত, জঘন্য,
আমায় ধরে তুলে নেও মা॥
আমি, দুঃখে ভেসে যাই, সহায় কেহ নাই,
আমার পানে ফিরে চাও মা।
আর, না রাখি বাহিরে, মায়া মোহের ঘোরে,
তোমার কাছে নিয়ে যাও মা॥
এবার এ জীবন, গেল অকারণ,
ভেবে নাহি পাই উপায় মা।
তবু আশা এই হতাশের মনে,
তুমি স্থান দিবে পায় মা॥
মোর যা ক্ষমতা, দেখিয়াছি মাগো,
কোন কিছু তাতে, হয় না।
তুমি না রাখিলে, তোমার পদতলে,
এ জীবন আর রয় না॥
বিচারি যা হয়, কর মা, এখন,
আর এ যাতনা সয় না।
ভুলুয়াও কহে, এখনে কঠিনা,
হওয়ার সময় নয় মা॥

—— ঝিঁঝিট—ঠেকা। ১৬

আমি ত তোমার, তনয় নই মা,
হই পাপমতি দুরাচার।
তনয় হইলে, তনয়ের মত,
করিতাম সব ব্যবহার॥
পশুর মতন, ভোজন-শয়ন,
বিনা কিছু নাহি বুঝি আর।
না আছে সংযম, না আছে নিয়ম,
অনুরাগে করি কদাচার॥
তুমি ত করুণা- ময়ী ত্রিনয়না,
সে করুণায় দাবী কি আমার?
তোমার তনয় হওয়া অসম্ভব,
হীন-মতি দীন ভুলুয়ার।

—— ঝিঁঝিট—ঠেকা। ১৭

বল মা শঙ্করি! এ গুরু সঙ্কটে
গতিহীনের গতি কি হবে, কি হবে।
কাল-দণ্ডাঘাতে, আর কত দিন,
দেহ জর্জ্জরিত রহিবে, রহিবে॥
হল না বৈরাগ্য, প্রবল কুবাসনা,
তোমায়, ডাকিতে সৌভাগ্য হল না, হল না,
কুভাগ্যে সার হল কেবল বিড়ম্বনা,
সহি মা, যন্ত্রণা নীরবে, নীরবে॥
আত্মীয় স্বজন ভবে ছিল যারা,
বুঝি অপদার্থ ত্যাজিয়াছে তারা।
অনর্থ চৌদিকে, ঘিরিয়াছে মোকে,
কেশাকর্ষে কাল করাল-ভৈরবে॥
দুর্গতির ভারে তনু অবসন্ন,
যেমন বিপন্ন তেমন সহায় শূন্য,
দীনার্ত্ত-হারিণি! এখন তোমা ভিন্ন,
ভুলুয়ার গতি আর কে করিবে॥

—— ঝিঁঝিট—আড়া। ১৮

আমার আপন কেহ নাই।
আমি, আপনার আপনি, দিবস যামিনী,
আপনার মনে কাঁদিয়ে কাটাই॥
আমি যদি কারো ভাবি মা আপন,
বৈরী হয়ে, আমায় করে, সে তাড়ন,
মরম না বুঝে, বলে কু-বচন,
শুনি, নয়ন-জলে বদন ভাসাই॥
লোকের সমাজে রহিতে হয় ব'লে,
আর পেটের দায় চলে না তা হলে,
তাইতে হেসে কথা বলি মা সকলে,
আমার, মরম বিষাদে, ঢাকা মা সদাই॥
এ ভব-সংসার আনন্দের আগার,
আমার ভাগ্যে হল দুখের কারাগার।
মনের মানুষ যদি রইত মা, আমার,
বলিতাম তা হলে, মরম তাহার ঠাঁই॥

বসি মা, যখন নির্জ্জনে বিরলে,
ভাবি তখন, কেন এলাম ধরাতলে !
ভাবিতে ভাবিতে, ভাসি নয়নজলে,
শেষে, মানুষ দেখিলে মুছিয়ে ফেলাই ॥
পেলাম না মা সঙ্গী র'লাম এবার একা,
বালির মধ্যে যেমন কাঁকর-খণ্ড থাকা।
মা হয়ে ভুলুয়ায়, তুমিও ত দেখা,
দিলেনা, এখন কোথায় বা যাই ॥

—— আলেয়া—একতালা। ১৯

মুখ তুলে চাও ওমা শঙ্করি !
নইলে, বিপাকে ডুবে মরি ॥
যত আশা ভরসা ভবে,
তোমার কৃপা ভিন্ন শিবে, কি বা সম্ভবে ?
তাই ত ডাকি তোমায় এই বেলা,
—একবার ফিরে চাও
আজ, ডুবে যায় আমার তরি ॥ (কালসিন্ধু জলে)
মায়ামোহে মত্ত অবিরাম,
আবার, দম্ভে দর্পে গেছি ভুলে
মাগো তোমার নাম।
কেবল, ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের বাসনায়,—
হা দীন দয়াময়ি !—
আমি, নিয়ত কুপথ ধরি ॥ (উন্মাদের মত)।
আমায়, দুষ্ট দেখি রুষ্ট সৃষ্টিধর,
দুরদৃষ্ট তাই মা কষ্টে করিল জর্জ্জর।
নিত্য নূতন দৈবনিগ্রহ, আরত সইতে নারি,
আমার উপায় কি শুভঙ্করি ! ॥
কূলদায়িনী মা তোমায় বলে,
এবার, তোমার নামে কূল যদি না মিলে অকূলে,
তবে, ভুলুয়ার কি উপায় আছে আর,
সে ত চিরকাল,
আছে, মা তোমার চরণ ধরি ॥

—— নগর কীর্ত্তন—একতালা। ২০

আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম মা, সকল তোমার পায়।
আমার, যোগসাধনা, হল না মা,
রোগ ছ'জনার তাড়নায় ॥
আমার, মন মত্ত বারণ, সত্য হয় সে বিস্মরণ।
নিষেধসত্ত্বে কুপথে ধায়, শুনে না বারণ।
আর, ভক্তির উদয় কিসে হবে, হল প্রাণ-বাঁচান দায় ॥
একে মন আমার দুর্ব্বল, তাহে প্রলোভন প্রবল,
তাহে, খলের সঙ্গে হারায়েছি, জীবনের সম্বল।
এখন, সাধন-ভজন কি আর হবে, মরি মর্ম্ম-যাতনায় ॥
বিন্দু প্রমাণ আমার মন, ভবে লক্ষ আকর্ষণ,
দণ্ডে দণ্ডে শতখণ্ডে করে মা বণ্টন।
এখন, আমার মন নাই আমার অধীন,
বিড়ম্বনা বলি কায় ॥
বিষয়-চিন্তা অনিবার, ভবে কি বিষম ব্যাপার,
অনন্ত কাল চিন্তি ইহার, অন্ত পাওয়া ভার।
হয়ে, ঘোর-বিষয়ী, দয়াময়ি, মরি কেবল কু-ভাবনায় ॥
হা দীন-দয়াময়ি মা, তোমার অপার মহিমা,
পাপনাশিনী তুমি, আমার পাপের নাই সীমা ॥
এসব, চিন্তা করি, রাখ মার, যাহা ইচ্ছা ভুলুয়ায় ॥

—— নগর কীর্ত্তন—একতালা। ২১

আমার এই মিনতি মা তোমায়, বস অন্তরে।
তোমার, ভুবনভরা রূপে আমার,
মনের আঁধার যাক্ দূরে ॥
দিলাম হৃদয়ে আসন, তুমি কর উপবেশন ;
আমি, দাঁড়াই পাশে মহোল্লাসে সন্তানের মতন।
মিটাই, জনমের সাধ জগন্ময়ি,
হেরি তোমায় প্রাণ'ভরে ॥
যদি রও তুমি কাছে, আমার ভাব্না কি আছে,
আমি জিন্‌তে পারি, যমের যমকে পলকের মাঝে।
পারি, তুচ্ছ ভবের বিঘ্ন-বিপদ, উড়াইতে ফুৎকারে ॥
তুমি বস অন্তরে, আমি অর্চ্চি তোমারে,
বড় বাঞ্ছা মনে, অর্চ্চি তোমায় পূর্ণোপচারে।
মুখে বল্‌ব কালী, দিব বলি, কামাদি ছয় তস্করে ॥

স্নেহময়ি মা আমার, সহায় তোমা বই কে আর ?
কেবল তুমি বল ভরসা, এবার ভুলুয়ার।
এখন, পাই যাহে ঐ অভয় চরণ,
তাই কর মা এইবারে ॥
—— নগর কীর্ত্তন—একতালা। ২২

অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি তুমি মা হও যখন,
তেমন ভাবে দাঁড়াও তবে, যেমন করি সম্বোধন ॥
এ বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অনন্ত মোর প্রয়োজন।
অনন্ত প্রকারে কর্ম্ম করি আমি অনুক্ষণ।
অনন্ত বাসনা মনে, অনন্ত জন্ম মরণে,
অনন্ত কর্ম্ম-বন্ধনে, বাঁধা আমার এ জীবন ॥
অনন্ত কালসিন্ধু গর্ভে, অনন্ত প্রবাহ ধায়,
অনন্ত নিয়তির বশে, অনন্তকাল ভাসি তায়।
উদ্ধারের কি উপায়, নির্দ্ধারিতে নাহি পায়,
অনন্ত চিন্তায় মাগো, আমার এ অশান্ত মন ॥
অন্তরযামিনী তুমি, ত্রিকাল-দর্শিনী হও,
আমার অন্তর-বার্ত্তা, কিছু অবিদিতা নও।
এ অনন্ত কর্ম্মঘোরে, তুমিই ঘুরাচ্ছ মোরে,
ঘুরি, তাহে বিন্দুমাত্র, ক্ষুব্ধ নহি কদাচন ॥
আনন্দ-মূরতি তুমি, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।
বাঞ্ছা এখন, তোমার প্রসঙ্গে রহি অহরহ।
প্রসঙ্গ নাই তোমা ভিন্ন, সে ভাব রক্ষার জন্য,
জননি ! সম্মুখে তোমার এক্ষণে এই নিবেদন ॥
শান্ত-দাস্য-সখ্য আর বাৎসল্য, মধুর ভাবে,
দেখি সাধু সিদ্ধগণ ঈশ্বরি, তোমায় ভাবে।
যে ভাবে যখন চিত্ত, হবে আমার উৎসাহিত,
তেমন ভাবে সম্বোধিব, আমি তোমায়, মা, এখন ॥
কভু বল্‌ব মহাপ্রভু, জগন্নাথ কাঙ্গাল বন্ধু,
কভু বল্‌ব প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিন্ধু।
যখন যা বলিধ শিবে, তখন তাহাই হতে হবে।
পুরাইতে হবে এবার, ভুলুয়ার এই আকিঞ্চন ॥
—— ভৈরবী—গড়-খেমটা। ২৩

জননি গো, হাম নিরাশ পরিণাম।
(নিরাশ পরিণাম, নিরাশ পরিণাম।)
ভীত-ব্যাকুল-চিত, কাল আগত হেরি,
স্ব-করমে অনুতাপ ধাম ॥
জনমে জনমে হাম বহু অপরাধ কিয়ে,
অতল অকূল জলনিধি পরিমাণ।
লাখ-সূরয সম, যদি তপ প্রভবই,
শুকাইতে তবু নাহি হওব সমান।
স্বখাদ-পাপ-সাগরে, হাম ডুবি যাওব,
ডুবি ডুবি তেজব আপনা পরাণ।
পুনঃই জনম লই, নিজ পাপ ভুঞ্জিব,
ভবধব বিধাতাক এহি সু-বিধান ॥
জননি গো, তাহে দুখ না করি গেয়ান।
সো দুখ, তুয়া পদে, ভরমেও একদিন,
পতিত নহিল ভুলুয়াক মন-প্রাণ ॥
—— মিশ্র—কাওয়ালী। ২৪

সাধনা কর্‌লাম এবার কই।
এ অন্তরে, নাই কিছু আর, কপটতা বই ॥
সাধুর মত পোষাক পরি, লোকে বলে বলিহারি
আমি মনে, অভিমানে, ফুলে ডাগর হই।
কিন্তু, কাল তাহাতে ভুলে না মা,
দেয় সে সাজা, আমি সই ॥
লোক ঠকান বুদ্ধি ধরি, লোক দেখিলে বলি হরি
নয়নে জল ঝরে কত, দশা ধরে রই।
আমার দশা, কি দুর্দ্দশা, জান তুমি ব্রহ্মময়ি।
নাই বাসনা মুখে বলি, পাতে হাত ভিক্ষার ঝুলি
কামিনী-কাঞ্চনের তরে, কতই না ভেক লই।
তাতে, লাঞ্ছনা সই পদে পদে,
তবু তাতে লজ্জিত্ নই ॥
আগে বরং ছিলাম ভাল, সাধু সেজেই জীবন গেল
ভুলুয়ার হল এবার পাকা ধানে মই।
তার সাজের মত কাজ কিছু নাই,
কান্দা খেল বলি দই।
—— দরবেশী—গড়খেম্‌টা। ২৫

দ্বিতীয় দিন

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—০—

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে,
বিপদসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

"হে দেবী" মহা দুস্তর, মহা ভয়ঙ্কর, অপার আপদ-রে নিমগ্নগণের তুমিই একমাত্র নিস্তারের নৌকা। তোমাকে নমস্কার করি। হে জগত্তারিণি দুর্গে! সোর-সমুদ্রে) আমাকে ত্রাণ কর।"

জয় জয় কালী কুল-কুণ্ডলিনী শ্যামা।
সঞ্জীবনী শক্তিরূপা নাদচন্দ্রাসীনা।
জ্ঞানানন্দময়ী তুমি, তত্ত্ব-জ্ঞানদাত্রী,
ভক্ত-সম্বর্দ্ধিকা, এক মাত্র ভক্তি-পাত্রী।
চন্দ্র তুমি, সূর্য্য তুমি, তুমি দিন-রাত্রি।
সর্ব্বত্র সমান তুমি, মঙ্গল-বিধাত্রী।
উচ্চ তুমি, তুমি তুচ্ছ স্থাবর-জঙ্গম,
মূর্ত্তি তব, এ বিপুল বিশ্ব অনুপম।
বিজ্ঞাত এ সত্য,—সত্য-জিজ্ঞাসু তোমার।
বোধ্য নহে, মিথ্যা মোহে, মত্ত ভুলুয়ার॥
কামাখ্যা-প্রাঙ্গণে অদ্য প্রভাত সময়ে,
সম্মিলন সন্ন্যাসীর, নিরীক্ষি, বিস্ময়ে,
অন্তরে অতুলানন্দ হয় উপনীত।
সূর্য্য শত, শৈলে যেন, হল সমুদিত।
প্রশান্ত-দর্শন সবে, উৎসাহের মূর্ত্তি।
নিরীক্ষিলে নির্জ্জীবের মনে জন্মে স্ফূর্ত্তি।
মধ্যে বসি পূর্ণানন্দ, পূর্ণচন্দ্র রূপে,
চৌদিকে নক্ষত্রাবলী;—কিংবা যেন ভূপে,
বেষ্টি তার অনুগত কর্ম্মচারিবৃন্দ,—
কিংবা ফুল্ল জল-পুষ্প বেষ্টি অরবিন্দ।

নিত্যানন্দ, ধীরানন্দ, ভোলানন্দ গির,
ত্রৈলঙ্গী, আভীরানন্দ, শ্যামানন্দ ধীর।
উলঙ্গী মহেশানন্দ, সেতুবন্ধবাসী,
বাঙ্গালী সে ব্রহ্মচারী গোপাল সন্ন্যাসী।
শ্রীযুক্ত দয়ালদাস, মোহান্ত গোপাল,
রামানুজ, ত্রিবেণী, মাধব, নন্দলাল।
নানক-সাহীর দলে কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ,
নেপালী সে শিবানন্দ, সঙ্গে অরবিন্দ।
ভবানীপুরের হরানন্দ সরস্বতী,
সাধু হরিদাস, হরি-শঙ্কর ভারতী।
সাধ্য কি, করিব নাম,—আর বহু যাত্রী,
সঙ্গে করি, শৈলে আজ পোহাইল রাত্রি।
সন্তান শ্রীপূর্ণানন্দ-সম্মুখে বসিল,
পূর্ব্ব মত প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল।
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, তীর্থ-মহাজন,
"ইচ্ছা হয়, সর্ব্ব তত্ত্ব করি আলোচন।
কিন্তু এ চঞ্চল মনে সমস্ত আসে না।
সন্দেহ মনের যত, সমস্ত নাশে না।
বদ্ধমূল, চিত্তে যত মিথ্যা সংস্কার।
অন্তরের রাজা, এবে দম্ভ অহঙ্কার।
নিজ নিজ পথে ধায় ইন্দ্রিয় সকল,
সম্ভবে কিরূপে আর সাধনে মঙ্গল!
সত্যানুসরণে চিত্ত উৎসাহিত নয়,
ভক্তি, জগদ্ধাত্রী-পদে, ইহাতে কি হয়?"
উত্তরে সন্তান, "তুমি মোহমুক্ত-চিত্ত,
সর্ব্বদা ব্যাকুল, জগদ্ধাত্রীর নিমিত্ত।
আর্ত্তি তবু পরকাশ, দীনের মতন,
মাত্র, তাহে আমাদিগে শিক্ষা-বিতরণ।
তত্ত্ব-আলোচনা হয় ইক্ষু চরবণ
চর্ব্বণ করিবে যত, তত রসোদ্গম।
ভক্ত জনে যে প্রকার জপে ইষ্টনাম,
—তন্ময় অন্তরে জপ করে অবিরাম,
জপিতে জপিতে নামে অমৃত উথলে।

আস্বাদি, উৎসাহে, নাম যত্নে আরো বলে,
সে প্রকার হয় সত্য-তত্ত্ব-আলোচন।
নিত্য-জানা-বাক্যে, করে অমৃত বর্ষণ।
ভক্ত জনে, প্রাপ্ত যবে, ভক্ত-দরশন,
ভক্তি-তত্ত্ব আনন্দে করেন আলোচন।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

"হে অর্জ্জুন! যাঁহারা আমাগত-প্রাণ, তাঁহারা একত্র হইলে কেবল আমার তত্ত্বই আলোচনা করেন। আমার তত্ত্বই একে অন্যকে বুঝাইতে থাকেন, এবং তাহাতেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করেন।"

একত্র হইল যদি কৃপণ দুজন,
মূল ছাড়ি, করে তারা সুদের গণন।
মোক্তার উকিল যদি এক স্থানে বসে
তর্ক তুলি আইনের, মগ্ন মহা রসে।
সে প্রকার, ভক্ত জনে ভক্ত-সঙ্গ পায়,
একাগ্র অন্তরে মজে, ভক্তি-সু-কথায়।"

জিজ্ঞাসেন ধীরানন্দ, "উন্নত-হৃদয়!
সন্দেহ চিত্তের, দূর কি উপায়ে হয়?"
উত্তরে সন্তান, "দেখি এ ভব-নগরে,
সত্য কিছু, দৃঢ় রূপে, জানে সব নরে।
পরানিষ্টে পাপ হয়, সত্য বচনীয়,
সর্ব্ব দেশে, পরদার নহে গমনীয়।
সত্য এক, ধরি যদি হও অগ্রসর,
অন্য সত্য, দেখিবে আসিবে পর-পর।
সত্যের উদয়ে, হবে সন্দেহ বিলীন।
পন্থা ইহা অত্যুত্তম, নির্দ্ধারে প্রবীণ।"
সম্বোধেন ধীরানন্দ, "কিন্তু এ অন্তরে,
দুর্ব্বলতা প্রথমতঃ সর্ব্বদা সঞ্চরে,
তার পরে, নানারূপ স্বার্থপর নরে,
প্রলোভন নিয়া ফিরে নগরে নগরে।
সু-পবিত্র সত্য-পথ অগ্রাহ্য করিয়া,
স্বেচ্ছাচার তাহাদের, চলে বিস্তারিয়া।
অল্প-বুদ্ধি, সরল-হৃদয়, যত নর,
ভ্রষ্ট-পথ, তাহাদের মোহে নিরন্তর।
সত্যানুসরণে তেজ চিত্ত কিসে পায়,
সংক্ষেপতঃ কহ কিছু, তাহার উপায়।"

উত্তরে সন্তান, "কর সদ্‌গুরু সহায়,
ভণ্ড আসি, ভুলাইতে নারিবে তোমায়।
তত্ত্ব বহু, শিক্ষা পাবে, ঘটিবে কল্যাণ।
সত্যানুসরণে চিত্ত হবে তেজস্বান।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "সদ্‌গুরু ধরিয়া,
বাক্য বহু, বহু সাধু বলেন আসিয়া।
লক্ষণ কি সদগুরুর, কহ মহোদয়!"
উত্তরে সন্তান, "দিয়া শাস্ত্রের নির্ণয়।"

তথা শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্রে,—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি॥

"যাহার হৃদয় সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ, যিনি পরম সুখ দান করিতে সমর্থ, যিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞান-মূর্ত্তি, যিনি গগনসদৃশ সুবিশাল-হৃদয়-বিশিষ্ট, যিনি তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণযুক্ত, নিত্য, বিমল, অমল; যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ের সাক্ষীস্বরূপ, যিনি সমস্ত ভাবের অতীত, এবং গুণত্রয়ও যাঁহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে না, সেই সদ্‌গুরুদেবকে নমস্কার করি।"

কহিলেন ধীরানন্দ, "ভগবান ভিন্ন,
সম্ভব মনুষ্যে নহে, এই সব চিহ্ন।
থাকিলেও, সু-দুর্লভ, তিনি এ ধরায়।
লভ্য যা সুলভে, কিছু বল মো সবায়।"

সম্বোধে সন্তান, "ভদ্র, নিখাদ কাঞ্চন,
সুদুর্লভ, বহুমূল্য, হের সর্ব্বক্ষণ।

যোগ্য যে যেমন,—যার আগ্রহ যেমন,
ভাগ্যই তাহার গুরু সংযোগে তেমন।
সত্য-জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য যে ব্যাকুল,
সদ্‌গুরু তাহার পক্ষে নহে অপ্রতুল।
ধর্ম্ম-ধ্বজী হইতে বাসনা যার মনে,
ধর্ম্ম-ধ্বজী গুরু আসি, মিলে তার সনে।
সদ্‌গুরু না পাও, যিনি মোহান্ত-প্রধান,
আশ্রয় তাঁহাকে কর, তিনি শক্তিমান।

তথা শ্রীগুরুগীতায়,—

শান্ত-দান্ত-কুলীনশ্চ বিনীতো শুদ্ধবেশবান।
শুদ্ধাচারো সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দ্দক্ষ সুবুদ্ধিমান।
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

"যিনি শমদমে অভ্যস্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়জয়ী, যিনি নব প্রকার গুণযুক্ত কুলীন, যিনি, বিনয়ী, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, শুদ্ধ বেশধারী, অন্তর্ব্বাহ্য উভয় প্রকার শৌচাচার-যুক্ত,—যিনি সমস্ত কর্ম্মে দক্ষ, এবং আশ্রমী, (ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমী), যিনি সর্ব্বদা পরমেশ্বর-চিন্তায় তন্ময়, এবং যিনি নিগ্রহে (আত্মনিগ্রহে) এবং অনুগ্রহে সমর্থ, তিনিই গুরুর উপযুক্ত।"

সিন্ধু করুণার গুরু, নিস্বার্থ সুহৃদ্‌,
নিত্য আশীর্ব্বাদক, মঙ্গল তত্ত্ব-বিদ্‌।
ইষ্টদেবাশ্রয় নাহি করিলে গ্রহণ,
অসম্ভব অন্তরের সন্দেহ-ভঞ্জন।
কর্ণধার ভিন্ন পার-তরণী যেমন,
শূন্য-গুরু সাধকের অবস্থা তেমন।
শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরু, গুরু মনে জ্ঞান,
তত্ত্ব-জ্ঞান-জন্য, শ্রেয়ঃ শ্রীগুরু-সন্ধান।"
জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, জিজ্ঞাসু-হৃদয়,
"শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরু, কি প্রকার হয়?"
উত্তরে সন্তান, "হন মন্ত্রদাতা যিনি,
কুলপ্রথা অনুসারে,—দীক্ষা-গুরু তিনি।
নির্ব্বাসনা-চিত্ত, যদি কুল-গুরু হন, *
তত্ত্বদর্শী অনাসক্ত শুদ্ধান্তঃকরণ,
সন্নিকটে তাঁর, শিক্ষা, দীক্ষা, দুইই হয়,
অন্যথায়, নিবে শিক্ষা-গুরুর আশ্রয়।
শিক্ষা-গুরু দুই রূপে করে অবস্থান,
সাধুরূপে, আর হৃদে সদসদ্‌ জ্ঞান।
তত্ত্বদর্শী সাধু যদি পাও ভাগ্যফলে,
শিক্ষা কর তত্ত্ব, পড়ি তাঁর পদতলে।
সন্নিকটে তাঁর, যবে করিবে গমন,
অগ্রে নমস্কার, পরে, কর সেবার্চ্চন।
প্রসন্ন করিলে, তত্ত্ব-উপদেশ পাবে,
চিত্ত হবে সমুজ্জ্বল, সন্দেহাদি যাবে।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

"হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী সাধকের নিকট গমন কর; অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম কর; সেবা পরিচর্য্যাদি দ্বারা প্রসন্ন কর; প্রসন্ন হইলে, তিনি তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিবেন।

তত্ত্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, সাধক, সজ্জন,
শ্রদ্ধা কর তাঁকে, ইষ্টদেবের মতন।
সন্তোষে তাঁহার, তুষ্ট হন ভগবান,
সেবার্চ্চনা তাঁর, সর্ব্ব যজ্ঞের প্রধান।
পরিচর্য্যা তাঁর, নিত্য আনন্দ-বর্দ্ধন।
আশীর্ব্বাদে তাঁর, গুরু-সঙ্কট-মোচন।
মর্য্যাদা নাশিলে তাঁর, ঘটে সর্ব্বানিষ্ট।
দৃষ্ট ভবে, তাঁর মূর্ত্তি ধরি, জগদিষ্ট।
প্রশ্নে রত্নগিরি, "হেন তত্ত্বদর্শী জনে,
কি প্রকারে জ্ঞাত হব? দর্শি সর্ব্ব ক্ষণে,

* কুলগুরু—এ স্থানে সামাজিক গুরুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু কুলগুরুর যথার্থ অর্থ, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু;—কৌল,—যাঁহার কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছে তিনি কুল-গুরু।

দুষ্ট নরে পরিয়া সাধুর পরিচ্ছদ,
বঞ্চনা করিয়া গৃহী, বর্দ্ধনে বিপদ।"

উত্তরে সন্তান, "তবে যারা হরি বলে,
চিত্ত প্রেমে গদগদ, চক্ষু ভাসে জলে।
সঙ্কীর্ত্তনে নাম-লীলা শুনিতে অজ্ঞান,
অত্যুত্তম সাধু তারা, কহে বুদ্ধিমান।"

রত্নগিরি কহে, "তারা কীর্ত্তন-খোলায়,
পূর্ণ ভক্তি-বিহ্বলের লক্ষণ দেখায়।
অশ্রুতে ভাসায় মুখ, কফ্ পড়ে কত।
দশা ধরে, ঠিক মরা মানুষের মত।
কিন্তু ঘরে আসি, করে পরনারী-সঙ্গ।
হিত কর্ম্মে, তুলে দলাদলির প্রসঙ্গ।

তুচ্ছ অর্থ ক্ষেত্র নিয়া প্রতিবাসী সনে,
করে দ্বন্দ্ব, মকদ্দমা, মত্ত যেন রণে।
মত্ত রহে, বিষয়-চর্চ্চায় দিন রাত,
কীর্ত্তন-মণ্ডপে, তারা ভাবের প্রপাত।
ভক্ত বলি তাহাদিগে শ্রদ্ধা কিসে করি।"

"শুন তবে," সন্তান কহিল ধীরি ধীরি,—
"দর্শনে যাঁহার, চিত্তে জাগে ধর্ম্ম-ভাব,
গ্রাম্যালাপ-শূন্য,—তত্ত্বালাপন স্বভাব।
নাহি সম্প্রদায়-দ্বন্দ্বে, সত্য-পক্ষপাতী,
বিধর্ম্মী হলেও, ভক্তে করেন সুখ্যাতি।
শূন্যদল, আত্মনিষ্ঠ, ঈশ্বরে তন্ময়,
স্বার্থে নাহি লক্ষ্য, তাঁর না আছে সঞ্চয়,
সঙ্গ ধর তাঁর, তাঁকে সেব মন-প্রাণে,
প্রাপ্ত হবে উচ্চ জ্ঞান, ভক্তি ভগবানে।"

প্রশ্নে রত্নগিরি, "তাঁকে চিনিব কেমনে?"
উত্তরে সন্তান, অতি বিনম্র বচনে,
"দশ, সাধু তত্ত্বালাপ আরম্ভে যখন,
উক্তে যদি আত্মশ্লাঘামূলক বচন,
"শ্রেষ্ঠ রাজা, জমীদার, শিষ্য কত তার,
শিষ্য জজ, ম্যাজেষ্ট্রেট, উকিল, মোক্তার,
সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বহু সাধনায়,"
চাণক্যের শ্লোক পড়ি, পাণ্ডিত্য দেখায়,
নম্রতাবিহীন, দম্ভে পরিপূর্ণ মন।
সম্মান না করে, দর্শি, বিশিষ্ট সজ্জন,
ধৃষ্ট এত, বশিষ্টেও নিন্দিতে ছাড়ে না,
তার সঙ্গ নহে সাধু-সঙ্গ, স্থির জানা।
বিন্দু মাত্র বিচারি চলিলে, মহাশয়!
সাধু, কি অসাধু, চেনা বেশী কষ্ট নয়।"

কহিলেন ধীরানন্দ, "মোহান্ত যে জন,
দুর্লভ এ পৃথ্বীতলে তাঁহার দর্শন।
সংশয় নাশিতে বর্ত্তে অন্য কি উপায়?"

উত্তরে সন্তান, "তবে পরম শ্রদ্ধায়,
সর্ব্বদা অন্তরে জপ বিশ্বনাথ-নাম।
সংশয় বিনষ্ট হবে, পূর্ণ হবে কাম।
মাত্র নাম-জপে, চিত্তে জন্মে ভক্তি-জ্ঞান,
ভক্তি-জ্ঞানে হওয়া যায়, তত্ত্বে অধীয়ান।
অন্তরে উপজে দৃঢ় নির্ভর-বিশ্বাস।
জাগ্রতে অনন্য প্রেম,—যায় বদভ্যাস।"

কহে বিপ্র রামতনু, "নাম-সঙ্কীর্ত্তন,
বৈষ্ণব-মণ্ডলে বটে শ্রেষ্ঠ আচরণ।
নামের সাধক তারা, নাম গান করে।
"হরে কৃষ্ণ হরে রাম" গায় উচ্চ স্বরে।
ব্যাখ্যা করে, "কলি যুগে সত্য হরি নাম,
পূর্ণ হয় হরি-নামে সর্ব্ব মনস্কাম।"
উপেক্ষি এ হরি-নাম, দুর্গা-কালী-নাম,
জপিলে কি স্বার্থ?—কোথা পূর্ণ কোন্ কাম?

তথা শ্রীপদ্মপুরাণে

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

"এই ঘোর কলিকালে কেবল হরির নামই সত্য, এই হরির নাম ভিন্ন, এই কলিকালে, জীবের অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই।

অতএব হরিনাম ভিন্ন, নাম যত,
তুল্য মরীচিকা, সব নিষ্ফল সতত।"

উত্তরে সন্তান হাসি, "তাহা যদি হয়,
ভিন্ন হরি, অন্য নামে, নাহি ফলোদয়,
দর্শ তবে, এ মহীমণ্ডলে, মহোদয়!
ভিন্ন দুই চারি জন, মুক্ত কেহ নয়।

ধর্ম্ম বহু প্রচারিত, বহু অবতারে,
বিস্তারিত বহু নাম, তাহে এ সংসারে।
ভক্ত বহু, বহু দেশে, বহু নাম ধরি,
ঊর্দ্ধ মুখে ডাকে তাঁকে, দিবা-বিভাবরী।
ভিন্ন হিন্দু, হরি নামে কেহই ডাকে না।
কর্ণে-তাঁর, কারো ডাক, তবে প্রবেশে না!

বিশ্বভরা মনুষ্যের প্রভু যে ঈশ্বর,
ভিন্ন হিন্দু, অন্য সব তাঁহার কি পর?
চিন্ত তার পরে, বর্ত্তে এই আর্য্য দেশে,
পঞ্চ সম্প্রদায়,—দেশ-পাত্রাদি-বিশেষে।
(ভিন্ন তাহা, আছে কিন্তু আরো সম্প্রদায়,
পক্ষে মোর, প্রত্যেকের, নাম করা দায়।)

পঞ্চ সম্প্রদায়-মধ্যে বৈষ্ণব যা হয়,
দর্শি তার মধ্যে, চারি সম্প্রদায় রয়।
বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বাদিত্য আর,
মাধ্যাচার্য্য, ভক্তি-মার্গী প্রত্যেকেই তার।

বিষ্ণুস্বামী আরাধনে লক্ষ্মী-নারায়ণে।
অর্চ্চে সীতারামে, ভক্ত রামানুজ গণে।
দীক্ষিত গোপাল মন্ত্রে, নিম্বাদিত্য যারা।
মাধ্যাচার্য্যী, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা।

দর্শি, চারি সম্প্রদায়ে হরি-মন্ত্র নাই,
পরীক্ষিতে চল, পুনঃ আরো অগ্রে যাই।
গৌরাঙ্গ-নিতাই-নাম বহু জনে বলে।
অন্ত নাহি পাই নামে, নেড়া-নেড়ী-দলে।

হরি নাম বৈষ্ণবের, কিন্তু সে বৈষ্ণব,
মাত্র হরি নাম, নাহি উচ্চারণে সব।
ভিন্ন হরি নাম, যদি মিথ্যা অন্য নাম,
গোবিন্দ নামে কি লাভ, কহ বুদ্ধিমান?

রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল, বনমালী,
মিথ্যা সব নাম,—মাত্র নহে দুর্গা-কালী!

শ্লোকের তাৎপর্য্য মাত্র "হরি" শব্দে নহে।
হরির যে কোন নাম, লক্ষ্য ইথে রহে।
"হরি" শব্দ, সম্বন্ধে ষষ্ঠীতে "হরেঃ" হয়।
অর্থ নহে মাত্র "হরি"—"হরির" নিশ্চয়।

বিশ্ব-নাথ হরি,—হরি পরম ঈশ্বর,
অন্ত নাহি নামে তাঁর, এ পৃথ্বী-উপর।
কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, গণপতি,
সমস্ত হরির নাম,—সব নামে গতি।

নামাশ্রয় কর, কর, নামের সাধনা।
নিষ্ফল হবে না,—গতি অপ্রাপ্য র'বে না।
বিশ্ব-মূর্ত্তি হরি,—বর্ত্তমান সর্ব্ব স্থানে,—
যে নামে যে ডাকে, সব পৌছে তাঁর কাণে।
ইষ্ট নাম যার যাহা, তাহাই সে গাও।
বাঞ্ছা, যাহা যার, নামে পূর্ণ করি যাও।

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "গুরু যদি পায়,
শিক্ষণীয় শিষ্যের কি?—কার্য্য কি তাহায়?"
উত্তরে সন্তান, "শিষ্য, শান্ত-দান্ত দেখি,
ব্রহ্ম-বুদ্ধি, নির্ব্বাসনা জনে,
গুরু করি, অকপট ভক্তি-সহকারে,
প্রত্যহই বন্দিবে চরণে।

ভাগবত ধর্ম্ম যত, শিখিবে আগ্রহে,
প্রথমতঃ নিঃসঙ্গ স্বভাব;
কিরূপে সজ্জন, সঙ্গে মিশিবে জীবনে,
আর সর্ব্বভূতে মিত্র-ভাব।

বৃথা বাক্যে অনভ্যাস, স্বাধ্যায়, বিনয়,
আর শৌচ, স্বধর্ম্মাচরণ,
সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সমতা,
ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ব্বক্ষণ;
শিখিবে নির্জ্জন-বাস, গৃহাদির প্রতি
অভিমান-শূন্যতা যতনে।

শ্রদ্ধা ভাগবত-বাক্যে,—সর্ব্বদা সন্তোষ,
বিতৃষ্ণা পরের আলোচনে।
অনাসক্তি দারাপুত্রে,—অথচ কর্ত্তব্য,
সাধনে তৎপর অনুক্ষণ,
জন্মিবে কিরূপে বাক্য-মনের সংযম,
পদ্ধতি কি করিতে সাধন।

দিব্য-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শ্রীগুরু-সন্নিকটে,
ভক্তিভরে শিখি এ সকল,
হবে হরি বিশ্ব-নাথে ভক্তি পরায়ণ,
তাঁর ভাবে রহিবে বিহ্বল।

ক্রমে হবে হরিপদে তন্ময় এমন,
হরি নাম, হরিগুণ গাবে,
উন্মাদের মত, কভু হাসিবে, কাঁদিবে,
কভুও বা নাচিয়া বেড়াবে।

অঙ্গে হবে পুলক, বহিবে নেত্রে নীর,
রোমাঞ্চিত হবে বারবার,
কভুও কম্পিত-তনু, অসাড়-শরীর,
অলৌকিক বাক্য ব্যবহার!

নারায়ণ-পরায়ণ, হইবে যখন,
নারায়ণী কুল-কুণ্ডলিনী,
করুণা করিবে তাকে, মায়ার বন্ধন,
অতিক্রম করিবে তখনি।"

নিত্যানন্দ কহিলেন, "হেন শিক্ষাদাতা
গুরুও সর্ব্বদা সু-বিরল।
উপদেশ কর্ত্তা, শুধু অন্বেষণে যদি,
আয়ু যায়, তাহাতে কি ফল?"

কহিল সন্তান, "তবে এই চরাচরে,
সার-ভূত যে স্থানে যা পাও,
পশু, পক্ষী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা তুল্য ধরি,
বুদ্ধি-বলে কুড়াইয়া লও।

শিক্ষা কর ধৈর্য্য, দেবী ধরিত্রীর স্থানে,
পরসেবা পর্ব্বতের কাছে।
আত্মার অধীন ভাব, বৃক্ষের নিকটে,
পর-তরে প্রস্তুত যে আছে।

বিশাল সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গ যেমন,
বায়ু-ভরে উঠে সর্ব্বক্ষণ,
এ সংসারে স্বাভাবিক দুঃখাদি তেমন,
চিন্তি, ক্ষোভ-শূন্য রাখ মন।

নির্লিপ্ত পবন যথা, রহি সর্ব্ব স্থানে,
তথা রহ সর্ব্বত্র মিশিয়া।
আকাশ বিরাজে যথা সর্ব্বত্র পৃথক,
তথা রহ সংসারে বসিয়া।

জলের স্বভাব, দর্শ, নির্ম্মল কেমন,
সর্ব্ব স্থানে স্নিগ্ধ সুমধুর।
সে প্রকার কর ভদ্র চরিত্র গঠন,
শান্তি পাবে আসি তৃষ্ণাতুর।

অমৃত অপেক্ষা আছে, অমৃত ধরায়,
অমৃত বচন তার নাম।
অভ্যাস যে করে, ভাগ্যবান সে চতুর,
মিত্রময় তার বিশ্বধাম।

বজ্রের নির্ঘোষ নহে কর্কশ তেমন,
কর্কশ বচন যে প্রকার,
কর্কশ বচন মুখে যার অনুক্ষণ,
দারা-পুত্র শত্রু হয় তার।

অতএব লোক-ভক্তি আকাঙ্ক্ষা যাহার,
বলুক সে অমৃত-বচন,
কর্কশ বচনে যত দুর্গতি ঘটায়,
সাবধানে করুক চিন্তন।

অগ্নির স্বভাব দেখ, যে করে জ্বলন,
কার্য্য তার, সাধিয়া সে যায়।
তথা তোমা আহ্বান করিবে যেই জন,
কার্য্যে তার, দিও মন-কায়।

সূর্য্যদেব নিজ করে, করে আকর্ষণ,
জলরাশি জলাশয় হ'তে।

পুনঃ তাহা ধরাপৃষ্ঠে করে বরষণ,
আবশ্যক যবে জীব-হিতে।
ইন্দ্রিয়-সাহায্যে, অতি যত্নে পরিশ্রমে,
তথা নরে অর্থ উপার্জ্জিবে,
যথাকালে যোগ্য প্রার্থী হলে উপস্থিত,
তুষ্ট মনে বিলাইয়া দিবে।

অজগর যে প্রকার, রহে উদাসীন,
আপনার ভোজন-বিষয়ে,
মৌনী, যোগী সে প্রকার র'বে উদাসীন,
ভগবানে নির্ভর করিয়ে।

যাহার ইচ্ছায় উঠে, রবি, চন্দ্র, তারা,
উঠে পূর্ব্বে, পশ্চিমে মিশায়,
সেই মহা-মহেশ্বর, সর্ব্ব-দুঃখহারী,
যোগীর আশ্রয় তার পায়।

পুনঃ শিক্ষা কর, মহা-সিন্ধুর নিকটে,
সদা শান্ত গম্ভীর স্বভাব।
সম্পদ-বিপদ-সুখ-দুঃখ যাহা ঘটে,
চিত্তে সদা, পোষ স্থির ভাব।

বর্ষায় প্রবেশে বারি, নদ-নদী দিয়া,
তাহে সিন্ধু বেলা না ভাসায়,
গ্রীষ্মকালে নদ-নদী, জলশূন্য-কায়া,
সিন্ধু তাহে দুঃখে না শুকায়!

অক্ষোভ্য অনতিক্রম্য সুদূরাবগাহ,
চিত্ত যার সমুদ্র সমান,
সে মহাত্মা শ্রেষ্ঠ, জগদ্ধাত্রী-কৃপাপাত্র,
বিশ্বভরা তাঁহার সম্মান।

ভ্রমর সঞ্চয়ে মধু, বিন্দু-বিন্দু করি,
ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প অন্বেষিয়া,
সত্য তথা সংগ্রহ করিবে ধৈর্য্য ধরি,
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যানিয়া।

দর্শ পুনঃ, ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ,
আপনার সঞ্চিত কমল।

ভিক্ষু যদি সে প্রকার অর্জ্জে বহু ধন,
ধনে প্রাণে নাশ তার ফল।

শরীর-ধারণ-যোগ্য ভোজ্য-পরিধেয়,
গ্রহণ করিবে ভাগবতে।
ত্যাগের চূড়ান্ত-সাক্ষী গৃহস্থ-সম্মুখে
স্থাপিয়া যাইবে ধরণীতে।

পুনঃ শুন রমণীর বন্ধন কেমন,
হস্তি-স্থানে শিখিবে দেখিয়া,
হস্তী করি হস্তীনির পশ্চাৎ ধাবন,
বাঁধা পড়ে খেদায় আসিয়া।

হায়! মহাবল ঐ প্রমত্ত বারণ,
কামাতুর যদি না হইত,
সাধ্য কি নরের, ওকে করিতে বন্ধন?
ভৃত্য হয়ে বোঝা না বইত।

মত্ত মোহে নর-নারী তুচ্ছ ভোগেচ্ছায়,
ভবিষ্যৎ চিন্তা নাহি করে,
একত্রিত হয়, শান্তি দিয়া বিসর্জ্জন,
দুঃখে আর্ত্তনাদে শেষে মরে।

পরনারী পরশি লঙ্কার অধীশ্বর,
মরিল স্ব-পুত্র-পৌত্র সহ,
দ্রৌপদীর কেশাকর্ষি নির্ব্বংশ কৌরব,
চিন্তিয়া সতর্ক সদা রহ।

ক্ষুদ্র-দেহী পিপীলিকা পরিশ্রম-বলে,
করে তার আহার্য্য সংগ্রহ,
মৃত্যুকে না গ্রাহ্য করে, এক লক্ষ্যে চলে,
সহ্য করি দুঃখ দুর্বিবসহ।

সে প্রকার চল, নিজ কর্ত্তব্যের লাগি,
করিয়া কঠোর পরিশ্রম,
মৃত্যু যদি ঘটে, হবে মহা কীর্ত্তি-ভাগী,
কৃতকার্য্যে হবে নরোত্তম।

শিক্ষা কর কৃতজ্ঞতা, সারমেয়-স্থানে,
প্রেমতত্ত্ব কুমুদিনী-পাশে।

শিক্ষা কর একনিষ্ঠা, নিরীক্ষি চাতক,
ভিন্ন ঘন, অন্যে না সম্ভাষে।
বলাকায় নদীকূলে নিঃশব্দে বসিয়া,
খাদ্য তার, করে অন্বেষণ।
চিত্ত সু-নিবিষ্ট, নাহি দৃষ্টি কোন দিকে,
মহাযোগে ধ্যানস্থ মতন।
কার্য্য কর তথা তুমি, বাক্য না বলিয়া,
ছাড়ি বৃথা লোক-সম্ভাষণ,
উদ্দেশ্য অন্তরে রাখি, কর্ম্ম-রত হও,
বাঞ্ছা হবে অবশ্য পূরণ।
শিক্ষা কর মীনের নিকটে লোভ-ক্রিয়া,
জিহ্বা-দোষে বড়িশ গিলিয়া,
যন্ত্রণায় প্রাণে মরে,—নির্দ্দয় মানব,
কাটি খায়, ভবনে আনিয়া।
রূপের মাধুর্য্যে কভু হ'ওনা চঞ্চল,
পতঙ্গের দশা দৃষ্টি কর।
অগ্নির উজ্জ্বল-রূপে আকৃষ্ট হইয়া,
ঝম্পি তাহে, দগ্ধ-কলেবর।
গর্ত্ত ছাড়ি মরে সর্প, শুনিয়া কেবল,
তুম্বীর সঙ্গীত মনোহর। *
চিন্তি তাহা, শুনিলেই মধু সম্ভাষণ,
সতর্ক রহিবে অতঃপর।
এইরূপে ধীরভাবে প্রকৃতি-দর্শন,
করি তত্ত্ব-জ্ঞান শিক্ষা কর।
আত্মা গুরু, দেহী গুরু, গুরু চরাচর,
অহঙ্কার যদি পরিহর।
চরাচর জগৎ দর্শন করি যারা,
শান্তি-প্রদ জ্ঞান শিক্ষা করে,
যথার্থ ভাবুক, ভক্ত, জ্ঞানী, হয় তারা,
এই সত্য কহ ভুলুয়ারে।
রত্নগিরি কহে, "এই প্রকৃতি-দর্শন,
করিতে সমর্থ নহে সমস্ত নয়ন।
ভাগ্যফলে যদি সাধু-সঙ্গ লাভ হয়,
হতে পারে তাহে, মন্দ মতির বিলয়।
কিন্তু কি বলিব, মোর জীবন ভরিয়া,
সাধু-দলে নিন্দাবাদ, বেড়াই শুনিয়া।
সত্য যাহা একে বলে, অন্যে মিথ্যা বলে,
না শুনিলে, প্রমাণ দর্শায় উচ্চ রোলে।
তর্ক বহু তুলি, মাত্র বাড়ায় সন্দেহ।
উন্নতি কি, হেন সাধু-সঙ্গেই বা কহ!"
উত্তরে সন্তান, "কেন হও বিস্মরণ?
পূর্ব্বে বলিয়াছি সাধু-সজ্জন-লক্ষণ।
অন্যে নিন্দা-প্রবৃত্তি যে নরের অন্তরে,
বিহরে সে সাধনার সীমার বাহিরে।

নিন্দুক নিশ্চয় মিথ্যাবাদী এ জগতে,
বিশ্বাস কি জন্য করা, সে বড় অসতে!
ধর্ম্মাচারী, কিন্তু যদি নিন্দুক সে হয়,
সাধুত্ব ত দূরে, মনুষ্যত্বেই সে নয়।

অন্যে নিন্দা করিলে, নিজের নিন্দা বটে,
নিন্দায় নিন্দার মাঠে প্রতিধ্বনি উঠে।
দেবহূতী-প্রতি শ্রীকপিল-বাক্যে পাই,
নিন্দুকের তুল্য অপরাধী কেহ নাই।
দুর্জ্জনে কু-কার্য্য করে, মাত্র দণ্ড-তরে,
দণ্ড-পরে নিবৃত্ত সে;—কিন্তু উচ্চ স্বরে,
নিন্দুক সে পাপকার্য্য করিয়া কীর্ত্তন,
কু-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে প্রতিক্ষণ।

বাক্য যত বলে সেই সভায় বসিয়া,
সভাধ্যক্ষ ধীমানে তা উড়ায় হাসিয়া।
স্পষ্টবাদী যে হয়, সভার মধ্যে বসি,
মুখের উপরে যায় দুর্ব্বাক্য বরষি।

এক সাধু নিন্দে অন্যে, তাহা কি লজ্জার,
শুন বলি, আমি এক উপাখ্যান তার।
ধর্ম্মদাস নামে এক গৃহস্থ সজ্জন,
ভক্তি-ভরে করে সদা অতিথি-সেবন।

* তুম্বীর—সাপুড়িয়াদের বাঁশী।

এক বার দুই সাধু, নবীন সন্ন্যাসী,
আতিথ্য গ্রহণে, তার গৃহদ্বারে আসি।
সুরসিক ধর্ম্মদাস সাধু দুই জনে,
আপ্যায়িত করিল মধুর সম্ভাষণে।

তৈল আনি দিল দোঁহে, স্নানের সময়,
একে তৈল মাখি চলে, অন্যে পিছে রয়।
ধর্ম্মদাস বলে তাকে, "শুনুন মশায়!
বাক্য যত আপনার, অতি মধুময়।
কিন্তু যিনি আপনার সঙ্গে সমাগত,
বোধ হয়, নাহি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি তত।
সার-শূন্য বাক্য বহু, করি উচ্চারণ,
চঞ্চল করেন, যত শ্রোতার শ্রবণ।

সাধু বলে, "কথা সত্য, ওটা এক গরু।
কাণ্ডাকাণ্ড-বোধ-শূন্য,—নাহি লঘু-গুরু!"
এত বলি, স্নানে সাধু করিল গমন।
অন্য সাধু স্নান করি, আসিল তখন।

ধর্ম্মদাস বলে ধীরে, "তাই ভাবি মনে,
সাধু হয়ে, সাধু নিন্দা, করয়ে কেমনে।
সঙ্গী যিনি আপনার, আপনায় এত,
বীতশ্রদ্ধ, "গরু" ব'লে নিন্দিলেন কত।"

শুনি সাধু ক্রোধে হয় আরক্ত-লোচন,
বলে, "আমি "গরু", আর সেই বিচক্ষণ!
গুরু তুল্য আমি, করে নিন্দা সে আমার,
মূর্ত্তিমান পাঠা ওটা,—কি বলিব আর?"

উল্লাসে প্রণাম করে, সাধু ধর্ম্মদাস।
অন্য যত ছিল, কেহ সম্বরে না হাস।
ধর্ম্মদাস, অবশেষে, যায় নিজ ঘরে,
সাধু-সেবা-জন্য যোগ্য আয়োজন করে।

বিধিমত আসন পাতিল দু জনার,
রৌপ্য-থালে দিল, নিন্দাযোগ্য পানাহার।
একজন গরু, আর অন্য জন পাঠা,
এক থালে দিল ঘাস, অন্যে খড়-কুটা।

দুই সাধু, তারপরে, আসিল তথায়,
ঘাস আর খড় দেখি, ক্রোধে অন্ধ-প্রায়।
যুক্ত-করে ধর্ম্মদাস কহে, "মহোদয়!
দিয়াছেন যে প্রকার স্ব স্ব পরিচয়,
খাদ্য অনুরূপ, আমি দিয়াছি তাহার,
কার দোষে করিবেন এক্ষণে চীৎকার?"

উপলব্ধি শ্লেষ, দোঁহে মরিল লজ্জায়,
লাঞ্ছিত চূড়ান্ত, দোঁহে দৌড়িয়া পলায়!
ধর্ম্মদাস পাছে ধায়, "সেবা লহ" বলি;
উচ্চ হাসি করে লোকে, দিয়া করতালি!
এই ত নিন্দার ফল, শুন, মহোদয়!
নিন্দুক ত তুচ্ছীকৃত সমস্ত সময়।"

রত্নগিরি কহে, "যাহা স্বরূপ কথন,
নিন্দা বলি, তাহা না স্বীকারে মোর মন।
নিন্দা, ভাগবতে, কংসে, জরাসন্ধে, আছে।
নিন্দা বহু, রামায়ণে, রাবণের পাছে।
পাপ কার্য্য দুর্জ্জনের, নাহি প্রকাশিলে,
নির্ব্বিরোধে সমাজে পাপের স্রোত চলে।"

উত্তরে সন্তান, "সত্য কথনে, নিন্দায়,
পার্থক্য যা, বিচারিলে, সব গোল যায়।
ঈর্ষাশূন্য চিত্তে যদি সত্য কথা কহে,
নিন্দা-মধ্যে গণ্য তাহা অবশ্যই নহে।

কিন্তু যদি ঈর্ষাহিংসাপরিপূর্ণ মনে,
সঙ্কীর্ত্তনে পরদোষ, বিস্তৃত বদনে,
গণ্য তাহা নিন্দা-মধ্যে অবশ্য করিবে।
সে নিন্দায় অন্তরের মহত্ত্ব হারাবে।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "যাহে এত দুখ,
সেই নিন্দা কি নিমিত্ত রটায় দুর্ম্মুখ?"

উত্তরে সন্তান, "যার যেমন প্রকৃতি,
বাক্যে-কার্য্যে, হয় তার সেইরূপ মতি।
আত্ম-দোষে দুঃখ পায়, কিন্তু ভাবে মনে,
দুঃখ তার ঘটিয়াছে অন্যের কারণে।

সন্দেহে গড়িয়া শত্রু, ঈর্ষা-হিংসা-ভরে,
আহ্বানি পথের লোক, পরনিন্দা করে।
পরশ্রীকাতর, পর-প্রশংসা শুনিয়া,
সহ্য না করিতে পারি, বেড়ায় নিন্দিয়া।
হীন-চিত্ত খল, পর-কল্যাণ নাশিতে,
হয় পর-নিন্দা-পর, এই ধরণীতে।
কিন্তু তাহে পরানিষ্ট কভু নাহি হয়,
বরং নিন্দুক-মুখে, হয় পাপক্ষয়।
মেঘ-মুক্ত চন্দ্র সম, নিন্দিত প্রকাশ,
নিন্দুক পুড়িয়া মর্ম্মে, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
ধর্ম্ম যারা দল-বৃদ্ধি-জন্য পরচারে,
যুক্ত গোড়ামীর মোহে, মত্ত অহঙ্কারে,
শক্ত নহে তারা, সত্য ধর্ম্ম সমুঝিতে।
গর্ব্ব করি চলে, অন্য-উপাস্যে নিন্দিতে।
বর্ত্তে অন্য একদল অদ্ভুত প্রকার,
নিন্দায় যাদের, হাস্য সম্বরণ ভার।
উপাস্য মূষিক, কিন্তু, সিংহ মহাবলে,
দুর্ব্বল বলিয়া নিন্দে, বসি নিজ দলে।
নিন্দে নিরামিষী, মৎস্য করিলে ভোজন,
বন্দনে তাহাকে, যার গোমাংস-ভক্ষণ।
প্রতিষ্ঠার জন্য, অতি অশিষ্ট অন্তরে,
গরীষ্ঠে নিন্দিয়া, যত মূর্খে তুষ্ট করে।
জলের স্বভাব, সদা নিম্নদিকে গতি ;
ভস্ম করে, যাহা পায়, বহ্নির প্রকৃতি।
সর্পের অন্তরে নিত্য হিংসার প্রভাব।
সর্ব্বদা অনিষ্ট করা, মর্কট-স্বভাব।
কার্য্য ইতরের, তথা নিন্দা-পরচার,
নিন্দা কেন করে,—নাহি যুক্তি কিছু তার।
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত যে ভদ্র ভূপরে,
নিন্দুক অন্বেষি গুহ্য, তারও ত্রুটী ধরে।
ইন্দু সু-শোভনে বলে কলঙ্কী মাধাই।
সূর্য্যে বলে বীর্য্যহীন, রাহু গ্রাসে তাই।

রত্নাকরে নিন্দে, বলি লবণাক্ত জল।
নিন্দে হিমালয়ে, বলি সর্ব্বাঙ্গে জঙ্গল।
শিষ্ট, মিতভাষী, হলে, মূক বলে তাকে
বক্তা সু, হইলে, বলে, বাচাল তাহাকে।
কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন, বলে দাতা কর্ণে।
সংযতে কৃপণ বলি, হস্ত দেয় কর্ণে।
ভক্ত হলে বলে, বেটা গিয়াছে বহিয়া।
অভক্তকে গালি দেয়, নাস্তিক বলিয়া।
উদ্যোগীকে বলে, অতি উদ্ধত চঞ্চল,
শান্ত-ধীর হলে, বলে আলস্যে অচল।
উপকার করিলে, বলিবে স্বার্থ আছে,
না করিলে, বৈরী বলে, সর্ব্বজন-কাছে।
সামর্থ্য নিজের নাহি হইতে উন্নত,
অন্যের উন্নতি দর্শি, ঈর্ষা অবিরত।
তাই যত লব্ধযশ সজ্জনে নিন্দিয়া,
দুর্ভাগার ইচ্ছা, যায় উপরে উঠিয়া।
চিন্তে আরো,—সে নিন্দায় লাভ না হউক,
সজ্জন ত তার মত নিন্দিত রহুক।
দুশ্চরিত্র ধনী যারা, বেশ্যালয়ে যায়,
মদ্য-পানাসক্ত, নিজ সম্পত্তি উড়ায়,
নিন্দিত সর্ব্বত্র, তবু লজ্জিত না হয়,
পুত্র দারা যাহাদের নিত্য ক্লেশে রয়,
সঙ্কটেও নাহি ছাড়ে ঘৃণ্য কদাচার,
যত্ন করি, অঙ্গে পরে, চিহ্ন কালিমার,
তারা যবে ঘটা করি একত্রিত হয়,
উত্থাপিয়া দেশপূজ্য লোকের বিষয়,
সসম্মানে নিন্দা করে, দোষ আরোপিয়া,
শুনিলে সে নিন্দা, লোক মরিবে হাসিয়া।
বলে, "মদ্য-পানে লোক হয় মহা গুণী,
মদ্যপানে বঙ্কিমের "দুর্গেশ-নন্দিনী।"
সিদ্ধ রামপ্রসাদ, করিয়া মদ্যপান।
শ্রী বিদ্যাসাগর বহু বেশ্যালয়ে যান।

ভিন্ন পরনারী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস,
হওয়াই ত অসম্ভব,—শাস্ত্রেই প্রকাশ !"
এ প্রকারে উচ্চ নামে দিয়া নিজ পাপ,
কিছু উপশম করে মনের সন্তাপ।
বর্ত্তে অন্য একদল, অত্যন্ত কঞ্জুষ,
সম্মুখে আসিলে হয় মাটীর মানুষ !
সম্মুখে প্রশংসা করে, হস্ত জোড় করি,
ভক্তি বহু প্রকাশে, দুখানি পদ ধরি ;
তারপরে, বাহির হইয়া যেই যায়,
যত মিথ্যা কথা বলি, নিন্দিয়া বেড়ায়।
দর্শি অন্য একদল, জন্তুর মতন,
রক্ষে প্রাণ, পর-গল-গ্রহ আমরণ।
অত্যন্ত কুটুম্ব হয়, ভোজ্য-পেয় দিলে,
প্রশংসা তখন গায়, অতিরিক্ত বোলে।
কোনরূপে হয় যদি, আরামের ত্রুটী,
শত্রু হয়, নিন্দা করে, তিন লোক ছুটী।
দর্শি রীতি মক্ষিকার, বসি কলেবরে,
সৌন্দর্য্যে দেহের, নাহি দৃষ্টি তারা করে।
রক্তপুঁজ কোথায়, তা করি অন্বেষণ,
যত্ন করি, পান করি, উল্লাসে মগন।
সে প্রকার, মক্ষিকা-স্বভাব হয় যার,
সৌন্দর্য্যে গুণের,—অন্ধ নয়ন তাহার।
মহীপতি-প্রাসাদ দর্শিতে যদি চলে,
দর্শি, মাত্র মূত্রাগার, আসি মন্দ বলে।
গৃধিনী-প্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য্য নাহি দেখে,
উচ্চাকাশে উঠি, নিম্নে শবে দৃষ্টি রাখে।
সে প্রকার, নিন্দুকের স্বভাই এমন,
উচ্চে লক্ষ্য নাহি, নিম্নে সর্ব্বদা নয়ন।
ছিদ্র পেলে রক্ষা নাহি, তিলে করে তাল,
প্রাঙ্গণে সে কাটে খাল, ধরিয়া কোদাল।
ধন্য সে রসনা, যাহা পরনিন্দাশূন্য,
বুঝিল না এই সত্য ভুলুয়া জঘন্য।

দ্বিতীয় দিন

—•—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দ্দণ্ড লীলা
লসৎ খণ্ডিতা খণ্ডলাশেষ ভীতে।
ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্ন সন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

হে চণ্ডিকে! চণ্ডাসুরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তোমার লীলায় খণ্ডিত। তুমি অখণ্ডলা। অশেষ ভয়ে ভীত প্রাণিগণের তুমিই একমাত্র গতি। তুমি বিঘ্ন-নাশিনী, সন্দেহভঞ্জনকারিণী। হে জগত্তারিণি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে (অজ্ঞানান্ধকার হইতে) ত্রাণ কর।"

রক্ষা কর বিপন্ন সন্তানে, জগদ্ধাত্রি !
দুর্গমে তারিণী তুমি, জয়াজয়দাত্রী।
বিদ্যা মহীয়সী তুমি—তুমি সর্ব্বজয়ী।
বন্ধন মায়ার, তুমি,—তুমি জ্ঞানময়ী।
নিক্ষেপ সঙ্কটে তুমি, তুমি কর ত্রাণ।
মূর্ত্তি তুমি মরণের, তুমি বিশ্বপ্রাণ।
দুঃখ তুমি, সুখ তুমি, সগুণ-নির্গুণ,
ব্যোম তুমি,—তুমি জল-স্থলাকাশাগুণ।
অন্ত তুমি, আদি তুমি, তুমি সর্ব্ব স্থলে।
সর্ব্বময়ী তুমি, তোমা সম্বোধি কি বলে ?
যে যা বলে বলুক, ভুলুয়া বলে, "আমি,
পূর্ণ স্নেহময়ী, মোর মা, তাহাই জানি।"
সম্বোধেন শ্যামানন্দ, "এই যে সংসার,
রহস্য ইহার, উপলব্ধি অতি ভার।
বাঞ্ছা করি সুখ, ভবে কর্ম্ম যত করি,
সুখ পরিবর্ত্তে, মাত্র দুঃখে ডুবে মরি।

তবুও সে কর্ম্মে মোর বিরক্তি না হয়।
রহস্য ইহার, কিছু বর্ণ, মহোদয়!"
সম্বোধে সন্তান, "ধীর চিত্তে বিচারিলে,
দর্শি, সেই পরমা প্রকৃতি সর্ব্ব-মূলে।
প্রার্থনার পূর্ব্বে সেই আনিয়া ধরায়,
ইচ্ছা যাহা, যাকে দিয়া, তাহা সে করায়।
কর্ত্তৃত্ব জীবের নাহি জনমে মরণে।
কর্ত্তৃত্ব না বর্ত্তে, কোন কর্ম্মে কোন ক্ষণে।
নিত্য পরাধীন জীব,—দর্শি, পরীক্ষিলে,
দর্প তবু, "কর্ত্তা আমি," বলি, সর্ব্ব স্থলে।"
কহিলেন শ্যামানন্দ, "কর্ত্তা আমি নই,
সর্ব্বত্র না হই, কিন্তু বহু কর্ম্মে হই।
দর্শি, এ ধারণা, কর্ম্মে আছে অধিকার।
কিন্তু করি অনিচ্ছায়, কি হেতু ইহার?"
উত্তরে সন্তান, "করি অনিচ্ছায় কর্ম্ম,
কর্ত্তা নহি, ইহাই ত, এ কথার মর্ম্ম।
চিত্ত জগদ্ধাত্রী-পদে, তন্ময় যখন,
এ রহস্য অনুভবে, সমর্থ তখন।
সৃষ্টি করি জীব, মায়া-রজ্জু-বদ্ধ করি,
ইচ্ছামত নাচান মা, দিবা-বিভাবরী।
বাঞ্ছা বহু, রজগুণে জীবান্তরে হয়।
বাঞ্ছা-পূর্ণ-তরে, জীব নিত্য কর্ম্মময়।
কর্ম্ম-ফলে দুঃখ-সুখ বিম্ব সম উঠে,
কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি, পরে নিত্য ঘটে।
উৎপাদয়ে সেই বুদ্ধি এমনই স্বভাব,
দম্ভে-দর্পে জন্মে চিত্তে "আমি কর্ত্তা" ভাব।
তাঁরই জীব, তাঁরই মায়া, তিনি রজগুণ।
তাঁহারি প্রেরণা,—রঙ্গ-কর্ম্মে সু নিপুণ।
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-দুঃখ, যে কর্ম্মে যে পায়,
নির্দ্দেশে তাঁহার, পুনঃ সে কর্ম্মে সে যায়।
তত্ত্ব-জ্ঞান-অভাবে, অনর্থ যত ঘটে,
শত্রু-মিত্র, ভাল-মন্দ, বুদ্ধি নানা উঠে।
জন্মিলে উত্তম জ্ঞান, অনর্থ পলায়।
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যে প্রকারে যায়।
দৃষ্টি করি ত্রিকোণ কাচের মধ্যে নর,
দর্শনে বিচিত্র বর্ণ-যুক্ত চরাচর।
দর্শে কভু গিরি-বন, উত্থিত আকাশে;
কভু দর্শে, অতি নিম্নে, হ্রদে যেন ভাসে।
কাচ-খণ্ড সরাইয়া ফেলায় যখন,
সত্য যাহা চরাচর, নিরীক্ষে তখন।
সে প্রকার ভ্রান্তির ত্রিকোণ কাচ পরি,
দৃষ্টি-ভ্রমে, মিথ্যা "আমি কর্ত্তা," বুদ্ধি করি।
নিত্য মায়া-মুগ্ধ, তাই "আখি, আমি," সার।
মুক্ত-মায়া যে মহাত্মা, "আমি" নাহি তাঁর।"
পুনঃ জিজ্ঞাসেন গুরু, "এত কি মায়ার
প্রভাব, যাহাতে মুগ্ধ এ বিশ্ব সংসার!"
উত্তরে সন্তান, "তাহে বিশ্ব বিমোহিত,
চিন্তা যবে করি, হই বিস্ময়ে স্তম্ভিত।
তুচ্ছ তুমি-আমি,—তুচ্ছ দেবতা-গন্ধর্ব্ব,
চূর্ণ, মায়া-পরভাবে, প্রত্যেকের গর্ব্ব।
দেহী মাত্রে মায়াধীন,—দেহ যতক্ষণ,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিও মায়ামুক্ত ন'ন।
সমস্ত সগুণ হয়, অধীন মায়ার।
মুক্ত-মায়া যাহা, তা নির্গুণ, নিরাকার।
বিশ্বপাতা বিষ্ণুও এ মায়ার প্রভাবে,
নিত্য হাসি-কান্নাময়, আত্মহারা ভাবে।
শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণ-মূর্ত্তি পুরুষ-প্রধান,
বিমুগ্ধ মায়ায় যদি, মানুষ অজ্ঞান,
সাধ্য নাহি, সে মায়ার বন্ধন এড়াবে।
আশ্চর্য্য মায়ার কার্য্য কে কাকে বুঝাবে!
সিংহাসনে মগধের, জরাসন্ধ যবে,
চেদিরাজ্যে শিশুপাল বিজয় ভৈরবে,
কংস বলবান,—অতি দুর্দ্দান্ত নরক,
ক্রূর-বুদ্ধি কেশী, আর ধেনুক, বৎসক,

আরম্ভিল উদ্ধর্ম্মের ভীষণানুষ্ঠান,
ওষ্ঠাগত, পাপ-ভারে, ধরিত্রীর প্রাণ।

ধরিত্রী, গো-মূর্ত্তি ধরি, ইন্দ্র-স্থানে যায়,
প্রার্থে প্রতিকার,—কহে "উদ্ধর আমায়।"
"সাধ্য নাহি মোর,"—ইন্দ্র বলেন সম্মানে,
"উদ্ধারিতে তোমা, চল যাই ব্রহ্মা-স্থানে।"

ধরা-সঙ্গে দেবরাজ যান ব্রহ্মা-ঠাঁই
ব্রহ্মা ক'ন, "আমারো কোনই সাধ্য নাই।
মূর্ত্তি আমি রজগুণে, সৃজনে নিপুণ।
রক্ষণ বিষ্ণুর কার্য্য, তিনি সত্ত্বগুণ।
রক্ষাকর্ত্তা তিনি, চল তাঁর সন্নিকটে।
ভিন্ন তিনি, রক্ষিতে কে সমর্থ সঙ্কটে?"
সন্নিধানে শ্রীবিষ্ণুর, আসি দেবগণ,
প্রার্থিলেন ধরিত্রীর দুর্গতি-মোচন।

বিষ্ণু ক'ন, "সাধ্য নাহি উদ্ধারি ধরায়,
দুঃখ যা ধরার, নহে আমার ইচ্ছায়।
চিন্তি তত্ত্ব, সত্য সবে সমুঝ অন্তরে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম-অভিনয় ধরায় কে করে।
দেহী মাত্রে কর্ম্ম-রত যাঁর প্রেরণায়,
ভিন্ন তিনি, উদ্ধারিতে শক্ত কে ধরায়?

অবস্থিতি মো সবার তাঁর ইচ্ছামত,
উৎপত্তি-বিনাশ, তাঁর ইচ্ছায় সতত।
কর্ম্মময় বিশ্ব, মাত্র তাঁহারি ইচ্ছায়,
অতএব, মো-সবার কর্ত্তৃত্ব কোথায়?

সূত্রে গাঁথি, যে প্রকার পুতুল নাচায়,
নৃত্য করি, তথা মোরা, তাঁর ঈশারায়।
কিংবা কাষ্ঠ-পুত্তলিকা ইন্দ্রজাল-বশে,
ক্রীড়কের ইচ্ছামত যথা হাসে রসে।
তথা মোরা সে পরমা প্রকৃতি-ইচ্ছায়,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এ ধরায়॥

স্বাধীন হইলে আমি, চিন্তি বুঝ সবে,
বারবার অবতীর্ণ কেন হব ভবে?
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি তির্য্যক যোনিতে,
কি নিমিত্ত যাব? বল, কি পুণ্য লভিতে,
যমদগ্নি-পুত্র হব? নৃশংস-আচারে,
রক্ত-স্রোতে রঞ্জিত করিব বসুধারে?

মত্ত মোহে, কি নির্দ্দয় হইনু তখন,
গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়-শিশু করিনু হনন!

তথা শ্রীদেবীভাগবতে,—

৪র্থ স্কন্ধে, ১৮ অঃ—

যদহং স্যাম্ স্বতন্ত্রো বৈচিন্তয়ন্তধিয়াকিল্।
কুতোঽভবন্ মৎস্যবপুঃ কচ্ছপো, বা মহার্ণবে॥
তির্য্যক্ যোনিষু কঃভোগো কা কীর্ত্তিঃ
কিং সুখং পুনঃ।
যমদগ্নিসুতো কস্মাৎ সম্ভবেয়ং পিতামহ।
নৃশংসং বা কথং কর্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে॥

"হে পিতামহ! বিচার করিয়া দেখুন, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে মহার্ণবে কি জন্য মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলাম! তির্য্যকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কোন্ ভোগ, কোন্ সুখ, কোন কীর্ত্তি লাভ করা যায়? স্বাধীন হইলে আমি কি জন্য যমদগ্নির পুত্র হইতে যাইব? এবং কি জন্যই বা ধরাতল রক্ত-স্রোতে ভাসমান করিব?"

দর্শ পুনঃ, জন্ম নিয়া দশরথ-ঘরে,
কার্য্য কি, না করিলাম, অযোধ্যা নগরে!
ভক্তিমান পুত্ররূপে রহি অহরহ,
বিশ্বপ্রভু হইয়া, হইনু আজ্ঞাবহ।
জটা-চির-বল্কলে ধরিয়া যোগি-বেশ,
সঙ্গে করি ভার্য্যা, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ,
করিতাম পদব্রজে অরণ্যে ভ্রমণ,
হত্যা করা পশু ছিল আহার্য্য তখন।
ইচ্ছায় যাঁহার, ঘটে এত অঘটন,
সাধ্য কার, করে, তাঁর প্রভাব বর্ণন!

রহস্য বুঝিতে নারি স্বর্ণ-মৃগ-তরে,
ভার্য্যা-বাক্যে ছুটিলাম ধনুর্ব্বাণ-করে।
তাহার রক্ষণ-জন্য রহিল লক্ষ্মণ,
কিছুক্ষণ পরে, সেও করিল গমন।
বর্ত্তে সীতা একাকিনী নির্জ্জন কুটীরে,
সংঘটে অঘট্য,—অগ্নি জ্বলে সিন্ধু-নীরে!

সন্ন্যাসীর বেশে, আসি লঙ্কেশ রাবণ,
নিঃসহায়া সীতা নিল হরিয়া যখন,
কান্না কত বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিনু,
মর্কটের সঙ্গে যেয়ে মিত্রতা করিনু।

রক্ষক হইয়া লঙ্ঘি ন্যায়ের সম্মান,
তুল্য কাপুরুষ,—হরি বালিরাজ-প্রাণ।
সঙ্গে করি বনচর ভল্লুক-বানর,
লঙ্কায় প্রবেশি করি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।

তরণীসেনের তুল্য বহু ভক্ত জনে,
তুচ্ছ স্বার্থজন্য, হত্যা করিয়াছি রণে।
স-লক্ষ্মণ নাগ-পাশে হই অচেতন,
গরুড়-সাহায্যে, শেষে বন্ধন-মোচন।

চিন্তা কত করিতাম বিষণ্ণ অন্তরে,
দুর্ভাগ্যে, না জানি, আরো সংঘটে কি পরে!
বদ্ধ ছিনু, মায়া-মোহে, এতই তখন,
অজ্ঞ-নর-তুল্য, সদা করিতুঁ ক্রন্দন।

"রাজ্য গেল, গেল পিতা, আসিলাম বনে,
ভার্য্যা গেল, অবশেষে রাক্ষসের রণে,
পাছে বা জীবন যায়, কত দুশ্চিন্তায়,
বিষণ্ণ অন্তরে কাল কাটিত লঙ্কায়।

অর্চ্চি শেষে জগদ্ধাত্রী মা জগদম্বায়,
রাক্ষসের হস্তে, করি উদ্ধার সীতায়;
উদ্ধারিয়া, অগ্নিতে সতীত্ব পরীক্ষিয়া,
সঙ্গে করি, অযোধ্যায় আসিনু ফিরিয়া।

কিন্তু কি বলিব, যদি এনু অযোধ্যায়,
সন্দ করে প্রজাকুল সর্ব্বদা সীতায়।

পবিত্রা সে, জানি, তবু রঞ্জিতে প্রজায়,
বর্জ্জিলাম, পঞ্চমাস-গর্ভে, বনে তায়।
বর্জ্জি বনে, তার শোকে হইনু উন্মাদ,
নির্ম্মি শেষে স্বর্ণ-সীতা, পূর্ণি মনোসাধ!

সত্ব-গুণ আমি, কিন্তু এত রঙ্গ যিনি,
করান আমাকে দিয়া, "**ইচ্ছাময়ী**" তিনি।
ইচ্ছায় তাঁহার, ধরা বিপন্না এমন,
ইচ্ছা হ'লে তাঁর, হবে বিপত্তি-ভঞ্জন।

তাঁর ইচ্ছাধীন আমি, রুদ্র, প্রজাপতি,
কিংবা বায়ু, বহ্নি, যম, বাসব, প্রভৃতি,
বর্ত্তি যত এই বিশ্বে, প্রত্যেকে তাঁহার
ইচ্ছামত, কর্ম্মাকর্ম্মে, যুক্ত অনিবার।
সাধ্য কি মোদের, হরি ধরার দুর্গতি,
নিত্য পরাধীনে, নাহি কোন শক্তি-গতি।

তথা শ্রীদেবী-ভাগবতে, ৪র্থ স্কন্ধে, ১৯ অঃ

পরতন্ত্রস্য কা বার্ত্তা বক্তব্যা বিবুধেন বৈ।
পরতন্ত্রোঽস্ম্যহং নূনং পদ্মযোনে প্রজাপতে।
তথা ত্বমপি রুদ্রশ্চ সর্ব্বে চান্যে সুরোত্তমাঃ॥

"হে পদ্মযোনে প্রজাপতে! পরাধীনের অসামর্থ্যের কথা আর কি বলিব? তুমি, আমি, রুদ্রদেব, এবং অন্যান্য দেবগণ, আমরা সকলেই পরাধীন।"

ইচ্ছায় যাহার, মোরা চলি সর্ব্বক্ষণ,
কর্ত্রী, রক্ষয়িত্রী, হর্ত্রী, মাত্র তিনি হন।
আদ্যা তিনি প্রত্যেকের, বিভূতি তাঁহার,
কল্পের আদিতে, আমি দর্শি একবার।

মন্দার-তরু-শোভিত মহারাস-স্থানে,
মণি-দ্বীপে, দেবগণ-মধ্যে, সিংহাসনে,
চন্দ্র-সূর্য্য-সৌদামিনী অতিক্রমি জ্যোতি,
বিশ্ববিমোহিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী, তাঁর স্থিতি।

সর্ব্বারাধ্যা, ঈশ্বরের ক্রিয়া-শক্তি তিনি;
ব্রহ্মময়ী তিনি, কাল-বক্ষ-বিলাসিনী।

আশ্রয় তাঁহার, সবে করিয়া গ্রহণ,
অভীষ্ট-পূরণ-জন্য, কর আরাধন।

তথা শ্রীদেবীভাগবতে, ৪র্থ স্কন্ধে ২১ অঃ—
তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং স্মরন্ত্বদ্য সুরাশিবাম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং মহামায়াং শক্তিং সনাতনঃ॥

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, "হে দেবগণ! অতএব আপনারা, সর্ব্বকামপ্রদায়িনী, পরমাত্মা পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি সেই মহামায়াকে অদ্য আরাধনা করুন, তাহাতে আপনাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।"

ভিন্ন ইহা, সে মহামায়ার পরিচয়
দৃষ্ট অন্য বহুস্থানে, সমস্ত সময়।
স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ ভূপতি,
নিত্য প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষী, ধর্ম্মবুদ্ধি অতি।
শত্রু হল কোলা-ধ্বংসী রাজগণ তাঁর,
যুদ্ধে জিনি, লুণ্ঠন করিল ধনাগার।
দুরাত্মা অমাত্যবর্গ কৃতঘ্ন হইয়া,
যুদ্ধ-জয়ী শত্রুপক্ষে মিলিল যাইয়া;
সম্পালিত ভৃত্যের কৃতঘ্ন আচরণে,
ক্ষুব্ধচিত্তে প্রবেশেন ঘোর ঘন বনে।
সেই বনে মহামুনি মেধস-আশ্রম।
আতিথ্য-প্রদান, যাঁর তপস্যা-নিয়ম।
দর্শিয়া সুরথে, মুনি রাখেন সম্মানে।
সুরথ কাটান কাল, অবসন্ন-প্রাণে।
রাজ্য অপহৃত, আর কৃতঘ্ন অমাত্য-
নিমিত্ত, মমতা তাঁর চিত্তে জাগে নিত্য॥
একবার হয় যদি বিরক্তি-সঞ্চার,
বি-স্মরিয়া দোষ, অনুরক্তি বহুবার।
মত্ত-সম, অত্যন্ত অস্থির তাঁর মন।
সান্ত্বনা না মানে, কোনরূপে এক ক্ষণ।
এক দিন ইতস্ততঃ করিতে ভ্রমণ,
আশ্রমে করেন এক বৈশ্যে দরশন।
সমাধি তাহার নাম, ছিল ধনবান।
জন্ম ধনী-কুলে, ছিল যথেষ্ট সম্মান।
বৃদ্ধ কালে, দারা-পুত্রে একত্র হইয়া,
অর্থলোভে, তাহাকে দিয়াছে খেদাড়িয়া।
একে বৃদ্ধকাল,-বৈশ্য চলিতে অক্ষম,
পূর্ব্ব মত না পারে করিতে পরিশ্রম।
যে দারাপুত্রের জন্য, দেহ তার জল,
জীবন-সর্ব্বস্ব-জ্ঞানে যাদের মঙ্গল
সংসাধিতে, কার্য্য তার, যত্নে আজনম,
বার্দ্ধক্যে তারাই হল নির্দ্দয় নির্ম্মম।
কষ্ট যত, সহিল সে, দারা-পুত্র-নামে,
নির্ব্বাসন, তার ফল, হল পরিণামে।
চন্দ্র সুধাবর্ষী, ভাবি যা দিগে পুষিল।
সর্প হ'য়ে, তীব্র বিষ তারা উদ্গীরিল।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবু তাহার অন্তরে,
জন্মে অতি স্নেহ, দুষ্ট সন্তানের তরে।
রাক্ষসী-সমান তার বনিতার প্রতি,
দর্শন-বাসনা, প্রেমভরে, বলবতী।
শ্রবনি সুরথ, তার চিত্ত-পরিচয়,
মানিলেন, নিজান্তরে, পরম বিস্ময়।
জিজ্ঞাসেন স্নেহভরে, "যাহারা তোমায়,
তুচ্ছ অর্থ-লোভে, ঘোর রাক্ষসের প্রায়,
হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ বনে, দিল খেদাড়িয়া, *
জন্য তাহাদের, তব স্নেহ কি লাগিয়া?"
বৈশ্য কহে, "নিষ্ঠুর হইতে চাহে মন,
কিন্তু কি করিব, ফিরে আসে আকর্ষণ।
শত্রুতা করিল যারা, তাহাদের প্রতি,
বুঝি না, কিজন্য পুনঃ ধায় মোর মতি।"
তখন মেধস-মুখে শুনিতে কারণ,
জিজ্ঞাসু হইয়া, দোঁহে করেন গমন।
মুনি-শ্রেষ্ঠে, যথাযোগ্য, করি সম্ভাষণ,
হৃত-রাজ্য সুরথ, করেন সম্বোধন,—

* খেদাড়িয়া—অপমানপূর্ব্বক তাড়াইয়া দেওয়ার নাম খেদাড়িয়া।

"সর্ব্ব তত্ত্ব জানি, তবু অজ্ঞের মতন,
মুগ্ধ কেন মমতায়, হয় মোর মন।
মাত্র আমি নহি, এই বৈশ্য নরবর,
তুল্য মোর, রাত্রি দিন, ব্যথিত অন্তর।
পুত্র-পত্নী, দোহে মিলি' নিষ্ঠুর হইয়া,
অর্থ-লোভে ইঁহাকে দিয়াছে খেদাড়িয়া।
সু-নিষ্ঠুর তাহাদের মমত্ব ভুলিতে,
অসমর্থ ইনি, সদা অবসন্ন চিতে।

নির্দ্দয়, কৃতঘ্ন, শত্রুতুল্য যে স্ব-জন,
নির্য্যাতিয়া দিল, তাহে স্নেহ কি কারণ ?
কৃতঘ্ন নিষ্ঠুর দারাপুত্রে, স্নেহ মনে,
এ বিচিত্র-কার্য্য-হেতু, কহ মহামুনে"

উত্তরেন মুনিশ্রেষ্ঠ, "শুন, নরোত্তম !
চিত্তের এ বৈপরীত্য মায়ার ধরম।
দৃশ্য চরাচর, নিত্য মুগ্ধ যে মায়ায়,
ব্রহ্মাদিরও মতিভ্রম, যাঁহার ইচ্ছায়,
পরমাপ্রকৃতি তিনি, সৃষ্টি, স্থিতি-লয়
অবলম্বি, বিশ্বে তাঁর নিত্য অভিনয়।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

তথাপি মমতা-বর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতঃ।
মহামায়া-প্রভাবনে সংসার স্থিতিকারিণ।

"মনুষ্যগণ মমতা-বন্ধনের দুঃখ জানিয়াও মায়ার ঘূর্ণনে মোহের গর্ত্তে যাইয়া পতিত হয়, এবং সংসার-অভিনয় স্থির রাখে।"

জিজ্ঞাসেন সুরথ, "সে মায়ার বন্ধনে,
মুক্তি কিসে প্রাপ্ত হব ?—শান্তি পাব মনে ?"
উত্তরেন মুনি, "তিনি সু-প্রসন্না হলে,
বন্ধনে মায়ার, মুক্তি ঘটে সর্ব্ব স্থলে।"

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

"তিনি এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদ্বারা এই চরাচর জগৎ পরিরক্ষিত। তিনি প্রসন্না হইলেই মায়ার বন্ধনে মনুষ্যগণ মুক্তি লাভ করিতে পারে।

অতএব, তোমা দোঁহে সংযত হইয়া,
অর্চ্চনা করহ তাঁকে, নির্জ্জনে বসিয়া।
সু-প্রসন্না হলে তিনি, তাঁর মায়া যাবে।
চঞ্চলতা যাবে, চিত্তে স্থির শান্তি পাবে।"

তত্ত্ব শুনি সুরথ সমাধি দুই জন,
সংযত অন্তরে তাঁকে করেন অর্চ্চন।
সুরথ রাজত্ব পান, বৈশ্য পান মুক্তি।
সাধ্য কার, বর্ণে হেন মহামায়া-শক্তি ?"

সুধান আভীরনন্দ তন্ত্র-তত্ত্বালয়,
"বিদ্যা, আর মায়া মধ্যে, পার্থক্য কি রয় ?"

উত্তরে সন্তান, "মোরা কার্য্য যত করি,
করি সর্ব্ব, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ ধরি।
তুচ্ছ-দেহ-সুখ-জন্য, উন্মত্ত মানব
মার্গে প্রবৃত্তির, ধায়, করি উচ্চ রব।

প্রবৃত্তির মার্গে তার যত ভোগ ঘটে,
ভোগে রোগ ঘটে, পড়ে বিষম সঙ্কটে।
উত্থিত প্রবৃত্তি-মার্গে নিত্য হাহাকার,
নিত্য নব বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনা অপার !
ভ্রান্তি ঘটে, বিবেক-বৈরাগ্য ভুলে যায়,
অগ্নি-মধ্যে, পতঙ্গের তুল্য, তাহে ধায়।

এই মার্গে গমনে যে শক্তি সঞ্চালিকা,
তার নাম "মায়া", তত্ত্ব-জ্ঞান-বিনাশিকা।
মাত্র মোহে, জীব যবে, এই মার্গে ধায়,
পশ্চাতে থাকিয়া, মায়া, তাহাকে চালায়।
মার্গে প্রবৃত্তির, সহি নিত্য বিড়ম্বনা,
দুঃখ-ক্লান্ত চিত্তে, নর ছাড়ে দুর্ব্বাসনা।
তুচ্ছ সুখে, বিরক্ত হইয়া উর্দ্ধে চায়,
শান্তি-হেতু, নিবৃত্তির মার্গ বাহি যায়।

প্রবৃত্তিতে পশ্চাতে যে থাকি ধাক্কা মারে,
নিবৃত্তিতে সেই, বিদ্যা-রূপে, হস্ত ধরে।
হস্ত ধরি, শান্তিলোকে, ভক্তে নিয়া যায়।
অশক্ত যে হয়, তাকে অঙ্কে সে উঠায়।
মার্গে প্রবৃত্তির, যাহা সু-নির্ম্মমা রয়।
নিবৃত্তির মার্গে, তাহা স্নেহময়ী হয়।
দুঃখের নরকে লয়, প্রবৃত্তির পথে,
শান্তির স্বরর্গে, নিয়া যায়, নিবৃত্তিতে।
একই শক্তি, দুই কার্য্যে ধরে দুই নাম,
দুঃখদাত্রী মায়া, বিদ্যা আনন্দের ধাম।
মার্গে প্রবৃত্তির, যাও, ধাক্কা মারি দিবে,
নিবৃত্তিতে, অঙ্কে ধরি, উচ্চে তুলি নিবে।
ভ্রান্তি, সাধারণ ভাবে, ভিন্ন ভাবি হয়,
মূলতঃ সে এক জন ভিন্ন অন্য নয়।
বন্ধনে সে বাঁধে, পুনঃ সেই মুক্তিদাত্রী।
সংহারিণী ভ্রান্তি সেই, সেই জগদ্ধাত্রী।”

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥

তিনি মুক্তির হেতু পরমা বিদ্যা, এবং সনাতনী। আবার সংসারের বন্ধনও তিনি। তিনিই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বরী।

সুধান আভীরানন্দ, “মায়ান্ধ মানব
কার্য্য করে কিরূপ স্বভাবে।”
উত্তরে সন্তান, “তারা মাত্র অহঙ্কারে,
আপনাকে কর্ত্তা বলি ভাবে।
সমানে সমানে সদা স্পর্দ্ধা করি চলে,
দর্প করে দুর্ব্বলের প্রতি।
ঈর্ষা, আর ধ্বংস-ভয়, প্রবল দেখিলে,
দূরে বসি নিন্দে দিবা-রাতি।
তুচ্ছেন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে উন্মত্ত এমন,
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি গণে।

যথার্থ ধর্ম্মের কার্য্য উপস্থিত যবে,
অত্যন্ত বিরক্তি তার মনে।
পরিলে সাধুর সাজ, ছাড়ে সত্য পথ,
ছাড়ে জ্ঞান-বৈরাগ্যাচরণ।
ভোগোন্মত্ত চিত্তে গড়ে বিলাস-মন্দির,
যত্নে রাখে কামিনী-কাঞ্চন।
দুর্ভাগা মানুষ যথা গঙ্গাতীরে রহি,
স্নান করে ধাপের পুকুরে,
মায়ান্ধ মানুষ তথা বহু পরিশ্রমে,
তুচ্ছি সুখ, দুঃখকে আদরে।
অসহ্য, সূর্য্যের কর, চক্ষে পেচকের,
দিনে থাকে আঁধারে বসিয়া।
মায়াঙ্কের চক্ষে, তথা সত্যের প্রভাব।
দূরে ফিরে অঙ্গ ঢাকা দিয়া।
না রহে কর্ত্তব্য জ্ঞান, না রহে দায়িত্ব,
নাহি কৃতজ্ঞতা ; ন্যায়-নিষ্ঠা।
নিষেধ না শুনি, যত্নে পরে সে ললাটে,
চন্দন হেলিয়া, কাক-বিষ্ঠা।
মায়ান্ধের কর্ণে কহ মঙ্গল বচন,
শুনিয়া সে উড়াবে হাসিয়া।
মত্ত এত অহঙ্কারে, অনম্র বাচাল,
চলে পূজ্য-সম্মান নাশিয়া।
প্রবৃত্তির মার্গে জীব মায়ার কুহকে,
দুঃখের আগুনে নিত্য দহে।
মায়ার কি দোষ ?—জীব নিবৃত্তির পথে,
চলিলে পরমানন্দে রহে।
চলুক সংযত চিত্তে নিবৃত্তির সনে,
মহাবিদ্যা আরাধনা করুক যতনে।
শরণাগত-পালিনী কুল-কুণ্ডলিনী,
পূর্ণ স্নেহময়ী, জীব-নিস্তার-কারিণী।
মা বলি, ধরুক্ তাঁর পাদপদ্ম বুকে,
এড়াইয়া সর্ব্ব দুঃখ, থাক্ মন-সুখে।”

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "সুচঞ্চল মন,
শান্ত করি, শান্তি কিসে প্রাপ্ত নরগণ ?"
উত্তরে সন্তান, "যারা ফলাকাঙ্ক্ষা ভুলি,
কেবল কর্ত্তব্য-জ্ঞানে, কর্ম্মে যায় চলি,
অহঙ্কার শূন্য, আর নির্ম্মম হিয়ায়,
সংসারে রহিতে পারে, তারা শান্তি পায়।"

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

বিহায় কামান্ য সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স শান্তিমধিগচ্ছতি।

"যিনি কামনাশূন্য মমতাশূন্য, স্পৃহাশূন্য এবং অহঙ্কারশূন্য হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল কর্ত্তব্য-বোধে বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন।

বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "ইহা সুকঠিন,
সহজ উপায় কিছু নির্দ্ধার প্রবীণ।"
উত্তরে সন্তান, "তবে ধর ইষ্ট-নাম,
যত্নে জপ, একাগ্র অন্তরে অবিরাম।
শাক্ত বল "জয় মা করুণাময়ী কালী,"
নৃত্য কর বাহু তুলি, দিয়া করতালি।
"হরে কৃষ্ণ হরে," বল বৈষ্ণব সুজন,
"জয় বাবা বিশ্বনাথ," বল শৈবগণ।
ইষ্ট নাম যাহার যা, আশ্রয় করিয়া,
নামের প্রভাব কত, যাও পরীক্ষিয়া।
জন্মে নামাশ্রয়ে জ্ঞান, ভক্তি সু-বিশ্বাস।
ভ্রান্তি যায়, ঘটে শান্তি, উৎসাহ, উল্লাস।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, সহাস্য-বদন,
"কি আনন্দ আকাঙ্ক্ষে সংসারে নরগণ ?"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "করি অন্বেষণ,
দর্শি ভিন্ন ভিন্ন রুচি-যুক্ত নরগণ।"
প্রার্থে বিষয়ের সুখ, বিষয়ী যে জন।
নির্ব্বিষয়ী উপেক্ষেণ, তাহা সর্ব্ব ক্ষণ।
সন্তগণ-মধ্যে পুনঃ দর্শি, মহাশয়!
প্রত্যেকের ভিন্ন রুচি, ঐক্যে কেহ নয়।
প্রার্থে কেহ যোগানন্দ, কেহ জ্ঞানানন্দ,
কর্ম্মানন্দ প্রার্থী কেহ, কেহ ভক্ত্যানন্দ।
অতএব কি আনন্দ প্রার্থী নর সব,
এক বাক্যে ইহার উত্তর অসম্ভব।
যে আনন্দে রুচি যার, তাহাই সে চায়।
প্রাপ্তি-জন্য, চেষ্টা-যত্ন-পরিশ্রমে ধায়।"
সম্বোধেন শ্যামানন্দ, "অহঙ্কার যার,
নির্দ্ধারণ কর ভদ্র তাহার উপায়।"
উত্তরে সন্তান, "যারা চিন্তা সদা করে,
এ বিরাট বিশ্ব-তুলনায়,
ক্ষুদ্র কত, তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন,
আর অন্য সমস্ত বিষয়;
এমন কি, পশু-পক্ষী মধ্যে কত গুণ,
চিন্তা যারা করে এক বার,
চিন্তা করে, নিজ নিজ চিত্ত-দুর্ব্বলতা,
লুপ্ত তাহাদের অহঙ্কার॥
তার পরে ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণ নিমিত্ত,
কত ভাল মন্দ কর্ম্ম করি,
ফল ঘটে বিপরীত,—সাধে বজ্রপাত!
দুঃখে, মনস্তাপে, শেষে মরি।
ইহাই যখন সত্য, আমার ভাগ্যের,
কর্ত্তা আমি নারিনু হইতে,
নিত্য পরাধীন আমি, চিন্তে যে অন্তরে,
অহঙ্কার নাহি তার চিতে।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "এ নর জনমে,
প্রার্থনীয় প্রথমে কি, ঈশ্বর-চরণে।"
উত্তরে সন্তান, "জীব জন্মতঃ স্বাধীন,
মায়ামোহে, পাকচক্রে, হয় পরাধীন।
স্বাধীন না হ'লে, নারে করিতে সাধনা,
অতএব স্বাধীনতা সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনা।
স্বাধীনতা দ্বি-প্রকার, বাহ্য, আন্তরিক।
বাহ্যে চাহে প্রভুত্ব বিস্তার,

করিলে পর্য্যালোচন, আদি-অন্ত, দেখি,
অধীনতা প্রতি অঙ্গে তার।
রাজত্ব লভিল কেহ,—সৈন্য-সেনাপতি,
আর রাজ-কর্ম্মচারী যত,
প্রত্যেকের অধীন সে, রাজ্য-রক্ষা-তরে,
নামে প্রভু,—কার্য্যে অনুগত।

অন্তরের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তাই,
কারো সঙ্গে, কারো, যাহে মুখাপেক্ষা নাই।
শরীর-ধারণ-জন্য যাহা প্রয়োজন,
নিজ পরিশ্রমে, নিজে করে আয়োজন।
নির্ভরি পরমেশ্বরে, কর্ম্ম-পথে ধায়,
সংঘটে যা, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহে তায়।
বিলাসে বিতৃষ্ণ, তাই বাসনা সংক্ষিপ্ত,
স্বাধীন সে ভাগ্যবান, সদা পরিতৃপ্ত।

বিশ্বনাথ-পাদপদ্মে রহিয়া তন্ময়,
উপেক্ষে যে লাভালাভ, জয়-পরাজয়,
আত্মবশী, সর্ব্ব কার্য্যে পরাপেক্ষা-শূন্য,
যথার্থ স্বাধীন সেই, শান্তি তার জন্য।
প্রার্থনীয় প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা,
দুর্লভ এ জন্ম মিথ্যা, ঘটিলে অন্যথা।"

কহিলেন নিত্যানন্দ, "গরীষ্ঠ সন্তান!
সাধনার্থ চারি মার্গ দেশে বিদ্যমান।
কর্ম্মী কেহ, যোগী কেহ, কেহ ভক্ত, জ্ঞানী,
পন্থা কার গমনীয়?—কাকে শ্রেষ্ঠ মানি?"

উত্তরে সন্তান, "চারি মার্গে, যে যা হয়,
সিদ্ধ হলে, ধর্ম্মরাজ্যে কেহ কম নয়।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কিংবা হয় ভক্তিমান,
প্রত্যেকে নিবৃত্তি-মার্গে, কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
ভোগাসক্তি-বিলাসিতা প্রত্যেকেই ভুলে।
প্রত্যেকেই উন্নত চরিত্র-পথে চলে।
মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, প্রত্যেকেই পাই।
অতএব, শ্রেষ্ঠত্ব, কাহারো কম নাই।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর গণিতাধ্যনিয়া,
ছাত্র তিন, এম্, এ, পাশ আসিল করিয়া।
বিদ্যার সম্মান তারা প্রদত্ত যখন,
প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেকেই তুল্য উচ্চাসন।

নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য, ভক্তি-অবতার,
আচার্য্য শঙ্কর, ব্রহ্ম-জ্ঞান-পারাবার।
কর্ম্মবাদী বুদ্ধ দেব, ভবে অদ্বিতীয়,
যোগীশ্বর দত্তাত্রেয়, অগ্রে বরণীয়।
হত বুদ্ধি হই, পড়ি যাঁর ইতিহাস,
দর্শি, প্রত্যেকেই, মহা শক্তির নিবাস।

জন্মে জ্ঞানে রুচি, যাও শঙ্করের পথে,
ভক্তি ভাল লাগে, যাও শ্রীচৈতন্য-মতে।
কর্ম্ম ভাল লাগিলে, হইয়া অনলস,
হও, বুদ্ধ-প্রদর্শিত বিধানের বশ।
চিত্ত, যদি যোগে ধায়, তেজস্বী মতন,
ভগবান দত্তাত্রেয়ে কর আরাধন।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "ভক্তি-যোগী যাঁরা
বিশ্বনাথে কি ভাবের প্রার্থী হন তাঁরা।"

উত্তরে সন্তান, "যাঁরা হন ভক্তিমান,
ঐশ্বর্য্য, বা মুক্তি-মোক্ষ, তাঁরা নাহি চান।
শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, অথবা বৈষ্ণব,
ভক্ত হলে, অচঞ্চলা-ভক্তিপ্রার্থী সব।

ভক্ত যাঁরা আদর্শ, প্রার্থনা তাঁহাদের,
পরীক্ষিলে প্রাপ্ত হই, মীমাংসা প্রশ্নের।
উৎপীড়ক পৃথিবীর, দুর্দ্দান্ত দানব,
হিরণ্যকশিপু নাশি, যখন কেশব,
প্রহ্লাদে বলেন, বর করিতে গ্রহণ
ভক্তি অচঞ্চলা, প্রার্থী প্রহ্লাদ তখন।

তথা শ্রীবিষ্ণু পুরাণে,—

যুবতীনাং যথা যূনৌ যূনাঞ্চ যুবত্যো যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াম্মাপসর্পতু॥

"নৃসিংহ দেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিলে, প্রহ্লাদ বলিলেন, "যুবতীর মনপ্রাণ তাহার প্রেমিক যুবকের প্রতি যেরূপ ভাবে তন্ময়, এবং যুবকের অন্তর তাহার প্রেমিকা যুবতীর প্রতি যেরূপ ভাবে তন্ময়, আমার মনপ্রাণ তোমাতে যেন সেইরূপ তন্ময় থাকে। অথবা অবিবেকী বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি যেরূপ অত্যন্ত প্রীতি, তোমার শরণাগত আমার চিত্ত তোমার প্রতি যেন সেইরূপ প্রীতিযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় আদর্শ ভক্ত ধ্রুবকে যখন,
বরদানে আগ্রহ করেন নারায়ণ,
উত্তরেন ধ্রুব তবে, "ঐশ্বর্য্য না চাই।
প্রাপ্ত যে তোমায়, তার বরে বাঞ্ছা নাই।"

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহম্
ত্বাং প্রাপ্তবান দেবমুনীন্দ্রগ্রাহ্যম্।
কাচন্ বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
দেব কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

"শ্রীহরি ধ্রুবকে বর দিতে চাহিলে ধ্রুব বলিলেন, "রাজসিংহাসন প্রাপ্তির জন্যই তপস্যায় বসিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হইলাম দেব-মুনীন্দ্র প্রার্থনীয় তোমাকে। কাচ অন্বেষণে বাহির হইয়া দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইলাম। আর আমার বরের প্রয়োজন নাই।

পুনঃ শুন দম্ভী কালযবন হুঙ্কারে,
ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণে আসিল বধিবারে,
চতুরেন্দ্র কৌশলে করেন পলায়ন,
পশ্চাদ্ধাবন করে দুরন্ত যবন।

যে স্থানে শ্রীমুচুকুন্দ সমাধি-নিদ্রায়
নিদ্রিত,—শ্রীভগবান আসিয়া তথায়,
অন্তর্হিত হইলেন; যবন আসিয়া,
সমাধিস্থ মুচুকুন্দে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া,
দর্পভরে বক্ষঃস্থলে করে পদাঘাত।
জাগিয়া করেন মুচুকুন্দ দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টি মাত্র ভস্মীভূত হইল যবন,
চতুর্ভুর্জ রূপে কৃষ্ণ দিয়া দরশন,
অগ্রবর্ত্তী যেমন হলেন বরদানে,
পদ-সেবা-প্রার্থী, মুচুকুন্দ তাঁর স্থানে।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে, ১০ম স্কন্ধে,—

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতঃ
রাজ্যানুবন্ধাপোহগমো যদৃচ্ছয়া।
য প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্য্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ॥১
ন কাময়েন্যং তবপাদসেবনা
দকিঞ্চনং প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাংহ্যপবর্গদং হরে,
বৃণীত আর্য্য বরমাত্মবন্ধনম্॥২

"মুচুকুন্দ কহিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি যখন রাজ্যাদির প্রতি আসক্তি-শূন্য হইতে পারিয়াছি তখনই ত তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ, বা বর, প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ এই অনাসক্তি বা বৈরাগ্য, কত কত পৃথিবীপতি, বনে বনে বিচরণশীল হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া, তোমার নিকটে প্রার্থনা করেন, আমি সেই বৈরাগ্য যখন প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আর অন্য বরের প্রয়োজন নাই।

তবু যদি বরদানে নিতান্তই তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে হে বিভো! সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় তোমার চরণ-সেবা ভিন্ন অন্য বর আমি প্রার্থনা করি না। হে হরে! কোন্ আর্য্য ব্যক্তি মুক্তিদাতা তোমাকে আরাধনা করিয়া, আত্মার বন্ধনপ্রদ ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করেন?

বশিষ্ঠ দেবের সঙ্গে নিমির কলহ,
দোঁহ শাপে, দোঁহে ত্যজে, নিজ নিজ দেহ।
মিত্র-বরুণের বীর্য্যে বশিষ্ঠে তখন,
মুহূর্ত্তে নূতন দেহ দেন দেবগণ।

প্রার্থনা করিয়া দেববৃন্দে মুনিগণ,
নির্জ্জীব নিমির দেহে দিলেন জীবন।

মাত্র দেহ-লাভে কিন্তু নিমি তুষ্ট ন'ন।
ব্যগ্র, হরিপদে ভক্তি জন্য, তাঁর মন।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে, ৯ম স্কন্ধে,—

রাজ্ঞো জীবতু দেহোঽয়ং প্রসন্নাঃ
প্রভবো যদি।
তথেত্যুক্তা নিমি প্রাহ মাভূন্মে দেহবন্ধনম্ ॥
যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥

"মুনিগণ কহিলেন, হে দেবগণ! যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে মহারাজ নিমিকে জীবিত করুন। তাহাতে নিমি কহিলেন, মাত্র দেহলাভে আমার প্রয়োজন নাই। বিয়োগভয়-কাতর, হরিপাদপদ্মে মতিমান, মুনিগণ মাত্র দেহলাভ বাঞ্ছা করেন না। তাঁহারা হরিপাদপদ্ম ভজন করাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। আমিও শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করি।"

তৃপ্ত, যে রসনা নিত্য সুধা আস্বাদনে,
তিক্ত-কটু-কষায়ে, সে না যায় কখনে।
ভক্ত-সেবা, ভক্ত-সঙ্গ, ভক্তি-আলোচনা,
শান্তি যা প্রদানে, নাহি তাহার তুলনা।
প্রার্থনা করেন তাই হরিভক্ত জন,
জন্মে জন্মে যেন হরিপদে ভক্ত র'ন।
অর্চ্চি দুরারাধ্য হরি তুচ্ছ ভোগ চায়
হীন-বুদ্ধি তার তুল্য না মিলে ধরায়।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে, ১০ম স্কন্ধে,—

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃনীতে মনোগ্রাহ্যমসত্বাৎ কুমনুষ্যোঽসৌ ॥

যে ব্যক্তি দুরারাধ্য ভগবান বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া তুচ্ছ ভোগ-সুখ প্রার্থনা করে, তার মধ্যে সত্ত্বগুণের অভাব; এবং তাহাকে কু-মানুষ, বা নরাধম কহে।"

এইরূপে বৈষ্ণবের দেশ অন্বেষণে,
ভক্তিপ্রার্থী ভিন্ন, ভক্ত না পড়ে নয়নে।"

উঠি কহে বিষ্ণুদাস, "ছাড়ি পুরাতন,
বর্ত্তমান বৈষ্ণবের, প্রার্থনা কেমন?
ইচ্ছা করি শুনিবারে তার পরিচয়।"

উত্তরে সন্তান, "তাহা ভিন্ন কিছু নয়।
দৃষ্ট বর্ত্তমান যুগে, যত মহাজন,
রাধাকৃষ্ণ-গত-প্রাণ তত্ত্ব-দর্শিগণ,
প্রার্থনা করেন সদা হতে কৃষ্ণদাস,
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা প্রত্যেকের আশ।

গোপীর অনুগা ভাবে শ্রীকৃষ্ণে অর্চ্চনা,
মাত্র ইহা, বৈষ্ণবের চরম প্রার্থনা।
মুক্তি-প্রার্থী তাঁহাদের মধ্যে কেহ নাই।
পদাবলী-মধ্যে তার বহু সাক্ষী পাই।

তথা শ্রীগোবিন্দদাসে—

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে।
দুর্লভ মানুষ-জনম সতসঙ্গে তরহুঁ এ ভব-সিন্ধু রে ॥
শীত আতপ, বাত-বরিখন, এ দিন-যামিনী জাগি রে।
বৃথায় সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখলাভ লাগি রে ॥
এ রূপ-যৌবন, ভবন-ধন-জন, ইথে কি আছে
পরতীত রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ
নিত রে।
শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ-বন্দন, পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন সখীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস
অভিলাষী রে ॥

তথা শ্রীবিদ্যাপতীতে

মাধব, বহুত মিনতি করু তোয়।
তিল তুলসী লই, সমপিনু এ জীবন,
দয়া যেন না ছোড়বি মোয় ॥
গণয়িতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগভরি কহায়সি,
জগ-বাহির নহ মুঞি ছার ॥

কিয়ে মানুষ, জনম পশুপাখী,
অথবা কীট পতঙ্গ ।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুঁয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরয়িতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

তথা শ্রীনরোত্তমে,—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ।
জীবনে মরণে আর কেহ নাহি মোর ।
কালিন্দীর তীরে কেলী কদম্বের বন ।
রতন বেদীর 'পরে বসাব দু'জন ।
শ্যাম অঙ্গে দিব চূয়া চন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব করে হেরি মুখচন্দ্র ।
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বুলে ।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী-বৃন্দে,
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ।
শ্রীচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস,
নরোত্তম দাসে করে এই অভিলাষ ।

অতএব কি প্রাচীন, কি বা বর্ত্তমান,
বৈষ্ণবের প্রার্থনীয় সর্ব্বত্র সমান ।"
এক বিপ্র কহে, "হলে সদ্‌গুণ-আধার,
ভক্তি না থাকিলে, তাহে কি ক্ষতি কাহার ।"
উত্তরে সন্তান, "ভক্তি-যোগে যে আনন্দ,
প্রাপ্ত হয় শুদ্ধ ভক্তিমান,
ভক্তিহীন হলে, তাহা দুষ্প্রাপ্য ধরায়,
হ'লেও, সহস্র-গুণবান ।"
সুধান শ্রীনিত্যানন্দ করিয়া আগ্রহ,
"গোপীর অনুগা ভাব কি প্রকার কহ ।"
উত্তরে সন্তান, "মন বুদ্ধি সমর্পণ,
সাধ্য যার, প্রাপ্ত হয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়,—

ময্যেব মনো আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ ঊর্দ্ধং ন সংশয় ॥

"হে অর্জ্জুন আমাতে মন-বুদ্ধি অর্পণ কর, তাহ হইলে পরলোকে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ।

এই মন, এই বুদ্ধি, ব্রজগোপী যাঁরা,
অর্পেন শ্রীভগবানে, হয়ে আত্মহারা ।
রাস-পঞ্চাধ্যায় যদি করি অধ্যয়ন,
দর্শি তথা গোপীর কি আত্ম সমর্পণ ।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৩৫ অঃ—

তা বার্য্যমানা পতিভির্পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মনাঃ ন নবর্ত্তন্ত্য মোহিতাঃ ॥

"ভগবান গোবিন্দ কর্ত্তৃক যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল, সেই সমস্ত গোপীগণ, পতি, পিতা, ভ্রাতা, এবং বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইলেও, প্রতিনিবৃত্তা হইলেন না গোবিন্দ সন্নিধানে গমন করিলেন ।"

শ্রীকৃষ্ণে গোপীর যথা আত্মসমর্পণ,
আত্ম-সমর্পণ তথা করে যে সজ্জন,
গোপীর অনুগা হয় ভজন তাহার ।
মাত্র তারই কৃষ্ণপ্রেমে জন্মে অধিকার ।"
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "শাক্ত ভক্ত যাঁরা
অর্চ্চি শক্তি, কি ভাবের প্রার্থী হন তাঁরা ?"
উত্তরে সন্তান, "সর্ব্ব স্থলে এক ভাব,
বর্ত্তে যথা তরলতা জলের স্বভাব ।
শাক্তের আদর্শ রামপ্রসাদ সাধক,
কালী পাদপদ্ম যাঁর সর্ব্বার্থ-সাধক,
নাহি চান মুক্তি, কিংবা গয়া, গঙ্গা, কাশী,
নিত্যানন্দময়ী কালী-ভক্তি-অভিলাষী ।

তথা শ্রীরামপ্রসাদে,—

কাজ কি আমার কাশী !
মায়ের চরণতলে পড়ে আছে, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী ॥

আছে, কালী-পদ-কোকনদে তীর্থ রাশি রাশি।
আমি, হৃদ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
অনল দহন করে যথা তূলা রাশি॥
গয়ায় করি পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর নাম, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণাময়ীর বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, করেই বসে আছি॥

দর্শ, অতএব, রামপ্রসাদ সজ্জন,
মুক্তি-মোক্ষে না করেন গুরুত্বে গণন।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, নির্ব্বাণ না চান।
কি আনন্দ চিনি হলে?—চিনি পেলে খান।
শাক্ত মহাজন মাত্র কালী-কৃপা-বলে,
নিশ্চিন্ত, ধরিয়া চাতুর্ব্বর্গ করতলে।
মুক্তি জন্য শিব-বাক্যে স-গৌরবা কাশী,
সিদ্ধান্ত তাঁহার, মুক্তি ভক্তজন-দাসী।
কামদেব তার্কিক সাধক মহাজন,
প্রার্থনা তাঁহার, শুন সরল কেমন।

তথা শ্রীকামদেবে,—

শুন রে যাদবানন্দ! আমার এই সাধ এখন মনে।
আমি দেবত্ব, বা ঈশ্বরত্ব, না করি গণনে।
নাহি যাব তীর্থ বাসে, বৃথা পরিশ্রমে।
ও রে, সর্ব্ব তীর্থ কালীপদ বুঝেছি এক্ষণে॥
শোন্ রে বলি, মনের কথা, তোর কাছে গোপনে।
যেন কালীপদে বাঁধা থাকি জনমে জনমে॥
কামদেবের এই বাসনা, শুন্‌বে কি মা কাণে।
আশা করে বসে আছি, কি কর্‌বে সেই জানে॥

পাগল শ্রীশ্যামচন্দ্র ভক্ত মহাজন,
রাজসাহী-মহাদেবপুর-সুশোভন।
উচ্চ জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী, ভেদবুদ্ধি-শূন্য,
মা-ভাবে তন্ময় চিত্ত, সাধকাগ্রগণ্য।
প্রার্থনা তাঁহার যাহা, জগদ্ধাত্রী ঠাঁই।
নির্ভর ব্যতীত তার মধ্যে কিছু নাই।

তথা পাগল শ্রীশ্যামচন্দ্রে—

মায়ের কাছে কিছু আর, চেওনারে ভাই।
না চাইতে যে আপনি দেয়,
তার কাছে আর চাইতে নাই॥
মায়ের কাছে যে জন যা চায়,
তাই দিয়ে মা ভুলায় তাহায়,
"তাই" দিয়ে যে মায়ে ভুলায়,
এটাও জেন ঠিক তাই॥
মায়ের আছে যত জিনিস্,
তুই কি রে তার সকল চিনিস্
তাই চেয়ে নিস্ যা তুই জানিস্,
তা ছাড়া ত পাস্‌না রে ভাই,—
না চেয়ে চুপ করে র'বি,
কেউ যা না পায়, সেই ধন পাবি,
চেয়ে কেন ঠকে যাবি,
পাগল রে শোন্ বলি তাই॥

ভিন্ন এ সমস্ত, আছে অগণ্য প্রার্থনা,
যার মধ্যে মুক্তি, কিংবা ঐশ্বর্য্য কামনা,
শাক্ত-ভক্ত-সাধকের মধ্যে নাহি পাই,
সমস্ত শুনাতে অদ্য অবসর নাই॥"
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, "তুমি যা কহিলে,
তাহে মাত্র এ যুগের পরিচয় দিলে।
সত্য-ত্রেতা-দাপরেও শাক্ত ভক্ত র'ন।
অর্চ্চি শক্তি, কি ভাবের প্রার্থী তাঁরা হন?
উত্তরে সন্তান, "যথা যত শাক্ত ভক্ত,
মর্ম্ম উপলব্ধি, তাঁরা একই ভাবযুক্ত।

বর্ণিতে অধিক, অদ্য অবসর নাই,
সংক্ষেপতঃ অতীতের দু এক শুনাই।

পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী-রাজ-সিংহাসনে,
আসীন সুবাহু যবে,—ভক্ত সুদর্শনে,
যোগ্য পাত্র বিচারি করেন কন্যা দান,
অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ তাহে ক্ষুব্ধ-প্রাণ।

মোহান্ধ নৃপতি-বৃন্দ মহা ক্রোধভরে,
সুদর্শনে বধিতে একত্রে অস্ত্র ধরে।
শত্রু হস্তে নিজভক্তে রক্ষিতে জননী
আবির্ভূতা, ধরি মূর্ত্তি মৃগেন্দ্র-বাহিনী।

ধর্ম্ম-দ্বেষী নৃপবৃন্দে যোগ্য দণ্ড দিয়া,
ভক্ত-সম্পালিনী নামে গৌরব বৰ্দ্ধিয়া,
প্রসন্না হইয়া বারাণসীশ্বর প্রতি,
জিজ্ঞাসেন, "প্রার্থনা কি তোমার সম্প্রতি?

স্নেহপূর্ণ বাক্য মার, করিয়া শ্রবণ,
বলেন সুবাহু, "এই প্রার্থনা এখন,
ভক্তি অচঞ্চলা, যেন রহে তব পায়।
প্রার্থনা কি তার?—তব দর্শন যে পায়!

তথা শ্রীদেবীভাগবতে, ৩য় স্কন্ধে, ২৪ অঃ,—

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ।
একতো দর্শনান্তে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন॥
দর্শনাৎ সদৃশং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু নাস্তি মে।
কিং বরং মাতর্য্যাচেঽহং কৃতর্থোঽস্মি ধরাতলে॥
এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্য্যাচিতুং বাঞ্ছিতং বরম্।
তব ভক্তি সদা মেঽস্তু নিশ্চিতাহ্যনপায়িনী॥

"সুবাহু কহিলেন, "মা যদি তিন লোকের আধিপত্য এক দিকে, এবং তোমায় দর্শন অন্য দিকে রাখিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে তোমার দর্শনই ওজনে অধিকতর হয়। তোমার দর্শনের সঙ্গে ত্রিলোকের কোন ঐশ্বর্য্যেরই তুলনা হয় না। আজ সেই দর্শন লাভে আমি কৃতার্থ। আমার অন্য কোন বরের প্রয়োজন নাই! তবুও যদি বরদানে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এই বর দান কর, যাহাতে তোমার পাদপদ্মে অচঞ্চলা ভক্তি জন্মে।"

দর্শি পুনঃ দুর্দ্দান্ত তারকাসুর-করে,
লাঞ্ছনা অত্যন্ত ঘটে সুরপুরেশ্বরে।
দুর্দ্দশার স্রোত বহে দেবের নগরে।
রাত্রিদিন দেবতার নেত্রে নীর ঝরে।
অন্যোপায়-শূন্য, সবে বিষ্ণু-স্থানে যান,
পন্থা আত্ম-রক্ষণের, তাঁহাকে সুধান।

উত্তরেন বিষ্ণু, সর্ব্বে আশ্বাস প্রদানি,
"শঙ্কা কি? আছেন যবে সঙ্কট-বারিণী।
পাদপদ্মে তাঁর, চল লইয়া শরণ,
আর্ত্তি যত আমাদের, করি নিবেদন।
অপরাধ আমাদের, বহু কার্য্যে ঘটে।
তাই শিক্ষা দেন তিনি নিক্ষেপি সঙ্কটে।"

তথা শ্রীদেবীভাগবতে—

অস্মাকমনয়ো দেব, তদুপেক্ষাস্তি সর্ব্বদা।
নিক্ষেপোঽয়ং জগন্মাতা কুতোঽস্মচ্ছিক্ষনায় চ॥

"হে দেবগণ! সমস্ত সময়েই তাঁহার প্রতি আমাদের উপেক্ষাজনিত অপরাধ ঘটে; তাই সেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এইভাবে বিপদে ফেলিয়া শিক্ষাদান করেন।"

কিন্তু কেন হতাশ্বাস হবে তাহা বলে?
ভিন্ন মা, সন্তানে রক্ষা কে করে ভূতলে?
সন্তানের অপরাধ পদে পদে ঘটে,
ভিন্ন মা, তা মার্জ্জনীয় কাহার নিকটে?

তথা শ্রীদেবীভাগবতে,—

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদেপদে।
কোঽপর সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা॥

"মার নিকটে তনয়ের অপরাধ পদে-পদেই ঘটিয়া থাকে; সে অপরাধ মা ভিন্ন আর কে সহ্য করে?"

আশ্বাসিয়া দেবে, বিশ্বপ্রভু নারায়ণ
লক্ষ্মীসহ হিমালয়ে উপস্থিত হন।

অর্চ্চেন মা জগদ্ধাত্রী অর্পি মন-প্রাণ।
তুষ্টা হয়ে করেন মা অভয় প্রদান।

তথা শ্রীদেবীভাগবতে, ৭ম স্কন্ধে,—

তিষ্ঠন্তাং ময়ি কা চিন্তা যুস্মাকং ভক্তিশালীনাম্।
সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখ-সংসার-সাগরাৎ ॥
ইতি মে প্রতিজ্ঞাং সত্যং জানীথ বিবুধোত্তমাঃ ॥

তখন মা জগদ্ধাত্রী দেবগণের তপস্যায় তুষ্টা হইয়া বলিলেন, "হে দেবগণ আমি থাকিতে ভক্তিমান তোমাদের ভয় কি? দুঃখময় সংসার-সমুদ্র হইতে আমি আমার ভক্তগণকে উদ্ধার করিব, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। হে বিবুধোত্তমগণ; এই সত্য তোমরা নিশ্চয় জানিও।

তারপরে দেববৃন্দ অতি-হৃষ্ট-মন।
মার পদে অচঞ্চলা ভক্তি প্রার্থী হন।

তথা শ্রীদেবীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে, ৩১ অঃ,—

সর্ব্বদা চরণাম্ভোজে ভক্তিস্যাৎ তব নিশ্চলা।
প্রার্থণীয়মিদং মুখ্যং অপরং দেহহেতবে।

"দেবগণ কহিলেন, মা তোমার শ্রীচরণকমলে আমাদের অচঞ্চলা ভক্তি হউক, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। অন্যান্য দেহধারিগণের পক্ষেও, ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর নাই।"

ব্রহ্মাদিও যাঁর পদে অচঞ্চলা ভক্তি-
প্রার্থী হন, তদুপরে বলে, কার শক্তি?
প্রার্থনীয় নাহি কিছু ভক্তির সমান।
ভক্তিমান যিনি, তাঁর সর্ব্বোপরি স্থান।

দর্প প্রকৃতির, চূর্ণ, ভক্ত-সন্নিকটে;
ভক্ত-সঙ্গে বিশ্ব-নাথে নিত্য লীলা ঘটে।
ভক্তি সর্ব্ব-সাধ্য পথ;—আদি-অন্ত যার
বহমান অবিরাম অমৃতের ধার।

বহির্গত সেই পথে গরলে অমৃত।
বহ্নি তথা সুশীতল সলিলের মত।

আজন্ম বধিরে শক্ত শুনিতে শ্রবণে।
জন্ম অন্ধে রেণু গণে উজ্জ্বল নয়নে।
উল্লাসে প্রস্তর সিন্ধু-সলিল-উপরে।
সংসাধিত, অসাধ্য যা ভক্তের নগরে।
সিদ্ধ বহু, শাক্ত-সম্প্রদায়ে বিদ্যমান,
সিদ্ধ বিভূতির, তাঁরা মহা কীর্ত্তিমান।
মাত্র অচঞ্চলা ভক্তি প্রত্যেকেই চান।
ইতিবৃত্ত তাঁহাদের করে তা প্রমাণ।"

কহিলেন নিত্যানন্দ, "বুঝিনু সকল,
ভক্তিমান যে, তাহার সমস্ত মঙ্গল।
কিন্তু যারা বৈষয়িক, দারা-পুত্র-তরে,
গৃহ-কর্ম্মাসক্ত সদা, একাগ্র অন্তরে,
বিশ্বনাথ-চিন্তায় বিহীন-অবসর,
প্রাপ্ত তারা কোন্ স্থান? কহ ভক্তবর!"

উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন মহাজন!
পুত্র-দারা সংরক্ষণ, শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।
ব্রহ্মচারী, যোগী, কিংবা সন্ন্যাসী, সজ্জন,
গৃহস্থের অন্নে ধরে প্রত্যেকে জীবন।
সুতরাং গৃহস্থ আশ্রম সর্ব্ব-সার,
কর্ম্মী গৃহাশ্রমোচিত, ধর্ম্মী-প্রশংসার।

অর্থ, লোক-হিত জন্য, হয় প্রয়োজন।
নির্ব্বিষয়ী-পক্ষে তাহা সাধ্য না কখন।
অর্থ যার উপার্জ্জিত লোক-হিত-জন্য,
বিশ্ব-জননীর সেই ভক্ত অগ্রগণ্য।

গার্হস্থ্য আশ্রমোচিত কর্ম্মে যে তন্ময়,
মোর মতে সর্ব্বোপরি স্থান তার হয়।
নির্ব্বিষয়ী অপেক্ষা সে বিষয়ী প্রধান।
ধর্ম্ম-জাতি-দেশ যাহে রক্ষে নিজ মান।"

রত্নগিরি কহে, "ভক্তিবাধ্য ভগবান,
দর্শাতে কি পার, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ?"

উত্তরে সন্তান, "তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ?
ভক্ত-রাজ্যে নিত্য প্রতি গৃহে বিদ্যমান।
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ এক সাক্ষী তার।
এক সাক্ষী, সাক্ষী-গোপাল উড়িষ্যার।

এক সাক্ষী, রক্ষাকালী পিছলিয়া গাঁয়।
এক সাক্ষী নাকটেপা গোপাল গুহায়।
প্রসাদ, কমলাকান্ত, দুই সাক্ষী তার,
সাক্ষী সমুজ্জ্বল দুর্গাদাসী পুটীয়ার।
সাক্ষী শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেব।
সাক্ষী শ্রীমহেশ,—জানি প্রত্যক্ষ ভূ-দেব।
সাক্ষী কত চাহ ?—সাক্ষী হাজার হাজার!
সন্দেহ তবু না ভাঙ্গে, ভ্রান্ত ভুলুয়ার॥

—০—

দ্বিতীয় দিন

—০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ত্বমেকা জিতারাধিতা সত্যবাদী
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শ্রীশ্রীবিশ্বতারতন্ত্র

"মা, তুমি অদ্বিতীয়া, অজিতা, সত্যবাদিনী, ক্ষমাশীলা, অমেয়া, জিতক্রোধা ; তুমি ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে (মানসিক চঞ্চলতার যন্ত্রণা হইতে) উদ্ধার কর।

দুর্গতি-নাশিনী তুমি মূর্ত্তি করুণার।
মূর্ত্তি তুমি, বিদ্যা-বুদ্ধি-সিদ্ধি-সাধনার।
অজ্ঞ আমি, অবজ্ঞার যোগ্য অনুক্ষণ।
ইচ্ছা তবু, করি তব মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।
অধিষ্ঠাত্রী তুমি, ক্ষম ধৃষ্টতা আমার।
দৃষ্টি কর করুণার ;—দেহ অধিকার।
ভিন্ন তুমি ভুলুয়ার, অন্য নাহি বল।
মঙ্গলামঙ্গল তুমি, সহায়, সম্বল॥
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "এক দল নর,
সংসার লইয়া ব্যস্ত ;—না মানে ঈশ্বর।
সম্পত্তি-প্রভুত্ব-জন্য সদা যত্নবান।
সত্য-মিথ্যা নাহি মানে, নাহি ধর্ম্ম-জ্ঞান।
শান্তি-সুখে তারাও ত, করে অবস্থান।
বর্ত্তে সুখৈশ্বর্য্যে, হয় প্রভু-শক্তিমান!
বিশ্বাসী ঈশ্বরে যারা, প্রায় দুঃখে রহে।
দস্যু-দুষ্ট-দানবের অত্যাচার সহে।
বিশেষত্ব কি এমন ঈশ্বরারাধনে ?"
উত্তরে সন্তান ধীরে, বিনম্র বচনে,
"যারা বলে সত্য নাহি, না মানি ঈশ্বর,
স্বেচ্ছাচারে চলে নিরন্তর,
মিথ্যাবাদী ধরা প'লে, তারাও আসিয়া,
বলে তাকে, "পাষণ্ড, পামর"।
অতএব তারাও স্বীকারে সত্যদেবে,
সঙ্কটে পরমেশ্বরে মানে ;
অন্ধ মায়া-মোহে, তুচ্ছ স্বার্থ-সিদ্ধিজন্য,
অস্বীকারে ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানে।
সজ্জনে পীড়ন করে, দুর্ব্বলে লুণ্ঠনে,
করে সৌধ, সম্পত্তি, বিভব ;
বালির পর্ব্বত কাল-সিন্ধু-নীরে তুলে,
দণ্ড পরে অন্তর্হিত সব।
সত্য পথে থাকি, অর্থ-সম্পত্তি সংগ্রহ,
সর্ব্ব জন-পক্ষে নহে সাধ্য।
তাই যারা বিষয়ান্ধ, ক্ষুদ্র, নীচাশয়,
অসত্যে চলিতে হয় বাধ্য।
অন্যায় অসত্যে যারা, হয় ধনী-মানী,
তাহাদের চিত্ত অন্বেষণে,
নিরীক্ষি বিক্ষত তাহা ;—মাত্র ভাষা-বেশে,
ঢাকিয়া তা রাখে সর্ব্বক্ষণে,
অতএব তারা নাহি শান্তি সুখে রহে,
দুশ্চিন্তায় সদা দহ্যমান।
অত্যানন্দ, লাভে,—কিন্তু ঘটিলে অলাভ,
একেবারে শোকে হত-প্রাণ।
সম্পত্তি প্রভুত্ব যারা, অধর্ম্মে অর্জ্জনে,
সত্য-মিথ্যা গ্রাহ্য না করিয়া,

স্বার্থনাশ-ভয়ে, মিত্রে শত্রু ভাবে তারা,
সর্ব্বদা সংশয়ে পূর্ণ হিয়া।
সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি মানে যারা,
নাহি মানে ঈশ্বর-বিধান।
তারা বেশ সুখে রহে,—কবির কল্পনা
ভিন্ন, নাহি প্রমাণের স্থান!
আছেন ঈশ্বর,—তিনি নিত্য অর্চ্চনীয়,
নিত্য স্মরণীয় তাঁর নাম,
আশ্রয় পরম তিনি, বিশ্বে প্রত্যেকের,
চিন্তা তাঁর নিত্য শান্তি-ধাম।
চিন্তা যদি করি, দর্শি এই বিশ্ব-মাঝে,
যাহা কিছু আছে দৃশ্যমান,
স্থাবর জঙ্গম যত, সৃষ্টির আশ্চর্য্য
নৈপুণ্য, সর্ব্বত্র বিদ্যমান।
এ গৃহ-মন্দির, ঘট, পট, ঘটী, বাটী,
নির্ম্মাতা ব্যতীত অসম্ভব।
সত্য যদি ইহা, এই কর্ম্মক্ষম দেহ,
চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, সব,
দেহ-মধ্যে সুকৌশলে সজ্জিত যন্ত্রাদি,
ভোজ্য পরিপাকের পদ্ধতি,
ইত্যাদি কি নির্ম্মাতা-ব্যতীত সম্ভবিল?
উত্তর কি, এই প্রশ্ন প্রতি?
চিন্ত আরো, শূন্য মার্গে ও সৌরজগৎ,
কি কৌশলে নিত্য ভ্রাম্যমান!
সন্নিবেশ কর্ত্তা কি উহার কেহ নাই?
এ প্রশ্নের কোন্ সমাধান?
যদি বল সমুদ্ভূত প্রকৃতি হইতে,
প্রকৃতি-নিয়মে সুরক্ষিত।
কর্ম্ম-পথে প্রকৃতি-নিয়মে ঘুরি ঘুরি,
অঙ্গে প্রকৃতির লুক্কায়িত।
তবে সেই প্রকৃতিই ঈশ্বর জানিও।
কর্ত্রী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের।
অর্চ্চি তাঁকে কালী বলি, পরমা প্রকৃতি,
শান্তি-দাত্রী তিনি হৃদয়ের।
যদি বল কর্ত্তা কাল, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে,
তবে সেই কালই পরমেশ।
কাল, কৃষ্ণ-বিশ্বনাথ,—সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের,
ভক্ত সাধকের হৃদয়েশ।
মনুষ্য-জগতে শ্রেষ্ঠ মনস্বী যাঁহারা,
শঙ্কর, চৈতন্য, বুদ্ধ, যত,
উৎসাহিতে ঈশ্বরত্ব, অবতীর্ণ তাঁরা,
নামে প্রেমে পৃথ্বী বিমোহিত।
উপেক্ষিয়া তাঁহাদিগে, মোহান্ধ অজ্ঞের,
নাস্তিক্য মানিব কি নিমিত্ত?
নাস্তিক আশ্রয়শূন্য ইহ-পরকালে;
দৈব-ঘোরে অবসন্ন-চিত্ত।
বার বার কি কহিব রঙ্গ প্রকৃতির,
রঙ্গ কত করে অনিবার।
সৃষ্টি করে, নাস্তিক-আস্তিক, নিজ হস্তে,
এ নিন্দে,—ও সমর্থক তাঁর!"
জিজ্ঞাসেন নিত্যনন্দ, "নাস্তিক্য বুদ্ধির
বশবর্ত্তী কি নিমিত্ত হয়?"
উত্তরে সন্তান, "চিত্তে শিক্ষা-সঙ্গ-দোষে,
স্বভাবতঃ নাস্তিক্য-উদয়।
মত্ত যারা ভোগেচ্ছায়, বিলাস-বৈভবে,
সাজ-সজ্জা দর্শি তাহাদের,
অল্প-বুদ্ধি নরে ভাবে সার্থক-জনম,
তাহারাই মনুষ্য-লোকের।
দম্ভে দর্পে তাহাদের মত শেষে চলে,
কার্য্য করে তাহাদের মত।
ধর্ম্ম-ভয় নাহি করে, না মানে ঈশ্বর,
ভোগার্থ সর্ব্বদা অসংযত।
বহু জন্ম তপস্যার ফল না থাকিলে,
বিবেক বৈরাগ্য নাহি আসে,

সংসার-সর্ব্বস্ব-জ্ঞানে অন্বিত রহিয়া,
নাস্তিক্যের যুক্তি পরকাশে।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

"বহু বহু জন্ম গত হয়, ক্রমে ক্রমে উচ্চ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন ভগবান বাসুদেব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময়, এই জ্ঞানে অন্বিত হয়। সেরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।"

ভোগেচ্ছার মোহ, অতি দুঃসাধ্য দমন,
ধ্বংসে মহা পুরুষের জ্ঞান।
মত্ত সম অকর্ম্মে-কুকর্ম্মে নিত্য ধায়,
উপেক্ষিয়া সত্য-ভগবান।
কর্ম্ম-পথে ভোগেচ্ছায়, হাটিতে হাটিতে,
আত্ম-মত যাত্রী, জীব পায় নিরীক্ষিতে।
ভুঞ্জিতে স্ব-কর্ম্ম-ফল, যোগ্যে যোগ্য জন,
আপনি আসিয়া মিলে, আশ্চর্য্য নিয়ম।
যার সঙ্গে যার যে সম্বন্ধ শোভা পায়,
সঙ্গে তার, সেই ভাবে মিলে মিশে যায়।
পত্নী-পতি হয় কেহ, কেহ কন্যা-পুত্র,
শত্রু কেহ হয়, কেহ হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র।
নিন্দা কেহ করে, কেহ করে যশ গান।
আলিঙ্গয়ে কেহ প্রেমে, কেহ হরে প্রাণ।
সমস্ত ভোগেচ্ছা-মোহে, সংঘটে ধরায়,
প্রত্যেকেই নিজ নিজ লক্ষ্য ভুলে যায়।
মমত্বের ভোগ্য বস্তু নষ্ট যদি হয়,
উচ্চ রোলে কহে, নাহি ঈশ্বর নিশ্চয়।
মমত্বে কি লক্ষ্য হীন,—করি নিরীক্ষণ,
যাত্রী পর্ব্বতের, করে সমুদ্রে গমন।
দিল্লীতে যাহারা যাবে, যায় কুমিল্লায়।
যাত্রী কুমিল্লার, পুনঃ জগন্নাথে যায়।
অসংখ্য সঙ্কল্প বশে, ভোগাকাঙ্ক্ষী ধায়;
নিঃশব্দে অন্তক তার পাছে পাছে যায়।

লোভান্ধ মূষিক যথা গৃহ-অভ্যন্তরে,
স্পর্শি নানা দ্রব্য মুখে, নৃত্য করি ঘুরে,
কিন্তু পাছে ক্ষুধার্ত্ত ভুজঙ্গ ধীরে ধায়,
লোভান্ধ মূষিক ফিরে দর্শেনা তাহায়।
নিঃশব্দে সে কালসর্প সহসা ধরিয়া,
গ্রাস করে মূষিকের নৃত্যময় কায়া,
সে প্রকার অগণ্য সঙ্কল্পবশী নরে,
মৃত্যু-রূপে অন্তক সহসা গ্রাস করে।
সঙ্কল্প অগণ্য তার, অসমাপ্ত রহে।
"ইতো নষ্ঠ স্ততো ভ্রষ্টঃ" পণ্ডিতেরা কহে।
নির্ম্মাণে ইষ্টক, কিন্তু ভিত্তি না উঠিতে,
অন্তক নিঃশব্দে তাকে গ্রাসে আচম্বিতে।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে—১০ম স্কন্ধে—

প্রমত্তমুচ্চৈ রিতিকৃত্য চিন্তয়া,
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্ত সহসাভিপদ্যসে
খুল্লেলিহানোহি রিবাখুমন্তকঃ॥

"মানুষ বিষয়-লালসায় অন্ধ হইয়া, ইহা কর্ত্তব্য, ইহা করিব, ইত্যাদি চিন্তায় তন্ময় হয়। সে মনে করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া সংসার-সুখ ভোগ করিবে। কিন্তু, হে অন্তক! তুমি যে তাহার পশ্চাতে নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতেছ, তাহা সে দেখিতে পারে না।

যেমন, লোভান্ধ মূষিক গৃহের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে মুখ দিয়া ঘুরিতে থাকে—মনে ভাবে সে সমস্তই উদরস্থ করিবে; (যে কোন দ্রব্যের কিছু ভোজন করিলেই তাহার ক্ষুদ্র উদর পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সে করে না; সে সমস্তই উদরস্থ করিবে আশায় সমস্ত দ্রব্যেই মুখ দিয়া ঘুরিতে থাকে) কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত সর্প জিহ্বা লেহন পূর্ব্বক, নিঃশব্দে তাহার পাছে পাছে ঘুরিতে থাকে, তাহা সে দর্শন করে না। সহসা সেই সর্প যেমন তাহাকে গ্রাস করে, আর তাহার ভোজন হয় না, দ্রব্যে মুখ দিয়া ঘোরাই কেবল সার হয়, হে অন্তক! তুমিও সেইরূপ বহু সঙ্কল্পকারী দুরাশামত্ত মানুষকে, সহসা গ্রাস কর। আর তাহার

কোন কর্ম্মই শেষ হয় না,—সে কোন ভোগেই তৃপ্ত হইতে পারে না।”

জন্ম মৃত্যু নহে যদি আমার ইচ্ছায়,
ইচ্ছায় আমার, তবে কি বা আসে যায় ?
নির্ম্মি দেহ, বার্দ্ধক্যে, জরায়, কে বা আনে ?
শোয়ায় কে বাল-বৃদ্ধ-যুবকে শ্মশানে ?
নিশ্চয় বিরাজে কর্ত্তা,—সে কর্ত্তা ঈশ্বর।
সন্দ করে, মাত্র ভোগ-মোহে অন্ধ নর।

নাস্তিক্যের দম্ভ দর্প করি সমাশ্রয়,
ভোগ্য-তরে নিজ ভাগ্য করে দুঃখময়।
দুঃখ শত পায়, তবু মুট নাহি ছাড়ে,
মর্কটের মত, হস্ত বদ্ধ করে ভাঁড়ে।*

কিন্তু যারা অতিক্রমে ভোগেচ্ছার মোহ,
ভিন্নরূপ তাহাদের চিন্তার প্রবাহ।
চিন্তে তারা, “ক'দিন বা থাকা এ সংসারে,
যে ভাবেই, থাকি, দিন যাবে ধীরে ধীরে।

রাজেন্দ্র হইয়া, বসি রত্ন-সিংহাসনে,
কিংবা বৃক্ষ-মূলে বসি, সন্ন্যাসীর সনে ;
প্রভুত্ব বিস্তৃত করি, দশের উপরে ;
কিংবা রহি ভৃত্য, পর আজ্ঞা বহি শিরে।
প্রাসাদে ত্রিতল কক্ষে, করি অবস্থান,
কিংবা থাকি বৃক্ষতলে, ভূতলে শয়ান ;

* “মর্কটের মত হস্ত বদ্ধ করে ভাঁড়ে”—বৃন্দাবনে মর্কট ধরার কৌশল ; একটা ঘটের মধ্যে একটা ফল রাখে, এবং ঘটের গলায় এক গাছা দড়ি বান্ধে। দড়ির এক কোণ ধরিয়া একজন দূরে লুকাইয়া থাকে। লোভান্ধ মর্কট ঘটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া ফলটাকে ধরে ; মুটের মধ্যে ফল ধরায়, ভাঁড়ের সরু গলার মধ্য দিয়া হাত আর বাহির হয় না। তখন যদি মুট ছাড়িয়া, হাত বাহির করিয়া পলায়, তবে আর ধরা পড়ে না। তখন ভাঁড়টা ভাঙ্গিয়া ফেলে, দড়ির ফাঁসে হাত বদ্ধ হয়, এবং লোকে আসিয়া ধরে ; শেষে মানুষের হাতে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। ভোগাসক্ত মানুষও সেইরূপ মোহরূপে ভাঁড়ে আবদ্ধ হয়। কোন ভোগ এক দিন করিয়াই যদি ক্ষান্ত হয়, তবে আর অন্তহীন দুঃখ লাঞ্ছনায় পতিত হয় না। চর্ব্বিত চর্ব্বণ জন্যই প্রাণনাশক দুর্গতির হস্তে পতিত হয়।

যে ভাবেই থাকি, দিন দেখিতে দেখিতে,
মুহূর্ত্তে চলিয়া যাবে, এ মর-মহীতে।
দুঃখী, ধনী, রাজা, প্রজা,—যে হই, সে হই,
মৃত্যু সুনিশ্চিত,—কেহ চির স্থির নই।

নিত্য ভবে ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় যার,
দর্শি না ত, চতুর্ভুজ বাহিরিতে তার।
বিঘ্ন, ব্যাধি, মৃত্যু, জরা, তুল্য বেগ-ভরে,
দুঃখী, ধনী, যাহা হই, আক্রমণ করে।”
চিন্তি এ সমস্ত, হয় উচ্চ জ্ঞানাসীন,
দ্বন্দ্ব ভোগেচ্ছার, হয় অন্তরে বিলীন।
সংসার-সম্ভোগ-দুঃখ, উপলব্ধি করি,
অবলম্বি ভক্তি যোগ, ভগবানে স্মরি।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে—১০ম স্কন্ধে,—
বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বং ন ভজত্যনর্থ দৃক্।
সুখায় দুঃখ প্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥

“ভগবান মুচুকুন্দকে বর দিতে চাহিলে মুচুকুন্দ বলিলেন, “হে পরমেশ্বর! তোমার মায়া দ্বারা, এই জগৎ এমন ভাবে বিমুগ্ধ, যে অনর্থ-দৃক্ হইয়া, কেহ তোমায় স্মরণ করে না। লোকে আকাঙ্ক্ষা করে সুখ, কিন্তু যে পথ কেবল দুঃখ বৃদ্ধিকর, সেই পথে ধাববান হয়, এবং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়েই বিড়ম্বিত হয়। (অতএব হে পরমেশ্বর! তোমার নিকটে আমি সংসার সুখের বর প্রার্থনা করি না।)

দুর্গতি ভোগের, চিত্তে উপলব্ধি যার,
লঙ্ঘেনা সে সত্য-ন্যায়, মহেশ্বরে আর!
বৈরাগ্যের পথে চলে,—ভ্রান্তি যদি ঘটে,
দেবর্ষির তুল্য, আসি, রোমশ-নিকটে,
ভ্রান্তি-নাশ করি যায়।” শ্রীমাধবদাস,
বলেন, “বিস্তারি কহ, সেই ইতিহাস।”
কহিল সন্তান, “ছিল নৈমিষ-অরণ্য,
শোভাময় তপস্যা-ভুবন,

মধ্যে যার, ছিলেন মহর্ষি লোক-মান্য,
মহর্ষি রোমশ তপোধন।
মূর্ত্তি তিনি বৈরাগ্যের, সর্ব্ব তত্ত্বদর্শী,
জিতেন্দ্রিয় নির্ব্বাসনা-চিত্ত।
সর্ব্বাবস্থা-তুষ্ট,—পরমেশ্বর-মানস,
নাহি গৃহ শয়ন-নিমিত্ত।

একদা দেবর্ষি ভক্ত নারদের মনে,
ইচ্ছা হ'ল ভবন নির্ম্মাণে।
মধ্যে যার, নিরুদ্বেগে রহি বৃদ্ধ কালে,
স্মরিতে পারেন ভগবানে।

অর্থ হল প্রয়োজন, অর্থের নিমিত্ত,
উপস্থিত বৈকুণ্ঠে যাইয়া,
"নাহি স্থান বিশ্রামের, এ বৃদ্ধ বয়সে,"
ইত্যাদি বলেন বিস্তারিয়া।

"ভবনের প্রয়োজন, ভবন-নিমিত্ত
এবে কিছু অর্থ প্রয়োজন।"
শুনি তাঁর বাক্য, হাসি কহিলেন হরি,
"অর্থের না হবে অনটন।

তুমি গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, তার অর্থ-
জন্য মুক্ত বৈকুণ্ঠ-ভাণ্ডার!
নির্ম্মাইব হর্ম্ম্য, মণি-রত্নে বিজড়িয়া,
মর্ম্মরে গাঁথিব মধ্য তার।

নির্ম্মিবে কোথায় গৃহ, নির্দ্দেশিয়া স্থান,
অগ্রে আসি জানাও আমায়।
বিশ্বকর্ম্মা করিবেন স্বহস্তে নির্ম্মাণ,
অদ্বিতীয় হবে তা ধরায়।"
শুনিয়া, আনন্দে ঋষি উৎফুল্ল-অন্তর,
চলিলেন নৈমিষ-অরণ্য।
অন্বেষেণ ঘুরিয়া, ঘুরিয়া যোগ্য স্থান,
রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের জন্য।
দ্বি প্রহরে এক দিন কুশের প্রান্তরে,
দৃশ্য এক দর্শেন যাইয়া,

রোমাবৃত-কায়, এক মহর্ষি প্রধান,
ধ্যান-মগ্ন চিত্তে দাঁড়াইয়া।
ছিন্ন কুশে বদ্ধ এক বোঝা তাঁর শিরে,
অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃশ্য বটে।
দৃশ্য হেরি নারদ বিস্ময়-পূর্ণচিত্তে,
উপস্থিত হন সন্নিকটে।
যুক্ত করে নমস্কারি, ভূমিষ্ঠ হইয়া,
জিজ্ঞাসেন পরিচয় তাঁর।

কি জন্য কুশের বোঝা মস্তকে ধরিয়া,
হেতু কি, অদ্ভুত অবস্থার!
মহর্ষি রোমশ ধীরে সস্নেহে কহেন,
"মহর্ষি রোমশ মোকে বলে।

ইচ্ছা হল এক দিন কুটীর নির্ম্মাণে,
কুশার্থে আসিনু এই স্থলে।
কর্ত্তন করিনু কুশ বোঝা পরিমাণ,
চিন্তিনু তখন মনে মনে,
মিথ্যা পরিশ্রমে কত সময়াপচয়,
হবে এক কুটীর নির্ম্মাণে।

নির্ম্মিয়া কুটীর এই কুশেরই ত নিম্নে,
করিতে হইবে অবস্থান।
তদপেক্ষা কুশ-বোঝা মস্তকে ধরিয়া,
দাঁড়াইয়া স্মরি ভগবান।

আর অতি অল্পকাল রহিব এ দেহে,
মৃত্যু প্রায় শিয়রে আমার,
নির্ম্মিলেও গৃহ,—মধ্যে রহিব ক' দিন?
গৃহের আকাঙ্ক্ষা নাহি আর!"
সুধান দেবর্ষি পুনঃ, "আর কত দিন,
মর্ত্ত্যে পরমায়ু আপনার?"
উত্তরেন ঋষি, "এই রাশি রাশি রোম,
অঙ্গে যাহা, দর্শিছ, আমার,
প্রতি চারি ইন্দ্র-পাতে, এক এক গাছি,
খসিবে ব্রহ্মার আছে বর,

শূন্য-রোম এই রূপে হবে যবে দেহ,
তখন ত্যজিব কলেবর।”
শুনিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ চিত্ত দেবর্ষির,
গেল গৃহ-নির্ম্মাণ বাসনা।
বুঝিলেন, বৈরাগ্যই স্থির-শান্তি-গৃহ,
আরম্ভেন বৈরাগ্য সাধনা।”
নিষ্কিঞ্চন রোমশের সংবাদ শুনিয়া,
অতি হর্ষে সন্ন্যাসি-মণ্ডল,
“হর, হর, শঙ্কর, শঙ্কর!” ধ্বনি করি,
কম্পিত করেন নীলাচল।
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, “মহর্ষি রোমশ,
মূর্ত্তি বৈরাগ্যের, মহীয়ান।
দৃষ্টান্তে তাঁহার, হৃষ্ট গৃহত্যাগি-চিত্ত,
বৃক্ষমূল যার বাসস্থান।
পক্ষে গৃহস্থের, ইহা উপদেশ নহে।
তার গৃহ-নির্ম্মাণ উচিত।
প্রশ্ন মোর, কি দুঃখ, নাস্তিক বিষয়ীর,
কর্ম্ম করি, ধর্ম্ম-বিগর্হিত।”
উত্তরে সন্তান, “পরমেশ্বর-বিমুখ,
জন-সঙ্গে ব'স ক্ষণকাল,
নিজেই সে কবে, কত যন্ত্রণা তাহার,
সর্ব্বদা সে ভোগে কি জঞ্জাল।
নিন্দা কত করিবে সে আত্মীয় স্ব-জনে,
নিন্দা কত জননী-জনকে,
আর আত্ম-নির্দ্দোষিতা করিতে প্রমাণ,
নিন্দা করি জগতের লোকে।
সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ-চিত্ত, স্ব-ভাবে কৃপণ,
অতি ক্লেশে সঞ্চে অর্থ ঘরে,
রক্ষে তাহা অতি ক্লেশে, সর্ব্বদা কলহ,
আমরণ ঘৃণ্য রহি মরে।
অরণ্য-মধ্যস্থ শুষ্ক পত্র-তল-স্থিত
অতি বৃদ্ধ কচ্ছপ যেমন,
যত্নে সহে জ্বালা, নাহি নামি সর-নীরে,
নাস্তিক যে বৃদ্ধ, সে তেমন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য-মিথ্যা, ঈশ্বরে হেলিয়া
আত্ম-সুখ ভোগোন্মত্ত জন,
নিন্দা বিড়ম্বনা যত, সহি জন্ম ভরি,
ত্যজে তনু দাসুর মতন।”

জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, “তাহা কি প্রকার?”
উত্তরে সন্তান, “তাহা নহে বর্ণনার।
কর্ম্মচারী ছিল এক কুণ্ডুর আবাসে,
মাত্র দুই মুদ্রা মাহিয়ানা প্রতি মাসে।

কায়স্থ-কুলীন, দুই পত্নী ছিল তার,
কুক্কুরীর কলহ করিত অনিবার।
দ্বিপ্রহরে যবে দাসু স্ব-গৃহে আসিত,
দুই পত্নী দুই ঘরে, শায়িতা দেখিত।
দ্বন্দ্ব করি হিংসা-রোষে দু-ঘরে দুজন,
অন্ন তার জন্য, আর কে করে রন্ধন!

রুক্ষ-শিরে স্নান করি, খেয়ে চাল-জল,
শূন্য পেটে রহিত, না করি কোলাহল।
সন্ধ্যাকালে কুণ্ডুবাড়ী যাইত ফিরিয়া,
কভু খেত, কভু র'ত নিঃশব্দে পড়িয়া।

অভ্যাস করিল, ক্রমে ক্রমে অনাহারে,
কমিল খরচ, চা'ল জমিল ভাণ্ডারে।
চিন্তে মনে, দুই পত্নী থাকা মন্দ নয়,
সংঘটে তাতেও লাভ অনেক সময়।
কলহ করুক, মন্দ বলুক সকলে,
সপ্তাহের খরচে, এখন মাস চলে।

কিছু দিন পরে, এক তিলীপত্নী-সনে,
তীর্থ-পর্য্যটনে, দাসু যায় বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবনে যাওয়া মাত্র সে নারী মরিল,
অর্থ তার নিয়া, দাসু স্ব-দেশে ফিরিল।

কর্জ্জ দিয়া সেই অর্থ হল মহাজন।
দুই চারি বর্ষে দাসু হল একজন।

মৎস্য-জীবি যত, টাকা কর্জ্জ তারা নিত,
তঙ্কাপ্রতি দুই আনা সুদ মাসে দিত।
চক্র-বৃদ্ধি-হারে সুদ করিত আদায়।
মাংস কাটি নিত, তবু অব্যাহতি দায়।

বত্রিশ হাজার তঙ্কা সঞ্চিল যখন,
মৃত্যু তার জননীর ঘটিল তখন।
পৌণে তিন মুদ্রা-ব্যয়ে শ্রাদ্ধ সে করিল।
নিন্দার অধিক নিন্দা তাহাতে রটিল।

নিন্দা রটে, লজ্জা ঘটে, দুর্ভাগা কৃপণ,
নিঃশব্দে বসিয়া পারে করিতে শ্রবণ।
ভাগ্যে যদি কোন দিন কুটুম্ব আসিত,
দুই পত্নী কুক্কুটীর কলহ আটিত।

কুটুম্ব দর্শিয়া দৃশ্য করিত গমন,
উপবিষ্ট দাসু, হ'ত আনন্দে মগন।

অর্থ বহু এইরূপে করিল সঞ্চয়,
পূর্ণ হ'ল কাল, এল আসন্ন সময়।
ভগ্নী-পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আরো পত্নী-ভাই,
অংশ নিতে সম্পত্তির এল, করি ধাই।
দৃষ্টি নাহি পড়ে কারো দাসুর সেবায়,
দণ্ড ধরি পত্নী, পুনঃ প্রহারিতে যায়।

অর্থ ব্যয় হবে বলি বৈদ্য না ডাকিল,
প্রাণ তার চিকিৎসার অভাবেই গেল।
দাহনার্থ বন্ধু যারা শ্মশানে আসিল,
অর্দ্ধ পোড়া না হইতে ফেলি চলি গেল।

অর্থ-তরে পত্নীদ্বয় কলহ করিয়া,
নিজ-নিজ পিতৃ-গৃহে যাইল চলিয়া।
সম্পত্তি নগদ যত, নিয়া গেল তারা,
খত-পত্র নিয়া গেল, কর্ম্মচারী যারা।
শ্রাদ্ধ কে করিবে কার, শূন্য বাড়ী আসি,
দর্শি তার পরিণাম, সর্ব্বে মরে হাসি!

শূন্যপেটে কষ্ট সহি, যে অর্থ সঞ্চিল,
মৃত্যু-কালে কপর্দ্দক সঙ্গে নাহি নিল।

পরার্থে, বা পরমার্থে, যদি কিছু দিত,
মৃত্যুপরে, দুর্নামের মৃত্যু না ঘটিত।

মোহান্ধ কৃপণ যারা দাসুর মতন,
দুর্গতি দাসুর যথা, তাদেরও তেমন।

বার্ত্তা ছাড়ি কৃপণের ;—ধর্ম্ম অবহেলি,
শান্তি কোথা ধনাঢ্যের স্বেচ্ছাচারে চলি?
দৃষ্টান্ত বিরল নহে, শুন একবার,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি দর্শিয়াছি তার।

প্রবেশি একদা এক নগর ভিতরে,
দর্শি, এক গৃহে লোক ছুটোছুটী করে।
পশিনু মোরাও তথা, করি নিরীক্ষণ,
বৃদ্ধ এক জমীদার, আসন্ন-শয়ন।

অশ্রুধারা ঝরিতেছে কপোল বাহিয়া।
দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া।
উত্তরাধিকারী দারা-পুত্র-পরিজন,
বেষ্টি তাকে বসিয়াছে, উদ্বিগ্ন-বদন।

"অংশ কত কে পাইবে,"বলি বার-বার,
উচ্চ রোলে বাড়াইছে যন্ত্রণা তাহার।

দর্শিয়া সন্ন্যাসী, ভদ্র সু-দীন-নয়নে,
সম্বোধিল ধীর-নম্র-কাতর বচনে,
"অভ্যাগত কে তোমরা, দর্শিছ আমায়?"
আসন্ন-শয়ন এবে, অবসন্ন-কায়।

মনে হয়, মায়া-মুক্ত পুরুষ তোমরা,
উদ্ধারিতে অভাজনে, করুণায় ভরা।
স্পর্শি পদে শির মোর, আশীস্ করিয়া,
অদ্য মহাযাত্রাকালে, যাও শান্তি দিয়া।"

জিজ্ঞাসেন এক সাধু জীবনী তাহার,
আত্ম-পাপ প্রকাশিলে যায় দুঃখ ভার।
শীর্ণ, অবসন্ন, ধীরে কহিতে লাগিল,
"বাল্যে মোকে পিতা হিত-শিক্ষা নাহি দিল।
ভূস্বামীর পুত্র আমি, স্বভাবে অশান্ত,
বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে হইনু দুর্দ্দান্ত।

জুটিল দুর্জ্জন-সঙ্গী, দুষ্ট শিক্ষা দিল।
মানব আমাকে, ধৃষ্ট দানব নির্ম্মিল।

সত্যে মতি না রহিল, গেল ধর্ম্ম-ভয়।
তুচ্ছেন্দ্রিয় সুখ-জন্য, সর্ব্বদা তন্ময়।
যৌবনে না করি, ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত।
বেশ্যা মদে রহিতাম মত্ত দিন-রাত।
অর্থ-বলে বাধ্যা করি,, কভু ধরি বলে,
কত কুল-লক্ষ্মীকে দিয়াছি রসাতলে।

যত্ন করি অহঙ্কার, চরিত্রে পরিয়া,
উচ্চ জনে তুচ্ছ মনে গিয়াছি লঙ্ঘিয়া।
নির্দ্দোষ নিরীহে, মাত্র প্রভুত্ব-গরমে,
সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি ঘোর উৎপীড়নে।

অভ্যাগত অতিথিকে দিছি খেদাড়িয়া
মুষ্টিভিক্ষা পায় নাই, ভিক্ষুক আসিয়া।
সজ্জনে সাহায্য-জন্য কভু না গিয়াছি,
দুর্জ্জনের ব্যবহারে প্রশ্রয় দিয়াছি।
হিতবাক্য যদি কেহ বলিতে আসিত,
হস্তে মোর, মাত্র বৃথা লাঞ্ছনা সহিত।
আশা দিয়া, করি নাই সাহায্য প্রদান,
লাঞ্ছিত, বিপন্ন, তাহে, বহু পুণ্যবান।

পুণ্য-কর্ম্ম পৈতৃক যা, সংক্ষিপ্ত করিয়া,
অর্থনাশ করিয়াছি, খেম্‌টী নাচাইয়া।
হস্তি-পৃষ্ঠে ঘুরিতাম, হইয়া মাতাল,
উৎপীড়নে, গ্রাম্য সবে গণিত জঞ্জাল।
সম্ভ্রান্ত-সজ্জন-প্রতি করি অত্যাচার,
নির্দ্দোষ রহিতুঁ, দোষ দিয়া মত্ততার।

প্রৌঢ়াবস্থা, তারপরে, আসিল যখন,
নিন্দা যত চতুর্দ্দিকে, দারিদ্র্য তেমন।
বেশ্যা মদ ছাড়ি, সাজি বৈষ্ণবের বেশে ;
বিস্তারিল সহসা প্রশংসা খুব দেশে।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে বান্ধিতাম দল,
পাল্লা দিয়া করিতাম কবির কোঁদল,
দশা কভু ধরিতাম, দম বন্ধ করি।
দর্শিত যে, প্রশংসিত, বলি, "মরি! মরি!"

ফোটা কাটি, মালা আটি, নবদ্বীপে গিয়া,
রাসোৎসব করিতাম, বৈষ্ণবী জুঠিয়া।
ইতিবৃত্ত এ সমস্ত জীবনের মোর,
ধৃষ্ট আমি, দুষ্ট আমি, আমি দস্যু, চোর।

বিন্দু মাত্র হিত, কভু কারো করি নাই,
পন্থা পেলে অহিতের, কারো ছাড়ি নাই।
দুষ্কৃতির দুর্নামে দুর্লভ জন্ম গেল।"
বলিতে বলিতে বৃদ্ধ নয়ন মুদিল।

মত্ত-মোহে, নিরীশ্বরে, এই পরিণাম।
ঐশ্বর্য্য বাহিরে, তার চিত্ত তাপ-ধাম!

কিন্তু যদি ধনশালী হন ধর্ম্মকারী,
গৌরব তাঁহার, বাক্যে বর্ণিবারে নারি।
আত্মহিত, লোক-হিত, করিয়া সাধন,
মর্ত্ত্যে অমরত্বলাভে অধিকারী হন।
সর্ব্বত্র স্ব-গুণে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়,
সার্থক-জীবন, লোক-পূজ্য বরণীয়।

সাক্ষী তার, নাটোরের রাণী শ্রীভবানী,
মুক্তি-ধামে, অন্নপূর্ণা বলি যাঁকে মানি।
অন্য সাক্ষী শরৎসুন্দরী পুটিয়ার,
উগ্র তপস্বিনী, দানে পুণ্য-খ্যাতি যার।
মহারাজ তেজচন্দ বর্দ্ধমান-পতি,
শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ মহামতি।
গোবিন্দ-প্রসাদ, কুচবিহারে ভবন,
অভ্যাগত-ভক্ত-সাধু-সেবানিষ্ঠ মন।

রংপুরে বিদ্যমান রুদ্র মহাশয়,
দর্শি তাঁর অন্নদান মানিবে বিস্ময়।
ক্ষুদ্র ব্যক্তি, অথচ রাজার মত দান।
লক্ষ কণ্ঠে যাহার প্রশংসা করে গান।

ধন্যা রাণী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজারে,
আর ধন্যবাদ বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে।

কুমিল্লায় সাধু-সেবী শ্রীচন্দ্রকুমার।
অখিল করিমগঞ্জে সেনের কুমার।
মুক্ত-হস্ত যাঁরা, মাত্র পরসেবা-ব্রতে,
ধন্য তাঁরা, মান্য তাঁরা, সমস্ত জগতে।”

বলেন মাধবদাস, “শুন মহোদয়,
অন্তরস্থ ষড়রিপু অত্যন্ত দুর্জ্জয়!
দুর্দ্দান্ত দৈত্যের তুল্য সবে বলবান,
আক্রমণে যে যখন, সে হয় প্রধান।
এক শত্রু দমন করিতে যদি যাই,
অন্য শত্রু প্রবল বিক্রমে করে ধাই।
নিত্য তাহাদের মোহে, আত্ম-বিস্মরণ।
সাধ্য হবে কি প্রকারে তাদের দমন?”

সম্বোধে সন্তান, “আছে উপায়, উত্তম,
পর্ব্বতে জঙ্গলে রহে হিংস্র-পশুগণ।
ব্যাঘ্রকে তাড়াও, হিংস্র ভল্লুক আসিয়া,
তাড়িত ব্যাঘ্রের স্থানে হুঙ্কারে বসিয়া।
ভল্লুক তাড়াও, পুনঃ সিংহ সগর্জ্জনে,
আক্রমিবে, নারিবে আটিতে তার সনে।

কিন্তু সুচতুর পান্থ, ছাড়ি এ কৌশল,
অগ্নি জ্বালি চতুষ্পার্শে, দহে বনস্থল।
বর্ত্তে যত ব্যাঘ্র-ভল্লু জঙ্গলে তখন,
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে করে পলায়ন।
আবর্জ্জনা যত, সব ভস্মীভূত তায়,
নির্ভরে পথিক, বন অতিক্রমি যায়।

চিত্তে জ্বাল, সেই রূপ, জ্ঞান-হুতাশন,
কামাদি দুর্জ্জয় শত্রু, দর্শিবে তখন,
আর্ত্তনাদ করি, যাবে অন্তর ছাড়িয়া,
স্বর্গীয় আনন্দে র'বে, সংসারে বসিয়া।

পুনঃ ত্যাগ কর যদি এক এক করি,
ইক্ষুকারী কৃষকের পন্থা যাও ধরি।”

সুধান মাধবদাস, “কিসে ইতিহাস?
বর্ণনে সন্তান, যাহা শুনিতে উল্লাস।

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিজন,
বন্ধুত্ব করিয়া, করে দেশ পর্য্যটন।

পিপাসার্ত্ত এক দিন হয় চারিজন,
ইক্ষু-ক্ষেত্র পথিপার্শ্বে করে নিরীক্ষণ,
মধ্যে তার, চারিজন করিল প্রবেশ,
ইচ্ছামত ইক্ষু-ভাঙ্গে, নাহি দয়ালেশ।

শম্ভূ-নামা বৈশ্য হয় ক্ষেত্র অধিকারী,
বুদ্ধিমান, বলীষ্ঠ, চতুর,—বলিহারি।
দরিদ্র সে,—এ প্রকারে ক্ষেত্র-নাশ হেরি,
ক্ষেত্র-মধ্যে প্রবেশিল মন-দুঃখে মরি।

কিন্তু কি করিবে একা, শত্রু চারি জন,
শক্তি নাহি এত, চারি-সঙ্গে করে রণ।
তখন সে ভেদ-নীতি পন্থা অনুসরি,
সম্বোধনে স-সম্মানে, শিষ্ট উক্তি করি,—

“সর্ব্ব-বর্ণ গুরু হও, তুমি ত ব্রাহ্মণ,
ধরিলে আমিও তব শিষ্য এক জন।
দ্রব্যে মোর, বর্ত্তে তব পূর্ণ অধিকার।
ইক্ষু তুমি ভাঙ্গিলে, কি আপত্তি আমার?

বৈশ্য ইনি, হন মোর স্বজাতি-সহায়,
দ্রব্যে মোর, পূর্ণ দাবী ইঁহার (ও) ত রয়।

সম্রাট বংশীয় তুমি ক্ষত্রিয় মহান,
দুষ্ট দমি, রাজ্য পালি, কর শান্তি দান।
দ্রব্যে মোর, তোমার সম্পূর্ণ অধিকার;
ইক্ষু তুমি ভাঙ্গিলে ত, সন্তোষ আমার!
কিন্তু এই শূদ্র বেটা মোর দ্রব্য নাশে,
দর্শিয়া, এ মোর চিত্তে অতি দুঃখ আসে।
বৈশ্য তুমি জ্ঞাতি, তুমি ক্ষত্রিয় পালক,
তোমা-বিদ্যমানে, শূদ্র হইল নাশক।
অক্ষিলে কলঙ্ক দোহে, নিজ নিজ কুলে,
প্রশ্রয় পাপের, দিলে মাত্র মায়া-ভুলে।”

শুনিয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্য লজ্জিত-বদন,
ব্রাহ্মণ ত উদাসীন, সে বৈশ্য তখন,

শূদ্রকে ধরিয়া, করে বিষম প্রহার,
যন্ত্রণায় পলায় সে, করিয়া চীৎকার !

শম্ভু ক্ষণপরে বলে, ভাবিয়া ভাবিয়া,
"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হয়, বিচার করিয়া,
দুর্ব্বলে করিবে রক্ষা প্রবলের করে,
শাসন করিবে, ধরি দুষ্ট-নষ্ট-চোরে।

আত্মীয় হলেও, জ্ঞাতি শত্রু চিরকাল,
ক্ষেত্র নাশে সেই মোর, হায় রে কপাল !
ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা দর্শ দাঁড়াইয়া ?
কীর্ত্তি-স্তম্ভে স্ব-জাতির, কলঙ্ক লেপিয়া।"

শুনিয়া ক্ষত্রিয় বলে, "শুন, ক্ষেত্র-পতি,
নিন্দা না করিও তুমি, আমার স্ব-জাতি।
যদিও এ বৈশ্য প্রিয় বান্ধব আমার,
ক্ষেত্রে পশি ইক্ষু-নাশ করিল তোমার ;
কর্ম্মে নিজ, অপরাধী হইল যখন,
শাস্তি দেহ সমুচিত, করিবে গ্রহণ।
দণ্ড সহি, পাপ-ক্ষয় অবশ্য করিবে।
মর্য্যাদা ন্যায়ের, বল, কিরূপে লঙ্ঘিবে ?"

শম্ভু শুনি, চিত্তে করি সাহসে নির্ভর,
বৈশ্যকে ধরিয়া করে প্রহারে জর্জ্জর।
শম্ভু-সঙ্গে যুদ্ধে, বলে আটিতে নারিয়া,
মর্ম্ম দুঃখে মরি, বৈশ্য গেল পলাইয়া।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, শম্ভু বলে,
"কার্য্য অসম্ভব যত, এবে পৃথ্বী-তলে।
ধন্য তুমি, ন্যায়-পক্ষপাতী হে ক্ষত্রিয়!
সর্ব্ব দেশে, স-সম্মানে, তুমি অর্চ্চনীয়।
ধন্য আমি, অদ্য মাত্র তোমার দর্শনে ;
বিজ্ঞাপিব দুঃখ মোর, তোমার চরণে।
দুর্লভ, তোমার তুল্য মহাত্মা ধরায়,
ইক্ষু তুমি ভাঙ্গিলে, সৌভাগ্য গণি তায়।

কিন্তু ভদ্র, দেখ তুমি, করিয়া বিচার,
এই যে ব্রাহ্মণ, করে ধর্ম্মের প্রচার।
ধর্ম্মের শিক্ষক সদা, তাই উচ্চাসন,
সর্ব্ব দেশে প্রাপ্ত হয়, এ দুষ্ট ব্রাহ্মণ।

কিন্তু এর কর্ম্ম দেখ, অধর্ম্মে মজিয়া,
নিকৃষ্ট চোরের কর্ম্ম, বেড়ায় করিয়া।
হায়, হায়, ধর্ম্ম গেল, থাকে না সংসার,
ব্রাহ্মণের এত পাপ, কে করে বিচার ?

বৈশ্য, শূদ্র, নিম্ন জাতি, মারিয়াছি আমি।
দুষ্ট দ্বিজে দণ্ড দান নিজে কর তুমি।
ক্ষত্রিয়-কুলের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক,
চৌর্য্যে কত শাস্তি-সুখ, ব্রাহ্মণ দেখুক।"

নির্ব্বোধ ক্ষত্রিয় মিষ্ট বচন শুনিয়া,
প্রহারিল নিত্য-পূজ্য বন্ধুকে ধরিয়া।
মৃত্যুর অধিক দুঃখ গণি সে ব্রাহ্মণ,
নির্ব্বচনে পন্থা বাহি করিল গমন।

একা সে ক্ষত্রিয় শেষে, শম্ভু বলবান,
দণ্ড ধরি, দর্প করি, হয় আগুয়ান।
বলে, "বেটা, আর এবে, পলাবি কোথায় ?
ক্ষত্রিয়-অধম তুই, চোর নীচাশয় ;
অদ্য আমি প্রহারে করিব তোর শেষ,
ক্ষেত্রে মোর, কি বিচারে করিলি প্রবেশ ?"

আরম্ভিল, এত বলি, বিষম প্রহার ;
ব্যথায় ক্ষত্রিয়, করে বিকট চীৎকার।
আর্ত্তনাদে, কোনরূপে, ছুটিয়া পলায়,
চতুর শম্ভুর কার্য্য দৃষ্টান্ত শিক্ষায়।

এই রূপে, চিত্র-ক্ষেত্র বিনাশে যাহারা,
ধ্বংস, এক এক করি, ধ্বংস হবে তারা।"

বলেন মাধবদাস, "কিন্তু মহোদয় !
শত্রু ছয়, বড় বেশী দোষে দুষ্ট নয়।
কর্ত্তা সর্ব্ব অনর্থের, চঞ্চল এ মন,
অক্লান্ত ভূতের মত করে সে ভ্রমণ।
মন করে কামাদিকে স্মরণ-মনন,
উত্থি তারা তাই, মোকে করে নির্য্যাতন।

সঙ্কেত এমন যদি থাকে, কিছু বল,
সংযত যাহাতে হবে এ মন চঞ্চল।"
উত্তরে সন্তান, "আছে তার সদুপায়।
ভূত-তুল্য, মন হবে সংযত যাহায়।"
সুধান মাধবদাস, "তাহা কি প্রকার ?"
বর্ণনে সন্তান, তুণ্ডী ভূত-সমাচার,—
"তুণ্ডী ভূত ছিল এক তাল বৃক্ষ-শিরে,
উৎফুল্ল রহিত সদা, উন্মুক্ত সমীরে।
বৃক্ষ-অধিকারী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
প্রয়োজনে আসে, বৃক্ষ করিতে ছেদন।
তুণ্ডী হেরি বৃক্ষ-নাশ, করিয়া চিন্তন,
মূর্ত্তি ধরি, দীন বিপ্রে দিল দরশন,
কহিল, "না কর এই বৃক্ষের বিনাশ।
দীর্ঘ কাল আমি হেথা করিতেছি বাস।
বিপ্র তুমি, জীবহিত তপস্যা তোমার,
ধ্বংস যদি, মোর বাসা, হবে পাপচার।"
বিপ্র বলে, "এই বৃক্ষ মোর অধিকারে,
বিনা-করে, বাস তুমি কর কি বিচারে ?
অধর্ম্মে বসতি করি, শঙ্কা নাহি পাও,
কাটিব এ বৃক্ষ, তুমি, যথা ইচ্ছা, যাও।
না হয় এ বৃক্ষ কাটি, ইন্ধন করিব।
অনর্থ ভূতের বাসা তবু নাহি দিব।"
তুণ্ডী বলে, "প্রার্থ যাহা, তাহা আমি দিব।
দুঃখ যা দারিদ্র্যে তব, মুহূর্ত্তে হরিব।
প্রাপ্য যত বাকী কর, লহ সুদ ধরি,
বৃক্ষ নাহি কাট, আমি অনুরোধ করি।"
শুনিয়া সে বিপ্র বলে সু-চতুর ভাসে,
"সত্য যদি তাহা, তুমি থাক মোর পাশে।
অন্তরে যে ইচ্ছা, আমি করিব যখন,
আজ্ঞা মত হবে তাহা করিতে পূরণ।"
তুণ্ডী বলে, "ভাল, তাহা অবশ্য করিব,
কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আজ্ঞা আমি নাহি পাব।
সে মুহূর্ত্তে হস্ত-পদ ধরিয়া তোমার
নিক্ষেপি, করিব হত্যা, কহিলাম সার।"
শুনি বিপ্র হৃষ্ট-চিত্ত, যায় নিজ ঘর,
আজ্ঞামত ধনরত্ন বহে ভূত-বর।
আকাঙ্ক্ষা, দরিদ্র বিপ্র-মনে যাহা ছিল,
বৎসরের মধ্যে ভূত যোগাইয়া দিল।
তার পরে কি আদেশ করিবে তাহায়,
অল্প-বুদ্ধি বিপ্র আর ভাবিয়া না পায়।
আজ্ঞা নাহি দিলে, তার ঘটে প্রাণনাশ,
সম্পদ লভিল, কিন্তু মনে মহাত্রাস।
দৈবে একদিন, এক বৃদ্ধ বুদ্ধিমান,
নিরীক্ষিয়া ব্রাহ্মণের অবসন্ন প্রাণ,
জিজ্ঞাসিল, কি তাহার দুঃখের কারণ ?
পূর্ব্বাপর বিস্তারিয়া কহিল ব্রাহ্মণ।
বৃদ্ধ বলে, অদ্য আজ্ঞা-প্রদান-সময়,
নির্দ্দেশিব আমি, তার কর্ত্তব্য যা হয়।
এমন সময় তুণ্ডী হয় উপস্থিত,
বলে, "যা কর্ত্তব্য, তাহা বলহ ত্বরিত !"
বৃদ্ধ বলে, "আন এক অতি দীর্ঘ বাঁশ।"
আনে ভূত, না পড়িতে নাকের নিশ্বাস।
বৃদ্ধ বলে, "পুতি এই প্রাঙ্গণ-মাঝার,
একবার উঠ বাহি, নাম আর বার।
রাত্রি দিনে লক্ষ বার নামিবে উঠিবে,
হও যদি অসমর্থ, সত্য-ভঙ্গ হবে।"
শুনিয়া ভূতের চিত্তে দুরন্ত ভাবনা,
কি করে, ভাবিয়া আর উপায় দেখেনা।
নিশ্বাস ফেলিয়া, শেষে করে পলায়ন ;
কৌশলে নিরস্ত ভূত, শুন, মহাজন।
সে প্রকার, কর এক দীর্ঘ জপ-মালা।
চিত্তকে নিয়োগ, তাহা বাহিতে দুবেলা।
ইষ্ট নাম নিয়া, মালা বাহিবে যখন,
সংযত হইবে, তুণ্ডী ভূত সম মন।

চঞ্চলতা আপনি করিবে পরিহার,
সত্য কহিলাম, কোন শঙ্কা নাহি আর।
ইষ্ট নাম যাহার অন্তরে অনুক্ষণ,
দৃষ্ট কোথা তার তুল্য সংযত সজ্জন ?

ইষ্ট নাম জপ কর সমস্ত সময়,
শান্ত হবে, অশান্ত অন্তর সু-নিশ্চয়।
সর্ব্বদা যাহার চিত্তে বিশ্ব-নাথ-নাম,
নিত্যানন্দে সর্ব্বদা সে,—পূর্ণ মনস্কাম॥"

"হায়, কবে হেন দিন ঘটিবে আমার!
"নিত্যানন্দময়ী কালী", বলি, বার বার,
তন্ময় হইব, ভোগ-সংসার ভুলিয়া,
অন্তহীন পুলকে পূর্ণিত হবে হিয়া।

হায়, কবে কালীভক্ত সজ্জনের সনে,
বিশ্ব ভুলি, মত্ত র'ব ভক্তি-আলোচনে।
মত্ত হয়ে, করি মা'র মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,
সার্থক করিব এই মনুষ্য-জীবন।

সুবিশুদ্ধ মাতৃভাব আমার কি হবে!
সৌভাগ্য এমন, হায়, মোর কি উদিবে,
ক্রোড়স্থ সন্তান-তুল্য, আমি হব তাঁর।
অঙ্কে উঠি, মরণ-সঙ্কটে হব পার!"

বলিতে বলিতে, চক্ষু হইল সজল,
রোমাঞ্চিত হইল সমগ্র নীলাচল।
চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট ছিল যত জন,
উচ্চকণ্ঠে "জয় কালী" করে উচ্চারণ।

মা-নাম-ঝঙ্কারে, দৃঢ় পর্ব্বত নড়িল।
দুর্ভাগা ভুলুয়া মাত্র, নীরবে রহিল।

দ্বিতীয় দিন

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতি শচী কালরাত্রি সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

"হে ভীমনাদিনি, মঙ্গলময়ি, দেবি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সরস্বতী, তুমি অরুন্ধতী, তুমি অমোঘ-স্বরূপা; তুমি বিভূতি, তুমি শচী, তুমি কালরাত্রি, তুমি সতী। হে জগত্তারিণি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি (ভ্রান্তির হস্ত হইতে আমাকে) ত্রাণ কর।"

জয় দুঃখ-দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা-নাম।
দুর্গমে সঙ্গিনী, দুর্গা-নাম শান্তি ধাম।
দুর্গা দয়াময়ী,—দুর্গা কালভয়হরা।
সন্তানের প্রতি নিত্য সোহাগে অধরা।

দুর্গা জগদম্বা, দুর্গা অম্বালিকা, বামা;
দুর্গা শিব-সীমন্তিনী, শিবাসনা শ্যামা।
দুর্গা দশভুজা, সিংহবাহিনী ত্রিনেত্রা।
দুর্গা রাজরাজেশ্বরী, বিশ্বে এক-ছত্রা।

দুর্গা দেবাশ্রয়, দুর্গা মহিষ-মর্দ্দিনী।
দুর্গাই শরণাগত-দুর্গতি-হারিণী।
তাই দুর্গা চরণার্চ্চি, ডাকি দুর্গা বলি,
উচ্চারিয়া দুর্গা-নাম, যাত্রাকালে চলি।
দুর্গা-পদাশ্রয় করি, কহি যুক্ত করে,
রক্ষ, দয়াময়ি দুর্গে! তাপত্রয়-করে।
অভাজন অকৃতি সন্তানে দয়া কর,
মগ্ন দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, মরি, মাগো, ধর।
মূর্ত্তি তুমি করুণার, নিদয়া হইলে,
রক্ষিবে কে আর,—ভব-সিন্ধু-কাল-জলে?

অনভিজ্ঞ তন্ত্র-মন্ত্রে,—অজ্ঞাত-সাধন,
অজ্ঞাত-ভজন-জপ-তপ-বিলেপন।

আহ্বান বা বিসর্জ্জন, আমি তা জানিনা।
তপস্যার কাঠিন্যও, সহিতে পারিনা,
অন্বেষিলে আদি-অন্ত এ বিশ্ব-সংসার,
দুষ্প্রাপ্য, আমার তুল্য, দুর্ভাগা, মা, আর।
পশু হয়, পক্ষী হয়, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্,
বিশ্বে তব করুণায়, কেহ না বঞ্চিত।
কর্ম্ম-দোষে আমি একা বঞ্চিত রহিলে,
সন্দ হবে নিস্তারিণী-নামে পৃথ্বীতলে।
দুর্গে দীন-দয়াময়ি! মা তোমার ঠাঁই,
সময় থাকিতে, এই প্রার্থনা জানাই,
মিথ্যা ত এ জন্ম গেল,—মরি পরকালে,
ভক্তি যেন তব পদে, ঘটে এ কপালে।
"দুর্গা" বলি, অন্তে যেন বাহিরায় প্রাণ,
তুল্য প্রসাদের, পারি করিতে প্রয়াণ।"
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "কে সে মহাজন?
প্রসাদ যাঁহার নাম;—তাঁর বিবরণ,
জান যদি, সংক্ষেপে শুনাও মো-সবায়?"
উত্তরে সন্তান, "দীর্ঘ পাইব কোথায়?
প্রায় সার্দ্ধশতবর্ষ পূর্ব্বের ঘটনা।
ইতিহাস-শূন্য দেশে কোথা সম্ভাবনা
সাধকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিবরণ?
বর্ণি মাত্র, খেড়ু-মুখে যা করি শ্রবণ। *
শক্তিমান অদ্ভুত, যদিও ভক্ত হন,
লোকচক্ষু-অন্তরালে নিত্য তিনি র'ন।
তথ্য তাঁর, সাধনার, জানা সাধ্য নয়।
বক্তব্য দু এক, যাহা ব্যক্ত দেশময়।
সাধক-চরিত্রে যারা বহু বাক্য বলে,
কৌটার মাণিক, তারা নিক্ষেপে জঙ্গলে।
লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণে গোবিন্দে সাজায়,
অঞ্জনা-নন্দনে কৃষ্ণ-মুরলী বাজায়।

সংক্ষেপেই বর্ণি, রামপ্রসাদ-চরিত্র।
পূর্ণ যা মহত্ত্বে, অতি অদ্ভুত বিচিত্র।
পূর্ব্বে যে সহরে ভক্ত ঈশ্বরী মহান,
আর ভক্ত শ্রীবাস-আচার্য্য গরীয়ান,
ভক্তি-বিশ্বাসের পুণ্য অমিয়-প্রবাহে,
জুড়াতেন তাপ-তপ্তে;—সুরধুনী যাহে,
অঙ্কে ধরি রক্ষিতেন;—দেব শ্রীচৈতন্য,
উপস্থিত যে সহরে শিক্ষা-লাভ জন্য;
সেই হালি-সহর, তীর্থের তুল্য গ্রাম,
তারিণী-তনয়, রামপ্রসাদের ধাম।
নিত্য-সিদ্ধ,—বহু জন্ম তপস্যার ফলে,
জন্মে প্রসাদের কালী-ভক্তি বাল্যকালে।
সেই ভক্তি-জ্যোতি ক্রমে অন্তর উদ্ভাসি,
বিস্তারিল জ্যোতির্ম্ময় কাব্য রাশি রাশি।
কীর্ত্তনে শ্রবণে যাহা, মোহান্ধ অন্তর,
জ্যোতিস্মান, ভক্তিমার্গে হয় অগ্রসর।
অম্বিয়া অত্যুচ্চ ভাবে, কালীভক্তি-গীত,
করিতেন সজ্জন-মণ্ডল হরষিত।
ভক্তি-গীত-জ্যোতি ক্রমে দেশ উদ্ভাসিল,
ভক্তি-ক্ষেত্র বঙ্গ, ক্রমে প্রসাদে চিনিল।
কত গুণগ্রাহী, তাঁর দর্শনে আসিত,
দর্শিত যে, সেই বহু ধন্যবাদ দিত।
আসিতেন কৃষ্ণচন্দ্র, * শুনিতে সঙ্গীত,
করিতেন সম্বর্দ্ধন, ভক্ত-জনোচিত।
করিতেন বহু ভক্ত ধনী বহু দান,
রক্ষিত সে দানে, বহু দরিদ্রের প্রাণ।
সম্মুখে আসিলে অর্থ, দরিদ্র ডাকিয়া,
মুক্ত-হস্তে, দিতেন সমস্ত বিলাইয়া।
না দূরি নিজের দুঃখ, অন্যে বিতরণ,
দর্শিত যে, সে হইত বিস্ময়ে মগন।

* খেড়ু-মুখে—রাম-প্রসাদের কালী-কীর্ত্তনের দল ছিল ভজ হরি (ডোম) খেড়ু ছিল। ব্যাসপুর কুঠিতে তাকে দর্শন করি। রামপ্রসাদের মৃত্যু-সময়ে তার বয়স ষোল বছর ছিল।

* কৃষ্ণচন্দ্র—নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি রামপ্রসাদকে কবি রঞ্জন উপাধি দেন; রামপ্রসাদ তাঁহার পঞ্চরত্নের সভার এক রত্ন রামপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন।

সংসার অভাবে পূর্ণ, কিন্তু চিত্তে তাঁর,
উপলব্ধি অভাবের, নাহি একবার।
হবে কেন ?—পুত্র যিনি বিশ্বেশ্বরী মার,
খড়্গে বিশ্বাসের, ছিন্ন সর্ব্বাভাব তাঁর।
তুষ্ট তিনি যথালাভে ; দেহ রক্ষা-জন্য,
সামান্য যা প্রয়োজন, পেলেই প্রসন্ন।

ঘৃণ্য-বোধে, বিলাসিতা বর্জ্জিত যথায়,
স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তি তথা বর্ত্তে এ ধরায়।
ত্যাগের জ্বলন্ত-মূর্ত্তি তথা দর্শনীয়,
দারিদ্র্যের মধ্যে দান বিশ্ব-বরণীয়।

ভক্ত রামপ্রসাদের ত্যাগ সীমাশূন্য,
ত্যাগী ভিন্ন কালী-পাদপদ্ম কার জন্য ?

এক দিন প্রসাদ বসিয়া গঙ্গাতীরে,
কালীগুণ কীর্ত্তন করেন ;—গঙ্গা-নীরে,
নবাব সিরাজ স্বীয় সঙ্গিগণ সহ
নৌকায় চলেন ,—গীতামৃতের প্রবাহ
কর্ণে তাঁর প্রবেশিল ;—অন্বেষণ করি,
প্রসাদে উঠান নিজ নৌকার উপরি।
সঙ্গীত শুনিতে চান, মিনতি করিয়া,
প্রসাদ বসেন, ধীর গম্ভীর হইয়া।

স্থান-পাত্র বিচারিয়া, প্রসাদ তখন,
আরম্ভেন টপ্পা, আর খেয়াল-কীর্ত্তন।
নবাব বলেন, শুনি, "এ নহে উত্তম,
যে গান গাহিতেছিলে, তাহা অনুপম।
সেই গান কর তুমি, মুখে বল "কালী,"
বাজুক আমার কর্ণে মধুর মুরলী।"

শুনি, "মা করুণাময়ী কালী" বলি তান
ধরিলেন প্রসাদ ; ব্যাকুল মন প্রাণ !
চক্ষু পুলকাশ্রুময়, কম্প স-বিরাম,
চিত্ত ভাবে গরগর, গাত্রে বহে ঘাম।
রোমাঞ্চিত তনু, কণ্ঠ রোধি রোধি যায়,
বিস্ময়ে নবাব স্থির পুত্তলিকাপ্রায়।

সঙ্গীত শ্রবণে ভিন্ন-ধর্ম্মী সে নবাব,
সম্মানিতে ধরিলেন তৃণের স্বভাব।
বলিলেন, "ধন্য তুমি প্রভু শক্তিমান।
তোমা-স্থানে মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের সমান,
বঙ্গের ঈশ্বর আজ, কর নিরীক্ষণ।
সম্পদে তোমার, তুচ্ছ রাজ-সিংহাসন।

ধন্য সেই মর্ত্ত্য-লোকে, যে তোমার মত,
বিশ্বজননীর ভাবে তন্ময় সতত।
মিত্রময় বিশ্ব তার,—শত্রু তার নাই,
উদ্বিগ্ন সম্রাট, নিরুদ্বিগ্ন সে সদাই।
ধন্য তুমি,—ইচ্ছা মোর, তুমি কিছু চাও।"
প্রসাদ বলেন, "মোকে নামাইয়া দেও।"

নবাব বলেন পুনঃ, "যোত্র, জমীদারী,
রত্ন, ধন, যাহা যাও, সব দিতে পারি।"

প্রসাদ বলেন, "মোর কোন দুঃখ নাই।
তুচ্ছ ধন, রত্ন, আমি কিছু নাহি চাই।
যোত্র, জমীদারী, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যা বল,
ভোজ-বাজী তুল্য আমি দর্শি তা সকল।
জোয়ার ভাঁটার তুল্য, নিত্য আসে যায়।
মোহান্ধ মনুষ্যে নিত্য, হাসায় কাঁদায়।

অর্জ্জিতে অশান্তি বহু, অশান্তি রক্ষণে,
অশান্তির চূড়ান্ত, যাহার বিনাশনে,
এমন সম্পদে, মোর কোন বাঞ্ছা নাই।
মাত্র দেহ-রক্ষা-জন্য, অন্ন-বস্ত্র চাই।

প্রাপ্ত তুমি নবাবত্ব, যাঁহার কৃপায়,
ক্ষুদ্র প্রয়োজন মোর, যত যা ধরায়,
প্রাপ্ত তাঁর করুণায়, আমি সর্ব্বক্ষণ।
উপলব্ধি অভাবের, অবিজ্ঞাত মন।

অভাব শ্রীকালীপাদ-পদ্মে দৃঢ় মতি,
নিতে পারি, পার যদি, দিতে এক রতি।
রাজ-রাজেশ্বরী কালী, পুত্র আমি তাঁর,
এ আনন্দে সর্ব্বদাই আনন্দ আমার।

লক্ষ্য যাহাদের, মাত্র ঐশ্বর্য্য-ভোগের,
শান্তি নাহি ঘটে মোর, সঙ্গে তাহাদের।
ইচ্ছা যদি দিতে কিছু, দেও নামাইয়া,
কীর্ত্তনিব কালী-গুণ, নির্জ্জনে বসিয়া।"

শুনিয়া, সম্ভ্রমে হস্ত ললাটে তুলিয়া,
"ধন্য!" বলি বঙ্গেশ্বর দেন নামাইয়া।

কীর্ত্তনে একদা, করি রাত্রি-জাগরণ,
প্রাঙ্গনে প্রসাদ বসি ;—প্রভাতে তখন,
মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়,—পরি সন্ন্যাসীর বেশ,
রুদ্র-মালা গলে, দীর্ঘ-শ্মশ্রু-শির-কেশ,
মাঘের প্রথম দিন ;—অতিথি হইল,
অম্বল আমের, খাবে, ইচ্ছা জানাইল।

অভ্যাগত অতিথি, সাক্ষাৎ নারায়ণ,
গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অতিথি-সেবন।
ভক্ত-ভাগবত যাঁরা, অতিথি-দর্শনে,
অত্যানন্দে উল্লসিত হন সর্ব্বক্ষণে।

অভ্যাগত অতিথিকে করিয়া দর্শন,
চিত্ত প্রসাদের, অতি আনন্দে মগন।
কিন্তু তাঁর প্রার্থনায়, পড়েন চিন্তায়,
অকালে হঠাৎ আম, কোথা পাওয়া যায়।

কহিল অতিথি, "তুমি শক্তিমান অতি,
বিশ্ব-জননীর কোলে, তোমার বসতি।
কালী-কল্পতরু-তলে তুমি ত বেড়াও,
ইচ্ছা যা যখন, তুমি সেই ফল খাও।
তুমি যদি অকালে না দিতে পার আম,
মিথ্যা তবে, তব কল্প-তরু কালী-নাম।"

প্রসাদ বলেন, "সত্য, করি তাহা গান।
কল্পতরু কালী,কিন্তু না জানি সন্ধান।
বিদ্যমান তাহা, কোন্ মহাপুণ্যোদ্যানে,
নাহি জানি, মাত্র শুনি, তন্ত্র-বেদ-স্থানে।
দর্শ ভদ্র! তারপরে, এ বাড়ী আমার,
শূন্য-আম্র-বৃক্ষ, এক গাব-বৃক্ষ সার।"

উত্তরে অতিথি, "কালী-মন্ত্র সার যার,
প্রাপ্ত সে অকালে আম, গাব-বৃক্ষে তার।
"কালী-কালী" বলি, তুমি কর আরোহণ,
বিশ্বাসিয়া শিব-বাক্য, কর অন্বেষণ।
থাকিলে মাহাত্ম্য, ফল অবশ্য মিলিবে,
না মিলিলে, মিথ্যা কালী-নাম কেন নিবে।
অদ্য হ'তে কালী-মন্ত্র করি পরিহার,
অর্চ্চ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ইচ্ছা যা তোমার।"

শুনিয়া প্রসাদ-চিত্ত চমকি উঠিল,
"কালী-মন্ত্র ছাড়" নেত্রে নীর বাহিরিল।
বলিলেন, "অভ্যাগত, দেব নারায়ণ,
পূর্ণ হবে অবশ্যই তোমার বচন।
ইচ্ছাময়ী কালী মোর, ইচ্ছা যদি হয়,
অসম্ভব-সম্ভব, বিশেষ কিছু নয়।

অসম্ভব-সম্ভব করিলে তাঁর র'ব,
অন্যথায় তাঁহার সম্বন্ধ তেয়াগিব,
এ হেন সঙ্কল্পে কালী-পাদপদ্ম বুকে,
ধরি নাই, সু-নিশ্চয় জানাই তোমাকে।

মঙ্গলময়ী মা কালী, করিয়া বিচার,
যা করেন, তাহাতেই সন্তোষ আমার।
মা আমার, প্রদানেন নিত্য বরাভয়।
দুঃখ মোর নাহি, কভু নাহি পরাজয়।

যে ভাবে রাখেন, থাকি, যা বলান বলি,
যত্নে, তাঁর বিধান, মস্তকে ধরি চলি।
কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, রাম, অক্ষরে বিভিন্ন,
তত্ত্বে, এক কালী ভিন্ন, কেহ নহে অন্য।

কালী-নামে যা না মিলে, অন্য নামে মিলে,
সিদ্ধান্ত এমন মোর, নাহি কোন কালে।
বিষ্ণু,-কালী,-কৃষ্ণে, মোর কোন ভেদ নাই,
ইচ্ছা যা যখন, আমি সেই নাম গাই।

বৃক্ষে আমি উঠিতেছি আজ্ঞায় তোমার,
পাই বা না পাই আম, কালী-নিন্দা আর,

না করিও ; নিন্দা যদি আবার শুনিব,
বৃক্ষ হ'তে, আমি তবে পড়িয়া মরিব।"
উত্থিত প্রসাদ বৃক্ষে, "কালী, কালী" বলি,
কাণ্ড বাহি, যান শাখা-প্রশাখায় চলি,
নিরীক্ষেণ বৃক্ষে, আম থলি থলি ঝুলে,
উচ্চারেণ জয় ধ্বনি, "কালী, কালী" বলে।

প্রত্যহ ভক্তের বোঝা, ব'ন ভগবান,
প্রত্যক্ষ প্রসাদ-গৃহে, গাব-বৃক্ষে আম!
খাইল অতিথি তবে আমের অম্বল ;
শক্তি-সাধকের কীর্ত্তি, শ্রবণ-মঙ্গল।

একদা বলেন তাঁর জননী তাঁহায়,
"প্রাপ্ত হ'লে পদ্মফুল, অর্চ্চি শ্যামা-পায়!"
ভাবোন্মত্ত প্রসাদ সেদিন কালী নামে,
"পদ্ম, পদ্ম!" বলিয়া ছুটেন গঙ্গা-পানে।
দর্শেন ফুটিয়া পদ্ম, ভাণ্ডীর জঙ্গলে।
পদ্ম আনি দেন, মার শ্রীকর-কমলে।

পুনঃ শুন, একদিন প্রসাদ বসিয়া,
বাঁধেন ঘরের বেড়া ;—মৃদু স্বরে নিয়া,
মহামন্ত্র কালীনাম, ললিত পঞ্চমে,
গান ভক্ত, স্বরে যেন অমৃত বর্ষণে!

রসনায় কালীনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,
হস্ত বাঁধে বেড়া, কালী-পাদ-পদ্মে মন।
প্রসাদ গৃহের মধ্যে, বাহিরে তনয়া,
দিতেছিল তাঁহার বাঁধন ফিরাইয়া।

একবার অন্য -মনে কহেন কন্যারে,
তামাকু সাজিয়া, হুঁকো-কক্ষে আনিবারে।
শুনিয়া পিতার আজ্ঞা, কন্যা চলি যায়,
কন্যারূপে, ব্রহ্মময়ী বাঁধন ফিরায়।

প্রসাদ বাঁধেন বেড়া, রসনে সঙ্গীত,
দণ্ড পরে, কন্যা হুকো নিয়া উপস্থিত।
সুধান প্রসাদ, "তুমি তুলিছ বাঁধন,
সম্মুখেও উপস্থিত! বল এ কেমন?"

কন্যা কহে, "যে মুহূর্ত্তে বলিয়াছ মোরে,
তখনি গিয়াছি আমি, বাঁধন কে ধরে,
নাহি জানি,—আমি ত গিয়াছি বহুক্ষণ!"
শুনিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ প্রসাদ তখন।

জিজ্ঞাসেন, "বাঁধন কে ফিরাও বাহিরে?
ঠিক সে কন্যার স্বরে, বলে ধীরে ধীরে,
"বাবা, আমি কন্যা তব বাঁধন ফিরাই!"
দর্শেন বাহিরে আসি, তথা কেহ নাই।

উপলব্ধি তখন, স্ব-কন্যা-রূপ ধরি,
বাঁধন ফিরান আসি, আপনি শঙ্করী।"
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "এতশক্তি যাঁর,
কোন্ মহা-শক্তিমান ইষ্ট-দেব তাঁর!"
উত্তরে সন্তান, "পুণ্যতোয়া গঙ্গা-তীরে,
ব্রহ্মময়ী সিদ্ধেশ্বরী মা কালী-মন্দিরে,
ব্রহ্মচারী সত্যব্রহ্ম যোগীন্দ্র-মহান
ভক্ত রামপ্রসাদকে, দেন তত্ত্ব-জ্ঞান।

দীক্ষিত হইয়া, শ্রেষ্ঠ মনস্বী, মহান,
চিত্তোন্নতি-জন্য মহোল্লাসে যত্নবান।
ব্রহ্মময়ী-পাদ-পদ্মে নির্ভর করিয়া,
দৃঢ়চিত্তে উপেক্ষা সাধন।
পূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জিয়া,
অত্যন্ত নির্ভরে আরাধন।
অভ্যাগত, অতিথি, বা সাধক, সজ্জনে,
অনন্য অন্তরে অভ্যর্থন,
সংযম-সাধনে পূর্ণ আগ্রহ, উৎসাহ,
কালীতত্ত্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

দম্ভ দর্প, অভিমান, কামাদি অসুর,
মহামন্ত্র কালী-নামে করিতেন দূর।
হিংসা আসি তাঁর ঠাঁই,
তিল না আশ্রয় পাই,
অভিমানে গমন করিত বহু দূর,
নিঃশব্দে, তাঁহার গৃহে, কলহ-কুকুর।

সত্যে সমাসীন, লক্ষ্যে দৃঢ়-চিত্ত অতি,
সাধ্য নাহি, সম্মোহিতে, কুপথে দুর্ম্মতি।
দুঃখে-সুখে, মানামানে, সম্পদে-বিপদে,
নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, স্মরি মাত্র কালী-পদে।

অতঃপর বলি, শুন, অবসান তাঁর,
দৃশ্য যাহা অলৌকিক, লাগে চমৎকার।
বার্দ্ধক্য ক্রমশঃ এল, সু-দীর্ঘ জীবন,
ব্রহ্মময়ী-লীলা-রস করি আস্বাদন,
সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দময়ী-গুণ-গানে,
রসনা কৃতার্থ করি, অত্যুচ্চ সম্মানে,
সম্মানিত যবে, যশে পরিপূর্ণ দেশ,
ইচ্ছা হ'ল, তখন,করিতে লীলা শেষ।

অর্চ্চিয়া দক্ষিণা কালী, জবা বিল্বদলে,
আনন্দে বসেন, মার পাদ-পদ্ম-তলে।
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণ সুধাকর,
উদ্ভাসিল পুণ্য-করে, সে পুণ্য-সহর।

সারারাত্রি নিজ প্রিয় সঙ্গিগণ-সনে,
তন্ময় মা ব্রহ্মময়ী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে।
প্রভাতে তুলিয়া মূর্ত্তি, ভক্ত স্বীয় শিরে,
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে, যান জাহ্নবীর তীরে।

উত্থিত তরঙ্গ, রঙ্গে, উদ্ধারিণী-নীরে,
সম্ভাষিতে মহাজনে; বসি বৃক্ষ-শিরে,
বিদায়-সঙ্গীত গায় বিহঙ্গমদলে,
অর্পেন বিষাদে হস্ত প্রবীণ কপালে।

নিরীক্ষিতে সন্তানের মহা-অবসান,
বালক-যুবক-বৃদ্ধ হ'ল ধাববান।
লজ্জাবতী কুলবধূ আধাবগুণ্ঠনে,
ধাইল জাহ্নবী-তীরে, সজল-নয়নে।
ধাইল আত্মীয়-বন্ধু, পরিজন সহ,
বক্ষে ঢাকি, ভবিষ্যৎ বিরহ দুঃসহ।

অরুণ করিল মন্দ কর বিকীরণ,
মৃদু-মন্দ বহিল, প্রভাতী সমীরণ।
দণ্ডাইল রাজপথে, পান্থ মনোদুখে।
আসিল অগণ্য ভদ্র, চিন্তা-ম্লান-মুখে।

নামাইয়া কালীমূর্ত্তি সুরধুনী-তীরে,
মৃত্তিকা মাখেন ভক্ত, সমস্ত শরীরে।
শুকাইল, সৌরকরে কলেবর যবে,
সম্বোধিল সর্ব্বজন "শিব, শিব!" রবে।
উদ্ধারিণী সুরধুনী-বক্ষে দৃষ্টি রাখি,
ভক্ত যেন সম্বোধেন, মৃত্যু দেবে ডাকি,

"শুন মৃত্যো! পুত্র আমি মহাকালী মার,
রাজ-রাজেশ্বরী যিনি, ভৃত্য তুমি যাঁর।
প্রভু-পুত্র আমি তব, আমার আদেশে,
অদ্য তুমি দাঁড়াও, আসিয়া মোর পাশে।

সঙ্গে তব, যাব আমি, যথা মা আমার।
সঙ্গী তুমি সে পথের, প্রার্থি তোমা তাই।"

সম্বোধেন জাহ্নবীকে, "পতিতোদ্ধারিণি!
শুনি, তুমি শম্ভু-শির-জটা-নিবাসিনী।
তা হ'লে অবশ্য তুমি,
চেন, শিব-বক্ষে যিনি,
ইন্দীবর-কান্তিময়ী, জীব-নিস্তারিণী।
বরাভয়দাত্রী, তিনি আমার জননী।

অবশ্য চলিছ তুমি নিজ বাসস্থানে,
অবিরাম প্রবাহে;—তোমার সন্নিধানে,
তাই এ প্রার্থনা মোর,
মোর মহারাত্রি ভোর!—
সঙ্গে যদি লও মোকে, তার পুত্র-জ্ঞানে,
মিলি তব সু-তরঙ্গে
যাই মা তোমার সঙ্গে,
তোমায় ও মা, "রক্ষয়িণী," বলি, বিশ্ব জানে।
মাহাত্ম্য বাড়িবে, সঙ্গে লইলে সন্তানে।"

কহিলেন ভক্ত পুনঃ, চাহিয়া মেদিনী,
"নিত্য ক্ষমাময়ী, সর্ব্ব জীবে, মাগো, তুমি।
অঙ্কে তব, জন্মি যদি, পুনঃ দেহ নিয়া,
অন্তরে মা-বুদ্ধি, দিও জাগ্রত করিয়া।"

"বঙ্গভূমি! তব পদে করি মা প্রণাম।
ভুলিও না, দয়াময়ি! সন্তানের নাম।
স্বর্গ তুমি মহীতলে, মা তোমার কোলে।
এবার জন্মিয়াছিনু, মহা পুণ্য-ফলে।"

সম্বোধেন তার পরে, জ্ঞাতি-বন্ধু জনে,
ভাবের আবেগে ভক্ত, সজল নয়নে,—
"আজ মহাযাত্রা-কালে, কি বলিব আর?
মার্জ্জনা করিও, দোষ যা থাকে, আমার।
আশীর্ব্বাদ ক'র, যেন জনমে জনম,
সুনির্ভর রহে, জগদ্ধাত্রী কালী-নামে।"

রঙ্গময়ী মা আমার! ইচ্ছায় তাঁহার,
সংসারে আসিয়া, রঙ্গ করিনু এবার।
কভু তিনি হাসালেন,
কভু তিনি কাঁদালেন;
হাসি কাঁদি, চলিলাম এবার এখন,
প্রার্থনা, তাঁহার পদে অর্পি এ জীবন।

ভুঞ্জিয়াছি বহু কৃপা,—বহু সুখে কাল
বঞ্চিয়াছি ধরাধামে,—বাঞ্ছা মনে আজ,
সন্তান যাঁহার, যাব তাঁর সন্নিধানে;
প্রার্থি আশীর্ব্বাদ, তাই, প্রত্যেকের কাছে"

এত বলি, কালী মূর্ত্তি, উঠাইয়া শিরে,
প্রবেশ করেন ভক্ত জাহ্নবীর নীরে।
উদ্ধারিণী সুরধুনী আনন্দে গলিয়া,
উদ্বেলিতা যেন পুত্রে অঙ্কে উঠাইয়া।
যেন দীর্ঘকাল পরে, সিদ্ধ সাধনায়,
কুলের গৌরব পুত্রে, অঙ্কে নিল মায়।

কালী-নাম-মহামন্ত্র করি উচ্চারণ,
প্রসাদ স-মূর্ত্তি, জলে হন নিমগন।
উত্থিত না হন পুন,—সাধনা-গৌরব!
বিস্ময়ে, সমস্ত লোক রহিল নীরব!

বিষাদ-মেঘের ছায়া পড়িল সহরে।
কাঁদিল বালক-বৃদ্ধ, বিষণ্ণ অন্তরে।
পুণ্যনীরে স্নান করি, পবিত্র হইয়া,
চলে লোক, "হা, হা, রামপ্রসাদ," বলিয়া!

পক্ষীকুল নিঃশব্দে বসিল বৃক্ষ-শিরে।
বিধর্ম্মীও শুনিয়া, ভাসিল চক্ষু-নীরে।

ধন্য, ধন্য কালী নাম! ধন্য রে সাধক!
ধন্য রে সাধনা! মৃত্যু-ভয়-বিনাশক।"

শুনিয়া, শ্রীপূর্ণানন্দ, নয়ন মুছিয়া,
নিশ্বাস ছাড়েন, "কালী, কল্যাণী" বলিয়া।
বিস্ময়ে কাহারো মুখে, নাহি স্ফুরে ভাষ।
কালী-ভক্ত-কীর্ত্তি-কথা, বিস্ময়-নিবাস।
প্রসাদের তুল্য কালীপদে যার মন,
মস্তকে, ভূলুয়া ধরে, তাহার চরণ।

দ্বিতীয় দিন

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যস্যা প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মাহরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্যমতিং করোতু॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও যাঁহার অতুলনীয় বল, এবং প্রভাবের ইয়ত্তা করিতে পারেননা, সেই চণ্ডিকা এই নিখিল জগতের পালন-জন্য, এবং অমঙ্গল-ভয়-বিনাশের জন্য, ইচ্ছা করুন।"

কামাখ্যে, বরদে দেবি, পর্ব্বত-বাসিনি!
করুণা কর মা দীনে, আর্ত্তি-বিনাশিনি!
সন্তান-পালিনী তুমি, জীব চরাচর,
তোমারি করুণামৃতে জীয়ে নিরন্তর।
সঙ্কট-বারিণী তুমি, জীব নিস্তারিণী,
দৃশ্যমান-বিশ্বে তুমি শান্তি-বিধায়িনী॥

আশ্রয় যে করে, ভবে মা, তব চরণ,
নির্ভয়ে সে, এ সংসারে, করে বিচরণ।
সর্ব্বত্র বিরাজ তুমি, রক্ষিতে সন্তান;
নির্ব্বোধ ভুলুয়া তবু শঙ্কিত পরাণ।

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "মনস্বি-ভূষণ!
সুধাপেক্ষা সুমধুর করুণা-কীর্ত্তন
মুক্তিদাত্রী কালী-পদে নির্ভরে যাহারা,
কিরূপে বিপদে মুক্তি, লাভ করে তারা?
জান যদি, বল কিছু, তার ইতিহাস।
তোমার কথায় চিত্তে, উপজে উল্লাস।"

কহিল সন্তান, "আমি কি বলিব তার?
বিশ্বভরা নিদর্শন তাঁর মহিমার।
সাধ্য কি আমার, আমি সে মাহাত্ম্য বলি,
মাত্র তাই বলি, যাহা বলান মা কালী।

শক্তিমান, পুণ্যশীল, তোমরা সকলে,
আশীর্ব্বাদ কর মোকে, ফেলি পদ-তলে।
সঞ্চার তোমরা শক্তি, মোর রসনায়।
দেখি, যদি বর্ণিবারে, পারি কিছু তায়।

পিছলিয়া নামে গ্রাম,—কালীগঙ্গাতীরে,
নিত্যাভয়-দাত্রী কালী অপর্ণা-মন্দিরে,
বিপ্রকন্যা ছিল এক, ইন্দুমতী নাম,
তন্ময়া সে, কালী পাদপদ্মে অবিরাম।
বাল্যকালে বিধবা,—অত্যন্ত রূপবতী,
পিতৃ-মাতৃহীনা, পূর্ণ-বয়সা, যুবতী;
জঙ্গলের মধ্যে গৃহ,—একাকিনী থাকে;
উঠিতে, বসিতে, সদা, দুর্গা বলি ডাকে।

বহুজন্ম-পুণ্যফলে, বাল্যাবধি তার,
অন্তরে হইয়াছিল, মা-বুদ্ধি-সঞ্চার
তুচ্ছ সুখ-ভোগে, তার চিত্ত নাহি ধায়,
নির্ম্মল-স্বভাবা বলি, বাখানে সবায়।
দুর্গতি-নাশিনী তার ভরসা কেবল,
দুর্দ্দিনে, বিপদে, ঘোরে, আশ্রয়ের স্থল।

মৃত্যু-কালে, পিতামাতা গেল সান্ত্বনিয়া,
"যাই তোমা, জগদ্ধাত্রী-পদে সমর্পিয়া।
রাজত্ব রাজার, প্রাপ্তি যাঁহার ইচ্ছায়,
অদ্য হ'তে, সেই কালী, তোমার সহায়।
দুঃখ ঘটে, সুখ ঘটে, সম্পদে, বিপদে,
নির্ভয়ে রহিবে,—স্মরি তাঁহার শ্রীপদে।
আসিলে সাক্ষাৎ যম, ছুঁইতে নারিবে,
মৃত্যু যদি আসে, আসা মাত্র সে মরিবে।"

স্বর্গীয় পিতার বাক্যে, দৃঢ় করি মন,
নির্ভয়ে সে ইন্দুমতী যাপয়ে জীবন।
নির্জ্জনে, মন্দিরে বসি, ভক্তি-যুক্ত মনে,
মর্ম্ম তার, জগদ্ধাত্রী-পদে নিবেদনে।
"কৃপাময়ি! কাঙ্গালিনী আমি, এ ভুবনে,
সহায়, সম্বল, বল,
আশা-ভরসার স্থল,
জগদ্ধাত্রি! মাত্র তুমি আমার এক্ষণে;
সঙ্গিনী, মা তুমি, মোর জীবনে-মরণে।
আমার এ বুদ্ধি-মন,
করি তোমা সমর্পণ;
মৃত্যু যদি ঘটে, তাহে দুঃখ নাহি গণি।
জিহ্বা যেন তব নাম উচ্চারে, জননি!
আমাকে করিতে নাশ,
করে দুষ্ট নরে আশ
দুষ্ট-দর্প-ঘাতিনী মা, কর সুবিচার!
ভিন্ন তুমি, বিপন্নে মা, কে করে উদ্ধার!

ইচ্ছা যা তোমার, তাহা ঘটুক জননি!
দুঃখ কি মা তাহে, তুমি মঙ্গল-রূপিণী।
ইচ্ছা হয়, রক্ষা কর;
ইচ্ছা হয়, প্রাণে মার;
যা কর, তাতেই তুষ্টা আছি, নিস্তারিণি;
দণ্ড, তব-দত্ত, আশীর্ব্বাদ-মধ্যে গণি!
মরণে মা শঙ্কা নাই,
তবু মনে ভয় পাই,

দুর্জ্জনে, সবলে যদি আক্রমে আমায়,
এ ঘোর জঙ্গলে হবে ধর্ম্ম-রক্ষা দায়!
দর্শি মা, সর্ব্বস্ব ত্যজি, তত্ত্বদর্শিদল,
করেন মা, যোগধ্যানে, চরিত্র নির্ম্মল।
ভবে যত রত্ন আছে,
গণ্য কি চরিত্র-কাছে,
তার তুল্য কে মা, যার চরিত্র নির্ম্মল;
চরিত্র-বিহীনা নারী, পরিত্যক্ত মল।
দুর্জ্জনের করে, রক্ষা করিও আমায়,
মৃত্যু ভাল, তবু যেন, ধর্ম্ম নাহি যায়।"
এইরূপে ইন্দুমতী, মন্দিরে বসিয়া,
করে স্তুতি, মন-প্রাণ একত্র করিয়া।
দুর্ম্মতি, দুর্জ্জন, যত, দুষ্ট দুরাচার,
ধর্ম্ম তার, বিনাশিতে চেষ্টে বহুবার।
প্রত্যেকেই বিফলাশ হইল যখন,
হস্ত বাড়াইল এক মামুদী দুর্জ্জন।
সম্পদ-সম্পন্ন, তাহে ভীমের সমান,
শক্তিমান, তার ভয়ে দেশ কম্পবান।
দুর্ম্মতি ঘটিল তার, প্রথমে আসিয়া,
"ধর্ম্মের জননী" বলি, গেল সম্বোধিয়া।
পট্ট-বস্ত্রে স্বর্ণ-মুদ্রা, প্রণামী রাখিল,
খাদ্য-দ্রব্য উপাদেয়, বহু রূপে দিল।
ক্রমে দুই বর্ষ গেল, বহু দ্রব্য দিয়া,
সম্মানিল সে পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসী, রহিয়া।
ইন্দুমতী মনে ভাবে, "এই মুসলমান,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল, মোর পেটের সন্তান।
মঙ্গল-রূপিণি! কর মঙ্গল ইহার;"
সরল অন্তরে, সাধু বিশ্বাস তাহার।
বিশ্বাসী হইল যবে, দিবসে নিশায়,
ধূর্ত্ত আসি, "মা" বলিয়া নিকটে দাঁড়ায়।
এক দিন রাত্রি যবে প্রায় দ্বিপ্রহর,
উপস্থিত, আসিয়া সে দুর্ম্মতি বর্ব্বর।

যত্ন করি, ইন্দুমতী বসাইল তারে,
ধূর্ত্ত লভি অবসর, কহে ভারে ভারে,—
"দীর্ঘকাল, তোমা-লাগি, হয়েছি পাগল,
তোমার অভাবে নাহি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল।
সম্পদ আমার যত, সমস্ত তোমার,
জঙ্গলে বসিয়া, দুঃখ, কেন সহ আর?
তুমি মোর হও যদি, বলি তোমা সার,
সাধ্য কার, তোমায় করিবে তিরস্কার?
পূর্ণ কর, মনের আকাঙ্ক্ষা তুমি আজ।"
প্রস্তাবে, ইন্দুর শিরে, পড়ে যেন বাজ।
ভয়ে, উৰ্দ্ধশ্বাসে, ধায় মন্দির-মাঝার,
পাষণ্ড চলিল ধেয়ে, পশ্চাতে তাহার।
"নৃমুণ্ডমালিনী কালি! কোথা মা আমার?
দুরন্ত-রাক্ষস-করে, রক্ষ এই বার।"
বলি, ইন্দুমতী যদি আর্ত্তনাদ করে,
ভয়ঙ্কর কাল-সর্পে দুরাচারে ধরে।
চলিতে না পারি, হয় প্রাঙ্গণে পতন।
আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক, করে জাগরণ।
"কি হল! কি হল!" বলি সর্ব্ব লোকে ধায়,
সর্প-বদ্ধ দুরাচার, দর্শিবারে পায়।
কাল-সর্পে বাঁধিয়াছে পদদ্বয় তার।
সন্নিকটে যাবে, হেন সাধ্য আছে কার!
মশালে করিল রাত্রি, দিবসের প্রায়,
সাধ্বী ইন্দুমতী-মুখে বাক্য না জুয়ায়।
সন্নিকটে মৃত্যু, বুঝি, অনুতাপানলে,
দহি, দুষ্ট, পূর্ব্বাপর বিস্তারিয়া বলে।
হেন কালে কালসর্পে দংশিল তাহায়,
পশু-তুল্য আর্ত্তনাদে, তার প্রাণ যায়।
ইন্দুর সু-যশে, তবে ভরিল সে দেশ।
স-কলঙ্ক অপঘাতে, পাষণ্ডের শেষ!*

* পিছলিয়া—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত, ভূষণার একটা অংশ। এখনও সেস্থানে অপর্ণার মন্দির আছে,—বিগ্রহের সেবা পূজার

যে মহিলা সতীলক্ষ্মী, হের সঙ্গে তার,
নৃমুণ্ড-মালিনী কালী ঘুরে অনিবার।
চক্র সুদর্শন, ধরি, দেব নারায়ণ,
সাধ্বী, লক্ষ্মী, দেবীগণে, করেন রক্ষণ,
সাধ্বী-সতী-অঙ্গে, যে পাষণ্ডে দেয় হাত,
শঙ্কর-ত্রিশূলে, তার নিশ্চয় নিপাত।

সতীর সতীত্ব নাশি, যে রাজ্যে যখন,
মুক্তি পায়, অবিচারে, পাষণ্ড দুর্জ্জন,
তখনি জানিবে, তার লক্ষ্মী উচাটন,
দুদিন না যেতে, হবে রাজ্যের পতন।
হেন সতী, ইন্দুমতী, অর্চ্চে কালী মায়।
সাধ্য হেন কার,—তাকে ধ্বংসে এ ধরায়!

পুনঃ শুন, সর্প-রূপে উদিয়া শঙ্করী,
ভক্তে রক্ষা কিরূপে করেন অঙ্কে ধরি।
যে দিন এ বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটিল,
অদ্য, তার পরে, প্রায় দশ বর্ষ গেল।

রাজসাহী-মধ্যে গ্রাম, নাম কাপাসিয়া,
নাটোরে নামিয়া, হাটি, যাইবে পুটিয়া।
পুটিয়া নিকটে গ্রাম,—রাজসাহী-মুখে,
রাস্তা আছে, পান্থ যাহে হাটে মন-সুখে।

এই রাস্তা-মধ্যে আছে পোল বাণেশ্বর।
শ্মশান যাহার নিম্নে, চৌদিকে প্রান্তর।

দুর্গাদাস নাম তার, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ,
কাপাসিয়া গ্রামবাসী,—ধার্ম্মিক সজ্জন।
সন্ততির মধ্যে, মাত্র কন্যা কালিদাসী।
স্বভাবে প্রশংসা করে, সর্ব্ব গ্রামবাসী।

ভৃত্য ছিল, ভজহরি নামে এক জন,
বাল্যাবধি যত্নে যাকে করিল পালন।
আপন সন্তান তুল্য, গণে দুর্গাদাস;
তার প্রতি, প্রত্যেকের অটল বিশ্বাস।

দশ ক্রোশ দূরে দুর্গাদাসী-পিত্রালয়,
ঘটিল পিতার তার, আসন্ন সময়;
সংবাদ আসিল, যবে বেলা অবসান।
সংবাদ শ্রবণে, তার অবসন্ন প্রাণ।

দুর্গাদাস গৃহে নাই, কি হবে উপায়!
"দুর্গা" বলি, চক্ষু-জলে, বদন ভাসায়।
পিতার সে একমাত্র কন্যা মমতার।
মৃত্যুকালে, তার দেখা, না ঘটিল আর।

অনুতাপ অন্তরে জাগিবে আমরণ,
অসহ্য হইবে তার জীবন ধারণ।
চিন্তিয়া, সিদ্ধান্ত মনে করিল তখন,
"অবশ্য যাইব, তাঁকে করিতে দর্শন।
বিদ্যমান সুন্দর গো-যান গৃহে;—আর,
ভৃত্য ভজহরি আছে, বিশ্বাসী অপার;
উৎসাহে চালাবে গাড়ী, কর্ত্তব্য বুঝিয়া;
সঙ্গে যাবে কালিদাসী,—দুর্গা নাম নিয়া;
মাত্র দশ ক্রোশ পথ, যাইব চলিয়া,
সূর্য্যোদয়-পূর্ব্বে, মোরা পঁহুছিব গিয়া।"

চিন্তি এত, মায়ে ঝিয়ে করি আয়োজন,
ভজহরি-সঙ্গে, করে গাড়ী আরোহণ।
যাত্রাকালে, দুর্গানাম জপি দশ বার,
দশবার মণ্ডপে প্রণাম করি আর,
সম্পর্কে, বয়সে, যারা ছিল গুরু জন,
তাঁ'সবার পদরেণু মস্তকে গ্রহণ,
করিয়া, সন্ধ্যায় দোঁহে হইল বাহির,
অন্তর বিষণ্ণ, অতি সংশয়ে অস্থির!

উপস্থিত হয় যবে বিপদ-সময়,
তখন যেরূপ ভক্তি, চিত্তে উপজয়,
যেরূপ নিবিষ্ট-চিত্তে, স্মরি ভগবান,
অন্যত্র না বর্ত্তে, তার উপমার স্থান।

সাক্ষী তার হের, যবে কলেরা লাগিবে,
সমস্ত গ্রামের লোক একত্র মিলিবে।

ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পূর্ব্বের মত নাই। রাজা সীতারামের প্রদত্ত বারশত বিঘা জমী মার সেবার জন্য ছিল, এখন বোধ হয় বার বিঘাও নাই। ১২২৪ সালে এই ঘটনা ঘটে। আমার পিতা ও পিতৃব্যগণ ইন্দুমতীকে বৃদ্ধাবস্থায় দর্শন করিয়াছেন। ভুলুয়া।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী, হবে এক মন,
আরম্ভ করিবে, কালী-অর্চ্চনা তখন।
ছোট বড় সমস্তে, হইয়া এক দল,
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থিবে মঙ্গল।

সঙ্কটে পড়িয়া, তথা, একাগ্র অন্তরে,
দুর্গতিনাশিনী নাম দোহে জপ করে।
ডাকার মতন যদি ডাক একবার,
সাক্ষী, এক ডাকে পাবে, তাঁর করুণার।

প্রহ্লাদের এক ডাকে নরসিংহ হরি,
ধ্রুব ডাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরি,
আবির্ভূত ;—অর্পি মন, যে কেহই ডাকে,
সাক্ষী, তাঁর করুণার, সেই দর্শি থাকে।
আমরাও ডাকি, মন-বুদ্ধি তাতে নাই,
ভাগ্য, তাঁর করুণার, তাই নাহি পাই।

মহিলা-চরিত্র ইহা, শুন, মহোদয় !
মত্তা, পিতৃগৃহ-নামে, সমস্ত সময়।
মায়ে ঝিয়ে করে যবে গাড়ী আরোহণ,
সঙ্গে নিল সহস্র মুদ্রার আভরণ।

লোভের আশ্চর্য্য মোহ, ব্যক্ত বিশ্বময়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বুদ্ধি, ইথে, বিন্দু নাহি রয়।
অর্থ-লোভে মত্ত হয়, যাহার হৃদয়,
নিষ্ঠুর দস্যুর কার্য্যে, উৎসাহী সে হয়।

অর্থ-লোভে, করে নরে সন্তান বিক্রয়,
অর্থ-লোভে, পুত্র পিতৃ-হন্তা-পক্ষে রয়।
অর্থ-লোভে, গুরু করে শিষ্যকে সংহার,
অর্থ-লোভে, পত্নী ছাড়ে পতির সংসার।
ঘৃণ্য এত, লোভ-কার্য্য, শুন মহাজন।
মুগ্ধ অদ্য হেন লোভে, ভৃত্য-ভজা-মন।

চিন্তে মনে, "অদ্য বটে এক শুভ দিন,
সু-যোগ ছাড়িলে, আর পাওয়া সু-কঠিন।
অলঙ্কার সহস্র মুদ্রার, অন্য আয়ে,
একত্র করিলে, প্রাপ্য, পোণে দু হাজারে !
মাত্র দুই মুদ্রা আমি মাসে মাসে পাই,
কুড়ি জন্ম খাটিলেও, কুড়ি টাকা নাই।

কিন্তু যদি অদ্য দোহে মারিয়া ফেলাই,
তঙ্কা পোণে দু-হাজার, এক সঙ্গে পাই।
কে আর ধরিবে, নবদ্বীপে চলি যাব,
সংগোপনে ক্ষুদ্র এক আখেড়া বানাব,
ভেক লব, সাধু হব, মাথা মুড়াইয়া,
সেবাদাসী দুই জন, করিব বাছিয়া।
আনন্দে করিব শেষে, জীবনাবসান;
ভাগ্যবান না রহিবে, আমার সমান !"

এমন সময় গাড়ী করিয়া ঘর্ঘর,
উপস্থিত হ'ল, যথা পোল বাণেশ্বর।
দক্ষিণে শ্মশান ঘাট, বামে ময়দান,
রাস্তা ছাড়ি, বামে, ভজা হয় আগুয়ান।

রাস্তা ছাড়ি যে সময়, সে পাপিষ্ঠ যায়,
দুর্গাদাসী তার কাছে কারণ সুধায়।
নির্ভয়ে সে কহে, তার পেণ্টী উচ্চে ধরি,
"ক্ষণৈক বিলম্ব কর, দেখ, যাহা করি।
হত্যা করি তোমা দোহে, লব অলঙ্কার।
ভৃত্যগিরি দু-টাকার, না করিব আর।"

দুর্গাদাসী শুনি, ভয়ে বিস্ময় মানিল,
"দুর্গে ! রক্ষা কর," বলি, কাঁদিতে লাগিল।

কৃতঘ্ন নির্দ্দয় ভজা গো-রজ্জু-বন্ধনে,
হস্ত-পদ এক করি, বান্ধিল দুজনে।
মায়ে ঝিয়ে যবে দুষ্ট বান্ধিতে লাগিল,
তেজস্বিনী দুর্গাদাসী কৃতঘ্নে কহিল,—

"রে পাষণ্ড ! ভৃত্য তুই, পুত্রের সমান,
রাক্ষসের তুল্য, আজ বিনাশিবি প্রাণ ?
আছে ধর্ম্ম, আছে দেব-শক্তি, চরাচরে,
আছে সত্য, আছে কর্ম্মফল, ভাগ্যোপরে।
সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, ভগবান যিনি,
দর্শিছেন, তোর এই নৃশংসতা তিনি।

হেন পাপ-কর্ম্ম-সাজা ধর্ম্মের সদনে,
এড়াবি, তস্কর তুই, না ভাবিস্ মনে।
বিশ্বাস করিনু তোকে পুত্রের সমান,
তার এই পুরস্কার ?—বিনাশিবি প্রাণ ?
আত্ম-রক্ষা-শক্তিহীনা, অসহায়া, মোরা,
নির্জ্জন প্রান্তর, তাহে অন্ধকারে ঘেরা,
না ভাবিস্, হত্যা তবু করিবি গোপনে,
সর্ব্বত্র-দর্শিনী দুর্গা, আছে মোর সনে।
ত্রিনয়না, করালবদনা, মহাকালী,
অন্য নাম, পাষণ্ড-ঘাতিনী মুণ্ডমালী ;
সঞ্চিল কঠোর দণ্ড, তাঁর করে তোর।
তার পরে, বর্ত্তে গৃহে পতি-মিত্র মোর।
নিস্তার না পাবি তুই, তাহাদের করে,
কুকুর ! পাবি না রক্ষা, ব্যাঘ্রের নখরে।
কর্, যাহা অভিরুচি,—কিন্তু, রে পিশাচ !
করিতেছি তোর কাছে, এ মিনতি আজ,
হত্যা কর্ একাঘাতে, না দিয়া যন্ত্রণা,
দুর্গাদাসী নাহি করে মৃত্যুর ভাবনা !
বহু যত্নে, বহু দিন, রে বর্ব্বর ! তোরে,
দিয়াছিনু পানাহার, পুত্র-নির্ব্বিশেষে।
প্রার্থি এবে, এই মাত্র প্রতিদান তার !"
শুনি দুষ্ট নরাধম, অতি হৃষ্ট মনে,
অন্বেষণে দৃঢ় বাঁশ, ভীষণ শ্মশানে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, এক করি নিরীক্ষণ,
যেমন আনন্দে তাহা করে উত্তোলন,
ভয়ঙ্কর কালসর্পে বেষ্টিল তাহায়,
নড়িতে না দিল দুষ্টে,—শুনিতে বিস্ময় !
সর্প এক ভয়ঙ্কর বাঁধিল চরণ,
বংশসহ, করে কর, দ্বিতীয়ে বন্ধন।
উত্থিত তৃতীয়, তার মস্তক-উপরে।
বিস্তারিয়া কাল-ফণা, দংশিতে ললাটে।
বদ্ধ পাপী সর্পজালে, যেন কাল-পাশে,
আবদ্ধ, কুকর্ম্মী জীব, মৃত্যুর আবাসে।

চীৎকারিল প্রাণভয়ে দুর্ম্মতি অসৎ,
সারারাত্রি হতবুদ্ধি, ভাবি ভবিষ্যৎ।
পোহাইল কাল-রাত্রি, ভীষণ শ্মশানে ;
কৃষক স্ব-কর্ম্ম-হেতু, বাহিরিল মাঠে।
নিরীক্ষিল সর্ব্ব জন দুর্গতি তাহার,
নিরীক্ষিল, কৃতঘ্নের শাস্তি কি প্রকার।
নিরীক্ষিল, আছে ধর্ম্ম, আছে ধর্ম্মপাল,
আছে সত্য, আছে ন্যায়, আছে প্রতিফল।
আছে রক্ষাকালী, ভক্ত-ভয়-বিনাশিনী,
দুষ্ট-চূর্ণ-কারিণী মা, দুর্জ্জন-ত্রাসিণী !
নাটোর হইতে চার বন্দীকে লইয়া,
পুলিশ যাইতেছিল, সে পথ বাহিয়া।
উপস্থিত রাত্রিশেষে, যথা বাণেশ্বর,
গাড়ী-মধ্যে শুনে, যেন মৃদু আর্ত্তস্বর।
সন্নিকটে গেল ধীরে, দর্শে, দুজনার
হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ,—আশ্চর্য্য ব্যাপার !
বন্ধন খুলিয়া দিল, আশ্বাসিল আর,
শিষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসিল, অর্ত্তি সমাচার
কন্যা তবে যথা-সত্য করিল বর্ণন,
বার্ত্তা শুনি, পুলিশেরা করে অন্বেষণ।
অন্বেষিতে শ্মশানে হইল উপস্থিত,
দর্শে, ভজা, সর্পজালে, সর্ব্বাঙ্গ-বেষ্টিত।
দারোগা আসিতে হ'ল, বেলা দ্বিপ্রহর,
সে পর্য্যন্ত তাকে, না ছাড়িল বিষধর।
দুর্গাদাসী-পতি-মিত্র আসিল ধাইয়া,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, সতী কাঁদিল ধরিয়া।
দর্শিতে পাপীর দণ্ড, অগণ্য মানব,
প্রান্তরে আসিল দৌড়ি, করি উচ্চ রব।
অর্দ্ধোদয়-যোগে, যেন জাহ্নবীর কূলে,
উপস্থিত যাত্রীকুল মহা কোলাহলে।
সহিয়া সর্পের ভার শুনিয়া গর্জ্জন,
অর্দ্ধ মৃত-প্রায় দুষ্ট, কৃতঘ্ন, দুর্জ্জন !

শ্রীশ্রীকৌষিকী।

"সম্রাট বিশ্বের, শম্ভু, তুমি হও তার!"
তাহাতে উত্তর অম্বিকার,
"যুদ্ধে যে করিবে জয়, আমি তার হব,
বাল্যাবধি প্রতিজ্ঞা আমার।"

সম্বোধিল কাল-কুলে রাজ-কর্ম্মচারী,
"ইচ্ছা হয়, দেহ শাস্তি, কিংবা দেহ ছাড়ি।
আছে ধর্ম্ম-রাজাসন, লইব তথায়।
দণ্ড যথাযোগ্য, তথা পাবে দুরাশয়।"

শুনি সর্প, ত্যজি দুষ্টে, নিজ স্থানে যায়,
হস্ত বান্ধি, পুলিশেরা সঙ্গে নিল তায়।
দণ্ডিল বিচারে, সপ্তবর্ষ কারাবাসে,
সমস্ত সংবাদপত্র, এ বার্ত্তা প্রকাশে।

বর্ণিব কি করুণার নিদর্শন আর,
দর্শনীয় তাঁর, দিব্য দৃষ্টি আছে যাঁর।
ভক্তের দুর্গতি-নাশ, স্বভাব তাঁহার।
তাই ভক্তে, দুর্গা বলি, ডাকে অনিবার।
দুর্গতি কি তার,—দুর্গা যার মন-প্রাণ,
সাক্ষী তার ভোটান পর্ব্বতে বিদ্যমান।"

নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ত্বরিত হইয়া,
কহিলেন, "সে বৃত্তান্ত কহ বিস্তারিয়া।"
কহিল সন্তান, প্রেম-ভক্তির আবেশে,
"বার শ' নব্বুই সালে, ফাল্‌গুনের শেষে,

মহাকাল দরশনে, সঙ্গী হনুমান সনে,
আলিপুর দুয়ারে আসিয়া,
মুখে দুর্গা নাম নিয়া, শালবন-মধ্য দিয়া,
বক্‌সারের রাজপথ চলিনু বাহিয়া,
যেমন হস্তীর ভয়, ব্যাঘ্রে তথা গরজয়,
সূর্য্য-কর বৃক্ষশিরে ঢাকা।
যেন কালান্তক ঘনে, উচ্চ নভে আচ্ছাদনে,
চতুর্দ্দিকে মৃত্যু-ভয় আঁকা?
যোজন চলিয়া যাবে, লোক-মুখ না দেখিবে,
নাহি পাবে বসিবার স্থান,
শালপত্র বাধি পায়, যে শব্দ উঠিবে, তায়
শিহরি উঠিবে মন-প্রাণ।
হেন পথে বহুক্ষণ, অতিক্রমি শালবন,
হেন কালে এক বন্য করী,
পর্ব্বত প্রমাণ কায়, আমা দোঁহে লক্ষ্যি ধায়,
পায় তৃণ-তরু ভগ্ন করি।
উপায় না দেখি অন্য, জীবন রক্ষার জন্য,
উঠিলাম এক বৃক্ষোপরে,
দুরন্ত বারণ তায়, ভাঙ্গিবারে চেষ্টা পায়,
শুণ্ডে ধরি, তুণ্ডাঘাত করে।
বৃক্ষ প্রায় পড়ে পড়ে যেন প্রলয়ের ঝড়ে,
আমরা ত হতবুদ্ধি-জ্ঞান।
বাবুই বাসার মত, ঝুলিতে লাগিনু কত,
ওষ্ঠাগত দুজনার প্রাণ।
"কোথা মা দুর্গতি-হরা"—বলিতে লাগিনু মোরা,
"এ গুরু-সঙ্কটে রক্ষা কর।
উপায় না দেখি আর, প্রাণ বুঝি যায় এবার,
সন্তান-পালিনি! শঙ্কা হর।"
হেন কালে তীক্ষ্ণ শর, পড়ে হস্তি-শিরোপর,
যন্ত্রণায় করিয়া চীৎকার,
আমা দোঁহে পরিহরি, দূর বনে ধায় করী,
আমাদের বিস্ময় অপার!
অবশেষে ধৈর্য্য ধরি, বৃক্ষ হ'তে অবতরি,
দর্শি, দুই ভুটীয়া রমণী,
আমাদের কাছে আসি, সম্বোধিল মৃদুহাসি,
স্নেহভরে,—যেমন জননী।
"কে তোমরা, কিবা চাও; কি হেতু কেথায় যাও,
দুর্গম এ বন্য পথ দিয়া?
ব্যাঘ্র-বারণের ভয়, তোমাদের নাহি হয়,
যেতেছিলে এখন(ই) মরিয়া!"
নম্রতায় সাবধান, কহে ভক্ত হনুমান,
"আমরা সন্ন্যাসী দুই জন,
করুণা করিলে তারা, ভোটানে যাইব মোরা,
ইচ্ছা, মহাকাল-দরশন।
স্মরি আদ্যাশক্তি নাম, যাই মহাতীর্থ ধাম,
ইচ্ছা তাঁর যাহা, তাই হবে।

ইথে যদি মৃত্যু হয়, না রবে নরক-ভয়,
ফিরে আর না আসিব ভবে।
বন্যগজ-আক্রমণে, তোমরা রক্ষিলে প্রাণে,
এইরূপে পুনঃ রক্ষা পাব।
জগদ্ধাত্রী মাতা যার, আর্ত্তি কোথা ঘটে তার,
মৃত্যু ঘটে, শান্তি-লোকে যাব।"
হনুমান বাক্য শুনি, উচ্চ হাসে, সে রমণী,
বলে, "বড় সাহসের হিয়া।
বিশ্বাস এতই মনে, মৃত্যুভয় নাহি গণে,
অস্ত্র বিনা, চলে বন দিয়া!"
করুণা করিল তারা, যেন মূর্ত্তিমতী তারা,
চলিল, লইয়া সঙ্গে করি।
আহার্য্য সংগ্রহি দিত, দৃশ্য যাহা দেখাইত,
পর্ব্বতের পথে পথে ঘুরি।
দর্শি মহাকাল, মোরা, পার্ব্বত্য জঙ্গলে ভরা,
ভোট পল্লী করিনু দর্শন।
প্রায় মাস হল গত, তারা স্নেহময়ী মত,
মধ্যে মধ্যে দিত দরশন।
পুনঃ ফিরে শাল-বনে আসিলাম যেই ক্ষণে,
জল আনিবারে তারা গেল,
প্রহর হইল গত, অপেক্ষা করিনু কত,
আর তারা ফিরে নাহি এল।
হেন কালে দুইজন, সৈন্য করে আগমন,
সঙ্গে চারি ভুটিয়া মজুর,
সরকারী মাল সঙ্গে নানা কথা-পরসঙ্গে,
যাইতেছে দ্বার আলিপুর।
আমা দোঁহে বসা দেখি, বিস্ময়ে কহিল, "এ কি?
বসি কেন এ গহন বনে?"
আমরা বলিনু যাহা, সৈন্যেরা সন্দেহে তাহা,
ভুটিয়ারা মিথ্যা বলি গণে।
চিন্তি ক্ষণ, ভুটিয়ারা কহে, "মহোদয়!
ধর্ম্মে এইশ্বনে, এক পরম বিস্ময়।
মহাতীর্থ দরশনে,
আসে যারা ভক্তিমনে,
শঙ্কা যদি এ ঘন জঙ্গলে, তারা পায়,
ছদ্মবেশে মহাকালী শান্ত করি যায়।
বিলম্ব কি জন্য আর করিবে বসিয়া?
অম্বিকায় নমি, এস আনন্দে উঠিয়া।"
এরূপ করুণা তাঁর, বহু পাইয়াছি।
সময়ে না বুঝিলেও, পরে বুঝিয়াছি।"
বার্ত্তা শুনি, করুণার, নিত্যানন্দ ধীর,
ভক্ত্যানন্দে নীরব, নয়নে বহে নীর।
স্থির ভক্তিমান, স্থির বিশ্বাসী যাহারা,
বিস্ময়ে কহিল, "জয় দুর্গে দুঃখহরা!"
কহে বিপ্র রামতনু, "এক প্রশ্ন আসে,
দুর্জ্জনেরা ছলে বলে, দর্শি, নানা দেশে,
দুর্ব্বলা রমণী ধরি, করে অত্যাচার,
সর্প-রূপে, কালী কিন্তু, না করে উদ্ধার!"
উত্তরে সন্তান, "ভক্তি বিশ্বাস যথায়,
অনন্য-নির্ভর যথা ব্রহ্মময়ী-পায়,
আর স্বীয় সতী-ধর্ম্ম-রক্ষা-জন্য যার,
মৃত্যুপণ,—কালী ধর্ম্ম রক্ষা করে তার।
ভক্তি-ব্যাকুলতা পরমেশ্বরে যথায়,
দৈব সু-প্রসন্ন তথা, নিত্য দেখা যায়।
বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে দুষ্ট দুরাচার,
ধ্বংসে বটে, দৈত্যসম, ধর্ম্ম ললনার;
কিন্তু সতীত্বের জন্য মৃত্যু করে পণ,
শুনিনা ত, কোন তেজস্বিনী-বিবরণ!
রাজস্থানে বিধর্ম্মীর স্পর্শ-ভয়ে যত,
কুললক্ষ্মী, করি হুতাশন প্রজ্বলিত,
ঝম্প দিয়া, ক'রেছিল আত্ম-বিসর্জ্জন,
আত্ম-সম্মানের বটে, এক নিদর্শন।
সে বীরত্ব, সে সাহস, সে আত্ম-সম্মান,
শিক্ষাভাবে, এখন বিস্মৃত হিন্দুস্থান।

ধর্ম্মহীন শিক্ষায় সে স্বভাব বিলুপ্ত,
ভোগোন্মত্ত কাপুরুষে দেশ আচ্ছাদিত।
মনুষ্যত্ব চাহি, চাহি সু-দৃঢ় বিশ্বাস।
বিশ্বাসীর জন্য, বিশ্বনাথের প্রকাশ।
যথায় বিশ্বাস ভক্তি, তথা ভগবান,
বৈশ্য আত্মারাম, শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ।”
সুধান শ্রীনিত্যানন্দ, তাহা কি প্রকার?
সন্তান সংক্ষেপে কহে উপাখ্যান তার।
“গোলক নগরে ধাম, বাস করে আত্মারাম,
জাতি বৈশ্য, ধান্য-ধনবান।
গার্হস্থ্য আশ্রমোচিত, কার্য্যে সদা হরষিত,
অনুচিত কর্ম্মে সাবধান।
সদালাপে সাধু-সঙ্গে, পুলক প্রকাশে অঙ্গে,
আনন্দ-তরঙ্গ মনে ধায়।
মিথ্যা-চুরি-নারী তিন, ত্যাজ্য তার চিরদিন,
কলহে, অনর্থে, নাহি যায়।
শারদীয় চন্দ্র সম, সর্ব্বত্র সে প্রিয়তম
বিশ্বে তার শত্রু কেহ নাই।
মুখে বলে নারায়ণ, দৃঢ়-ভক্তি-পরায়ণ,
সন্দেহ না আসে তার ঠাঁই।
তাহার বিশ্বাস এই, “গঙ্গাস্নান করে যেই,
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই হয়।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হ'লে, দেহ ত্যজি গঙ্গা-জলে,
পুণ্য-লোকে যায় সে নিশ্চয়।”
এরূপ বিশ্বাস-ভরে, নির্ভয়ে সে বাস করে,
চতুর্থ পুরুষ ক্রমে যায়।
অতি বৃদ্ধ,—জরা আসি, কলেবর দিল নাশি,
গমন-সামর্থ্য গেল প্রায়।
হেন কালে একবার, অর্দ্ধোদয়যোগ-সার,
ঘটিল, পড়িল সাড়া দেশে।
শুনি তাহা, আত্মারাম, মুখে নারায়ণ-নাম,
বলে, “যাব মুক্তির উদ্দেশে।
গঙ্গা গতি-প্রদায়িনী, পাপতাপ-বিনাশিনী,
দয়াময়ী তার তুল্য নাই।
স্থান যদি তাঁর পায় পাই, তবে সর্ব্ব-দায়-
মুক্ত হয়ে মুক্তি-লোকে যাই।
মাটী-মুদ্রা-নারী-তরে, চেষ্টা যত এ ভূ-পরে
করিলাম এবার আসিয়া,
তাহে যা ঘটিল ফল ফল নহে হলাহল,
মোহে পান করিনু বসিয়া।
দুর্লভ-মনুষ্য-কায়, নিষ্ফলে বিগত, হায়,
কেহ না করিল সাবধান,
তুচ্ছ সুখ-ভোগ-জন্য, না বিচারি পাপ-পুণ্য,
বিস্মৃত হইয়া ভগবান,
মত্ত রণবীর-সম, করিয়াছি পরিশ্রম,
বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে তায়।
ঘটিলেও কিছু সুখ, দুঃখেই ভরেছে বুক,
দুর্ভাবনা নিত্য পায় পায়।
অতএব আর কেন, পাইয়া সুযোগ হেন,
মত্ত র'ব সংসার লইয়া,
ডাকি বলে পরিজনে, যাব আমি গঙ্গাস্নানে,
দেহ তার উদ্যোগ করিয়া।”
শুনি, পুত্র-পরিজন, সবে করে আয়োজন,
প্রত্যেকে যাইতে চায় সঙ্গে,
বৃদ্ধ বলে, “সেই ভাল, পরিবার শুদ্ধ চল,
স্মরিয়া মা উদ্ধারিণী গঙ্গে।”
জ্ঞাতি বন্ধু যত ছিল, প্রত্যেকে সংবাদ দিল,
আনাইল গুরু-পুরোহিতে।
যাকে যা দেওয়ার ছিল, যোগ্য ভাগ করি দিল,
বিদায় মাগিল হৃষ্ট-চিতে।
সারিতে সকল কাজ, কিঞ্চিৎ হইল ব্যাজ,
অর্দ্ধোদয়-যোগ গেল সরি,
চারি পাঁচ দিন পরে, “গঙ্গে!” বলি উচ্চৈঃস্বরে,
আত্মারাম চলে পথ ধরি।

সঙ্গে সব পরিবার, গঙ্গাগত-প্রাণ তার,
"পতিতপাবনি !" বলি ডাকে,
চিত্তে সদা মহোল্লাস, বৃক্ষতলে রাত্রি-বাস,
চক্ষে যেন দেখে গঙ্গা মাকে।
অন্য দিকে গঙ্গা-স্নাত যাত্রী যত, প্রত্যাগত,
দেখা মধ্য-পথের মাঝারে,
আত্মারামে প্রশ্নে সবে, "কোথায় যাইতে হবে,
সঙ্গে নিয়া পুত্র-পরিবারে ?"
আত্মারাম বলে, "যাই, পতিতপাবনী-ঠাঁই,
স্নান হেতু মুক্তির উদ্দেশে,
মোর দোষ আছে যাহা, তোমরা ক্ষমিও তাহা,
ভাগ্যে দেখা হ'ল পথে এসে।"
শুনি বলে সর্ব্বজন, "তুমি বৃদ্ধ বিচক্ষণ,
তোমার এমতি ভুল হল,
যোগ করি অবসান, আর এবে গঙ্গা-স্নান,
করিলে কি লাভ হবে বল ?
যা হওয়ার হইয়াছে, বুদ্ধি মো-সবার কাছে,
লও, এবে চল ফিরে ঘর।
এলে দশহরা-যোগ, অগ্রে করি মনোযোগ,
না হয়, আসিও অতঃপর।
এখন গিয়াছে যোগ, মিথ্যে হবে কষ্টভোগ,
তাতে এই বার্দ্ধক্যের দেহ,
মাথায় থাকুক ভক্তি, ঘটে যদি গঙ্গাপ্রাপ্তি,
পথিমধ্যে সুধাবেনা কেহ !"
বৃদ্ধ বলে, "সে কি বল ? যোগাযোগ কিসে হল ?
কিসে গেল সে যোগ চলিয়া ?
যোগ, কি বিয়োগ যত, গণিতের মধ্যগত,
গঙ্গাস্নানে মিশা'ল কে নিয়া ?
পতিত-পাবনী গঙ্গা, সুধাধারে সু-তরঙ্গা,
বসুধা পবিত্রা করি যান।
যে কেহ সিনানে যায়, সেই জন মুক্তি পায়,
যোগাযোগ তাহে কি বিধান ?
তোমরা সকলে মিলে, কোন্ দেশে গিয়াছিলে,
কি দেখিয়া আসিলে ফিরিয়া ?
যত ভদ্র কুল-নারী, কক্ষে নিয়া বোঝা ভারি,
কেন এত মরিছে হাটিয়া ?"
প্রত্যাগত যাত্রী বলে, "বুদ্ধি যায়, বৃদ্ধ হ'লে,
এ নহে নূতন দৃশ্য ভবে।
শাস্ত্রের বিধান কাটি, অযোগ করিয়া খাঁটি,
মুখে বলে যোগ কিসে হবে।
মোরা গঙ্গাস্নান করি, আসিতেছি ঘরে ফিরি,
বৃদ্ধ তুমি, দেখিতে না পাও।
ভদ্র-কুল-মহিলায়, ভারবাহী পশু প্রায়,
বৃদ্ধ কালে সম্বোধিয়া যাও !"
অন্যে বলে, "থাম ভাই, বৃথা বাক্যে কার্য্য নাই,
শাস্ত্র নহে নির্ব্বোধের তরে।
যোগ ছাড়ি যেই যাবে, তার ফল সেই পাবে,
তা ভাবিয়া অন্যে কেন মরে !
ইচ্ছা হয়, চলি যাক্, ইচ্ছা হয়, বসি থাক্
মোদের কি আসে যায়, তায় ?
মোদের কর্ত্তব্য যাহা, আসিয়াছি করি তাহা,
কলহে কেবল কাল যায়।"
বৃদ্ধ বলে, "বুঝিলাম, প্রত্যয় না করিলাম,
তোমরা যে গিয়াছ গঙ্গায় ;
গঙ্গা-কৃপা ভাগ্যে যার, ফিরে সে কি আসে আর,
ঈর্ষা-দ্বেষ নাহি থাকে তায় !"
এক নারী ক্রোধে বলে, "আ মর ! বুড়ো কি বলে,
আমরা গঙ্গায় যাই নাই ?
এই যে পিত্তলী-হাতা, এই ঘটী, এই সূতা,
বল্ তবে, পেনু কার ঠাঁই ?"
অন্যে বলে, "আহা বাপ ! দিওনাক মনস্তাপ,
গঙ্গা করি ফিরিতেছি ঘরে,
তুমি "না" বলিলে পরে, তীর্থ মিথ্যা হ'তে পারে,
বল, এনু গঙ্গাস্নান করে।"

গোলক নগর-বাসী, বৃদ্ধের অন্তরে আসি,
হল তবে সন্দেহ-উদয়।
"যাত্রী এত শত শত, হইতেছে প্রত্যাগত,
তবে গঙ্গা-লয় সু-নিশ্চয়!
জ্ঞানী, বা অজ্ঞানী হবে, গঙ্গার সিনানে সবে
মুক্তি পাবে, ইহা চির স্থির,
কিন্তু এরা করি স্নান, যদি না পাইল ত্রাণ,
কি মহিমা তবে জাহ্নবীর!
পাপপূর্ণ এ সংসার, পরিত্রাণ কোথা আর?
সুরধুনী যদি অন্তর্হিতা।
তবে আর আশা নাই, মিথ্যাশ্রমে কোথা যাই!
জুড়াব এ প্রাণ যেয়ে কোথা?"
চিন্তি এত, দুঃখীমনে, চক্ষু-নীর বরষণে;
ভক্তের ঠাকুর ভগবান,
বৃদ্ধ বিপ্র-রূপ ধরি, মেরুদণ্ড বক্র করি,
হইলেন তথা বিদ্যমান।
কণ্ঠে না বচন সরে, কহিলেন ভগ্ন স্বরে,
"গঙ্গাতীরে কোন্ পথে যাব?
দেখ, মৃত্যু এল প্রায়, দণ্ডে বা জীবন যায়,
কতক্ষণে গঙ্গা দেখা পাব?
পতিত-পাবনী-পায়, যদি এ জীবন যায়,
তবে ত সফল মনে গণি,
দেখাইয়া দিয়া পথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
গঙ্গা মোর পতিত-পাবনী।"
শুনি আত্মারাম বলে, "এই বৃদ্ধ, বৃদ্ধ-কালে
পড়িয়াছে মোর মত ভুলে।
তাই নাহি যোগাযোগ, গঙ্গাস্নানে মনোযোগ,
করিয়াছে মন-প্রাণ খুলে।"
ডাকি-বলে বিপ্রবরে, "চল যাই ফিরে ঘরে,
পতিত-পাবনী মর্ত্যে নাই।
তাই হের যাত্রী যত, স্নান করি প্রত্যাগত,
মোরা পুনঃ কি আশায় যাই।"

শুনি বাক্য, ভগবান, ক্রোধ করি অপ্রমাণ,
বলিলেন, "পথ বলি দেও;
মা আমার আছে কি না, তা আমার আছে জানা,
ইচ্ছা হয়, তুমি শুনে নেও।
ঘটী-বাটী কিনিবারে, যারা গেল গঙ্গা-পারে,
তাহারাও স্নানী যদি হয়,
পরিয়া যাত্রার সাজ, হয় যারা মহারাজ,
তারা তবে রাজা কেন নয়?
দু-চারি পয়সা লাগি, বহুরূপী সাজে যোগী,
সেও তবে যোগী হরিদাস,
উৎসব দেখিতে গেল, সেও গঙ্গাযাত্রী হ'ল,
তোমার সিদ্ধান্তে আসে হাস!
যোগ করি উপলক্ষ লোক জুটে লক্ষ লক্ষ,
ইচ্ছামত বিকি-কিনি করে।
তাহারাও মুক্তি পাবে, তোমা সঙ্গে কে বকিবে?
চীৎকারে আমার কণ্ঠ ধরে।
মা নাহি অবনীতলে, পুত্রে থাকে কার কোলে,
পুত্রে ছাড়ি মা কোথায় থাকে?
কু-পুত্রে ছাড়িয়া যায়, সু-পুত্রে দেখিতে পায়,
মাত্র একবার যদি ডাকে।"
শুনি, দুই বাহু তুলে, আত্মারাম "গঙ্গে!" বলে,
বলে, "আর কোন সন্দ নাই।
যে যায় কিনিতে ঘট, তার গঙ্গা সু-দুর্ঘট!
আমি কেন তার সঙ্গে যাই!"
এত বলি, আত্মারাম, মুখে, "মাতর্গঙ্গে!" নাম,
বিপ্ররূপী ভগবান-সঙ্গে,
যাইয়া জাহ্নবী-জলে, প্রবেশিল কৌতুহলে,
ভাসে তনু সলিল-তরঙ্গে।
অতএব শুন সবে, বিশ্বাস যেমন হবে,
তেমন মিলিবে সাধনায়,
যাও যদি গঙ্গাস্নানে, না ফিরিও ঘটী কিনে,
সাবধান কর ভুলুয়ায়।

—০—

দ্বিতীয় দিন।

—০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০—

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা তুমি সমস্ত জগতের হেতুস্বরূপা। তুমি ত্রিগুণময়ী হইয়াও রাগদ্বেষাদি বিমুক্তা, হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরা। তুমি বিকৃতি-রহিতা পরমা প্রকৃতি। তুমি আব্রহ্মস্তম্বের পরমাশ্রয়, এবং এই নিখিল জগৎ তোমারই অংশভূত।"

জয় শ্রীচৈতন্যময়ী, দেবী, চিৎস্বরূপা।
বুদ্ধি-রূপা, জ্ঞান-রূপা, বিদ্যা-সিদ্ধি-রূপা।
পরাৎপরা, পরাক্ষরা, পরানন্দ-দাত্রী।
পরব্রহ্মরূপা, সত্যময়ী, জগদ্ধাত্রী।

শূন্য-বিদ্যা-বুদ্ধি, তাহে চিত্তে ভক্তি নাই,
বিরক্ত বিহিত কর্ম্মে, অধর্ম্মে মা ঠাঁই।
অন্তর চঞ্চল সদা, বৃথা-চিন্তা-ভরে,
চিন্তা-নিস্তারিণি! আমি নিঃস্ব এ ভূ-পরে।

মাত্র এই ভিক্ষা, এবে তব সন্নিকটে,
ভক্তি অচঞ্চলা, যেন তব পদে ঘটে।
অন্তর তন্ময় যেন, রহে তব পায়।
কীর্ত্তি তব করুণার, নিত্য যেন গায়।
আজন্ম-চরণাশ্রিত ভুলুয়ার হৃদে,
জাগ্রতা মা হও, নিরীক্ষণি চক্ষু মুদে।

অতঃপর স্বামী হরানন্দ সরস্বতী
জিজ্ঞাসেন, "কি উপায়ে ঘটে আত্মোন্নতি?"

উত্তরে সন্তান, "চিত্ত-চরিত্র-নির্ম্মল-
কারী নীতি-বাক্যাশ্রয়, উপায় কেবল।"
রত্নগিরি কহে, "নীতি-বাক্য কাকে বলে?
নীতি-বাক্য কি প্রকার, শুনাও সকলে।"
উত্তরে সন্তান, "তাহা দু-একটী নয়।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "সম্ভব যা হয়,
তাই বল" কহিল সন্তান "তাই বলি,
বলান যা, বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপিণী মা কালী।"

—০—

১। প্রণালী

প্রণালী-বিহীন কর্ম্মে সিদ্ধি সুকঠিন;
সিদ্ধি দূরে, শান্তি অসম্ভব।
পন্থা পরিহরি, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যারা ভ্রমে,
বিড়ম্বিত, নিত্য তারা সব।
সাধু-সঙ্গ, সাধু-সেবা, সর্ব্বশাস্ত্রে বলে,
নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে তার।
কার্য্য করে যারা, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া,
মিথ্যা শ্রম মাত্র, তা সবার।
বক্ষঃস্থলে জননীর, বর্ত্তে পয়োধর,
সন্তানে চুষিলে সুধা পায়।
ত্যাজ্য করি প্রণালী, জলৌকা যবে চুষে,
সুধা পরিবর্ত্তে রক্ত খায়।
উৎপন্ন খর্জ্জুর বৃক্ষে, মিশ্রি, চিনি, গুড়,
প্রাপ্তির প্রণালী, বর্ত্তে তায়।
গাত্র চাটি সে বৃক্ষের, মিষ্টত্ব মিশ্রির,
প্রাপ্য নহে,—কহ ভুলুয়ায়।

—০—

২। যশস্বী

কেবল কর্ত্তব্যাধীন, সত্যে সদা সমাসীন
সম্বরে যে আত্ম-সুখ-লোভ;
ন্যায়ের মর্য্যাদা তরে, মৃত্যু আলিঙ্গন করে
নাহি করি বিন্দুমাত্র, ক্ষোভ,

গুণীর গৌরব রাখে, নির্দ্দোষের পক্ষে থাকে,
বাক্যে নাহি পক্ষপাত-লেশ,
পরহিত-কর্ম্মে রত, বিলাসিতা-বিবর্জ্জিত,
তার যশে পরিপূর্ণ দেশ।

—০—

৩। করণীয়।

রসনা সংযত কর, ভদ্রোচিত বেশ পর,
খর্ব্ব কর ভোগের বাসনা।
বন্ধু বহু, বহু ভাষ, বাক্য-কালে উচ্চ-হাস,
অন্তে আনে, মাত্র বিড়ম্বনা।
কর্ম্ম কর অনিবার, ধর্ম্ম এই সারাৎসার;
ঘৃণ্য অতি, প্রকৃতি অলস।
ক্ষুদ্র যে বাসনা ভবে, ভদ্র জনে নাহি শোভে,
ছিদ্র গণে, যাহারা কু-বশ।
সঙ্গ ধর সাধকের, চিন্তা কর ঈশ্বরের,
কর্ত্তব্য যা মহোদ্যমে কর।
মিথ্যা, পরচর্চ্চা, যথা, নষ্ট মনুষ্যত্ব তথা,
দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিহর।
কষ্টে যদি পড় ভবে, নিশ্চেষ্ট কি জন্য র'বে
চেষ্টা কর উন্নতির তরে।
অবস্থার অনুভাব, সর্ব্বদা দেখাও ভাব,
বস্তু ধর,—হস্তে যাহা ধরে।
আশ্রিতে সদয় হও, পূজ্য-পদে নত রও,
অন্য-দশা দেখি শিক্ষা কর।
জন্মভূমি জননীর, জন্য তব এ শরীর,
পুণ্য করণীয় বলি ধর।

—০—

৪। নিন্দিত।

গর্ব্বে মরে করি বেশ, পরশ্রীতে হিংসা-দ্বেষ,
অর্থ নাশে করি কদাচার,
সজ্জনে সম্মান-হীন, নাস্তিক, ব্যসনাধীন,
দৃষ্টি নাহি পরিণামে যার।
কর্ত্তব্যে সাহায্যে যার, কার্পণ্যের নাহি পার,
অকর্ত্তব্যে দাতা-শিরোমণি,
সর্ব্বদা সে এ ভূতলে, বিনিন্দিত সর্ব্ব স্থলে,
শিরে তার, নৃত্য করে শনি।

—০—

৫। সাধু-সিদ্ধান্ত।

আলস্যে যে করে জয়, সে বীরেন্দ্র-বীর,
রুষ্ট নহে পর-ভাষে, সে ধীরেন্দ্র-ধীর।
ভাবগ্রাহী যে জন, সে, কবীন্দ্র প্রধান।
জিতেন্দ্রিয় যে মহাত্মা, সেই গরীয়ান।
দোষ ভুলি, গুণগ্রাহী, গুণী মাত্র সেই।
সাক্ষাতে বাখানে, তার মত ধূর্ত্ত নেই।
দর্শি দোষ মন্দ বলে, করে সমর্থন,
অন্য স্থানে প্রাণপণে,—সেই বন্ধু জন।
অন্য-মুখাপেক্ষী কোন কর্ম্মে, যে না রয়,
সম্রাট্ অপেক্ষা, সেই স্বাধীন নিশ্চয়।
মূল্য-বোধ অমূল্য সময়ে, বর্ত্তে যার,
ভাগ্য-লক্ষ্মী, সঙ্গে তার, ফিরে অনিবার।
কর্ম্ম-রত দৃঢ় চিত্তে, নির্ভরি ঈশ্বরে,
ভুলুয়া রে! দুঃখ-মুক্ত চিত্তে সে বিহরে।

—০—

৬। চঞ্চলতা।

চঞ্চল-সলিল-বক্ষে, সুধাংশু-মূরতি,
ছিন্ন ভিন্ন,—নহে শোভাময়।
ঝঞ্ঝাবাতে সঞ্চালিত চঞ্চল শাখায়,
পত্র-ফল-পুষ্প নাহি রয়।
চঞ্চল আসনে যোগী সংযত মানসে,
অসমর্থ করিতে ধেয়ান,
চঞ্চল মস্তকে কভু লোক-মঙ্গলক,
চিন্তা-বুদ্ধি নাহি পায় স্থান।
চঞ্চল-প্রকৃতি, মতি স্থির নাহি যার,
বিশ্বাস তাহাকে কভু নাই,

অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্ত, নির্ব্বোধ ভুলুয়া,
নিষ্ফল জীবন তার, তাই।

—০—

৭। অচঞ্চল।

নির্ব্বাত সরসী শূন্য-তরঙ্গা যেমন,
অচঞ্চল তথা সুখ-বাঞ্ছা-হীন মন।
সত্য বিশ্ব-নাথ, মিথ্যা মায়ার সংসার,
উপলব্ধি যার, নাহি চঞ্চলতা তার।

৮। কু-বাক্য।

কঠিন কর্কশ, বজ্রের নির্ঘোষ,
শুনিতে কে চাহে কাণে?
শাণিত অসির ক্ষুর-ধার শির,
সহিতে কে পারে প্রাণে!
খর বিষধর- দংশনে অন্তর,
ব্যথিত কাহার নয়?
কটু তুচ্ছকর ভাষ নিরন্তর
কার কাছে সুধাময়!
কর্কশ ভাষণে বিষ বরষণে,
আত্মীয়ে করায় অরি।
উদ্ধত ভুলুয়া, সাবধান হও,
কহ, শির নত করি॥

—০—

৯। কথা বলিবার প্রণালী।

জিজ্ঞাসিলে সত্য বল, বিনা জিজ্ঞাসায়,
জিজ্ঞাসা করহ, মাত্র আবশ্যক যায়।
বাক্যকালে পরিহর, স্বভাব উদ্ধত,
নম্রতায় বশীভূত সমস্ত জগত।
নম্র বাক্যে কর্ম্মোদ্ধার সহজে সম্ভবে।
নম্র যে, তাহার শত্রু, অতি অল্প ভবে।
বিখ্যাত জনের নিন্দা করিলে শ্রবণ,
ভ্রমেও না উচ্চারণ করিবে কখন।
দুর্জ্জনে রটায় নিন্দা, সাধক সজ্জন,
বিতৃষ্ণায়, অগ্রাহ্য করেন সর্ব্বক্ষণ।
অন্যকে যে নিন্দা করে, তোমার নিকটে,
অন্যত্র সে অনায়াসে, তব নিন্দা রটে।
নিন্দুকের নিন্দা শুনি, চঞ্চল যে হয়,
করে সমর্থন, সেই নির্ব্বোধ নিশ্চয়।
নিন্দুকের সঙ্গে যদি কথা নাহি বল,
শাস্তি তার, উপযুক্ত, তাহাতে কেবল।
যে স্থানে বলিলে সত্য, নাহি ফল হবে,
ধৈর্য্য ধরি, সেই স্থানে রহিবে নীরবে।
অনম্র দাম্ভিক-সঙ্গে, বিনা প্রয়োজনে,
বাক্যালাপ যে করে, সে পড়ে নির্য্যাতনে।
তত্ত্বালাপ ভিন্ন, বৃথা বাক্য বলে যারা,
যত্নে নিজ অসারত্ব, উদ্ঘাটয়ে তারা।
পরদোষ-প্রকাশে তপস্যা-ক্ষয় হয়,
সম্বোধে ভুলুয়া, সত্য সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।

—০—

১০। দর্শন।

দর্শিয়া অন্যের দোষ হওনা চঞ্চল।
আত্ম-দৃষ্টি কর, দোষ দর্শিবে কেবল।
দৃষ্টি নাহি আত্মদোষে, পর-দোষ ধরি,
ভ্রান্ত কে ভুলুয়া তুল্য, দেখ, চিন্তা করি।

—০—

১১। ভ্রমণ-প্রণালী।

কর্ম্ম বিনা বহির্গত কি জন্য বাহিরে?
কর্ম্ম-নাশ-হেতু ইহা,—চল ঘরে ফিরে।
বৃথা গল্পে দিয়া মন,
হয়ে আত্ম-বিস্মরণ,
হরিও না দুর্লভ সময়, অল্প-জ্ঞান,
কর্ম্ম সাধি, কর্ম্মে পুনঃ করিও প্রয়াণ।
দৃষ্টি কেন বহু দিকে, গমন সময়ে?
পদে পদে বাধা পাও,
কভু ভূমে পড়ি যাও,

উচ্চ হাসি করে নরে, করতালি দিয়ে।
আর না চলিও ভদ্র, ঊর্দ্ধমুখ হয়ে।

পন্থা পরিহরি, কেন সোজাসুজি চল ?
কি সুবিধা বল তায়,
কণ্টক ফুটিল পায়,
শস্য-নাশে কৃষক করিছে কোলাহল,
পন্থা পরিহরি, ঘটে বিপত্তি কেবল।

দেশ-কাল-পাত্র আর অবস্থার মত,
না চলিয়া যে অ-জন,
স্বেচ্ছামত বিচরণ,
করে, তার দৈব প্রতিকূল অবিরত।
চিন্তিয়া, সতর্ক রহ ভুলুয়া সতত।

—০—

১২। সাবধান।

অত্যল্প সময় অবশিস্ট,—রাশি রাশি,
কর্ত্তব্য সম্মুখে বিদ্যমান ;
আলস্যে-ঔদাস্যে এবে, কর্ম্ম পরিহরি,
কোথা রহে, কোন্ বুদ্ধিমান ?

বিনশ্বর যদিও এ মনুষ্য শরীর,
তবু কর্ম্মবীর যে মহান,
এ তনু সাহায্যে, অমরত্ব লাভ করি,
হন ভবে মহা কীর্ত্তিমান।

হস্ত, পদ, বুদ্ধি, বল, যত্নে দিল বিধি,
দিল মহামূল্যের সময়,
দিল কর্ম্ম-ক্ষেত্র ;—দিল এত আশীর্ব্বাদ,
ভুলুয়া নিশ্চেষ্ট তবু রয়।

—০—

১৩। কর্ম্ম-বল।

অধ্যয়ন বিনা, কোথা পণ্ডিত কে হয় ?
সিদ্ধি কোথা বিনা সাধনায় ?
সিন্ধু-তলে না পশিলে, মণিরত্ন কার
সিন্ধুকে, প্রবেশে কল্পনায় ?

লঙ্ঘি কূলহীন সিন্ধু, পর্ব্বত, প্রান্তর,
যাত্রা করে বাণিজ্যে বণিক,
সহ্য করে বহু ক্লেশ, নিবান্ধব দেশে,
অর্জ্জে তবে রতন-মাণিক।

ভূ-গর্ব্বে খনির মধ্যে, পশি বহু ক্লেশে,
প্রাপ্ত হয় নিখাদ কাঞ্চন,
কর্ম্ম পরিহরি, যারা সুখ-বাঞ্ছা করে,
ভ্রান্ত তারা ভুলুয়া যেমন।

—০—

১৪। আরব্ধের পরিসমাপ্তি।

অসমাপ্ত যত দিন, আরব্ধ বিষয়,
রহ তাহে সর্ব্বদা তন্ময়।
মৃত্যুপণে পরিশ্রম, কর অনিবার,
ত্যজ অন্যে বাক্য বিনিময়।

ব্যাকুল অন্তরে যদি শ্রমাধ্যবসায়ে,
আরব্ধ সাধিতে চেষ্টা কর,
অবশ্য লভিবে সিদ্ধি, হবে কীর্ত্তিমান,
ভুলুয়া সংশয় পরিহর।

—০—

১৫। সকলেরই সব বোধ্য নহে।

জন্মান্ধ যে জন হয়, বোধ্য তার পক্ষে নয়,
নয়নের অভিরাম চিত্র মনোহর।
বীণার ঝঙ্কারে গীত, নাহি করে হরষিত,
জন্মাবধি বধিরের নিস্তব্ধ অন্তর।

কৃপণ, বিষয়াসক্ত, ঈশ্বরে না হয় ভক্ত,
গণ্ডারের জন্য কভু ভাগবত নহে।
কামিনীর মোহ-মত্ত, বিবেক-বৈরাগ্য-তত্ত্ব,
মনুষ্যত্ব-বিনাশক,-যুক্তি দিয়া কহে !

তরুণ-অরুণ-দৃশ্য বিষণ্ণে পেচক-আস্য,
তিমি-প্রিয় সিন্ধু, নহে শফরীর জন্য।
ঘৃণ্য যে কুলটাসক্ত, রমণীর পাতিব্রত্য,
নির্লজ্জ বদনে কহে, "অত্যন্ত জঘন্য।"

মর্কটে মুকুতা-হীরে, ছত্র গর্দ্দভের শিরে
দুগ্ধ-পোষ্যে রাস-লীলা, বোধ্য যে প্রকার,
সর্ব্বাভয়-প্রদায়ক, তাপত্রয়-বিনাশক,
বিশ্ব-নাথে ভক্তি, তথা বোধ্য ভুলুয়ার।

—০—

১৬। সংসারের বন্ধুত্ব।

ক্ষুদ্র অগ্নি প্রদীপের, নির্ব্বাপে পবন ;
কিন্তু মহা-গৃহাগ্নি-সেবক।
প্রাবল্য দর্শিলে বন্ধু, দর্শিলে দৌর্ব্বল্য,
বন্ধুর জীবন-সংহারক।
ইহাই ত সংসারের, বন্ধুত্বাভিনয়,
তবুও বন্ধুত্ব চাহে মন !
বন্ধু মাত্র বিশ্বনাথ, মোহান্ধ ভুলুয়া
যাঁহাকে সর্ব্বদা বিস্মরণ।

—০—

১৭। আতিশয্য।

জুড়াতে শরীর, শীতল সলিল,
অতি আদরের বটে।
অতি সু-শীতল তুষারের মাঝে,
রহিলে মরণ ঘটে।
অতি উচ্চ রুহ, ভাঙ্গে অহরহ,
প্রবল পবন-ভরে।
অতি ক্ষুদ্র তৃণ, পদভরে লীন,
ছাগ, মেষ, তাহে চরে,
অতি বৃদ্ধ নর, স্বীয় কলেবর,
বহনে সামর্থ্য-হীন।
শিশু অতিশয়, সে মনুষ্য নয়,
হীন তৃণাপেক্ষা দীন।
অতি অভিমান, গরল সমান,
ফল দানে পরিণামে।
অতি বড় নত, অকর্ম্মা সতত,
দুঃখ পায় ধরাধামে।
চতুর যে অতি, নিয়ত দুর্গতি,
সহিয়া মরিয়া যায়।
অতীব সরল, হইলে পাগল,
উপাধি সমাজে পায়।
অতিশয় ভাষ, অতি উচ্চ হাস,
অপদার্থ তাকে বলে,
ভণয়ে ভুলুয়া, উত্তম যে হয়,
আতিশয্য ত্যজি চলে।

—০—

১৮। অদৃষ্টবাদ।

নিজ ঘৃণ্য কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধন মরে,
চক্র শ্রীকৃষ্ণের, বলি ব্যাখ্যা করে নরে।
কর্ম্মদোষে দশরথ পুত্র-শোক পান,
কর্ম্ম-গুণে ভীষ্মদেব মহা কীর্ত্তিমান।
কর্ম্ম-দোষে বহ্নি জ্বলে, সুবর্ণ লঙ্কায়।
অদৃষ্ট কি বর্ত্তে ইথে, দৃষ্টি করা দায়।
পড়ি নাই, পরীক্ষায় পারি নাই তাই,
অসন্তুষ্ট অতিশয় পিতা, মাতা, ভাই।
কাহাকে কি বলি, কিছু না পাই ভাবিয়া।
নিজে হই নির্দ্দোষ, অদৃষ্টে দোষ দিয়া।
এ ভাবে অদৃষ্টবাদ র'বে যত দিন,
তত দিন দুর্গতি রহিবে সীমাহীন।

—০—

১৯। কামিনী-কাঞ্চন।

দুশ্চিন্তায় এ সংসারে জর্জ্জরে কাহারা ?
কামিনী-কাঞ্চন নামে, অভিহিত যারা।
দেশধ্বংস, নরহত্যা, ভীষণাত্যাচার,
সংঘটে যথায়, এর এক মধ্যে তার।
মনুষ্যত্ব নাশে, মোহ দুর্জ্জয়, ইহারা।
ইহারাই মত্ত-কারী উৎকট মদিরা।
জড়ীভূত এ দুই জঞ্জালে যারা নহে।
ভুলুয়া রে, মর্ত্ত্যে তারা স্বর্গ-সুখে রহে।

—০—

২০। লোক-চরিত্র।

অহঙ্কারে মত্ত নর সুবুদ্ধি না লয়,
প্রতি পদে হয় হতমান।
নিন্দুকের মন্দভাষ সমস্ত সময়,
খলবাক্য অমৃত সমান।
মক্ষিকা পড়িলে কোন সুন্দর শরীরে
রক্ত-পূঁজ অন্বেষণ করে,
ক্ষুদ্র-মতি নর তথা সজ্জনে দর্শিয়া,
ছিদ্র কোথা, যত্নে খুঁজি ধরে।
যথেষ্ট পেলেও, তুষ্ট নহে দুরাকাঙ্ক্ষী,
লোভাতুর বিনা শব্দে চলে।
অতিশয় উচ্চে ভাষে, অন্তঃসার-শূন্য ;
অস্থির যে, বিস্তর সে বলে।
কৃপণে সহিতে পারে, নিত্য অপমান,
নিত্য অনশন, অশয়ন।
অকর্ম্মা মনুষ্যে সার মাত্র অভিমান,
শেষে মাত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন।
স্ত্রৈণ নরে প্রকাশে বিস্তীর্ণ জ্ঞান-পট,
কার্য্যকালে ভার্য্যা-পাশে গতি।
অল্পবুদ্ধি, অবিরাম, কল্পনার ঘট,
মিথ্যা কর্ম্মে আড়ম্বর অতি।
অত্যানন্দ অলসের ঘটিলে শয়ন,
প্রতি কর্ম্মে আপত্তির গুরু।
সাক্ষাতে অত্যন্ত সৎ ছদ্মবেশী নর ;
মিথ্যাবাদী বাঞ্ছা-কল্পতরু।
পল্লব-গ্রাহীর বিদ্যা, কথায় কথায় ;
বিদ্বানের নম্রতা ভূষণ।
সাক্ষাতে প্রশংসে ধূর্ত্ত, স্বার্থের আশায়,
স্বার্থ-সিদ্ধি হলে পলায়ন।
পেটুক সন্তুষ্ট অতি, পেলে নিমন্ত্রণ ;
অগ্রদানী দ্বিজ শ্রাদ্ধ-নামে।
প্রশংসিলে ঘৃণ্য কর্ম্ম, প্রেত-বুদ্ধি নর,
বন্ধু হয় এই ধরাধামে।
দুর্ভাগা সন্তুষ্ট, তাস-পাশা-মদিরায়,
আর পর-কুৎসা-আলোচনে।
ভাগ্যবান পরিতৃপ্ত, কর্ম্ম যদি পায় ;
পরিশ্রম করি প্রাণপণে।
চিকিৎসক সন্তুষ্ট, ঘটিলে দেশে রোগ,
নিত্য বেশ ঘটে উপার্জ্জন।
উকিল মোক্তার তুষ্ট, ঘরে ঘরে যদি,
মকদ্দমা করে সর্ব্বজন।
সাধুর অত্যন্ত তুষ্টি ধর্ম্ম আলোচনে,
আর যদি ধর্ম্মোৎসব ঘটে।
ভণ্ড তুষ্ট ভণ্ডামী রহিলে গুপ্ত তার।
ভুলুয়া সমর্থে, সত্য বটে।

—০—

২১। আত্মোন্নতির ত্রিবিধ উপায়।

সাধু-সঙ্গ, শাস্ত্র পাঠ, স্বকর্ম্ম-বিচার,
আত্মোন্নতি-জন্য এই তিন কার্য্য সার।
সাধু-সন্দর্শন-মাত্র দুষ্প্রবৃত্তি যায়,
তাপত্রয় সঙ্গে করি দুশ্চিন্তা পলায়।
পূর্ণ হয় নির্ম্মল আনন্দে প্রাণ মন,
জন্মে বিশ্বনাথ-পদে চিত্তে আকর্ষণ ॥

কিন্তু হেন সাধুসঙ্গ কদাচিৎ ঘটে,
ঘটিলেও দম্ভী মন না যায় নিকটে।
অক্ষম চিনিতে মোরা সাধক সজ্জন,
নির্দ্ধারিত তাই, পুণ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন।

কিন্তু শাস্ত্র-পাঠে নাহি সামর্থ্য সবার।
মূর্খ কেহ, কেহ শূন্য-অবসর আর।
শাস্ত্রপাঠ করি কেহ অসদর্থ ধরে,
মত্ত-সম অসদনুষ্ঠান শেষে করে।
অতএব শাস্ত্রপাঠে, সর্ব্বত্র উন্নতি-
সংসাধন অসম্ভব ;—ইহা সত্য অতি।

সকর্ম্ম-বিচারে বর্ত্তে সামর্থ্য সবার,
সর্ব্ব-পক্ষে মুক্ত, এই উন্নতির দ্বার।

দিনান্তে নির্জ্জনে বসি, নিবিষ্ট অন্তরে,
কৃত-কর্ম্ম দিবসের, বিচার যে করে,
বিচারি অকর্ম্ম-জন্য অনুতপ্ত হয়,
"আর করিব না" বলি ঈশ্বরে স্মরয়,
সাধ্য তার আত্মোন্নতি, সহজে ধরায়।
সত্য ইহা শতবার,—কহ ভুলুয়ায়।

—০—

২২। গীত।

ভবে সেই ত ধন্য রে! ভবে সেই ত ধন্য রে!
যার জীবন-জনম, শিক্ষা-দীক্ষা, দেশের জন্য রে॥
নাশিতে দশের ঋষ্টি, সদা যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি,
শাসিতে দুষ্ট-নষ্ট অগ্রগণ্য রে॥
সুশিক্ষা বিস্তারিতে, অজ্ঞতায় নিস্তারিতে,
অর্পিতে সর্ব্বস্ব, যে না অবসন্ন রে॥
চরিত্রবান পবিত্র, ঈশ্বরে তন্ময়-চিত্ত,
অনুক্ষণ কর্ম্মরত, বিলাস-শূন্য রে॥
ভাবেনা অভাব হলে, কর্ম্ম করে দ্বিগুণ বলে,
যার দোকানে "আত্ম-নির্ভর" প্রধান পণ্য রে॥
নির্দ্দোষ বিপন্ন জন্য, প্রাণ দিতে যে অগ্রগণ্য,
ভুলুয়া পাগল, তাকে দেখার জন্য রে॥

—০—

২৩। অসৎ।

ন্যায্য পথ ত্যাজ্য ভাবে, পূজ্যে অবহেলে।
শিষ্ট-সতে, হৃষ্ট চিতে, অপকৃষ্ট বলে,
কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট নাহি, ধর্ম্ম নাহি মনে,
সন্দ করি, মন্দ বাক্য, বলে বন্ধুজনে,
পরাশ্রিত,—পরশ্রীতে হতশ্রী-বদন,
পরানিষ্টে পরতুষ্ট, দ্বন্দ্বে হৃষ্ট-মন,
ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছা-তরে, মত্ত অনুদিন,
অসৎ সে পৃথ্বীতলে, নির্দ্ধারে প্রবীণ।

২৪। সাধুর দায়িত্ব।

"সাধু" বলি যায় লোকে এ ধরায়
আরাধে আদরে, দেবতা বলি,
অসাধু ব্যাভার, হয় যদি তার,
কালানল তাহে উঠিবে জ্বলি।
ঘুরি নানা দেশ, সহি নানা ক্লেশ,
অরজি মানুষ, যে ধন আনে,
সাধুকে পরম, দেবতা ভাবিয়া,
নিজে দুঃখ সহি, আগুলি দানে।
সাধু-পদ-ধূলি, শিরে লয় তুলি,
ভাবে, হবে তার পাপের ক্ষয়।
কুল-বধূ-কুল ধরম-সরম,
পরিহরি, পদে আনতা হয়।
এতই গৌরব- ভাজন যে সাধু,
এত দাবী পর-ভবনে যার,
কিরূপ উন্নত- স্বভাব সে হবে,
তারই হাতে তার বিচার ভার।
সাধুর বসন, পরিধান করি,
সাধু-সেবা যবে গ্রহণ কর,
বুকে হাত দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
আপন সাধুতা ভুলুয়া স্মর।

২৫। প্রশ্নোত্তর।

সর্ব্বাপেক্ষা দীন-হীন কে অবনী-তলে?
পর-মুখাপেক্ষী হয়ে যে মানুষ চলে।
কে দিয়াছে নিজের সম্মান বিসর্জ্জন?
পর-দ্বারে প্রার্থীভাবে উপস্থিত জন।
ভূতলে কে নরাধম পশুর সমান?
বালক, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যাহে হতমান।
নীচাশয়, অভদ্র, পাষণ্ড, কোন্ জন?
ধর্ম্ম-প্রাণ সজ্জনে যে করে উৎপীড়ন।
মানব-প্রধান বলি মানি কোন্ জনে?
মনে-মুখে এক সত্য, পালে সর্ব্বক্ষণে।

মনুষ্য-সমাজে বল, কোন্ গুলো গরু ?
ভোজন-বচন-সার, নাহি লঘু গুরু।
বিনা দণ্ডে কোন্ প্রাণী দংশে ধরাতলে ?
পর-কর্ণে যাহারা পরের কথা বলে।

লোক-হিতৈষীর শত্রু কোন্ কোন্ জন ?
যারা নীচ স্বার্থ-পর, নির্লজ্জ, দুর্জ্জন।
পরহিত দর্শনে অন্তর জ্বলে কার ?
পরশ্রী-কাতর সেই অতি দুর্ভাগার।

কোন্ প্রাণী-দেহে বর্ত্তে দুই মলদ্বার ?
এক মুখে দুই কথা অভ্যাস যাহার।
ধনজনাবৃত হয়ে, দুঃখী কোন্ জন ?
"কে কি করে," সন্দেহে চঞ্চল যার মন।

কোন্ জন্তু এ ভুবনে অতি ভয়ঙ্কর ?
মূর্খ, আর কলঙ্কের শঙ্কা-হীন নর।
কোন্ বিষ আস্বাদনে অমৃত-সমান ?
নারী-সঙ্গ, ধ্বংসে যাহে ধন-মান-প্রাণ।

কোন্ স্নেহময় পিতা শত্রুসম হয় ?
সন্তান-সুশিক্ষা-তরে উদ্যোগী যে নয়।
সু-শিক্ষা কাহার নাম ?—যাহাতে সন্তান
চুরি-নারী-মিথ্যা ছাড়ি, স্মরে ভগবান।
কল্যাণ-কারিণী মাতা রাক্ষসী কোথায় ?
ঔপপত্য আচরিত সংসারে যথায়।

বল-বুদ্ধি-সু-সাহস-ভক্তি-হীন কারা ?
পর-স্ত্রী-গমনে অনুরক্ত হয় যারা।
কর্ম্মের বাহির কারা অপদার্থ অতি ?
লক্ষ্য যাহাদের, মাত্র আমোদের প্রতি।
ভাগ্যবান কোন্ ব্যক্তি ? কহ ভুলুয়ারে,
সচ্চরিত্র আমরণ, যে জন সংসারে ॥

২৬। স্বার্থপরে হিত-সাধনে অসমর্থ।

জন্মাবধি অন্ধ, সদা রহে অন্ধকারে,
পারিলেও পারে, সে দেখিতে।
পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে গিরি, অসম্ভব নয় ;
মূকে পারে বক্তৃতা করিতে।
সিন্ধুর তরঙ্গে নির্ম্মে বালুকার ঘর,
সিংহ-শিরে নাচে ক্ষুদ্র মেষ।
সম্ভব এ সব, কিন্তু অতি অসম্ভব,
স্বার্থপরে উদ্ধারিবে দেশ।
শৃগালে প্রচারে ধর্ম্ম কুক্কুটীর দ্বারে,
দৃষ্টি তার শাবকের প্রতি,
স্বার্থ-পরে, তথা দেশ-হিত-ব্রত ধরে,
মাত্র কিছু উপার্জ্জনে মতি।
বিবেক-বৈরাগ্য-শূন্য, স্বার্থে অন্ধ মন,
লোক-হিত সে জন সাধিবে ?
গড্ডালিকা-পুচ্ছাঘাতে তা হলে এবার,
ভুলুয়া রে, শৈল উপাড়িবে।

২৭। দৃঢ়তা।

সিন্ধু-নীরে মজ্জমান শৈল যে প্রকার,
উত্তুঙ্গ তরঙ্গাঘাতে,
কিংবা ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে,
অচঞ্চল, উচ্চ-শির, রহে অনিবার ;
সে প্রকার অচঞ্চল অন্তর যাহার,
লক্ষ্য করণীয় প্রতি,
নিত্য অনিবার্য্য-গতি,
মৃত্যুকে না গ্রাহ্য করে, উৎসাহ অপার ;
করিয়াছি লক্ষ্য যাহা,
নিশ্চয় করিব তাহা,
যা ঘটে ঘটুক ভাগ্যে, এ প্রতিজ্ঞা যার,
বিজ্ঞাত ভুলুয়া,—দৃঢ় চিত্ত বটে তার ॥

২৮। কে জ্ঞান লাভ করে ?

নির্জ্জনে যে রহে, করে বিশ্ব অধ্যয়ন,
চিন্তে বিশ্বনাথে, করে আত্মানুশীলন,

অত্যাহার জন-সঙ্গ, লৌল্য পরিহরে,
ব্যগ্র নহে মনুষ্যের স্তুতি-নিন্দা-তরে,
ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা ত্যজি, সত্যে মতি যার,
ভুলুয়া রে! তত্ত্বজ্ঞান লভ্য একা তার।

—০—

২৯। ভণ্ড।

পরিয়া সন্ন্যাসী বেশ, বিলাস-ভবন,
নির্ম্মাণে যে শ্রমাধ্যবসায়ী সর্ব্বক্ষণ,
কিংবা ধন-সম্পত্তি সংগ্রহে যত্নবান,
রমণীর সেবা-লাভে উল্লসিত-প্রাণ,
হউক সে সু-বিদ্বান, যোগকর্ম্মাসক্ত,
বৈরাগ্যের দর্শনে সে, ভণ্ড বলি উক্ত।

—০—

৩০। শান্তির পন্থা।

শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবরে শান্তি অন্বেষণে নরে,
নানারূপ কর্ম্ম-পথে, করি বিচরণ,
কভু বা গৃহস্থ হয়, কভু ত্যজি সমুদয়,
যোগী হয়ে পরবেশে নিরজন বন।
কিন্তু যে আলস্যহীন, সত্য-ন্যায়ে সমাসীন,
দৃঢ়চিত্তে বিশ্বনাথে নির্ভর করিয়া,
থির-শান্তি-নিকেতন, তাহার নির্ম্মল মন,
সমুঝে না এই সত্য, নির্ব্বোধ ভুলুয়া॥

—০—

৩১। গৌরবের সামগ্রী।

বিদ্বান অপেক্ষা আছে বিদ্বান ধরায়,
বিদ্যার গৌরব কভু শোভা নাহি পায়।
সম্পদে গরবী যারা,
অন্বেষি দেখুক তারা,
ধনীর উপরে ধনী, যথায় তথায়।
লক্ষ্মী তাহে সুচঞ্চলা, গর্ব্ব কি তাহায়?
উচ্চপদ রাজদ্বারে, তাও তুচ্ছ কথা,
আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের প্রভুত্ব-গর্ব্ব বৃথা।
বিদ্যা-ধন-উচ্চপদে, গর্ব্ব সাময়িক।
ভ্রান্ত ভিন্ন, মান্য তাহা, করে কে অধিক।
কিন্তু এক গৌরবের সামগ্রী ধরায়,
সর্ব্বত্র বিরাজে, কেহ লক্ষ্যে না তাহায়।
চরিত্র তাহার নাম,
সর্ব্বত্র সম্মান-ধাম।
সর্ব্বত্র চরিত্র, পূজা স-গৌরবে পায়।
লক্ষ্য নাহি ভুলুয়ার, বিন্দু মাত্র তায়।

—০—

৩২। অন্তঃশত্রু।

বিন্দুমাত্র করে যদি কেহ অপকার,
তার প্রতিশোধ জন্য, ধরি তরবার।
আহ্বানি পথের লোক, নিন্দা করি তারে;
শত্রু তাকে বলি, মনে-মুখে, উচ্চস্বরে।
বর্ত্তে যত সম্পত্তি, সুহৃদ্‌-মিত্র ভবে,
সঙ্গী চির-জীবনের, কেহ নাহি হবে।
এই আছে, এই নাই, প্রকৃতি যাহার,
অক্ষম, সহিতে আমি, বিচ্ছেদ তাহার।
কিন্তু, সত্য-বিবেক-বৈরাগ্য-সদাচার,
ভক্তি বিশ্বনাথে, চির সম্পদ আমার।
ধ্বংসিতেছে তা সমস্ত, যারা অনিবার,
দৃষ্টি তাহাদের প্রতি, নাহি এক বার।
দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, নাম তারা ধ
সর্ব্বদা বসতি করে, এ মোর অন্তরে।
নিত্য তারা নিষ্ঠুরের মত আক্রমিয়া,
সম্পদ, শান্তির, মোর, নিতেছে কাড়িয়া।
শত্রু, সর্ব্বানিষ্টকারী, ঘরে বসাইয়া,
যুদ্ধ করি, রাস্তার মানুষ আক্রমিয়া।
নিত্য শত্রু অন্তরের, না পড়ে নয়নে।
অন্ধ ভুলুয়ার তুল্য, বর্ত্তে কে ভুবনে।

—০—

৩৩। মলিনতা।

মলিন জলদে আবৃত করিলে,
ইন্দু কে নিরখে গগন-তলে?

মলিন দর্পণে বদন দেখিলে,
পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাহে কি ফলে ?
সু-মলিন কাচে আবৃত আলোক,
আঁধার নাশিতে কভু না পারে।
মলিন অন্তরে মাকে মা বলিয়া,
করুণা কেহই লভিতে নারে।

—০—

৩৪। দুর্ভাগা।

সন্ন্যাস গ্রহণ করি, বিশ্বনাথ পরিহরি,
পরিহরি ভজন-সাধন,
তুচ্ছ ধন-বস্ত্র-তরে, ধনীর পশ্চাৎ ধরে,
মো-সাহেবী করে অনুক্ষণ,
তপস্যায় পরাঙ্মুখ, লভিতে স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ,
অবিরত উদ্যোগ যাহার,
সন্ন্যাসের উচ্চ মান, দিয়াছে সে বলিদান,
দুর্ভাগাই উপাধি তাহার॥

পৈতৃক সম্পত্তি পায়, মাত্র ভোগ-সুখেচ্ছায়
প্রেত-বুদ্ধি সঙ্গী যত ডাকে।
নাহি রাত্রি, নাহি দিন, হিতাহিত-বুদ্ধি-হীন,
বিলাস-সমুদ্রে ভাসা থাকে।
লোক-হিত কর্ম্মে ব্যয়, মনে করে অপব্যয়,
মহোৎসব বেশ্যালয়ে করে,
পুলিশে, গুণ্ডায়, ধরে, প্রণামী আদায় করে,
অর্পে তাহা, প্রসন্ন অন্তরে।
করি বহু অর্থব্যয়, বহু রোগগ্রস্ত হয়,
অকালে অশেষ দুঃখে মরে,
দুর্ভাগা অনেক হয়, তার তুল্য কেহ নয়।
রাজা সেই দুর্ভাগা-নগরে॥

ব্রাহ্মণের অবতংশ, যাহারা শ্রীগুরু-বংশ,
প্রভু বলি যাদের সম্মান,
পরিত্রাণ-কর্ত্তা বলি, যাহাদের পদ-ধূলি,
শিষ্য-ভক্তে সুধা বলি খান,
তারা যদি শিষ্যগণে, বেগুনের ক্ষেত্র গণে,
বংশের মর্য্যাদা করি নাশ,
প্রাপ্ত হলে তিন কড়া, পরবেশে বেশ্যাপাড়া
শিষ্যা করি, রহে এক মাস।
পরিহরি পরমার্থ, লক্ষ্য উপার্জ্জিতে অর্থ,
গণ্যে-গুরুগিরি, ব্যবসায়ে,
অন্ধ, পন্থা-বিনাশক, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র-উৎসাদক,
দুর্ভাগা সে নহে কি সহায়ে ?

জন্মিয়া মনুষ্য-কুলে মনুষ্যত্ব যারা ভুলে,
ভুলি আত্ম-কর্ত্তব্য-সম্মান,
মাত্র পত্নী-অনুরাগে, পিতা মাতা যারা ত্যাগে,
পশু-তুল্য ভোগেচ্ছা-প্রধান,
না জন্মিয়া পশু-কুলে, মনুষ্যে জন্মেছে ভুলে,
স্বভাব ছাড়িতে পারে নাই।
তাহাদিগে অন্তরিলে, দুর্ভাগা কোথায় মিলে ?
চিন্তয়ে ভুলুয়া বসি তাই॥

—০—

৩৫। একাগ্রতা

একাগ্র অন্তরে যদি ডাকে বিশ্বনাথে,
প্রাপ্ত হবে তাঁর দরশন।
একাগ্র অন্তরে যদি কর পরিশ্রম,
অল্পে হবে আকাঙ্ক্ষা পূরণ।
একাগ্র অন্তরে ভালবাসিবে যাহায়,
বাধ্য অতি, হবে সে তোমার।
একাগ্র অন্তরে যদি আরম্ভ সাধনা,
সিদ্ধি-লাভ অবশ্য এবার !
অদ্য ধরি, কল্য ছাড়ি, অস্থির-অন্তর,
কোন কার্য্যে একাগ্রতা নাই,
ব্যর্থ তাই এবার জীবন ভুলুয়ার,
শান্তি কোন কার্য্যে নাহি পাই।

—০—

৩৬। উদ্ধর্ম্মী।

ব্রহ্মচর্য্য-জন্য, ধর্ম্ম-পত্নী পরিহরে,
রসোল্লাস-জন্য, শেষে পর-নারী ধরে।
অধ্যয়নি গীতা-মধ্যে আত্মা অনশ্বর,
নিত্য জীব-হত্যা করি, পূর্ণে যে উদর।
ধর্ম্ম-নামে করে ভিন্ন-ধর্ম্মী উৎপীড়ন,
উদ্ধর্ম্মী সে, সর্ব্ববিধ, অশান্তি-কারণ।

—০—

৩৭। উপাসনায় ভেদ জ্ঞান।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, অথবা খৃষ্টান,
অর্চ্চে এক মহেশ্বরে, অর্পি মন-প্রাণ।
অন্ত-হীন তিনি,—বিশ্বে অনন্ত প্রকারে,
নিত্য তিনি সমর্চ্চিত, ভক্তি-উপহারে।
অজ্ঞ, বিজ্ঞ, যে যা হই, করি যা অর্চ্চন,
সর্ব্বদর্শী তিনি, তাহা করেন গ্রহণ।
মাত্র ভক্তি-বাধ্য তিনি, দর্শি অনিবার,
আর্য্য, কি অনার্য্য, কিছু ভেদ নাহি তাঁর।
নিন্দা তবু করে যারা, অন্যের অর্চ্চনা,
যথার্থ স্বরূপ তাঁর, তাহারা চিন্তে না।

—০—

৩৮। কাঙ্গালের কর্কট রাশি।

তৃষ্ণানলে ওষ্ঠাগত-জীবন হইয়া,
জাহ্নবীর সন্নিকটে আসিনু ধাইয়া।
গণ্ডূষে পানার্থ, জলে নামিনু যেমন,
কুম্ভীরে, ধরিয়া হস্ত, করিল মগন।
বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, নিদাঘের দিন,
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, বৃথা ঘুরি গ্রাম তিন,
শ্রান্তি-বিনাশার্থ, বসি বিল্ব-বৃক্ষ-মূলে,
ভগ্ন-শির হ'নু, বৃন্তচ্যুত পক্ক বেলে।
সন্ধ্যাকালে এক দিন ক্ষুধার্ত্ত অন্তরে,
অন্ন-জন্য, প্রার্থী এক দারোগার ঘরে।
দস্যু বলি সে নির্দ্দয় গারদে ভরিল।
ধৃষ্ট-বাক্যে পদ্মভাতে তাড়াইয়া দিল।
দুর্ভাগ্যে কর্কট রাশি, যে স্থানেই যাই,
ভুলুয়া রে, কোথাও দুর্গতি ভিন্ন নাই।

—০—

৩৯। অযোগ্যের ক্ষোভ।

বিপ্র-কুলে জন্মি, পশু-পক্ষী মারি খাই,
পুক্কশের আচরণ ভিন্ন কিছু নাই। *
ম্লেচ্ছ-সঙ্গে করি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আহার,
সন্ধ্যা-পূজা, জন্মিয়া না করেছি এবার।
পৈতা গাছা রাখি, মাত্র নিমন্ত্রণ-তরে;
মন্ত্র নাহি জানি, থাকি স্বতন্ত্র অন্তরে।
ধর্ম্ম-শাস্ত্র নাহি মানি, মিথ্যা বিবেচিয়া।
করি নাই পিতৃশ্রাদ্ধ তর্ক বাধাইয়া।
প্রত্যক্ষ এ কার্য্য সব, তবু কোন নর।
অ-ব্রাহ্মণ বলিলেই, ব্যথিত-অন্তর।
ঘৃণ্য অতি এ ভুলুয়া, স্বীয় কু-স্বভাবে,
ক্ষুব্ধ তবু, সাধুত্বের সম্মান অভাবে।

—০—

৪০। অশান্তি-শূন্য।

নির্জ্জনে যে করে বাস, সঙ্গী ভগবান,
বৈরাগ্যের খড়্গে, করে বাঞ্ছা বলিদান।
মিথ্যা ভাব, প্রয়াস, প্রজল্প পরিহরে,
অশান্তির বিন্দু নাহি তাহার অন্তরে।

—০—

৪১। কি বদ্ধ করিবে, এবং
কি মুক্ত করিবে?

কার্পণ্যের ধনাগার, বদ্ধ অবিরত,
মুক্ত কর, হিত কর্ম্মে বিতরণ তরে।
অনর্গল রসনার বাক্য অসংযত,
বদ্ধ কর,—বুদ্ধিমান, যাহে হবে পরে॥

* পুক্কশ—ঘৃণ্য, পচা মৎস্য-মাংসাদিপ্রিয় পশুপ্রকৃতি পার্ব্বত্য জাতি

৪২। কে মৃত, কে জীবিত।

মরিয়া না মরে নর, কীর্ত্তি যদি থাকে।
কীর্ত্তিমান অমর ভূ-পরে।
কলঙ্ক যাহার নামে, জীয়ন্তে তাহাকে,
হীন-প্রাণ বলে সর্ব্ব নরে॥

—•—

৪৩। মৃত্যু-পথ।

মত্ত যে কুলটা-সঙ্গে, মৃত্যু ধ্রুব তার,
নষ্ট তার বুদ্ধি, বল, মনুষ্যত্ব, আর।
সমস্ত কলঙ্কাপেক্ষা এ কলঙ্ক বড়,
নির্ব্বোধে উন্মত্ত হয়, সিদ্ধে জড়-সড়।
উৎসাহ, সু-কার্য্যে, ইথে চিত্তে নাহি রয়,
জন্মে ব্যাধি, অঙ্গের লাবণ্য নষ্ট হয়।
দন্ত যায়, যায় কেশ, যৌবনে বার্দ্ধক্য,
শঙ্কা বাড়ে, বুদ্ধি ছাড়ে, ভ্রান্ত-জড়ে ঐক্য।
রক্ষপতি নারী-মোহে স-বংশে নির্ম্মূল।
বর্জ্জি নারী, ভীষ্মদেব অমর নির্ভুল।
নারী-সঙ্গ-লিপ্সা, চিত্তে বিন্দু নাহি যার,
ভুলুয়া রে! মৃত্যু-ভয়ে মুক্ত সে এবার।

—০—

৪৪। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নামে বর্ত্তে দুই নারী।
দুঃখ-সুখ, নামে দুই পুত্র সে দোঁহারি!
যে স্থানে প্রবৃত্তি যায়, দুঃখ যায় সঙ্গে,
সিন্ধু গড়ি যন্ত্রণার, ফেলায় তরঙ্গে।
সম্ভাষি প্রবৃত্তি, জীবে নিত্য দুঃখ পায়।
মুগ্ধ এত, তবুও, প্রবৃত্তি-পাশে ধায়।
সর্পের চিত্রিত ফণা দর্শি বিমোহিত।
প্রার্থি সুখ, দুঃখদ্বারে হয় উপনীত।
নিবৃত্তি আনন্দময়ী, পুত্র তার সুখ,
মঙ্গলার্থে মনুষ্যের, সর্ব্বদা উন্মুখ।
তুচ্ছি তাকে, তবু নরে প্রবৃত্তি আদরে,
চক্ষে নিবৃত্তির, তাই দুঃখ-ধারা ঝরে।
উপেক্ষি নিবৃত্তি, যারা শান্তি সুখ চায়,
ইক্ষু হেলি, যত্নে তারা ইন্ধন চিবায়।
ভুলুয়া প্রবৃত্তি-মোহ ছাড়িতে নারিলি,
বাঞ্ছি সুখ, তাই দুঃখ-অনলে দহিলি।

—০—

৪৬। হিতৈষীর চরিত্র বল।

সর্ব্বজন-উপকার, সাধিতে আকাঙ্ক্ষা যার,
নির্ম্মল চরিত্র তার, সম্পদ জানিবে।
পক্ষী যথা পক্ষ-বলে, অত্যুচ্চ আকাশে চলে,
হিতৈষী-চরিত্র-বল, তথা এই ভবে।
নির্ম্মল চরিত্র যার, অসাধ্য সাধিত তার,
সুধা-পূর্ণ এ সংসার, তাহার নিকটে,
যে স্থানে যখন যায়, সর্ব্বত্র সে পূজা পায়,
পশ্চাতে না ফিরে চায়, তবু যশ ঘটে।
নিঃস্বার্থ চরিত্র যার, অনাত্মীয় কে তাহার,
সাধ্য কার আছে, তার বিরুদ্ধে ভাবিবে?
সে যাহে করিবে মন, সমর্থিবে সর্ব্ব জন,
বরষার ধারা তুল্য, সাহায্য আসিবে।
গ্রাহ্য নাহি মানামান, রক্ষিতে সত্যের মান,
আত্ম-বলি দান করে, যে জন সতত,
হিতৈষী সে, কৃতকার্য্য, সেই ধন্য, সেই আর্য্য,
ধার্য্য ভুলুয়ার, সেই অমর নিশ্চিত॥

—০—

৪৭। কিসে কুচিন্তা যায়।

সময় নির্ণীত কর, সমস্ত বিষয়ে,
হও কর্ম্ম-রত, পরে নিরালস্য হয়ে।
ক্লান্তিশূন্য দেহে, যথা চলে বাষ্প-যান,
বিধি-বদ্ধ কর্ম্মে তথা করহ প্রয়াণ।
কর্ম্ম-রত যে মহাত্মা হেন ভাবে র'ন,
মুক্ত তিনি কু-চিন্তায়, সু-পবিত্র-মন।

—•—

৪৮। কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার।

আকাঙ্ক্ষা-পূরণ-জন্য একাগ্র অন্তরে,
বহু কর্ম্ম, বহু শ্রমে করি,
সংঘটে তাহার ফল, অতি বিপরীত,
দুঃখে, মনস্তাপে, শেষে মরি।
প্রত্যক্ষ এ সত্য,—করি নিত্যই দর্শন,
কর্ত্তা মোর, আমি কভু নই,
কর্ত্তৃত্বের "অহঙ্কার" মিথ্যা কেন আর,
অন্তরে পুষিয়া দুঃখ সই ?

—০—

৪৯। কে নির্ভীক ?

বর্ত্তে কত কত ধনী, ধরণী মণ্ডলে,
কিন্তু ভয়ে বিষণ্ণ চঞ্চল।
কে জানে কখন কোন্ দস্যু বা নৃপতি,
লুণ্ঠে অর্থ, জীবন-সম্বল।
শক্তিশালী সম্রাট যাহারা এ ধরায়,
তাহারাও চিন্তে, ভীত মনে,
প্রজার বিদ্রোহ, কিংবা অন্য বলবান,
নৃপে যদি রাজ্য আক্রমণে।
পণ্ডিতের চিত্তে ভয় মূর্খ দুরাচারে,
ধরে যদি, লাঞ্ছনা অপার,
সাধুর সর্ব্বদা ভয়, পাষণ্ড দুর্জ্জনে,
বিঘ্নকারী যারা, তপস্যার।
নির্ভীক কি নাহি তবে, এ মহীমণ্ডলে ?
আছে বটে,—সে বড় মহান ;
নির্দ্দোষ যে,—বিশ্বনাথে নির্ভরে সতত,
নির্ভীক সে মহা ভাগ্যবান॥

—০—

৫০। সান্ত্বনা।

অসহ্য যন্ত্রণা যবে, মন রে ! অন্তরে হবে,
ধীর মনে নিরজনে যাও,
করুণার মূর্ত্তি যিনি, তাপত্রয়ে নিস্তারিণী,
এক মনে তাঁহাকে ধেয়াও।
বহ্নিতে ঢালিলে বারি, নির্ব্বাপিত যথা হেরি,
নির্ব্বাপিবে তথা জ্বালানল,
ভুলুয়াও কহে উঠি, যন্ত্রণার ছুটোছুটি,
শান্ত হয় মা-মন্ত্রে কেবল।

—০—

৫১। প্রার্থনীয়।

এমন শৃঙ্খলাযুক্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
কলেবর যে জন দিয়াছে,
প্রার্থনার পূর্ব্বে, যে করুণা-সিন্ধু মোকে,
এ আনন্দধামে আনিয়াছে,
সর্ব্বদা করুণাধার সু-মঙ্গলালয়,
এই মোর জনক-জননী,
নিত্য-অনুগতা, আর নিত্য-সেবা-রতা,
এই মোর ধর্ম্মের সঙ্গিনী,
আমা-গত-প্রাণ, মোর এই সহোদর,
ভগ্নী এই, মূর্ত্তি মমতার,
আর এই বুদ্ধি,—যাহে ভ্রান্তি পরিহরি,
বুঝিয়াছি তিনি সর্ব্বসার,
সমস্ত প্রার্থনা পূর্ব্বে, দিয়াছেন যিনি,
অন্ত নাহি যাঁর করুণার,
তাঁর নাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ভিন্ন আর,
প্রার্থনীয় নাহি ভুলুয়ার।

—০—

৫২। চিত্ত-শুদ্ধির উপায়।

স্বর্ণ যথা বহ্নি-যোগে মলা ত্যাগ করি,
খাদ-শূন্য হয়, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধরি ;
চিত্ত তথা ভক্তি-যোগে ত্যজি কু-বিষয়,
বিশুদ্ধি-দেবত্ব-প্রাপ্ত, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।
দুর্ভাগ্য, কি ভুলুয়ার, ইহা না বুঝিল,
ভক্তিহীন, সু-মলিন, আজন্ম রহিল।

—০—

৫৩। কামনায় কামনা যায়।

বেণুর ঘর্ষণে হয় উত্থিত অনল,
দগ্ধে তাহা যথা, বেণু-পূর্ণ বন-স্থল,
সে প্রকার উচ্চ কামানল জ্বাল মনে,
দগ্ধ হবে ঘৃণ্য কাম, অজ্ঞানতা-সনে।

—০—

৫৪। নির্ভর।

সুখ দুখ দুই, তোমারি জননি
দুখ দেখি, এত ভয় কি ?
যা দিয়ে মা ভাল, বাস তাই মঙ্গল,
তাই সুখময় নয় কি ?
বরং দুখ ভাল, এ মন চঞ্চল,
দুখ্ বিনে স্থির হয় কি ?
দুখে পড়্লে মন তোমায় সদা ডাকে,
সুখ পেলে সুপথ লয় কি ?
অহঙ্কারের মন, অসুর অনুক্ষণ,
সু-কথা সে কাণে লয় কি ?
উঠিতে বসিতে আঘাত না পেলে,
সযুত হইয়ে রয় কি ?
যা দিবে তাহাই, শির পাতি লব,
তায় জয়-পরাজয় কি ?
তুমি দুখ্ দিলে, দয়া তার নাম,
না হলে ভুলুয়া সয় কি ?

—০—

৫৫। কেহ কাহারো নহে।

নিজ নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগে নর,
ফল-প্রদাতার অধীন রহে।
ফল দিতে আনি, ঘটায় মিলন,
একে অন্যে মিত্র, সুহৃদ্, কহে।
যাহার যে অংশ, গ্রহণ করিতে,
দারাপুত্র রূপে আগত হয়,
মোর অংশ মোকে, প্রদান করিয়া,
নিজ নিজ অংশ বুঝিয়া লয়।
রঙ্গালয়ে যথা অভিনেতৃগণ,
শত্রু-মিত্র সাজি মিলিত হয়,
অভিনয় শেষ যখনি যাহার,
যায় চলি, আর সেথা না রয়।
তথা এ বিরাট ভব-রঙ্গালয়ে,
অভিনয় করে সকলে মিলি।
রঙ্গ যার শেষ, যায় সে চলিয়া,
যাত্রা-কালে কোন কথা না বলি।
এই ত সংসার, ইথে কে কাহার
দণ্ড দুই চারি "আমার" যত,
এ "আমার" বুলি, ছাড় রে ভুলুয়া!
ভাব, থির-শান্তি-লাভের পথ।

—০—

৫৬। অর্থ ই আত্মীয়।

এ তনু করিয়া ক্ষয় বহু পরিশ্রমে,
অর্থ উপার্জ্জিয়া,
যত্নে দিনু বহু জনে,—কৃতজ্ঞ রহিবে,
বিশ্বাস করিয়া।
উপার্জ্জনক্ষম আমি ছিনু যত কাল,
কি বলিব, হায়!
আত্মীয় হইত মোর, পথের পথিক,
অর্চ্চিত আমায়।
কত বা গাইত যশ, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ,
প্রভু প্রভু রবে;
প্রশংসা করিত কত, নিমন্ত্রণে আসি,
গ্রাম্য লোক সবে।
কত সাধু সন্ন্যাসীর হত আগমন,
কত প্রশংসিত।
নিন্দিলে আমাকে কেহ, জগতের লোকে,
তাহাকে নিন্দিত।
জরাগ্রস্ত আমি এবে, অর্জ্জনে অক্ষম,
আনুকূল্য-আশী,

আর্ত্তনাদ করিতেছি, কিন্তু কেহ আর,
না যায় জিজ্ঞাসি।
উপার্জ্জিত অর্থ, মোর, অংশ করি যারা
করিল ভক্ষণ,
জিজ্ঞাসেনা এবে আর ; মর্ত্ত্যে আত্মীয়ের
এইত লক্ষণ !

অর্থ যত ক্ষণ, বন্ধু তত ক্ষণ, রহে ;
বুঝিলাম সার,
অর্থ ই আত্মীয়, আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই,
—ভ্রান্তি ভুলুয়ার !

—০—

৫৭। দুর্জ্জন।

আত্ম-দোষ নিয়া, পর স্কন্ধে চাপাইয়া,
সম্মানীর মান নাশি, চলে লম্ফ দিয়া,
প্রবীন-সম্মুখে বসি বলে অসংযত
দুর্জ্জন সে ভবে, সর্ব্ব-সমাজ-নিন্দিত।

সর্প, কিংবা হিংস্র ব্যাঘ্র-সঙ্গে সাজে বাস,
দুর্জ্জনের সঙ্গে ঘটে সদ্য সর্ব্বনাশ।
দর্শিলে দুর্জ্জন, তাকে নমস্কার দিয়া,
সর্ব্বাগ্রে সে দেশ ছাড়ি, যাইও ভুলুয়া।

—০—

৫৮। অনুতাপ।

তুচ্ছে প্রত্যেকে, বিহীন-সম্মান,
পুত্র-কলত্র বিপক্ষ।
নিত্য নব নব, লাঞ্ছনা-উদ্ভব,
তুচ্ছ সুখে করি লক্ষ্য।
আত্ম-সম্মান বিস্মৃত অবিরত,
তুচ্ছ দেহ-সুখ-জন্য।
অর্চ্চনীয় বিভু তুচ্ছি, অর্চ্চনি
যত্নে ভূত, প্রেত, ঘৃণ্য।
নিন্দা রটে কত, নিত্য জগ-ভরি
তবু আমি লজ্জা বি-শূন্য ;
কর্ম্ম করণীয়ে, নিত্য অনিচ্ছুক,
হীন-কর্ম্মা, হীন-পুণ্য।
কর্ম্মঠ এ তনু, অর্পিল ঈশ্বর,
অর্থ কি সাধিত তাহে !
ঘৃণ্য আমাপেখা বন্য জন্তু ভাল ;
সম্পাদে সম্পদ যাহে।
কর্ম্ম-হীন মন, ধর্ম্মে অচেতন,
মর্ম্মাহত অপদার্থ।
মিথ্যা, ভুলুয়ার দুর্লভ এ তনু,
—জন্ম, জীবন, ব্যর্থ।

—০—

৫৯। পরচর্চ্চা।

বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তী গোকুল নগরে,
যে স্থানেই বসে, শুধু পর-চর্চ্চা করে।
প্রত্যেকের নিন্দা করে, দৈবে একদিন,
গোবিন্দ বাবুকে কহে, "কাণ্ড-জ্ঞানহীন",
শুনিয়া গোবিন্দ বাবু লইল ধরিয়া,
মারিয়া পঞ্চাশ জুতো, দিল তাড়াইয়া।
গোকুল নগরে আর ফিরে নাহি যায়,
এক্ষণে সে বাঞ্ছারাম ভিক্ষা করি খায়।

পৃথ্বী-তলে পরচর্চ্চা-প্রিয় যত জন,
এর কথা ওর কর্ণে বলে সর্ব্বক্ষণ।
শত্রু গড়ে, অনর্থক, পরচর্চ্চা করি,
সম্পদে বিপদ ঘটে,—মিত্র হয় অরি।
মিথ্যা ভাষে অনুরাগ ইহাতে জন্মায়,
বিশ্বনাথ পদে ভক্তি কভুও না পায়।

—০—

৬০। অসদ্‌গুরু।

বিবেক-বৈরাগ্য-শূন্য, স্থূল-দর্শী অতি,
লক্ষ্য মাত্র ঘরবাড়ী টাকা-কড়ি প্রতি।
শিষ্য-ব্যবসায়ী, শূন্য ভজন-সাধন।
বংশের দাবীতে মাত্র গুরু একজন।

তার শিষ্য হয় যারা, পরমার্থ-তরে,
রত্ন-তরে, যত্নে তারা পঙ্ক ঘাঁটি মরে ॥

—০—

৬১। কে গুরু লাভ করে ?

শিক্ষা-জন্য চিত্ত যার সর্ব্বদা উন্মত্ত,
অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, জানিবারে তত্ত্ব,
চিত্ত সু-ব্যাকুল, সত্য বুঝিবার জন্য,
নির্ম্মল-স্বভাব, লোকহিতে অগ্রগণ্য,
অশ্রু ঝরে, বিশ্বনাথ বলিতে, যাহার,
তত্ত্বদর্শী গুরু আসি মিলে যায় তার।

—০—

৬২। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অসম্ভব।

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এই বিশ্বে অসম্ভব।
দর্শি ক্রুটী, ক্ষুব্ধ তবু, উন্মত্ত মানব।
যুক্ত গুণত্রয়ে, যবে সৃষ্ট চরাচর,
মাত্র সত্ত্ব-গুণ-ময় কোথা পাবে নর ?

মুক্ত-মণি-প্রবালে সজ্জিত-গর্ভ বলি,
সিন্ধু কূলহীনে, মোরা রত্নাকর বলি।
কিন্তু পরিপূর্ণ তাহা লবণাক্ত জলে,
সংখ্যা-শূন্য হিংস্র প্রাণী, তার মধ্যে চলে।
শূন্য-ক্রুটী, অতএব, রত্নাকর (ও) নহে।
—চিহ্ন কলঙ্কের, পূর্ণ ইন্দু অঙ্গে রহে।

দর্শি পুনঃ, একেবারে অসুন্দরও নাই।
সুন্দরাসুন্দর তুল্য রূপে সর্ব্ব ঠাঁই ॥
মাত্র গুণ-গ্রাহী, যথালাভে তুষ্টি যার,
নিত্যানন্দে, রে ভুলুয়া! তারই অধিকার।

—০—

৬৩। কালের স্রোত।

গ্রীষ্ম কালে উত্তাপের আতিশয্য ঘটে,
সর্ব্ব জীব তাহাতে চঞ্চল।
বর্ষা-কালে বর্ষে বারি, ভাবিতে বিস্ময় !
ভাসাইয়া যায় ভূমণ্ডল।

শরতে নির্ম্মল নভে কৌমুদীর হাসি,
বিরহীর সন্তাপ বাড়ায়।
হেমন্তের রোগাধিক্য ;—শীতে শৈত্য আসি,
শক্তিমানে করে জড়প্রায়।

বসন্তে মলয় বহে, সুখদ পরশে,
প্রকৃতি নূতন সাজ পরে ;
রসিক ভাবুক ভক্তে নূতন হরষে,
চিন্তা করে পরম ঈশ্বরে।

ধনী কিংবা দুঃখী হয়, রাজা কিংবা প্রজা,
ষড় ঋতু তুল্য সর্ব্ব-ঠাঁই ;
আনিতে কঠোর শীতে, বসন্তের বায়ু,
লোকত্রয়ে কারো সাধ্য নাই।

সেরূপ যৌবন যায়, আসে বৃদ্ধ কাল ;
আসে জরা, সম্ভাষি মরণ,
আসে রাষ্ট্র-বিপ্লবের বিষম জঞ্জাল,
রাজ্য-পরে রাজ্যের পতন।

অনন্ত কালের স্রোতে, কত হবে, যাবে,
সাধ্য কার ?—করে নিরূপণ !
চিন্তা কেন ভুলুয়ার, দর্শি কাল-স্রোত ?
স্মর বিশ্বনাথ-শ্রীচরণ।

—০—

৬৪। ক্রোধীর প্রতি।

তুমি যদি ক্ষমা করিতে না পার,
নিরখি অন্য জনের দোষ,
বর্ত্তে অপরাধ অগণ্য তোমার,
কিরূপে এড়াবে বিভুর রোষ ?

—০—

৬৫। মোহান্ধ।

ধর্ম্ম সাধনার জন্য সত্যে নর যায়,
মোহের এমনি শক্তি, অসত্যে ফেলায়।
নম্রতা সাধিতে বসে, কিন্তু অহঙ্কার,
আশ্রয় করিয়া ছাড়ে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার !

দম্ভ-দর্প-অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া,
সাধুত্ব নিজের, লোকে দর্শায় ডাকিয়া।
ভ্রান্তি বলে ইহাকেই,—মোহ অন্য নাম,
অন্ধ সেই মোহে মোরা,—ভ্রান্ত অবিরাম।
মোহান্ধ হইলে, ভ্রষ্ট কি প্রকার হয়,
দর্শিয়াছি চক্ষে, আমি তার পরিচয়।

পর্য্যটনে, একবার, সন্ধ্যার সময়,
বিপ্র গতিনাথ-গৃহে, লইনু আশ্রয়।
পূর্ব্বে ছিল দস্যু, কিন্তু দুই চারিবার,
সহ্য করে, ধরা পড়ি, প্রাণান্ত প্রহার।
বদ্ধ শেষে কারাগৃহে, রহে বারমাস,
কষ্ট বহু প্রাপ্ত তথা,—জন্মে শ্বাস-কাশ।
ধ্বংসপ্রায় দেহ নিয়া, আসিল সে বাড়ী,
দস্যু-বৃত্তি, প্রতিজ্ঞা করিয়া দিল ছাড়ি।

আরম্ভিল উদর-ভরণ-জন্য জাল,
অর্থ বহু উপার্জ্জিল, গেল বহুকাল।
শত শত লোকের করিল সর্ব্ব-নাশ,
দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে, খত-পত্রে অবিশ্বাস।

কন্যা বিভা দিল,—প্রিয় জামাতা মরিল,
পুত্র বিভা দিল, বধূ বিধবা হইল।
জন্মিল তখন চিত্তে পাপ বলি ভয়,
আরম্ভিল ধর্ম্ম,—যাতে ঘটে পাপ-ক্ষয়।

আত্মার বিনাশ নাহি, গীতায় পড়িল,
ভোজনার্থ পশু-পক্ষী-হত্যা আরম্ভিল।
চরিত্র-বিহীন দস্যু,—গ্রাম্য লোক যত,
প্রত্যেকে তাহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত।

জিজ্ঞাসিনু তাকে, "কেন হেন কর্ম্ম কর ?
মনুষ্য হইয়া, কেন পশুতুল্য চর ?"
কহিল সে, "জীব-হত্যা কি অধর্ম্ম, বল ?
ভীষ্ম-দ্রোণ-নাশে, পার্থ নিমিত্ত কেবল।
কর্ত্তা কৃষ্ণ সমস্তের,—পাপ কি ভূ-পরে,
কর্ত্তা-বোধে, বিমূঢ়াত্মা, পাপ মনে করে ?

দুষ্য কিসে জালিয়াতী ?—ক্লাইব করিয়া,
নিল এ ভারতবর্ষ ;—ইংরেজ লভিয়া,
অর্থে ভারতের, বলী-শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর ;
অক্ষুন্ন প্রভুত্ব, অদ্য ইংরেজ জাতির !
বুদ্ধি অতি, ইংরেজের ;—গুণ সমুঝিল,
জালিয়াৎ ক্লাইবকে লর্ড করি দিল।
রতনে রতন চেনে ;—এ দেশের লোকে,
দর্শিলেই জালিয়াৎ মরে পুত্র-শোকে !

তারপরে নারী-সঙ্গ—তেজস্বী যাহারা,
স্বেচ্ছামত নারী-সঙ্গ-সুখ ভোগে তারা।
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ সাক্ষী তার ;
ধর্ম্মের রহস্য, অজ্ঞ-মূর্খে বোঝা ভার।

শাস্ত্রে আছে, "গীতা-চণ্ডী-পাঠে পাপ-ক্ষয়
জ্ঞানীর নিকটে পাপ-পুণ্য কিছু নয়।"

জিজ্ঞাসিনু দুষ্টে, "তবে পুণ্য না করিয়া,
কি নিমিত্ত আছ, মাত্র পাপ-কর্ম্ম নিয়া ?
শ্রীকৃষ্ণই কর্ত্তা যদি, তুমি কেন তবে,
জাল করি, অর্থ আনি, দারা-পুত্রে দিবে ?"

প্রশ্ন শুনি, দুরাচার ক্রোধান্ধ হইয়া,
বদ্ধ করে আমা দোহে, উত্তরীয় দিয়া।
উদ্যত সে প্রহারিতে, কিন্তু হেন কালে,
চীৎকার করিনু মোরা অতি উচ্চ রোলে।
শুনি, যত গ্রাম্য লোক আসিল ধাইয়া।
শঙ্কায় সে দিল, দ্রুত বন্ধন খুলিয়া।
অন্য গৃহে আসিলাম ;—ভাবিলাম মনে,
মোহান্ধ, কি ভয়ঙ্কর জন্তু, এ ভুবনে।
ধর্ম্ম বলি, ঘৃণ্য পাপ, স-গর্ব্বে আচরে।
উচ্চারিতে তাহা, পুনঃ লজ্জা নাহি করে।

শক্তি কি মোহের, মহীতলে সর্ব্ব স্থানে,
ভুলুয়া রে ! আত্ম-রক্ষা কর সাবধানে।

—o—

৬৭। সাধকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।

স্পর্শিলে ইস্পাত-খণ্ড বিন্দু নাহি ভয়,
কিন্তু তাহে প্রবেশিবে বহ্নি যে সময়,
তখন যে কেহ ধরে,
বিদগ্ধ হইয়া মরে ;
বহ্নির সংসর্গে লৌহ কালতুল্য হয়।
সঙ্গের প্রভাব বাক্যে বর্ণনীয় নয়।
সে প্রকার যে মহাত্মা জীবনে-মরণে,
নিত্য, ধ্যানে, বর্ত্তমান বিশ্বনাথ সনে,
বিশ্বনাথে শক্তি যত,
তাহে হন সমন্বিত।
লঙ্ঘে যে মর্য্যাদা তাঁর, লঙ্ঘে বিশ্বনাথ।
বহ্নিময় লৌহ স্পর্শি হয় ভস্মসাৎ।

—০—

৬৮। ভগবদ্-কৃপা।

এক ভক্ত জিজ্ঞাসিল মহাবীর দাসে,
"দীর্ঘ কাল করিয়া সাধন,
সিদ্ধি কি ঘটিল ?—কিংবা ভগবদ্ কৃপা,
লব্ধ কত,—কহ মহাজন ?"
উত্তরিল মহাবীর, "এবার এ ভবে
ঘটে নাহি কু-কর্ম্মে সুযোগ।
ইহাই ত অসম্ভব করুণা তাঁহার !
সিদ্ধি মোর স্থির ভক্তিযোগ।"

—০—

৬৯। বিশ্বাস।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, আবশ্যক যাহা,
আপনি আসিবে তব ঠাঁই।
বহেন ভক্তের বোঝা, নিত্য বিশ্বনাথ,
তুল্য তাঁর, কৃপা-সিন্ধু নাই।
দুশ্চিন্তায় কেন এত, আহার্য্যের জন্য ?
রাজ্যে তাঁর অভুক্ত কে রহে ?
সন্তানের জন্ম-পূর্ব্বে বক্ষে জননীর
পানার্থ অমৃত-ধারা বহে।
দুশ্চিন্তায় অতএব রহিবে কি জন্য ?
তিনি যা করেন তাই হবে।
বক্ষে ধরি, মাত্র তাঁর পাদ-পদ্ম, তুমি,
কর্ত্তব্য সযত্নে সাধি যাবে।
সম্পত্তি, সুহৃদ্, দারা, পুত্র, পরিজন,
প্রাপ্ত যাহা তাঁহার ইচ্ছায়,
র'বে, যাবে, তাঁহারি ইচ্ছায়,—তা বলিয়া,
শঙ্কা কভু নাহি ভুলুয়ায়।

—০—

৭০। সতর্কতা।

এ বিশাল বিশ্ব-পটে অদৃষ্টে কবে কি ঘটে,
শক্তি আছে জানিতে কাহার ?
বিঘ্ন, কি বিপদ, যত, আসিয়া চোরের মত,
ফুল্ল মুখ করে অন্ধকার।
পশ্চাতে প্রত্যহ কাল, না বিচারি কালাকাল,
সংবাদ না দিয়া, প্রাণ হরে,
আত্মীয় স্ব-জন সবে, দুঃখের সমুদ্রে ডুবে ;
এ ঘটনা প্রত্যেকের ঘরে।
তবু, "মোর, মোর," রবে, ভোগেচ্ছায় মত্ত সবে,
পরিণাম না করি বিচার,
রক্ষা-কর্ত্তা যে, তাঁহাকে একবারও নাহি ডাকে !
—বলিহারি কুহক মায়ার !!
ভুলুয়া সতর্ক হও, তর্ক যুক্তি ভুলে যাও,
কর্ত্তা যিনি জীবনে-মরণে,
ভোগেচ্ছার মোহ-ঘোরে, আর না মরিও ঘুরে,
চিন্ত তাঁকে পরাভক্তি-মনে॥

—০—

৭১। নিয়তি।

শান্তি-সুখ-জন্য অনন্য অন্তরে,
চেষ্টা যত্ন কে না করে !
লব্ধ কেহ সুখ, কেহ দগ্ধ-বুক,
কেহ বা নিঃশব্দে মরে।

বাণিজ্য করিয়া, অর্থ উপার্জ্জিতে,
যাত্রা প্রত্যেকেই করে,
পূর্ণ কারো আশ, কারো সর্ব্ব-নাশ!
চলে, আর চক্ষু ঝরে।
নির্ম্মে কেহ গৃহ, বাস-বাঞ্ছা করি,
অগ্নিতে তা হয় ভস্ম।
বর্ষায় কাহারো বসন্ত আগমে,
শীতে কারো আসে গ্রীষ্ম!
লৌহ, সীস, কত, সম্মানে বিকায়,
অসম্মানে রহে স্বর্ণ।
ধন্যা সে নিয়তি, তাহার মহিমা,
নাহি বুঝি এক বর্ণ!

—০—

৭২। আত্ম-তৃপ্ত।

কত রোগে, শোকে, অভাব-কবলে,
কত দুঃখে লোক রহিয়াছে।
কত অনাহারে, কত অপমান,
প্রাণ-পাতে লোক সহিতেছে।
কত লোক, কত নিরদয়-করে
কত অপঘাতে মরিতেছে,
কত দুরজনে কাঙ্গালের গ্রাস,
কত ছলে বলে, হরিতেছে।
কত নিরুপায় কত অন্ধ খঞ্জ,
কত গঞ্জনায়, জ্বলিতেছে।
কত দুঃখ, কত ভাবে, লোকে সহি,
"ম'লাম! ম'লাম!" বলিতেছে॥
সে তুলনে আমি, বহু সুখে আছি,
বহু কৃপা মোকে, বিধাতার।
অযোগ্য আমার, প্রতি এত দয়া,
নমস্কার করি, বার বার।

—০—

৭৪। ঈশ্বরানুভবের উপায়।

সন্দেশের দোকানে বসিয়া টুল পাতি,
কেবল সে কুণ্ডুর নিকটে,
কোন্ সন্দেশের কত মূল্য, বার বার
জিজ্ঞাসিলে, তৃপ্তি কার ঘটে?
বরং প্রদানি মূল্য, নিয়া দুটো খাও,
কর তার রস আস্বাদন;
তর্ক যুক্তি ছাড়ি, তথা অর্চ্চ মহেশ্বরে,
দর্শ তাঁর করুণা কেমন!
ধর সত্য-সরলতা-অহিংসা-সংযম,
কর কার্য্য সাধকের মত,
ভুলুয়ার তুল্য অতি নির্ব্বোধ হলেও,
মাহাত্ম্য হইবে অবগত।

—০—

৭৫। ভ্রান্তি।

কর্কশ কঙ্কর, চর্ব্বণে অতিশয়,
আগ্রহ মোর অবিরাম।
সম্মুখে রক্ষিত, অমৃত-ভাণ্ডার
বিশ্বনাথ হরি-নাম,
দৃষ্টি তাহাতে নাহি, কঙ্কর সংগ্রহে,
তন্ময় এ মন-প্রাণ।
স্বর্গ-দুয়ারে আসি, বর্গ-কুহকে ভুলি
দুর্গতি-পথে ধাবমান।

—০—

৭৬। উৎসাহ-বাক্য।

দুর্ভাবনা-গ্রস্ত কেন মন?
নিরাশ্রয় নহ তুমি, যিনি এ বিশ্বের স্বামী,
তুমি তাঁর করুণা-ভাজন॥
তিনি তব পরম আশ্রয়।
আশ্রয় যে করে তাঁরে, বিঘ্নময় এ সংসারে,
তার কভু নাহি পরাজয়॥
বর্ষুক বিপদ শত ধারে।

বর্ষি বারি শত ধারে, পর্ব্বতের কলেবরে,
কি অনিষ্ট ঘটাইতে পারে ?
বিশ্বনাথ পরম আশ্রয় ;
দৃশ্যমান এ বিশ্বের, জীব জন্তু প্রত্যেকের,
ভিন্ন তিনি রক্ষক কে হয়!
তাঁয় করে যে অবলম্বন,
ধ্বংস নাহি নাহি তার, সঞ্জীবনী-সুধা-সার,
তার অধিকারে সর্ব্ব ক্ষণ।
লহ তাঁর চরণে আশ্রয়,
দুঃখ, দীন ভুলুয়ার, নিশ্চয় না র'বে আর,
হবে, সদানন্দ—সু-নির্ভয় ॥

—০—

৭৭। অসাধ্য।

সাধ্য কার, হস্ত-পদে করি সন্তরণ,
কূলহীন মহাসিন্ধু তরে ?
সাধ্য কার, বিদ্যা-বুদ্ধি-কৌশলের বলে,
বাধ্য করে পরম ঈশ্বরে ?
সাধ্য কার, প্রেম ভিন্ন, করি অত্যাচার,
বাধ্য করি রাখিতে অন্যকে ?
বাধ্য বলে,—অবসর পাইলে যা করে,
তার জন্য, দায়ী কে ভূ-লোকে ?
সাধ্য কার, গুণীর গৌরব বিনাশিতে,
রটাইয়া মিথ্যা অপবাদ ?
সাধ্য কার, শান্তি-সুখে রহিতে ভূতলে,
নিত্য করি, লোক সঙ্গে বাদ ?
সাধ্য কার, নিষেধিয়া, নিরস্ত করিতে,
সজ্জনের প্রতি অনুরাগ ?
সাধ্য কার, দণ্ড বিনা, মাত্র উপদেশে,
শান্ত করে পাষণ্ডের রাগ ?
সাধ্য কার, কৃপণ দাম্ভিক ধনাঢ্যকে,
মন্ত্র দিয়া ধর্ম্ম-পথে আনে।
সাধ্য কার, "জীবে দয়া-ধর্ম্ম" প্রচারিতে
মাংস-প্রিয় শার্দ্দূলের থানে ?
সাধ্য কার, কাম-ক্রোধ-লোভে যুক্ত রহি,
প্রাপ্ত হতে শান্তির সু-সার ?
সাধ্য কার, ব্রত-ভঙ্গ করে তপস্বীর,
গুরু-বাক্যে দৃঢ়-ভক্তি যার ?
সাধ্য কার, বিপন্ন করিতে তাকে পারে ?
সত্য-ন্যায় যাহার আশ্রয় ?
জিজ্ঞাসে ভুলুয়া, সাধ্য কার, তাকে মারে,
বিশ্বনাথ-পদে যে তন্ময়।

—০—

৭৮। প্রশ্ন।

সংসার-সঙ্কটে বিপন্ন অতিশয় ;
অন্ন-শূন্য, অবসন্ন।
বিপন্ন-পালিনী ! অন্নপূর্ণে, তোমা,
তাই ডাকি, নিষ্কৃতি-জন্য।
দীনার্ত্তি-হারিণি ! দৈন্য বিনাশিতে,
অন্য কে আছে তোমা ভিন্ন ?
বিশ্বে নিঃস্ব যত, বিশ্বাসি তাই তোমা,
আশ্বাসিত,—নহে ক্ষিন্ন।
হে বিশ্ব-জননি ! বিশ্বপালিনী তুমি,
আমিও বিশ্বের,—নহি অন্য।
নিঃস্ব বলিয়া যদি পরিহর ভুলুয়ায়,
গৌরবে কে করিবে গণ্য ?

—০—

৭৯। ভবিষ্যতের আশা মিথ্যা।

ভবিষ্যতে স্বচ্ছন্দে রহিবে, আশা করি,
গোয়ালন্দে দুর্গানাথ সিংহ,
পঞ্চাশ হাজার টাকা, রাখে ইষ্টিমারে,
অন্য বহু ইংরেজের সহ।
সাধ্য নাহি ছিল, দস্যু-চোরে, তাহা নিতে,
নির্ভাবনা ছিল মনে মনে।
কিন্তু তের শত যোল, আশ্বিনের ঝড়ে,
ষ্টিমার পদ্মায় নিমগনে।

অর্জ্জন করিল যাহা জীবন ভরিয়া,
বিসর্জ্জিত পদ্মার জীবনে,
অর্থ-শোক, বজ্রসম, অন্তরে বাজিল,
পক্ষাঘাতে হারা'ল জীবনে ॥

ভট্টাচার্য্য-তারিণী, ভিজিত বৃষ্টি-জলে ;
তাই করি অতি পরিশ্রম,
নির্ম্মিল সুরম্য গৃহ,—মধুমক্ষী যেন,
রচিল অপূর্ব্ব মধুক্রম।

ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাতে হইল নির্ভয়,
কিন্তু কাল-বৈশাখের শেষে,
অগ্নিতে পুড়িল গৃহ, ভট্টাচার্য্য দেশ,
তেয়াগিল অতি মন-ক্লেশে ॥

রাজা সে গোবিন্দলাল, ছিল রংপুরে,
ইচ্ছি, সুখে রম্য হর্ম্ম্যে বাস,
নির্ম্মিল অ-পূর্ব্ব হর্ম্ম্য, বহু পরিশ্রমে,
সঞ্চিত সম্পত্তি করি নাশ।

তের শত চারি সালে ভূমি-কম্প এল,
ভূমিসাৎ হ'ল সে ভবন,
হর্ম্ম্য-বাস-বাঞ্ছায় ত হ'ল বজ্রপাত !
উরু-ভঙ্গে হারা'ল জীবন !

পরমান্ন, পলান্ন, খাইব কল্য ভাবি,
অদ্য দুগ্ধ-মৎস্য কিনিলাম,
রাত্রি-শেষে মা মরিল, সর্পের দংশনে ;
কাঁদিয়া হবিষ্য করিলাম।

আজীবন-কষ্টে অর্জ্জি তঙ্কা দু-হাজার,
রাখে রাম মধুর নিকটে,
পত্নী-সঙ্গে মধু তা করিল অস্বীকার,
চাহিল সে যখন সঙ্কটে।

চারি বর্ষ দূরদেশে দাসত্ব করিয়া,
প্রাণ-প্রিয়তমা-পত্নী-তরে,
সংগ্রহিয়া বস্ত্র-ভূষা, প্রেমিক যুবক,
উল্লাসে চলিল নিজ ঘরে।

চলে, আর চিন্তে চিত্তে, "দাসত্বের ক্লেশ,
জুড়াইব তাকে অঙ্কে নিয়া ;"
উল্লাসে আসিয়া, বাড়ী দেখে অন্ধকার,
প্রিয়তমা গিয়াছে মরিয়া !

চিন্ত তাই,—কালচক্রে ভবিষ্যতে কার
অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিবে ?
তবু ভবিষ্যৎ-মোহে, উন্মত্ত অন্তর,
গম্য পথ ফেলি সে চলিবে।

ভাগ্যে কত বিড়ম্বনা আছে ভবিষ্যতে,
সংখ্যা তার কে করিতে পারে ?
দুর্গতির জন্য, রহ সর্ব্বদা প্রস্তুত,
সুখ যদি হয়, হ'বে পরে।

তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য্য, যাঁহার ইচ্ছায়,
যাঁহার ইচ্ছায় চরাচর,
অর্পি, সর্ব্ব ভবিষ্যৎ, পাদপদ্মে তাঁর,
শান্ত কর, ভুলুয়া, অন্তর।

—০—

৮০। আত্ম-পরিচয়।

কত কত রত্ন, চরণে দলিয়া,
যত্নে রাখিয়াছি কাচ ;
কত কত দিব্য অভিনয় হেলি,
দেখেছি ভালুক-নাচ।

কত কত সাধু-সিদ্ধ মহাজনে,
দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া,
কত নিন্দা করি কর্কশ বচনে,
দিয়াছি ধাক্কা মারিয়া !
কত কত মন্দ-কর্ম্ম করিয়াছি,
সন্দেহ না করি মনে,
কত ধর্ম্ম-কর্ম্ম দলেছি চরণে
দুর্জ্জন বন্ধুর সনে।

কত কত মন্দ-পথে হাটিয়াছি,
নিষেধ না করি গ্রাহ্য ;

কত কত পূজ্য পন্থা ছাড়িয়াছি,
সৌন্দর্য্য না দেখি বাহ্য।
কত কত ধীর মহান্তে না চিনি,
হীনে করিয়াছি গণ্য,
কত কত দিন, ধরিয়াছি ধ্বজা,
হীন-নরাধম-জন্য।

কত দিন কত সুবর্ণ-সুযোগ,
পাইয়াও ধরি নাই,
কত দিন বহ্নি পাইব আশায়,
ঘাটিয়াছি শুধু ছাই।

এতই অধর্ম্ম, এতই অকর্ম্ম
করিয়া গিয়াছে দিন,
সন্ধ্যার সময় বিভু-কৃপা চায়,
ভুলুয়া কি লাজহীন!

—০—

৮১। মনের মধ্যে সমস্ত।

ঝঙ্কারে বিহঙ্গ বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া,
সিন্ধু ভৈরবীর তানে অমৃত বর্ষিয়া।
মর্ম্মে বিরহীর তাহে উৎপাদয়ে দুখ,
জাগ্রত করিয়া, তার পূর্ব্বতন সুখ।

দম্পতি একত্রে তাহা করিয়া শ্রবণ,
বিশ্ব বিসরিয়া, দোঁহে আনন্দে মগন।
মাত্র এক শব্দ, কিন্তু দুই বিপরীত,
ভাবোদ্গারে;—শব্দের কি আশ্চর্য্য চরিত।

উত্তরে ভুলুয়া, নহে শব্দের স্বভাব,
চিত্ত যে প্রকার,—জাগে তার সেই ভাব।

—০—

৮২। সৎসঙ্গের প্রভাব সর্ব্বত্র দৃষ্ট নহে।

কর্কশ কঙ্কর সিন্ধু-নীর-মধ্যে রহে,
সিক্ত সারা জীবনেও নয়।
সিন্ধু করুণার, বিশ্বনাথ-শিরে রহি,
সর্প নাহি হয় প্রেমময়।

ধন্য হয় নরে, সাধু সঙ্গে মাত্র রহি,
বর্জ্জে তার ঘৃণ্য ব্যবহার,
অঙ্গে বসি জলৌকা ত রক্ত উদরস্থে,
কিন্তু সে কি বৃত্তি ছাড়ে তার?
পবিত্রকারিণী গঙ্গা-নীরে নিত্য ডুবি,
মৎস্য-নাশ না ছাড়ে ধীবর,
শ্রীচৈতন্য-গৃহে যত, রহিত মূষিক,
বস্ত্র কাটি করিত জর্জ্জর!
অতএব সাধুসঙ্গে, সর্ব্বত্র সমান
সু-মঙ্গল, সম্ভব না হয়;
উত্তরে ভুলুয়া, নাহি ব্যাকুলতা যার।
সাধু-সঙ্গ তার জন্য নয়।

—০—

৮৩। প্রশ্নোত্তর।

ঈশ্বরের করুণায় কার অধিকার?
হিংসা-শূন্য, বিশ্ব-প্রেমে চিত্ত পূর্ণ যার।
শত্রু-শূন্য কোন্ ব্যক্তি, কে পার বলিতে?
সিদ্ধ যিনি উপেক্ষা-সাধনে এ মহীতে।
কীর্ত্তির পতাকা স্থির এ ভূতলে কার?
সত্য-জন্য উপেক্ষিত জীবন যাহার।
সর্ব্বত্র সমান শ্রদ্ধা-পাত্র কোন্ জন?
পরার্থে যে করে, নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন।
যথার্থ স্বাধীন বলি গণ্য কোন জন?
সম্পাদে যে নিজ হস্তে নিজ প্রয়োজন।
সর্প-রাজ-বিষাপেক্ষা তীব্র কোন্ বিষ?
ভোগেচ্ছা, যা, এই বিশ্ব দহে অহর্নিশ।
তাপত্রয়ে কাহারা না হয় মুহ্যমান?
ঈশ্বরের পদে যারা বিক্রীত-পরাণ।
পুত্র-শোকে তপ্ত নহে কাহার হৃদয়?
অলঙ্কৃত আত্মানাত্ম-বিবেকে যে হয়।
নিত্য অশান্তিতে পূর্ণ বল কোন্ স্থান?
শূন্য-অনুগত্য,—যথা প্রত্যেকে প্রধান।
বাঞ্ছা কর এ সংসারে কার উপকার?

অর্পি মন-বুদ্ধি, তুমি আত্মীয় যাহার।
কোন্ পুত্র হয় বিদ্যাসাগর ঈশ্বর ?
পিতৃ-মাতৃ-পদে যার অনন্য অন্তর।
শত্রুর পাদুকা বহি, কার ভাই যায় ?
যার ভাই, ভাই ছাড়ে, পর-প্রত্যাশায়।
দস্যু আসি, কোথা গৃহ দিনে লুঠ করে ?
দ্বন্দ্বে যথা, নিত্য সহোদর সহোদরে।
সঞ্চিত সম্পত্তি করে বঞ্চিত কাহাকে ?
অর্থ নিয়া গোপনে যে পরহস্তে রাখে।
উৎসন্ন হইয়া কারা সর্ব্বস্ব হারায় ?
অংশীদার বঞ্চি, যারা নিজে সব খায়।
ধ্বংস করে, সম্পত্তি-জীবন, কার পরে ?
আত্মীয় খেদাড়ি, পরে বসায় যে ঘরে।
শত্রু স্বজনিতে, ভবে শক্তি বেশী কার ?
রসনাগ্রে বচনের দোষাধিক্য যার।
এ সংসারে সুযোগের দস্যু কোন্ জন ?
বিবাহে শ্বশুর-গৃহ যে করে লুণ্ঠন।
স্থির, আন্তরিক, ভাল বাসে কে আমায় ?
ক্রুটী মোর, যার চক্ষে আনন্দ বিলায়।
মৃত্যু-ভয়ে সংসারে নিশ্চিন্ত কোন্ জন ?
উত্তরে ভুলুয়া, যার বিশ্ব-নাথে মন।

—০—

৮৪। জড়ের দেশে স্বজাতির শত্রু স্বজাতি।

জিজ্ঞাসে কুঠারে বৃক্ষ, "তুমি শ্রেষ্ঠ জাতি,
লৌহ তুমি, আমি কাষ্ঠ হই ;
ভূ-গর্ভে খনির মধ্যে বসতি তোমার,
আমি এই বন-মধ্যে রই।
বিধাতৃ-বিধানে, তুমি সুদৃঢ় শরীর,
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ তব ঠাঁই,
সু-দুর্ব্বল আমি, তাই ক্ষুদ্রেও ধরিয়া,
দগ্ধ করি, করে মোকে ছাই।
ক্ষেত্র, যোত্র, ভার্য্যা, দেখ, মো-দোঁহার দেশে,
ভিন্ন ভিন্ন,—তব সঙ্গে মোর,
তা-সমস্ত-জন্যও না মালিন্য সম্ভবে,
তবু তুমি হিংসান্বিত ঘোর।
প্রজ্বলি হিংসায়, কর মোর মূলোচ্ছেদ,
কর সদা নির্দ্দয়াচরণ !"
উত্তরে কুঠার, "ভদ্র, কি দোষ আমার ?
তোমারি স্বজাতি এক জন,
পশ্চাতে রহিয়া মোর, মন্ত্রণা-সাহায্য,
দিয়া, যা করায়, আমি করি।
শত্রু নহি আমি তব, মূলোচ্ছেদ-তরে,
মিথ্যা কেন নিন্দ, মোকে ধরি ?
স্ব-জাতি তোমার, যদি সঙ্গ মোর ছাড়ে,
ধ্বংসি তোমা, সাধ্য কি আমার ?
ধ্বংস দূরে, উঠিয়া যে দণ্ডাইব আমি,
বিন্দুমাত্র শক্তি নাহি তার।
তোমার যথার্থ শত্রু, স্বজাতি তোমার,
অগ্রে তাকে কর সাবধান।"
ভুলুয়াও কহে, "লঙ্কেশ্বর কোথা মরে ?
বিভীষণ না দিলে সন্ধান।"

—০—

৮৫। দর্শনের উপায়।

বিদ্যমান যাহা এ তিন ভুবনে,
সমস্ত দর্শিতে পাই।
কিন্তু কি কহিব, আপন বদন,
দর্শিতে সামর্থ্য নাই !
পর্ব্বত, প্রান্তর, বন্দর, নগর,
সমস্ত দর্শিতে পারি,
কিন্তু যে বিরাজে অন্তরে বাহিরে,
তাঁহাকে দর্শিতে নারি।
সম্বোধে ভুলুয়া, দর্পণ ধরিয়া,
দর্শহ আপন মুখ।
দিব্য-চক্ষু মেলি দর্শি বিশ্ব-নাথে,
অন্তর, অন্তর-দুখ।

—০—

৮৬। পশুবলের গৌরব নাই।

শক্তিশালী হস্তীতুল্য কোন্ জন্তু আছে ?
—সর্পের সমান কে ভীষণ ?
মুক্ত কে পক্ষীর তুল্য, বর্ত্তে মহীতলে ?
তবু সহে প্রত্যেকে বন্ধন।

বুদ্ধি-বলে মানুষ প্রধান সর্ব্বোপরি,
ধন্য তার তপস্যার বল ;
সন্নিকটে যে বলের, চূর্ণ পশু-বল,
স্বর্গে পরিণত ধরাতল।

প্রভুত্ব বা সম্রাটত্ব শ্রেষ্ঠ কিসে গণি ?
সাক্ষী তার রুশিয়ার জার,
হইয়া সম্রাট-শ্রেষ্ঠ, হস্তে ঘাতকের,
নির্ব্বংশ সহিত পরিবার।

কিন্তু তপস্যার বলে, বলী যীশুখৃষ্ট,
শঙ্কর, চৈতন্য, বুদ্ধ, যত,
বিশ্ব-ব্যাপী, অক্ষয়, রাজত্ব তাহাদের,
বিশ্ব চির-স্থির, অনুগত।

রে ভুলুয়া ! সত্য সমুঝিয়া,
তপস্যার জন্য হও বদ্ধ-পরিকর,
মত্ত পশু-বলে, না হইয়া।

—০—

৮৭। নির্ব্বোধ।

মিথ্যা এক বলি, তাহা সংশোধন-তরে,
মিথ্যা কহে বার বার, নির্ভীক অন্তরে,
কপালে লাগিলে কালি,
বোতলের কালি ঢালি,
ধৌত করিবার জন্য যতন সে করে ,
নির্ব্বোধ তাহার তুল্য, বর্ত্তে কে ভূ-পরে !

—০—

৮৮। আত্ম-তত্ত্বের প্রশ্নোত্তর।

জিজ্ঞাসেন কাশীধামে, সন্ন্যাসী মণ্ডল,
"কে তুমি ?—কি অবস্থা তোমার ?"
উৎসাহে উত্তর দিনু, "মহা মহেশ্বর,
পুত্র প্রিয়তম আমি তার।
রাজ-রাজেশ্বর তিনি, আমি রাজ-পুত্র,
অবস্থাও রাজারই মতন।
সর্ব্বদা সন্তোষে পূর্ণ, অভাব-বিহীন,
নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ।

মঙ্গলার্থে গৃহস্থের, ভিক্ষান্ন-গ্রহণ,
পর্য্যটনে আনন্দ অপার।"
কীর্ত্তনে ভুলুয়া, "যার পিতা বিশ্ব-নাথ,
তাহাকে কি আছে জিজ্ঞাসার ?

—০—

৮৯। ব্রহ্মচর্য্য হীন।

কি কহিব !—দুঃখের কপাল !
সর্ব্বদা মস্তক ঘোরে, শক্তি দেহে নাই,
যৌবনে আগত বৃদ্ধ-কাল।
বিস্তৃত এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মী সুখে রহে,
দর্শি এ দৃষ্টান্ত সর্ব্বক্ষণ।

কিন্তু এ দুর্ব্বল-চিত্ত, কর্ম্ম নিরীক্ষিলে,
অগ্রে দূরে করে পলায়ন।
মাত্র পদ চলিতে, ভাঙ্গিয়া আসে জানু,
বহির্গত কলেবরে ঘাম।

পূর্ণ এ বয়সে, আমি অকর্ম্মা অক্ষম,
সর্ব্বস্থলে আমার দুর্নাম !
স্ফূর্ত্তি-হীন চিত্ত মোর, বিরক্তি সর্ব্বদা।
মনে হয়, মোর কেহ নাই।

দুঃখের সঙ্গীত মোর, কিছু ভাল লাগে,
বোধ্য নহে, কিসে শান্তি পাই।
দুর্গতি এমন মোর, কি নিমিত্ত হ'ল,
শক্ত কে বলিতে তত্ত্ব তার ?
উত্তরে ভুলুয়া, "ঘটে তারই এ দুর্গতি,
ব্রহ্মচর্য্যে দৃষ্টি নাহি যার।

—০—

দ্বিতীয় দিন

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০—

বিপদ দর্শনে।

শুন মা, আনন্দময়ি! বলি তোমার ঠাঁই।
বিপদে বিপন্ন হ'লে, আমার দুঃখ নাই।
তোমারই ত দেওয়া বিপদ,
বিপদ আমার মহা সম্পদ,
প্রতিকূল করুণা ইহা, দর্শি সর্ব্বদাই।
কারণ, এ জীবনের লক্ষ্য, ভক্তি তোমার চরণে,
তাহা বিপদেই মা পাই।
যখন মা বিপদে থাকি,
তখন তোমায় যেমন ডাকি,
যেমন ভক্তি-বিভোর থাকি, তাহার সীমা নাই।
তাই, বিপদই মা সম্পদ আমার,
সন্দ তাতে নাই॥
আনন্দের প্রার্থী আমি,—আমি কেন? যত আর,
আনন্দের উদ্দেশে করে, ছুটোছুটি অনিবার।
ভবে তত্ত্বদর্শী যাঁরা, সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁরা,
স্থির আনন্দ নাই মা ভোগে,
দিতে নারে এ সংসার।
স্থির আনন্দের হেতু, মাত্র ভক্তি-যোগ তোমার।
তোমার পদে মন যে বাঁধে,
তোমার তত্ত্ব যে জন সাধে,
তোমার ভাবে যে জন কাঁদে,
সে ভক্তি-যোগ তার,
আর, তোমার তত্ত্ব-পরসঙ্গে, তন্ময় যে মহান,
স্থিরানন্দে, তাঁরই অধিকার॥
অজ্ঞ আমি, ভক্তির তত্ত্ব, কিছুই না জানি,
আর, তুমি যে মা আছ এক জন,
তাও নাহি মানি।
তোমার খেয়ে তোমার প'রে,
তোমার ঘরে শয়ন ক'রে
র'য়ে মা, তোমার আদরে, তোমায় না চিনি।
—অধিক কি আর বল্‌ব?
আমার সব, জান তুমি!
অকর্ম্মা, অধর্ম্মা, আমার মত বিশ্বে নাই।
ধৃষ্ট, দুষ্ট, যত আছে,
শ্রেষ্ঠ তার এক জন আমি॥
এই যখন, অবস্থা আমার, হে আনন্দ-দায়িনি!
তখন, সম্পদে সুখ-ভোগে আমার,
ভক্তি লাভের আশাই নাই আর।
খুব বিপদে, দুঃখে পড়্‌লে, মা তোমায় চিনি।
চিনি, তখন তোমার নামের মহিমাও জানি।
বিপদ, আছে বলেই আছ তুমি,
আর আছি আমি।
বিপদ এবার, দৃষ্টি-শক্তি, দান করেছে জননি॥
যদি বিপদ না হ'ত, যদি অভাব না র'ত,
তবে, তোমার নাম নিলে যে, বিপদ যায় গো মা,
তাহার প্রমাণ কে দিত?
বরাভয়দায়িনী তুমি, তুমি বিপদ-নিস্তারিণী,
দুস্তরে ত্রাণ-কারিণী, শান্তি-দায়িনী,
এত নাম কিসে হ'ত?
আবার, বিপদ্-মুক্ত হ'লে পরে,
যে আনন্দ ভোগে নরে,
কোথায় তা পেত?
বিপদ্ আছে বলেই, সম্পদের সুখ,
বোঝা যায় মা সতত॥
এমন জনম পেয়েছি, এমন সহায় পেয়েছি,
এমন সুযোগ পেয়েছি, সকল বল্‌ব কত আর?
আবার, মুক্ত আছে, এবার আমার,
সকল দিকের দ্বার।
এতেও যদি মা, তোমায় না ডাকি একবার,

তবে, মানুষ হয়ে লাভ কি হ'ল,
পশু হওয়াই ভাল ছিল,
আলোর দেশে এসে, আমার চৌদিকে আঁধার।
তাই, নিরানন্দময় মা, আমার আনন্দের বাজার ॥

তাইত মা, আনন্দ দিতে,
এ অলস অধমের চিতে,
দয়াময়ি! দেও মা একটু বিপদের ঝঙ্কার ?
ঝঙ্কারে মোর চৈতন্য হয় মা,
বিপন্ন হলে, তোমায়, ডাকি মা, একবার ॥

ডাকি, কিন্তু ভক্তির জন্য, সে ডাক নয় গো মা !
যাতে বিপদ দূরে যায় মা,
ভোগের বস্তু সুস্থির র'য় মা,
উদ্দেশ্য হয় মাত্র, মাগো, আমার সে ডাকার।
তাহাও আমার মন্দের ভাল মা,
নইলে, ডাকাই ত আর, নাই আমার ॥

শুধু বিপদেই ডাকি, তোমায় নির্ভরি থাকি,
তোমার, নাম নিয়ে মা উঠি, বসি,
হাসি, কাঁদি, অনিবার।
তখন এমন, অবস্থা হয় মা,
আমি, হই যেন মা, নির্ব্বিকার।

তখন বুঝি, তোমার পদে, মন যে বাঁধে,
ভয় কি তার !
মৃত্যু তখন এলে নিতে,
তোমার চরণ স্মরি চিতে।
জয় মা বলে' উঠে' দাঁড়াই,
স্পষ্ট বাক্যে বলি আর,
"সন্তান আমি, এবার কালী কুল-কুণ্ডলিনী মার,
থাকি তাঁহার চরণ-তলে, ধারি না তার ধার।"

যে দিন মা, তোমাকে ডাকি,
সে দিন ত আনন্দেই থাকি,
দেখি, শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী, চৌদিকে আমার।
সে দিন, শত্রু-মিত্র-জ্ঞান থাকে না,
আত্ম-পর-ভেদ থাকে না,
থাকে না সংসারের "আমি" দেখি সব ফাঁকী।
তখন যত্নে তোমার শ্রীমূর্ত্তি মা, অন্তরে আঁকি ॥

সে দিন, দেখি মা শ্যামে,
শান্তি যা তোমার নামে,
ধরা-ধামে নাই মা তাহার, তুল্য এক রতি।
তাইতে বুঝেছি এই সার,
বিপদ আমার, বিপদ নয় মা, সাধন-সঙ্গতি ॥

আমার বিপদই মঙ্গল, বিপদ সাধনার সম্বল,
বিপদ আমার শিক্ষাগুরু, তত্ত্ব-শিক্ষা-স্থল।
আমি, বিপদে মা যেমন থাকি,
যেমন হই নির্ম্মল,
নয় মা তেমন, সুর-লোকের, মন্দাকিনী-জল !!
আমার মায়াবিষ্ট মন, সদা অশিষ্ট, দুর্জ্জন,
বিশিষ্ট কর্ম্ম-যোগে, নিবিষ্ট, নয় মা, এক ক্ষণ।
তুচ্ছ ধনে, তুচ্ছ মানে, আপনাকে ধন্য মানে,
তোমার পানে চায়না, কাণে লয়না
তোমার সু-বচন।
তোমার শ্রীমূর্ত্তি-মাধুর্য্য, মাগো, করে না ঈক্ষণ ॥

যদি আমোদ প্রমোদ পায়,
আপন ওজন ভুলে যায়,
যত, মিথ্যা বিষয়, চিন্তা করে মা,
তাকে ফিরান হয় দায়।
কিন্তু বিপদ যখন হয়, তখন উপজে এক ভয়,
ভয় কি ভীষণ ! ভাবি, বুঝি এ তনু হয় লয়।
আনাহার অনিদ্রা ঘটে, বসন রয়না কটী তটে,
দশ দিকে মা, সব অন্ধকার, জগৎ যেন শত্রুময় !
অসহায়, অনুপায় হয়ে, অভয়-দায়িনি !
তখন, স্মরে তোমায় এ হৃদয়।

তোমার স্মরণই মঙ্গল, স্মরণ সর্ব্বতীর্থের ফল,
স্মরণ, মুক্তিদাত্রী সুরধুনীর সুপবিত্র জল।
স্মরণ, ভুবন-মঙ্গল মা শিবে, ব্রহ্মাণ্ড-মঙ্গল !

স্মরণ, আমার মত অভাজনের, জীবনের সম্বল।
সেই স্মরণ মোর বিপদে হয় মা,
বিপদ নয় মা অমঙ্গল ॥

যখন, লুসাই দেশে যাই মা মোরা,
সন্ন্যাসী ছয় জন,
মহাপুরুষ দেখ্‌তে যেতে, ভুল হল পর্ব্বতের পথে,
বিতাড়িত-লুসাই-পল্লী-মধ্যে গেনু, মা তখন।
শত্রু ভেবে, তারা মোদের করিল বন্ধন।
তুলিয়া পর্ব্বত-শিখরে, কচ্ছপ ছাঁদে যেমন করে,'
হস্ত পদ তেম্‌নি ছেঁদে,
ছন্দন-বন্ধন-ছেদন-করিণি ?
তারা, রাখ্‌ল ফেলে, নির্জ্জীবের মতন।
তখন, "কোথায় তুমি দুঃখ-হরে,
দুর্গে," বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অশ্রু ফেলি ডেকেছিলাম,
ভেবেছিলাম, নিকটে মরণ,
আর, ভেবেছিলাম, তোমা ভিন্ন,
রক্ষে কে জীবন !

তখন, সন্তানের বিপদ হেরি, দয়ারূপে দিগম্বরি !
উদিলে তাহাদের হৃদে, উলুটিয়া দিলে মন
ঘটালে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আশ্চর্য্য এক অঘটন।
শত্রু হ'ল দয়ার সিন্ধু, ছিন্ন করি দিল সে বন্ধন।
শেষে, সঙ্গে করি নিয়ে এল,
সুনাই পথে দিয়ে গেল,
সঙ্কটে যে সহায় তুমি, পেলাম তাহার নিদর্শন,
ডাকার মত ডাক্‌,—যদি ডাক্‌তে পারা যায়,
করা যায়, এম্‌নি তোমার, নামের প্রভাব দরশন।

প্রহ্লাদের বিপদ হল, দুরন্ত দৈত্য-করে, মা,
সহায় কেহ রইল না তার,—
রইল না যন্ত্রণার সীমা।
তার যে বিপদ ঘটেছিল, তাতেও সর্ব্ব-মঙ্গলে,
ঘট্‌ল এক অপূর্ব্ব লীলা, এই ধরাতলে।

মন প্রাণ একত্র করি, চক্ষে বিগলিত বারি,
প্রহ্লাদ যেমন বল্লেন "হরি", মা,
অম্‌নি তুমি হুঙ্কারিণী করিলে হুঙ্কার,
নির্গুণা সগুণা হ'লে, নরসিংহ রূপ ধরিলে,
স্ফটিকের স্তম্ভ ফাটি, হলে বিরাট অবতার,
মহাশক্তির মহাবিকাশ,
সু দুর্জ্জয় দানবে তুমি করিলে সংহার !
দুষ্ট দানব, হোক্‌ না কেন যতই বলবান,
নির্দ্দোষীকে উৎপীড়িলে,
নিকটে তাহার অবসান।
দুর্ব্বলের সহায় তুমি,
উৎপীড়কের পীড়ক তুমি,
তুমি সত্য-ন্যায়ের মূর্ত্তি,
কালের বক্ষে তোমায় স্থান।
কালে কর্ম্মফল প্রদানি,—দেখাও তোমার,
শাসনের বিধান।
তুমি ভক্তের সঙ্গে রও, তুমি ভক্তের রক্ষক হও,
তুমি নও মা কভু, দুষ্টের দুষ্ট-কার্য্য-সমর্থক,
তাহা, ভক্তে একটু বিপদ দিয়ে, বিশ্বকে বুঝায়ে দেও।
হিরণ্যকশিপুর বিনাশ, প্রহ্লাদের প্রতি আশ্বাস,
বিশ্ব-বাসীর ত্রাস-নাশিনি ! বিশ্বাসীকে এই বুঝাও,
অন্তরে, সাহস-বাঁধি, নিরবধি, কার্য্য সাধি, চলি যাও।
আরো বুঝাও, মহৎ-কর্ম্মে, কর্ম্মী যে মহান,
তুমি তাহার বোঝা বও ॥
তাইতে বুঝেছি এই মা, আমার সোহাগ-করা মা !
বিপদ ঘটুক, সঙ্কট আসুক,
আমার যাহা প্রয়োজন, তার অভাব হবে না।
মন বিপন্ন হবে যখন, ডাক্‌ব কেবল
তোমায় তখন,
অশিব-নাশিনী নামের দেখ্‌ব মহিমা।
আমিও দেখ্‌ব, জগৎও দেখ্‌বে,—
ভুলুয়া লিখ্‌বে দেখে,
পেলেম না, করুণার সীমা ॥

—০—

শ্রীশ্রীব্রহ্মচারিণী।

"অর্চ্চনে যে ব্রহ্মচর্য্যে, মৃত্যু নাহি তার।"

ভজন-কীর্ত্তন।

মন রে যে সুখে, পরমায়ু-ক্ষয়
পরম মঙ্গল ঘটে না।
সে সুখের তরে, এ উচ্চ জনমে,
প্রয়াস কভুও খাটে না॥

তুচ্ছ-সুখ-ভোগে, প্রয়াসী যে হয়,
উচ্চে দৃষ্টি তার উঠে না।
অন্ধকারে ভরা, অন্তর তাহার,
নিত্যানন্দ তায় ফুটে না॥

যত্ন না নিলেও দুঃখ যথা আসি,
ঘরে ঘরে ঘটায় যাতনা।
জীব মাত্র তথা, ইন্দ্রিয়ের সুখ,
স্বভাবেই হয় ঘটনা॥

পরম মঙ্গল- ময় পরমেশ ;
মঙ্গলে যদি বাসনা,
সুখের প্রয়াসী মঙ্গলাশী মন,
তাহার ধেয়ানে বস না॥

ভোগাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ, সদানন্দ-ধাম,
তাহা, ভুলুয়ার মনে উঠে না।
তাই তার ভালে, আর এ সংসারে,
এক বিন্দু শান্তি জুঠে না॥

—— ঝিঝিট-একতালা। ২৭

কাল যদি তব প্রতিকূল, তবে,
কালী-নাম কেন স্মর না।
কাল চিরকাল কালী-পদ-তলে,
সে কথা কি তুমি জান না?
অভাব-পেষণ প্রতিদিন সহি,
হয় যদি অতি যাতনা,
তবে কেন কালী- কল্প-তরু-তলে,
ছুটিয়া যাইয়া ব'স না॥
কল্প-তরু-তলে, বসতি করিলে,
অভাব কভুও হবে না।
অধিকন্তু তার শীতল-ছায়ায়,
দূর হবে মন-বেদনা॥
উত্তরে ভুলুয়া, কথা ত যথার্থ,
কিন্তু কিসে বসি ব'ল না?
লোহার বন্ধনে, বেন্ধেছে সংসার,
খোলার পথ আর হ'ল না॥

—— ঝিঝিট-একতালা। ২৮

কাল, তোমায় এক অনুরোধ, আর
মোর প্রতিকূলে যেও না।
প্রতিকূলে যেয়ে, প্রতিকূল হয়ে,
প্রতিদিন দুখ আর দিও না॥
তুমি যাঁর পদ- তলে বাস কর,
মা আমার সেই ললনা।
তার, করে কাল-অসি ভালে কালানল,
সে বড় প্রখরা, ভীষণা॥
আমায় দুঃখ দিলে, আমি যদি সই,
মা আমার, তা ত' সবে না।
সে মা, সন্তান-গরবে, বড় গরবিনী,
সে কথা কি তুমি জান না?
তার রোষে কত, রবি-চন্দ্র খসে,
নিশি-দিনের ভেদ থাকে না।
তার, নিঃশ্বাসে প্রলয়, ঘটে বিশ্ব-লয়,
কারো দর্প, সে ত রাখে না॥
ভুলুয়া গায় কালী- নাম যার মুখে,
কাল তার পাছে হাঁটে না।
হাঁটিলে কি হবে, কালী-নাম যথা,
কালের জোর তথা খাটে না॥

—— ঝিঝিট-একতালা। ২৯

যে বলে বলুক মিথ্যা কালী-নাম,
আর তার কথা মানি না।
মহামহীয়সী ত্রিলোকেশী কালী-
পূজা ভিন্ন, অন্য জানি না॥

বরাভয়-দাত্রী জগদ্ধাত্রী-কালী-
পূজায় যে কত মহিমা,
রামকৃষ্ণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
নাহি পাই যার উপমা ॥
পৃথ্বী ভরি যাঁর কীর্ত্তি গায় লোকে,
সম্মানের নাহি সীমানা।
আশীর্ব্বাদে যাঁর শ্রীবিবেকানন্দ,
অদ্বিতীয়,—নাহি তুলনা ॥
স্বামী হরানন্দ, মহেশ-মণ্ডল,
কালী-নাম করি সাধনা,
ইচ্ছা-মৃত্যু মরে, আমারি সাক্ষাতে,
সে যে কি অদ্ভুত ঘটনা !!
ভুলুয়া ভণয়ে কাল পূজে কালী,
কে না পূজে, এমন দেখিনা।
এখন, বাজে লোকের মিছা কথায় কাণ দেওয়া,
এ বয়সে আর চলে না ॥

—— ঝিঝিট-একতালা ৩০।

এ দুখ ভাল মা আমার।
এ মন, দুখেই ভাল হবে, দুখেই ভাল র'বে,
দেও মা, দুখ, আমায় বার বার ॥
তুমি ত সুখ দিয়ে, দিয়েছ বাড়িয়ে,
তাই ত মনের এত অহঙ্কার,—
উপদেশ মানে না, হিত পথে চলে না,
হয়েছে পাষণ্ড দুরাচার ॥
যদি দুখ পাইত, সোজা হয়ে রইত,
লইত না মা ফিরে, কুপথ আর।
এবার, সুখ-ভোগ লাগিয়ে, যেতাম না বহিয়ে,
এড়া'তাম মা কালের অধিকার ॥
এবার, থামত নয়ন-ধারা, ও মা, দুঃখ-হরা,
শান্তিময় হ'ত এ সংসার।
তোমার দয়াও হ'ত, ত্রিতাপ হ'ত গত,
করিতাম না এত হাহাকার ॥
কু-কাজ রাশি রাশি, করি দিবা-নিশি,
হ'ল, কু-ভাষা রসনার অলঙ্কার।
তুমি, তবু কোলে কর, সকল দুঃখ হর,
সইতে নারি আর ত দয়ার ভার ॥
রাজ-রাজেশ্বরী, তুমি, মা শঙ্করি !
করা উচিত তোমার সু-বিচার।
যে জন, রাজ-বিধি মানে না, কু-কর্ম্ম ছাড়ে না,
পাত্র সে কোথায় করুণার ?
আমার দুখ হবে, তাতে ভয় নাই শিবে,
এই ভয় মা এখন ভুলুয়ার,
পাছে লোকে বলে, হলে তোমার ছেলে,
হয় না তাহার দোষের সু-বিচার ॥

—— মিশ্র-একতালা। ৩১

যা কর তারিণি, তাই হবে।
আমি, জানি গো মা ব্রহ্মময়ী, তোমা ভিন্ন,
এ ভুবনে, কিছু না সম্ভবে ॥
অনন্ত আকাশ-পথে চলে রবি, চন্দ্র, তারা,
অভ্রভেদী গিরিশির, সমুদ্রে সলিল-ধারা,
অন্য যত দৃষ্ট চরাচরে,—
সমস্ত তোমারি কাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড-রঙ্গালয়ে,
কর মা সুখদুঃখ-নৃত্য, নৃত্য-কালী নিত্য হয়ে,
তোমার, সাধক-ভাবুক-ভক্তে, অনুভবে অনুভবে ॥
সুগতি-দুর্গতি ঘটে, সুখ কিংবা দুখ্ পাই,
জানি মা সমস্ত মূলে, তোমা ভিন্ন কেহ নাই।
তোমার অভিনয়ে মত্ত সবে,—
তাই, দুর্গা, দুর্গা, বলি, বিপদে ও আনন্দে চলি।
সঙ্গে রহি, ভুলুয়ার, নির্ভয়ে নীরবে ॥

—— মিশ্র-কাওয়ালী। ৩২

অসম্মান, উৎপীড়ন, তায় কি করিবে বল আর ?
আছে, ধন-মান, মন-প্রাণ, দুর্গাপদে
সমর্পিত যার।
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা-পদে বাঁধা যার মন,
তুচ্ছ ধন-মান-গর্ব্ব, করে না সে অন্বেষণ।

অনুক্ষণ দুর্গা-নাম-ধ্যানে থাকে নিমগন,
জীবনে মরণে তুল্য, প্রফুল্ল অন্তর তার ॥
দুর্গা-নামামৃত-পানে যে আনন্দে সদা রয়,
তার সঙ্গে ধন-মান-গর্ব্বে কি তুলনা হয় ?
চন্দ্র ছাড়ি চকোরে কি, জোনাকী-আশ্রয় লয় ?
ভক্ত্যানন্দ সমুঝিতে, সাধারণে সাধ্য কার ॥
ভোজনে, ভ্রমণে, কিংবা উত্থানে, শয়নে, যায়,
একাগ্র অন্তরে অগ্রে, স্মরণ করে দুর্গা-পায়।
আমিত্বকে দিয়ে বলি, "যা করেন মা দুর্গা," বলি,
নির্ভয়ে, নির্ভর করি, কর্ম্মে হাঁটে অনিবার ॥
কীর্ত্তি বা কলঙ্ক রটে, সম্পদ বিপদ হয়,
সে জানে, সব, ব্রহ্মময়ী-ইচ্ছা ভিন্ন কিছু নয়।
মর্ম্মে ব্যথা যদি ঘটে, দুর্গাপদে নিবেদয়,
ভুলুয়া সমস্ত জানে, শত্রু-মিত্র নাহি তার ॥

—— মিশ্র-কাওয়ালী। ৩৩

ঐ, কালো রূপের, তুলনা কি, আছে মন ?
যে জন, কালোরূপে, নয়ন সঁপে,
তারই সূক্ষ্ম দরশন ॥
নয়নের তারকা কালো,
তাই ত দেখি জগৎ আলো,
আলোকের আকর প্রভাকর, কালো বরণ,—
মন রে, ঘন-কোলে রয় বিজলী,
তাই ত শোভা তার এমন ॥
নিশা কালো তাই ত ভাল,
চাঁদের সুধামাখা আলো,
কালো ভিন্ন হয় না আলোর, মধুরত্ব প্রকটন,—
দেখ, কালো আকাশ, তাই ত প্রকাশ,
ধবলগিরি সুশোভন ॥
কালো রূপের মাধুরিমা, বুঝেছিল ব্রজাঙ্গনা,
বুঝিয়া শিব, ভাবে বিভোর,
কালীর পদে অচেতন,—
ভুলুয়া গায়, ঐ রূপে হয়, মরণের ভয়-নিবারণ ॥

—— মিশ্র-কাওয়ালী। ৩৪

মন রে, কার সাথে কর চালাকি ?
ও যে সুচতুর চূড়ামণি, লাখে তুল্য না দেখি ॥
পাতি মায়া-মোহ-জালে,
জড়ায় ও অজ্ঞান-জালে,
এড়া'তে উহার কৌশল, ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য কি ?
তুমি জালের মধ্যে ব'সে বল,
উদ্ধারের আর কি বাকী ?'
মনে মেখে কাদা মাটী, বাহির কর পরিপাটী,
খাঁটা খাঁটী বলে লোকে,
তুমি ভাব হ'লাম কি,—
ও যে, মনের মধ্যে ব'সে দেখে,
ও তাহাতে ভুল্‌বে কি !!
ভুল্‌বে না ও মুখের কথায়,
চূর্ণ কর্‌বে সাজায় সাজায়,
রক্ষা চাও ত মনে মুখে,
ভুলুয়া লও এক শিখি,—
আর, মুখে বল, "কৃষ্ণ, কালী,"
কালকে যদি দেও ফাঁকী ॥

—— ঐ সুর। ৩৫

কালী নাম মন্ত্র, সাধরে যতনে,
বিফলে দিন তোমার যাবে না।
এ নামের গৌরবে, সদা সুখে র'বে
হবে না রে, দুখ আর হবে না ॥
ইহকালে সুখ, হ'ল না বলিয়ে,
হ'ওনা হতাশ, হ'ওনা।
সদা, কর কালীনাম লভিবে আরাম,
মরণ তোমারে ছুঁবে না ॥
মায়ার কুহকে, আহ্লাদে পুলকে,
সহ নিত্য নব যাতনা।
এবার, "কালী, কালী" বলে, এড়াও রে জঞ্জালে,
দিন গেলে, দিন আর পাবে না ॥
ভবে, কত এসেছিল, কত চলে গেল,
কিছুই ত স্থির র'ল না।

তোমারো এমতি, যাইতে হইবে,
চিরদিন তুমিও রবে না ॥
ক্ষণস্থায়ী সুখ, হোক্ বা না হোক্,
ভুলুয়া রে, তাহা ভেবনা।
সদা, বল "কালী, কালী," পরকাল-সুখে,
বঞ্চিত হইতে হবে না ॥

—— ঝিঝিট-একতালা। ৩৬

তোমাকে ডাকি মা তাই।
তোমা ভিন্ন আর, এ তিন ভুবনে, আমার কেহই নাই ॥
আশ্রিতে তুমি, রক্ষিকা সদা, শুনিয়াছি বার বার।
তুল্য তোমার, করুণা-মূর্ত্তি, সংসারে নাহি আর।
চন্দনে তাই, চর্চ্চি কুসুমে, পরশি গঙ্গা-জল,
অর্চ্চি ও-পদ, প্রার্থি এখনে, মাত্র ভক্তি-বল ॥
জন্মে জন্মে, তব মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন যেন গাই।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ, প্রার্থনা মোর নাই ॥
তোমারি ভক্ত-সাধক-সঙ্গে, তব প্রসঙ্গ তুলিয়া,
সুরস-রঙ্গে, সাঙ্গ যেন মা, করে এ জন্ম ভুলুয়া ॥

—— কীর্ত্তন। ৩৭

করুণা-রূপিণি! শুন,
এ দেহ-অন্তে, এ মহীমঞ্চে,
মোকে না আনিও পুনঃ ॥
যে স্থানে ঘটে, লাঞ্ছনা সতে, উচ্চে অসাধু যায়,
সত্য সতত, মর্দ্দিত পদে, মিথ্যা আদর পায়।
সন্তাড়িত, শিষ্ট সাধক, সম্বর্দ্ধিত দুষ্ট।
ভৃত্য দেবতা, ভূতে প্রভুত্ব, প্রেতের শরীর পুষ্ট।
সভ্যতা যথা, বিলাস-ব্যসন, অর্থই যথা প্রাণ,
সজ্জনে জ্বালা, সর্ব্বদা দিয়া, দুর্জ্জনে সুখ-দান।
অন্ন-বসন-শূন্যা, মা, সতী, কুলটা স্বর্ণ পরে;
পূজ্য খলতা, সত্য-সাধকে, মূর্খে গণ্য করে।
ঘৃণ্য এ লোকে, আর না আনিও, প্রার্থনা তব পায়।
অন্ত যে ভাবে, ভুলুয়ার দিন, বাক্যে বুঝান দায় ॥

—— কীর্ত্তন। ৩৮

এখানে আসার, কথা ত ছিল না,
তবু কেন হেথা আসিলাম।
কোন্ প্রয়োজনে, কে আনিল হেথা,
তাহাও ত নাহি বুঝিলাম ॥
মোর মত দীন কাঙ্গালের প্রভু,
আছে একজন শুনিলাম।
আশার আশায় তাই বুক বাঁধি,
তায় দেখিবারে ছুটিলাম ॥
কত দেশ, কত পাহাড়, প্রান্তর,
তাঁহার লাগিয়া ঘুরিলাম।
কোথায় সে মোর কাঙ্গালের প্রভু,
কত জনে ডাকি সুধা'লাম।
চাই যাহা, তাহা কেহ না কহিল,
কি কহিল, নাহি বুঝিলাম।
আশার উপরে তবু আশা করি,
ঘুরিতেছি আমি অবিরাম ॥
জান যদি কেহ, দেও গো বলিয়া,
কোথায় সে প্রভু প্রাণারাম।
যাঁহার অভয় চরণ দু'খানি,
ভুলুয়ার চির সুখ-ধাম ॥

—— কীর্ত্তন। ৩৯

তৃতীয় দিন

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—০—

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ ;
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"হে দুর্গে! তোমার স্মরণ করিলে, প্রাণিগণের ভয় বিনষ্ট হয়; সুস্থচিত্তে স্মরণকারী মনুষ্যগণকে তুমি অতিশয় মঙ্গল প্রদান কর; হে দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয় হারিণি! তোমা ভিন্ন, জীবগণের সর্ব্বপ্রকার উপকার সাধন করিতে, দয়ার্দ্র-চিত্তাই বা আর কে আছে?"

জয় দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী দুঃখ-হরা,
আর্ত্ত-ভীত-চিত্ত-প্রতি, কৃপায় অধরা।
পদাশ্রিত সুস্থে মহা মঙ্গল-দায়িনী,
দুস্থ ভক্ত-দুঃখ-ভয়-বিনাশ-কারিণী।
নিস্তারিণী তুমি, এই প্রার্থনা তোমায়,
মৃত্যু যেন পরশিতে নারে ভুলুয়ায় ॥

রাত্রি, অদ্য, কামাখ্যা-পর্ব্বতে পোহাইল,
অঙ্গে মাখি, স্নিগ্ধ জ্যোতি, অরুণ উদিল।
লজ্জায় অদৃশ্যা উষা, যেন কুল-বধূ;
পশ্চিম গগনে ম্লান, কুমুদিনী-বঁধু।

মঙ্গলার মঙ্গল-আরতি নিরীক্ষিতে,
দক্ষিণীয় বায়ুকুল লাগিল আসিতে।
ব্রহ্মপুত্রে মস্তক তুলিয়া যত জল,
পর্ব্বতে উঠিতে নারি, করে কোলাহল।

বন্য-টিয়া কুড়ু-কুড়ু টিকারা বাজায়,
কোকিল শানাই-কণ্ঠে সুললিত গায়।
দীর্ঘ তরু অরণ্যের, মাথা নাড়ি নাড়ি,
বাদ্য শুনি, আরতির, বলে "বলিহারি" ॥

প্রত্যূষে সিনান করি যত ভক্তগণ,
কুণ্ড-তীরে, পূর্ব্ব মত দিল দরশন।
সন্ন্যাসি-মণ্ডল, ক্রমে বসিলেন আসি,
যাত্রী যত, দণ্ডাইয়া কেহ, কেহ বসি।
সন্তান শ্রীপূর্ণানন্দ-সম্মুখে বসিল।
পূর্ব্ব মত প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল।

স্নেহ ভরে পূর্ণানন্দ বলেন সন্তানে,
"যাত্রী বহু দেখ, অদ্য তব সন্নিধানে।
ব্যাখ্যা তব অত্যুত্তম, শুনিতে আগ্রহ;
মঙ্গলার্থ প্রত্যেকের, হিতবাক্য কহ।
দুঃখ কিসে যায়, যায় নরক-যন্ত্রণা,
সংক্ষেপে, তাহার তত্ত্ব, কর আলোচনা।"

উত্তরে সন্তান, "কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন,
সংযত যে করে, তার শান্তি চিরদিন।"

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

"কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটী আত্ম-নাশী নরকের দুয়ার। অতএব এই তিন রিপুকে পরিত্যাগ কর।"

ধ্বংস লঙ্কাপতি,—মাত্র কাম, হেতু তার।
কাম-জন্য, চন্দ্র-বংশ সমূলে সংহার।
ইন্দ্র দেবরাজ, মাত্র কামের লাগিয়া,
নিত্য নিন্দ্য, কলঙ্কের সাগরে ডুবিয়া!
বর্দ্ধে কামে বিড়ম্বনা, রিপুর প্রধান,
পূর্ণ-জ্ঞান শ্রীধরও লাঞ্ছনা ইথে পান।"
বিস্ময়ে মাধবদাস করিয়া আগ্রহ,
জিজ্ঞাসেন, "সে বৃত্তান্ত, কি প্রকার, কহ।"

উত্তরে সন্তান, "সদা সন্ন্যাসি-মণ্ডলে,
সে বৃত্তান্ত আলোচিত, উপদেশ-ছলে।

গুরু-কুল-চন্দ্র, জ্ঞান-সমুদ্র, শ্রীধর,
ব্যাখ্যা ভাগবতের, করিতে হিতকর,
সন্দেহে, শ্রীব্যাস-বাক্য করেন খণ্ডন।
সিদ্ধান্তি, জ্ঞানীর পক্ষে মোহ অকারণ।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে
২১ অধ্যায়—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা না বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

"মনুষ্যগণ মাতা, শাশুড়ী, এবং যুবতী কন্যার সহিতও এক সঙ্গে শয়ন করিবে না। কারণ ইন্দ্রিয় সমূহ অতিশয় দুর্জ্জয়, বিদ্বান ব্যক্তিও মোহপ্রাপ্ত হন।"

চিন্তেন শ্রীধর, "এ সিদ্ধান্ত অসম্ভব।
নিত্য মোহ-মুক্ত হন, বিদ্বান মানব।
যজ্ঞ-কাষ্ঠে যে প্রকার বিদগ্ধে অনল,
দগ্ধে তথা, তত্ত্ব-জ্ঞানে কুপ্রবৃত্তি-দল।
অতএব জ্ঞান-বৃদ্ধ ধীমান যে জন,
পক্ষে তার, এ সতর্ক-বাণী অকারণ।

জঙ্গল-সম্বন্ধ-শূন্য বন্দরে যে যায়,
ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয়, তাহার কোথায় ?"
চিন্তি এত, ব্যাস-বাক্য করিয়া খণ্ডন,
"অবিদ্বাংস" লিখি, শান্ত শ্রীধরের মন।

বিশ্বগুরু ভগবান শঙ্কর তখন,
দর্প শ্রীধরের, নাশে করিলেন মন।
শ্রীধর করিতে স্নান, চলেন গঙ্গায়।
দর্শেন স্নানান্তে, ঘন গর্জ্জে নভ-গায়।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুলি, বহে প্রভঞ্জন।
দীর্ঘ তরু ভাঙ্গে ;—ঘন করকা-বর্ষণ।
মুহূর্ত্তে, প্রচণ্ড বেশে, প্রকৃতি সাজিল।
দর্শিয়া, শ্রীধর-চিত্তে, শঙ্কা উপজিল।

আশ্রয়-বিহীন, অতি বিপন্ন হইয়া,
আশ্রমে চলেন, ঊর্দ্ধ নয়নে ধাইয়া,
কিন্তু ক্ষণ-মধ্যে, গতি হল অসম্ভব ;
অঙ্গে পড়ে করকা, প্রস্তর জিনি সব।

দৃষ্টি করি চতুর্দ্দিকে, ভক্ত মহীয়ান,
ক্ষুদ্র গৃহ রজকের, দর্শিবারে-পান।
রজকিনী হবে, প্রায়, বিংশতি বর্ষীয়া,
বস্ত্র উঠাইছে গৃহে, ত্বরিতা হইয়া।
সন্নিকটে তার, আসি বলেন, "আমায়,
আশ্রয় প্রদান কর, আমি অসহায়।"

উত্তরে ধোপানী, "তুমি জান না সংবাদ,
এ স্থানে রহিলে, দণ্ডে ঘটিবে প্রমাদ!
ভর্ত্তা যে আমার, অতি নিষ্ঠুর, গোঁয়ার,
দর্শিলে আসিয়া, প্রাণ, যাবে, দুজনার।
এ নহে আশ্রয়-স্থান, অন্য স্থানে যাও,
মুদ্গরে ধোপার, কেন জীবন হারাও ?"

সম্বোধেন গুরু, "তুমি চেন না আমায়,
শ্রীধর আমার নাম, আমি তপস্যায়,
সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, এই কাশীধামে ;
সর্ব্ব স্থলে, প্রশংসা বিস্তৃত, মোর নামে।
শঙ্কা তুমি করিও না।" ধোপানী শুনিয়া,
উত্তরিল পুনঃ, অতি বিরক্ত হইয়া,
"যে হও, সে হও তুমি, সিদ্ধ, বা অসিদ্ধ,
এ স্থানে বসিলে, মৃত্যু স্থির স্বতঃসিদ্ধ।
মূর্খ অতি, শূন্য-বোধ, তাহে ক্রোধে পূর্ণ,
মুদ্গর-প্রহারে, শির করিবে সে চূর্ণ।
দণ্ডে দণ্ডে, দণ্ড ধরি, প্রহারে আমায়,
ত্রস্ত এ পাড়ার লোক, তার যন্ত্রণায়।
ইচ্ছা যদি থাকে, তব রক্ষিতে পরাণ,
অন্য স্থানে, মানে-মানে, করহ প্রস্থান।"

শ্রীধর বলেন, "তুমি হও "মা" আমার।
ভিন্ন এই স্থান, দেখ, স্থান নাহি আর।
ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি, এই শীলা-বৃষ্টি।
নিশ্চয় মরিব, তুমি না করিলে দৃষ্টি।"

আর্ত্তি-উক্তি শ্রীধরের, করুণা জাগায় ;
চিন্তিয়া ধোপানী বলে "উঠ বারাণ্ডায় !
কিন্তু সাবধানে থেক, বৃষ্টি যেই যাবে,
অন্য স্থানে, অবিলম্বে, উঠিয়া পলাবে।
করিলাম দয়া, তুমি বিপন্ন ব্রাহ্মণ,
কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণে দয়া করা অনুক্ষণ।"

উঠিলেন বারাণ্ডায়, শ্রীধর ধীমান,
কিন্তু তথা, ঝড়-বৃষ্টি বহিল সমান।
তিষ্ঠিতে না পারি, পুনঃ কহেন ডাকিয়া,
"দুর্গতি আমার, হের দুয়ার খুলিয়া।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি, আমি "মা" বলি তোমায়।
রক্ষ প্রাণ, গৃহ-মধ্যে রাখিয়া আমায়।"

উত্তরে ধোপানী, শুনি, "সে কি সর্ব্বনাশ !
সঙ্গে মোর, এক কক্ষে থাকিতে প্রয়াস !
স্থান দিনু বারাণ্ডায়, সেই বেশী বেশী,
মর, বাঁচ, কোন রূপে, থাক হোথা বসি !
একাকিনী, যুবতী, রমনী আমি ঘরে,
সঙ্গে মোর রহিতে, আকাঙ্ক্ষা কি বিচারে ?"

বলেন শ্রীধর, "তা'তে পাপ না হইবে,
অর্গল না খোল যদি, ব্রাহ্মণ মরিবে।"

কি করে ধোপানী, দিল দুয়ার খুলিয়া,
অভ্যন্তরে বসিলেন, শ্রীধর যাইয়া।
আড়ষ্ট শরীর শীতে,—কম্প থর-থর,
নিরীক্ষিয়া ধোপানীর, ব্যথিত অন্তর।

শয্যা এক, শুষ্ক বস্ত্র পাতি, নিরমিল,
যত্ন করি, শ্রীধরে, তাহাতে শোয়াইল।
পুনঃ শুষ্ক বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবরিল,
কম্প শ্রীধরের, তাহে তবু না থামিল।

বলেন শ্রীধর, "মোকে, ধর মা, চাপিয়া,
অন্তর্হিত হবে শীত, শান্ত হবে হিয়া।"
সত্য ভাবি, রজকিনী ধরিল শ্রীধরে,
কম্প-জ্বরাক্রান্ত নরে, যে প্রকার ধরে।

জ্ঞানগর্ব্বী শ্রীধরের গর্ব্ব দূরে গেল।
অঙ্গ-সঙ্গে যুবতীর, মোহ উপজিল।
সম্বোধেন, "ইহাতেও, শীত নাহি যায়,
বস্ত্র-মধ্যে, আসা ভিন্ন, না দেখি উপায় !"

উত্তরে ধোপানী, "তা কি সম্ভবে কখন ?
ধর্ম্মপুত্র তুমি মোর, তপস্বী ব্রাহ্মণ।
যত দূর করিয়াছি, তাই অনুচিত ;
তাহার অধিক, হবে অত্যন্ত গর্হিত।

এমন কুৎসিত বাক্য না বলিও আর,
ব্রাহ্মণের কুলে হবে, কলঙ্ক অপার !
তপস্বি-মণ্ডলে, ইথে দুর্নাম রটিবে।
কর্ণে যদি উঠে তার, মৃত্যু সংঘটিবে।

সিদ্ধ তুমি তপস্যায়, জ্ঞানী মহা জ্ঞানে,
ধিক্, ধিক্, হেন বাক্য, তোমার বয়ানে !
সন্ন্যাসী এইত তুমি, এইত তপস্বী।
তুল্য তব, বিশ্বে আর নাহি অবিশ্বাসী।
সম্বোধি "মা" বলি, তুমি প্রবেশিলে ঘরে,
কৌশলে এখন চাহ, ধর্ম্ম নাশিবারে।"

এত বলি, ধোপানী হইল অন্তর্হিতা ;
অন্তর্হিতা শয্যা,—শুষ্ক বসনে সজ্জিতা।
অন্তর্হিত ধোপানীর গৃহ ;—না রহিল
শিলাবৃষ্টি ;—প্রভঞ্জন মুহূর্ত্তে থামিল।

বিস্ময়ে মেলিয়া চক্ষু, দর্শেন শ্রীধর,
সৈকতে শায়িত, তপ্ত-বালুকা-উপর।
চৌদিকে ধূমায়মান, বিশাল প্রান্তর,
পার্শ্বে দণ্ডাইয়া, শূল হস্তে কাশীশ্বর।

শঙ্কর বলেন, হাসি, "শুন হে শ্রীধর !
পূর্ণ-জ্ঞান তোমার, এ মোহ লজ্জা-কর।
উচ্চতম তুমি, জাতি-বিদ্যা-ধন-জ্ঞানে,
তবু, সে অস্পৃশ্যা, ঘৃণ্যা, ধোপানীর স্থানে,
রক্ষিতে নারিলে, নিজ গৌরব-সম্মান,
গর্ব্ব কি জ্ঞানের তবে ? মোহ বলবান।

যাও ঘরে,—ব্যাস-বাক্য না কর খণ্ডন।”
লজ্জায় শ্রীধর মৃত ;—নির্ব্বাক-বদন।”

বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, আনন্দে অধীর,
“কাম সন্তাড়নে, হন সিদ্ধও অস্থির।
কিন্তু, এ দুর্জ্জয় শত্রু, কিসে করি জয়,
পন্থা তার, প্রদর্শন কর, মহোদয়।”

উত্তরে সন্তান, “জয় করিতে দুর্জ্জয়,
মা-বুদ্ধির তুল্য আর অন্য কিছু নয়,।
অঙ্গীকারি মাতৃভাব, সাধনা যে করে,
জাগ্রত না হয় শত্রু, তাহার অন্তরে।

বিশ্ব-জননীর মূর্ত্তি, প্রতি অঙ্গনায়,
দর্শিতে যে শক্ত, মোহ-ভ্রান্তি তার যায়।
চিত্ত-শুদ্ধি-জন্য, সদা আগ্রহী যে জন,
সাধ্য কি কামের, করে মুগ্ধ তার মন!

দুর্জ্জয় এ শত্রু-জয়ে, দ্বিতীয় উপায়,
রঙ্গ-রসে কামিনীর, না আসা যাওয়ায়।
বায়োস্কোপ-থিয়েটার-দৃশ্য যা এখন,
কিংবা বাজারীয়া কৃষ্ণ-লীলা সঙ্কীর্ত্তন,
সমস্তের মধ্যে, শুধু মোহের প্রসঙ্গ,
আত্মোন্নতি-লিপ্সু-পক্ষে, ত্যাজ্য সব সঙ্গ।
প্রলোভন-ক্ষেত্র ছাড়ি, দূরে স্থিতি যার,
সাধ্য কি কামের, করে অনিষ্ট তাহার?

তৃতীয় উপায়, সাধুসঙ্গে সদালাপ,
তুচ্ছীকৃত যথা, রিপু-জন্য মনস্তাপ।

চতুর্থ উপায়, উচ্চ লক্ষ্য করি স্থির,
উৎসাহিত চিত্তে, তাহে র'বে কর্ম্মবীর।
উচ্চ কর্ম্মে, অবসর শূন্য যে হৃদয়,
ঘৃন্য চিন্তা, কু প্রবৃত্তি, তথা নাহি রয়।

পঞ্চম উপায়, সদা অন্তরে চিন্তন,
কামোন্মত্ত মানুষের দুর্গতি কেমন,
কামান্ধ, স্ব-কার্য্যে, ভবে যত দুঃখ পায়,
বিস্মৃত কালের পটে, অঙ্কিয়া তা যায়।

ধীর চিত্তে শুনিলে, তাহার আলোচনা,
চিত্তে সে ঘৃণিত কর্ম্মে, ইচ্ছাই র'বে না।

গৃহস্থ স্ত্রীসঙ্গ করে পুত্র কামনায়,
কর্ত্তব্য তা, শাস্ত্রমত করিলে, চিন্তায়।
ঘৃণ্য কামাতুর তা'তে কেহ নাহি বলে,
ঘৃণ্য বলে, ভ্রান্ত যবে বিধি লঙ্ঘি চলে।

কভু বেশ্যা-গৃহে যায় ; কভু পরনারী,
প্রাপ্ত হ'লে, ভ্রান্ত চলে, আপনা পাসরি।
সাধারণ লোকের নয়নে দিয়া ধূলি,
প্রাপ্ত হলে সুযোগ, আরম্ভে কোলাকুলি।
এত যে গোপনে কর্ম্ম, কিছুক্ষণ পরে,
অন্তর্য্যামী-তুল্য, তাহা জ্ঞাত হয় নরে,
নিন্দে, উপহাসে কেহ, কেহ করে ক্রোধ,
নিবৃত্ত তবু না হয়, নির্লজ্জ, নির্ব্বোধ।

কত বা কলঙ্ক ঘটে, কত অর্থনাশ,
কত ঘৃণ্য রোগ, লোকে কত অবিশ্বাস!
মৃত্যু কত অপঘাত, কত বা লাঞ্ছনা,
চিন্তিলে, না জাগে চিত্তে, এ পাপ-বাসনা,

বিন্দুমাত্র সুখ, শেষে সমুদ্র-প্রমাণ
দুঃখ, আর কলঙ্ক, যাহাতে বিদ্যমান,
দুর্ভাগা ক্ষিতীশ কুণ্ডু-তুল্য, যে না হয়,
চিত্তে তাহা প্রাণান্তেও, চিন্তে না নিশ্চয়!”

সুধান মাধবদাস, “ক্ষিতীশ কে হয়?”
উত্তরে সন্তান ধীরে, তার পরিচয়—
“দুর্ভাগা ক্ষিতীশ ছিল কুণ্ডুর সন্তান,
বালিয়াকান্দিতে ছিল তার বাসস্থান।
সঙ্গ বহু কুলটার, ভ্রান্ত সে করিল,
নিবৃত্তি তবুও তার, নাহি উপজিল।

তার পরে, সুরবালা নামে কোন নারী,
সাত গুণ্ডা উপপতি ছিল যাকে ঘিরি,
অন্ধকারে, তার স্থানে, করে যাওয়া আসা,
তিরস্কারে প্রত্যেকেই, কহি কটু ভাষা।

কিন্তু কুলটার মোহে মত্ত যে দুর্জ্জন,
কর্ণে তার, হিতবাক্য পশে না কখন।
সন্তোষিতে অন্যে, করে ঘন অর্থ-ব্যয়,
অর্থ যারা খায়, শত্রু তাহারাই হয়।

সচ্চরিত্রে, নরে করে যেমন সম্মান,
চরিত্র-বিহীনে, করে তত হেয়জ্ঞান।
সজ্জনেরা ক্ষিতীশের প্রতি স্নেহহীন,
আত্মীয় স্বজনে, করে নিন্দা নিশি-দিন।

তারপরে, এক দিন জঙ্গলের ধারে,
ছিন্ন দেহ তার, সবে পায় দেখিবারে।
খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, কাটি তার শির,
দর্শিলে, কম্পিত হয়, পাষাণ-শরীর।
গুণ্ডায় নিষ্ঠুর ভাবে, হরিয়াছে প্রাণ;
মত্ত হ'লে, কুলটায়, এই পরিণাম।

পুলিশ আসিয়া, করে অন্বেষণ কত,
হত্যা কে করিল, নাহি হ'ল নির্দ্ধারিত।
অপঘাত মৃত্যুর না হ'ল প্রতিকার,
যে গেল সে গেল!—এই সংবাদ তাহার।

কত সাধু সন্ন্যাসীর, কত যশ হয়,
ঈশ্বরের পূজা পায়, সমস্ত সময়।
কিন্তু নারী-সঙ্গ-সুখ, যখনি সে ধরে,
স্বর্গ হ'তে, খসি পড়ে, কলঙ্ক-সাগরে।

কল্প-ব্যাপী তপস্যার, ঘটে অবসান,
কীর্ত্তির প্রদীপে, ঘটে সহসা নির্ব্বাণ।
মনুষ্যত্ব যায়, রহে, প্রেতের মতন;
বার্দ্ধক্য অকালে ঘটে, অকালে মরণ।
চিন্তা এ সমস্ত, জাগে, যাহার অন্তরে,
সাধ্য কি কামের, তাকে পথচ্যুত করে!"

হেন কালে উঠি এক গৃহস্থ প্রধান,
কহে, "দেশে বহু মত, দেখি বিদ্যমান।
সামান্য মনুষ্য মোরা, শাস্ত্র নাহি জানি,
তত্ত্বদর্শী-সাধু-বাক্য, শাস্ত্র বলি মানি।

বর্ত্তে এক দল লোক, বৈষ্ণব-মণ্ডলে,
পর-নারী ধরি, অন্যে ধরিবারে বলে।
"পরকীয়া-রসে হয় রতির উল্লাস।"
পরকীয়া-অর্থে, করি "পর-স্ত্রী" বিশ্বাস,
বলে, "ধর্ম্ম-পত্নী-সঙ্গে, ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধর্ত্তব্য, সুন্দরী পর-নারী, সু-নিশ্চয়।"
অতীতের গোপী-ভাব, করি বর্ত্তমান,
রাসোল্লাস-অনুভব, সাধনা প্রধান।"

চেষ্টা করি সংগ্রহে বিধবা সুরূপসী,
সধবাও ধরে, তার সংখ্যা নহে বেশী।
নাম রাখে, "কিশোরী," প্রেমের ঠাকুরাণী।
ব্যাখ্যা যদি কর,—ইহা কি সাধনা, শুনি।"

উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন, মহোদয়।
এ ভাবের ভজন সাধন, কিছু নয়।
সজ্জন, সু-বুদ্ধি, যবে সাধনে বসিবে,
স্পর্শি পর-নারী, ধর্ম্ম কেন সে নাশিবে?
সন্ন্যাসী, মোহান্ত পুনঃ, যে মহাত্মা হন,
পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মচর্য্য, তাঁহার নিয়ম।
ইন্দ্রিয়-সুখের মুখে, করি পদাঘাত,
সর্ব্বদা অত্যন্ত উচ্চে, তাঁর দৃষ্টিপাত।

বৈষ্ণব-গগন-চন্দ্র ব্রহ্ম হরিদাস,
মূর্ত্তি পবিত্রতার, শ্রীমহাপ্রভু-ভাষ।
"প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি, পবিত্র হইতে,
তোমার যে পবিত্রতা, নাহিক আমাতে।"চৈঃ চঃ।

ভক্ত তিনি গোবিন্দের,—ভক্ত সনাতন,
ভক্ত রূপ-রঘুনাথ, মনস্বি-ভূষণ।
আস্বাদিতে কৃষ্ণ-লীলা-মাধুর্য্য অন্তরে,
সংগৃহিতা, সুন্দরী বিধবা, কার ঘরে?

সু-পবিত্র শ্রীচৈতন্য-দেব-সম্প্রদায়,
ক্ষুদ্র নর, কালক্রমে, পরবেশি তায়,
ইচ্ছা যার যে প্রকার সেইরূপ চলে,
ধর্ম্ম তাই, যে যা করে, নিজ নিজ দলে।

মূল কথা,—অন্তরে ভোগেচ্ছা যতক্ষণ,
বৈরাগ্য নিলেও, রহে ভোগেচ্ছায় মন,
শাস্ত্র-বাক্যে অসদর্থ করি, ধর্ম্ম গড়ে,
নির্ম্মি দল, নির্ভয়ে নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে।
মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম তাহা নয়;
নির্ম্মলতা চরিত্রের, আদি-অন্তে রয়।
ছোট হরিদাস করি নারী-সম্ভাষণ।
মহাপ্রভু-পদে হন বিরক্তি-ভাজন।
"অসৎ সঙ্গ" সদা ত্যাগ বৈষ্ণব-আচার,
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" চৈঃ চঃ।
সত্য যদি তাহা, যারা আশ্রয়ে কিশোরী,
বৈষ্ণবের মধ্যে কিসে তাহাদিগে ধরি?
"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ,
দেখিতে না পারি আমি, তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে, বিষয় গ্রহণ,
দারু-প্রকৃতি হরে, মুনি জনার মন।" চৈঃ চঃ।
ক্ষুব্ধ চিত্তে, হরিদাস দেহ-ত্যাগ করে,
সঙ্গিগণ, তার শোকে বিদগ্ধ অন্তরে।
প্রভু কিন্তু, বিন্দুমাত্র ন'ন ক্ষুব্ধ-চিত্ত,
বলেন, "ও পাপের, উহাই প্রায়শ্চিত্ত।"
"হাসি কহে, প্রভু তবে, সন্তোষিত-চিত্ত,
প্রকৃতি দর্শন কৈলে, ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।" চৈঃ চঃ।
চিন্তিয়া দেখিলে, এ সমস্ত প্রভু-ভাষ,
মন্তব্য যা তাঁর, ইথে উত্তম প্রকাশ।
জানিয়াও, যে বৈষ্ণব নারী-সঙ্গ ধরে,
বৈরাগ্যের মর্য্যাদা-গৌরব নষ্ট করে।"
ভদ্র পুনঃ উঠি বলে, "বৈরাগীর বাসে,
ইচ্ছা করি যদি কোন ভক্তিমতী আসে,
বদ্ধ হয় অনুরাগে, দম্পতি-আচারে,
নিন্দনীয় তারাও কি, প্রভুর বিচারে?"
উত্তরে সন্তান, "যিনি সংসার ছাড়িয়া,
বৈরাগ্য-আশ্রয় করি যান বাহিরিয়া,
লক্ষ্য যার কৃষ্ণ কৃপা, তিনি পুনরায়
মত্ত হলে নারী সঙ্গে, গৌরব কি তায়?
পরিচ্ছদে বৈরাগী, কামিনী-অনুরাগী,
প্রভু-বাক্যে তাহারা ত মর্কট বৈরাগী।
"ক্ষুদ্র জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া,
রমণী চরাঞা বুলে, প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।" চৈঃ চঃ
কহিল বৈকুণ্ঠ-নাথ, "কিশোরীয়া যারা,
কিশোরী ঈশ্বরী-মূর্ত্তি, ইহা বলে তারা।
পরিবর্ত্তে প্রতিমার কিশোরী অর্চ্চনে,
ভ্রান্তি কিসে, করে তারা কিশোরী-ভজনে?"
উত্তরে সন্তান, "ভক্তে প্রতিমা অর্চ্চিয়া,
অনাবদ্ধ দৃষ্টি পায়, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া।
দৃষ্টি তাহাদের মাত্র কিশোরীতে বদ্ধ,
কার্য্য হেন সমর্থিয়া, কিসে বলি শুদ্ধ?"
জিজ্ঞাসে বৈকুণ্ঠনাথ, "তবে এ সমাজে,
তীর্থভূমে, কুমারী-কিশোরী কেন পুজে?"
উত্তরে সন্তান, "সত্য, কিন্তু সে পুজনে,
গৃহে আনি, "কিশোরীকে" রাখে কোন্ জনে?
ভোজন করায়, বস্ত্র-ভূষা করে দান,
পূজান্তে বিদায়,—যায়, যে যাহার স্থান।
গঙ্গেশ, কি সর্ব্বানন্দ, অথবা পাগল,
মহারাজা রামকৃষ্ণ, প্রসাদ, কমল,
চৌধুরী শরৎচন্দ্র, বিদ্যার্ণব আর,
অর্চ্চিয়া কুমারী, সঙ্গে বাস কোথা কার?"
কহিল বৈকুণ্ঠনাথ, "কিশোরীয়া যারা,
সঙ্গে রহি কামিনীর, কামজয়ী তারা।"
উত্তরে সন্তান, "কাম রিপুর প্রধান,
যুদ্ধে যার, পরাজিত তপস্বী ধীমান।
গণ্ডী-মধ্যে তার, রহি তাকে জয় করা,
ক্ষুদ্র মৃগ হইয়া, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র ধরা।
পার্শ্বে রহি কামিনীর, কাম জয় করে,
উত্থিত তাহারা, মহাপ্রভুর উপরে।

"আমি ত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি,
দর্শন দূরে থাকুক, প্রকৃতির নাম যদি শুনি,
তবহি বিকার পায়, মোর তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে, স্থির রহে, কোন্ জন ?" চৈঃ চঃ।

দিকচক্র-জয়ী, যার অত্যুচ্চ সম্মান,
বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, কর্ম্ম-দক্ষ, বুদ্ধিমান,
দুর্ব্বল সে, যুবতীর কক্ষে পশি এত,
নৃত্যে, নাসা-রজ্জু-বদ্ধ ভল্লুকের মত।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে

নির্জ্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহঃ
বরাসনস্থঃ সমরাজ-বন্দিতঃ।
মৈথুন্য-সুখেযু গৃহেষু যোষিতাম,
ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষঃ ঈশ নীয়তে ॥

"মুচুকুন্দ কহিলেন, "হে ভগবন! যিনি দশ দিক জয় করিয়া শত্রুশূন্য,—যিনি সমান সমান রাজগণ কর্তৃক বন্দিত,—যিনি সম্রাট-শ্রেষ্ঠ, তিনিও আত্ম-সম্মান বিস্মৃত হইয়া, মৈথুন্য-সুখের মোহে, সামান্যা কামিনীর কক্ষে যাইয়া, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় নৃত্য করেন। কামিনী-মোহের এতই শক্তি !"

বৈষ্ণব পবিত্রমূর্ত্তি, সিন্ধু সাধুতার
সঙ্গে রমণীর, নাহি সম্বন্ধ তাঁহার।
লক্ষ্যি হরি, সদা তাঁর চক্ষু পূর্ণ জলে।
উচ্চতম লক্ষ্যে, তাঁর হস্ত পদ চলে।

ভিন্ন হরি-কথা, নাহি তাঁর রসনায়।
কর্ণে তাঁর গ্রাম্যালাপ, কভু নাহি যায়।
সম্বন্ধ সংসার-সঙ্গে, অতি অল্প তাঁর।
লক্ষ্য কৃষ্ণ, প্রার্থী তিনি, শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার।

ভোগেচ্ছা বর্জ্জন করি, সুবৈরাগ্যে স্থিত।
দম্ভ-দর্প-শূন্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত।
দুর্ব্বাসনা নিগ্রহে আগ্রহ অনিবার,
প্রমত্ত বারণ বদ্ধ, দুয়ারে তাহার।

উচ্চ তিনি এত, তুচ্ছ নারীর প্রসঙ্গ,
বিন্দু না করিতে পারে, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ।
সে দৃঢ়তা নাহি যার, শান্তি কোথা তার ?
শান্তি কোথা, নাহি যার, শক্তি তপস্যার ?

মনুষ্যত্ব কোথা তার, যে সংযম-শূন্য ?
অশুদ্ধ চরিত্র যার, কোথা তার পুণ্য ?
ভ্রান্ত সে, যে মত্ত সদা, তুচ্ছ ভোগ-জন্য,
বুঝিল না, এই সত্য, ভুলুয়া জঘন্য !

তৃতীয় দিন

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—০—

ন মীমাংসকাঃ নৈব কালাদিতর্কাঃ
ন সাংখ্যাঃ ন যোগাঃ ন বেদান্তবাদাঃ।
ন বেদাঃ বিদুস্তে নিরাকার ভাবম্
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা ॥
শ্রীশ্রীমহাকালবিরচিত স্তোত্র।

"যাঁহারা মীমাংসক, যাঁহারা কালাদি বিচারক, যাঁহারা সাংখ্যকার, যাঁহারা যোগী, যাঁহারা বেদান্তবাদী, তাঁহারাও তোমার বাক্যমনের অতীত নিরাকার ভাব ধারণ করিতে অসমর্থ। তুমি পরব্রহ্ম রূপে বিদ্যমানা।"

ভ্রান্তি তুমি, মোহ-জালে বিজড়িত করি,
মগ্ন কর, ক্রোধের তরঙ্গে ফেলি, তরি।
উদ্ধারিণী তোমা ভিন্ন অন্য কেহ নাই।
হর্ত্রী, রক্ষয়িত্রী তুমি, ডাকি তোমা তাই।

সন্তান তোমারি আমি, আশ্রিত একান্ত।
মোহে ফেলি, করিও না, আর পথভ্রান্ত।
ভিন্ন তুমি, ভুলুয়ার ভরসা কে আর ?
অন্তঃশত্রু ক্রোধ-করে কর মা উদ্ধার।

পুনর্ব্বার পূর্ণানন্দ বলেন সন্তানে,
"ব্যাখ্যা অতি অপরূপ, শুনি তব স্থানে ;
ক্রোধের সম্বন্ধে, কিছু বল এই বার।
উৎপত্তি কিরূপে, কোথা পরিণতি তার ?"
উত্তরে সন্তান, "আমি কিছু নাহি জানি,
বিদ্যা-বুদ্ধি কালী মোর,—কালী মোর বাণী।
পণ্ডিতাগ্রগণ্য তুমি, সন্ন্যাসী প্রধান,
মূর্খ আমি, অজ্ঞ আমি, হীন ক্ষুদ্র-প্রাণ।
ব্যাখ্যা মোর স্নেহ-ভরে, বলিছ উত্তম।
ক্ষুদ্র প্রতি, প্রবীনের, ইহাই নিয়ম।
ক্রোধের উৎপত্তি-স্থান করিতে নির্ণয়,
অগ্রে ভাগবত-বাক্য শুন মহোদয়।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভি-
জায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ
স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি ॥

"বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাহাতে লোকের আসক্তি জন্মে। সেই আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়। সেই কামনায় কোন প্রতিবন্ধক ঘটিলে, ক্রোধের সঞ্চার হয়। ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি হয়। মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে, বুদ্ধি নষ্ট হয়। বুদ্ধি নষ্ট হইলে, ধ্বংস ঘটে।"

কৃষ্ণ বাক্যে, বিষয় ক্রোধের আদি স্থান,
যুক্ত যে বিষয়ে, করে বিষয়ের ধ্যান।
সর্ব্বাগ্রে আসক্তি তার চিত্তে উপজয়।
আসক্তি হইতে, কাম বহির্গত হয়।
সম্মুখে কামের, যদি পড়ে কোন রোধ,
জাগ্রতে অজ্ঞাতে, মহা বহ্নিসম ক্রোধ।
জন্মে মোহ ক্রোধ হ'তে, মোহে স্মৃতি-ভ্রংশ।
স্মৃতি-ভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, যাহে জীব-ধ্বংস।

ঘৃণ্য কামাতুর, নিত্য প্রেতের সমান,
ক্রোধাতুর চণ্ডাল, অসুর অপ্রমাণ।
কামোন্মত্ত ধীর বিষে, মরে ধীরে ধীরে।
ক্রোধোন্মত্ত চলে, মৃত্যু ধরি স্বীয় শিরে।
দৃষ্টান্ত তাহার, প্রাপ্ত মুনি-পত্নী-স্থানে,
সংহারি নকুল, শেষে সান্ত্বনা না মানে।"
জিজ্ঞাসা করেন, স্নেহে শ্রীমাধবদাস,
"কহ, শুনি, কি সে দ্বিজপত্নী-ইতিহাস।"
কহিল সন্তান, "ইহা পঞ্চতন্ত্রে আছে।
অজ্ঞাত অবশ্য নহে, তোমাদের কাছে।

ব্রাহ্মণের পত্নী এক নকুল পুষিত,
আত্মজ সন্তান-তুল্য, তাহাকে দেখিত।
এক দিন শিশু পুত্র রক্ষণ-নিমিত্ত,
পার্শ্বে রাখি নকুলকে, নিঃসন্দেহ-চিত্ত,
জল জন্য, কুম্ভ-কক্ষে, যায় সে গঙ্গায় ;
সর্প এক, ক্ষণ পরে, লক্ষ্যি শিশু, ধায়।

তীব্র-বিষধর সর্প, নিরখি নকুল,
আরম্ভিল মহাযুদ্ধ, বিক্রমে অতুল।
যুদ্ধ করি, বিষধরে খণ্ড খণ্ড করে,
উদ্দেশে মাতার, শেষে চলে হর্ষ-ভরে।

করিয়াছে জননীর পুত্রে প্রাণ দান,
অধিক আদর পাবে, চিন্তি মতিমান,
গৃহ ছাড়ি, গঙ্গা-পানে চলিল ছুটিয়া,
মৃত-সর্প-শোণিতে, রঞ্জিত তার কায়া ?

রক্ত হস্ত-পদে তার, রক্ত সর্ব্ব অঙ্গে,
গঙ্গা-তটে আসি, দেখা জননীর সঙ্গে।
রক্তমাখা কলেবরে, নকুলে দর্শিয়া,
ব্রাহ্মণী হইল ক্রুদ্ধা, সন্দেহ করিয়া।

চিন্তে মনে, "নিশ্চয় এ নিরদয় পশু,
ভক্ষি আসিয়াছে, মোর অসহায় শিশু।
পুত্র ভাবি পালন করিনু আমি যায়,
পুত্রে মোর, কৃতঘ্ন হইয়া, সেই খায় !

পশুর স্বভাবে নাহি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান,
বোধ্য নহে যার, অজ্ঞ সে মোর সমান।

নিধন করেছে পুত্রে, নিব প্রতিশোধ,”
চিন্তি এত, ব্রাহ্মণী করিয়া মহাক্রোধ,
নিক্ষেপিল, জলপূর্ণ কুম্ভ, শিরোপরে,
পঞ্চত্ব, নকুল প্রাপ্ত,—যেন বজ্রভরে।

আদর লাভার্থ আসি, হ'ল প্রাণ-নাশ,
আশ্চর্য্য দৈবের খেলা, কে করে বিশ্বাস!
ক্রোধোন্মত্তা জননী, কাঁদিয়া উচ্চৈঃস্বরে,
“হা পুত্র! হা পুত্র!” বলি প্রবেশিল ঘরে।

নিরীক্ষিল, পুত্র সুখে শায়িত শয্যায়,
পার্শ্বে এক মহা সর্প, ছিন্ন-ভিন্ন-কায়।
ছিন্ন-ভিন্ন দেহ তার, পিপীলিকা রাশি,
বেষ্টিয়াছে গৃহের চৌদিক হ'তে আসি।

উপলব্ধি তখন সে নকুলের কার্য্য,
তপ্তা অনুতাপে,—আর না রহিল ধৈর্য্য।

“পুত্রে মোর, যে জন করিল প্রাণ-দান,
সংহারিনু নিষ্ঠুরের মত তার প্রাণ!
কৃতঘ্না আমার তুল্যা নাহি এ ভুবনে।
ধিক্ ধিক্, শত ধিক্, আমার জীবনে!”
চিন্তি এত, সে ব্রাহ্মণী উন্মাদিনী হয়;
অন্বেষিলে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিশ্বময়।

দৃষ্টান্ত শাণ্ডিল, ছিল শিষ্য জাবালীর,
নাশিল তপস্যা, ক্রোধে হইয়া অধীর!”

বলেন মাধবদাস, “সে বৃত্তান্ত বল।
অত্যন্ত মধুর, এই সংবাদ সকল।”

কহিল সন্তান, “ক্রোধে সমস্ত সংসার,
তুল্য মহা দাবানল, দহে অনিবার।
বলিতে, চলিতে, কার্য্য করিতে, ভাবিতে,
তরঙ্গ ক্রোধের, চিত্তে উঠে আচম্বিতে।

বিন্দু মাত্র স্বার্থ নাহি, তবু যাচি আসি,
অত্যানন্দে, পরনিন্দা-কুৎসা, শুনি বসি।
নিন্দুকে করিবে নিন্দা, স্বভাব তাহার,
ক্রুদ্ধ হই তাহা শুনি, আশ্চর্য্য ব্যাপার!
কত মহা বিজ্ঞ জন হেন ক্রোধভরে,
নিস্তার না পান, মহা বিড়ম্বনা-করে।

ব্রহ্মবাদী জাবালীর আশ্রম গড্ডায়,
নিম্নে যার, শঙ্খ নদ কহ্লারে মিশায়।
শঙ্খ আর কহ্লারে, শ্রীব্রাহ্মণী-জনম।
পূর্ব্বে যার তীরে ছিল পরাশরাশ্রম।

শাণ্ডিল সু-বুদ্ধি শিষ্য, স্বভাব সুন্দর;
অতিক্রমি বহু দেশ, পর্ব্বত, প্রান্তর,
নির্ব্বিষয়ী জাবালীর আশ্রমে আসিল,
দীক্ষা, তপস্যার জন্য, প্রার্থনা করিল।

জাবালী বলেন, “বৎস, ভবনে তোমার,
বর্ত্তে বিবাহিতা পত্নী, না হলে কুমার,
কি প্রকারে বহির্গত হবে তপস্যায়?
পুত্র না জন্মিলে, পত্নী পরিত্যাগ দায়!

পুত্র উৎপাদিয়া, হও পিতৃ-ঋণে মুক্ত,
নির্ব্বিষয়ি-তপস্যায় পরে হও যুক্ত।
তুমি ত যুবক, এবে গৃহ-ধর্ম্মকাল,
তপস্যায় গেলে, মাত্র বাড়িবে জঞ্জাল।
বর্ত্তমান-কর্ত্তব্য যা, কর সম্পাদন,
পরের কর্ত্তব্য-তরে, পরে দিও মন।”

শিষ্য, গুরু-আজ্ঞা শুনি, বিষণ্ন-বয়ান,
সংসার-উদ্দেশে পুনঃ করিল প্রয়াণ।
পত্নী যবে ষোড়শে করিল পদার্পণ,
জন্মিল তখন, গৃহে তাহার নন্দন।

পুত্র-জন্ম-মাত্র, মনে উৎসাহ বাড়িল,
তপস্যায় যাত্রা হেতু উদ্যোগ করিল।
বিশ্বাসী সু-কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া,
গৃহস্থলী-রক্ষা-ভার গেল সমর্পিয়া।
গুরুর নিকটে দীক্ষা করিল গ্রহণ,
আরম্ভিল তপস্যা, করিয়া প্রাণপণ।

বিংশতি বৎসর মধ্যে করি, সিদ্ধিলাভ,
প্রাপ্ত হ'ল দিব্য দেহ, সূর্য্যের প্রভাব।
আনন্দে অধীর চিত্তে গুরু-স্থানে যায়,
ভক্তি-ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পায়,
বলে, "দেব ; অজ্ঞ আমি, তব কৃপাবলে,
সিদ্ধিলাভ করিয়াছি অতি অল্পকালে।
যোগ্য যা দক্ষিণা, এবে করিয়া গ্রহণ,
কৃতার্থ করুন মোকে, এই নিবেদন।
দক্ষিণা-বিহীন কর্ম্ম, তামসিক হয়,
ধর্ম্ম তাহা আসুরিক, কভু শ্রেয়ঃ নয়।"

সম্বোধেন মহর্ষি, শুনিয়া, ধীরভাবে,
"নিষ্কাম আমাকে, তুমি দক্ষিণা কি দিবে ?
আকাঙ্ক্ষা কভুও কোন দ্রব্যে মোর নাই,
তুচ্ছ ধন-রত্ন, আমি কিছু নাহি চাই।

তবু যদি নিতান্ত দক্ষিণা দিতে চাও,
অন্তরের শত্রু ক্রোধ, সমর্পিয়া যাও।"
উত্তরে শাণ্ডিল, "ইহা অতি তুচ্ছ কথা,
সিদ্ধ যে হইল, তার ক্রোধ পুনঃ কোথা ?

পর্ব্বতে সমুদ্র হবে, সমুদ্রে পর্ব্বত,
হবেন বশিষ্ঠ দেব, বিশিষ্ট অসৎ।
তবু ও এ মোর চিত্তে ক্রোধ অসম্ভব।
নির্ব্বাত-তড়াগ-চিত্ত,—প্রশান্ত নীরব !
অর্থ-শালী আমি, চাহ ধনরত্ন-দান।"

গুরু ক'ন, "ক্রোধ ভিন্ন, নাহি চাহি আন।
শিষ্যের সমস্ত পাপ গুরুতে অর্পয়,
ক্রোধ হ'তে অগণ্য পাপের জন্ম হয়।
মাত্র ক্রোধ, এই জন্য তব স্থানে চাই,
পুনঃ যদি কর ক্রোধ, রক্ষা তবে নাই।
কষ্টসাধ্য তপস্যার ফল নষ্ট হবে,
কৃপায় আমার, চির-বাঞ্ছিত রহিবে।

অন্যোপায় নাহি দর্শি, ক্রোধ করি দান,
শাণ্ডিল গৃহাভিমুখে করিল প্রস্থান।

সিদ্ধিলাভে, শাণ্ডিলের উল্লাস-গমন,
কল্পনা-সমুদ্রে চিত্ত হল নিমগন।
কত না অতীত-স্মৃতি, অন্তরে জাগিল,
কত ভবিষ্যৎ-সুখ ভাবিতে লাগিল।

পূর্ণ বিশ বৎসরের পরে গৃহ-পানে,
চলে, আর শাণ্ডিল ভাবনা করে মনে,—
"বিশ বর্ষ ক্রমে গত, এক্ষণে যাইয়া,
দর্শিব, অনেক বন্ধু গিয়াছে মরিয়া।
জন্মেছে নূতন কত, চিনিতে নারিব,
জ্ঞাতকে অজ্ঞাত জ্ঞানে, নাম জিজ্ঞাসিব।

হয় ত, হইয়া শত্রু, আত্মীয়-স্বজন,
কাড়িয়া নিয়াছে, মোর ক্ষেত্র, আর ধন।
হয় ত, ভুলিয়া মিত্র, মিত্রতা এখন,
পত্নী প্রতি করিতেছে নিষ্ঠুরাচরণ।
লক্ষ্মী মোর গৃহে সেই, ধর্ম্মের সঙ্গিনী,
দীর্ঘকাল, মোকে ছাড়ি, আছে একাকিনী।
যৌবনে, তাহার সঙ্গে, নারিনু রহিতে,
কি ভাবে গিয়াছে কাল, কে পারে বলিতে ?

সংসারে, অসাধু-সঙ্গ, সদা সর্ব্বস্থানে,
ইন্দ্রিয় দুর্জ্জয়, সদা নিম্নদিকে টানে।
দুষ্ট নরে, একা পেয়ে, সম্মুখে আসিয়া,
হয়ত, আমার মৃত্যু রটনা করিয়া,
ভুলাইয়া করিয়াছে কুপথ-গামিনী,
সাধ্বী সতী, এক্ষণে কি ! না, না, নাহি জানি !'

কল্পিত চিন্তায়, চিত্ত হইল অস্থির,
বৃক্ষ-তলে বসি, আত্ম সম্বরিল ধীর।

চিন্তে পুনঃ, "কি হল তা কেমনে কহিব।
অগ্রে উঠি গৃহে, তাকে পরীক্ষা করিব।
সাধ্বী সতী যদি থাকে, অত্যন্ত আদরে,
সংসার করিব আমি, ধরি বক্ষোপরে।
কিন্তু যদি,—চিন্তিতে এ চিত্ত বিদীরয় ;
দর্শি গৃহে পরবেশি, কুলটা সে হয়,

নিশ্চয় তা হ'লে তাকে করি পরিহার,
সিন্ধু-পারে, একেবারে, যাব এইবার।"

চিন্তিল আবার, "শুধু, তাই না করিব।
ভ্রষ্টা হ'লে, তার যোগ্য, পুরস্কার দিব।
বক্ষ বিদারিব, হস্তে ধরিয়া কুঠার,
মুণ্ড খণ্ড করিব ধরিয়া তরবার।
কিংবা, নাসা-কর্ণ কাটি, মস্তক মুড়াব।
উত্থিতা করিয়া শূলে, সন্তাপ জুড়াব।

পুণ্যক্ষেত্র পিতৃধাম করেছে নরক,
রক্ষক যে হবে, সেই এক্ষণে ভক্ষক।
শুদ্ধ সু-পবিত্র কূলে, দিয়াছে কালিমা,
রাহুগ্রস্থ করিয়াছে, গৌরব-চন্দ্রিমা।
কীর্ত্তিস্তম্ভ ভাঙ্গিয়াছে, করি ভূমিসাৎ।
মন্দির-বিগ্রহে, করিয়াছে পদাঘাত।
শত্রু-কূল হাসিতেছে, আহ্লাদে বসিয়া;
চিন্তিলে বিদীর্ণ হয়, প্রস্তরের হিয়া।
স্থানচ্যুত পিতৃলোক, বিষাদে নিশ্চয়,
ভ্রষ্টা যদি রহে গৃহে, লক্ষ্মী কোথা রয়?"

ভাবিতে ভাবিতে শান্তি, সন্ধ্যার সময়,
গৃহদ্বারে আপনার, উপস্থিত হয়।
পত্নীর শয়ন-কক্ষে জালানা খুলিয়া,
শিহরে, একত্রে দুই শয্যা নিরীক্ষিয়া।
শয্যা এক, কিন্তু পূর্ণ বয়সী দু-জন,
নিদ্রা যায় তদুপরি, করে নিরীক্ষণ।

নিরীক্ষিয়া মনে মনে করে আলোচন,
"কার্য্য ইহা স্বভাবের, কে করে খণ্ডন!
নিশ্চয় হয়েছে ভ্রষ্টা, দুর্জ্জনের পাকে,
শাস্তি সমুচিত, অদ্য করিব তাহাকে।"

সংকল্পিয়া, গৃহে পশি, চতুর্দ্দিকে চায়,
তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গ এক, নিরীক্ষিতে পায়।
খড়্গ ধরি, খট্টাতলে, লুকায়ে রহিল,
পত্নীর কি আচরণ, লক্ষিতে লাগিল।

পত্নী, কিছুক্ষণ পরে, প্রবেশিল ঘরে
চিত্ত যেন, ক্ষিপ্ত তার, অন্য কারো তরে।
পশে গৃহে একবার, আবার বাহিরে,
দাণ্ডাইয়া বারাণ্ডায়, দৃষ্টি করে ধীরে।
"এখনো এল না," বলি, কভু করে রাগ,
শান্তি বলে, "দেখ, কত তীব্র অনুরাগ!"

বিগত প্রহর, আরো, চারি দণ্ড যায়,
হেন কালে, যেন কারো, পদ-শব্দ পায়।
শাণ্ডিল হইয়া ব্যস্ত, অতি সাবধানে,
দৃষ্টি করে, স্থির নেত্রে, আগন্তুক পানে!

নির্ভীক যুবক এক, পূর্ণ বলবান,
অঙ্গে মণিরত্ন-ভূষা, ধনীর সন্তান;
নির্ভয়-স্বভাব, আর নির্ভীক-বচন।
নিঃসন্দেহ-চিত্ত, নিত্যানন্দে পূর্ণ মন।

সত্বর হইয়া, গাত্র-বস্ত্র তেয়াগিল,
চন্দ্র শারদীয়, গৃহ-মধ্যে সমুদিল।
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে, শান্তি মানিল বিস্ময়,
চিত্তে, যুবকের প্রতি, স্নেহ উপজয়।

পত্নী বলে, অভিমানে, "বলি প্রতিদিন,
নির্জ্জন এ গৃহে, একা থাকা সু-কঠিন।
ইচ্ছা যথা, সারাদিন ঘুরিও, ফিরিও,
সন্ধ্যা হলে, কিছুতেই কোথা না রহিও।
হিত বাক্য না শুনিবে, কি করিব, হায়!
সংঘটিলে মৃত্যু, মোর হ'ত সদুপায়।"

উত্তরে যুবক বলে, বিরক্ত হইয়া,
"সঙ্গে তব সর্ব্বক্ষণ রহিলে বসিয়া,
তৃপ্তি নাহি ঘটে মোর, না হয় করম,
নিন্দে বয়সীরা, তাহে উপজে সরম।

আসিতে ছিলাম, বৈশ্য মণিভদ্র-ঘরে,
শাস্ত্র-পাঠ, ঋষিপুত্র সবে মিলি করে।
শুনিলাম কিছুক্ষণ, রাত্রি হ'ল তাই।
বিরক্তা এ জন্য হ'লে প্রতিকার নাই।"

শাণ্ডি শুনি কহে,—ক্রোধে হইয়া অধীর,
"নিশ্চয় কাটিব অদ্য দুজনার শির !"
ঘর্ম্মাক্ত হইল তনু, মস্তক ঘুরিল,
সুযোগের প্রতীক্ষায়, নিঃশব্দে রহিল।

পত্নী যেয়ে শয়ন করিল বিছানায়,
সমাপ্তি ভোজন, যুবা তার পার্শ্বে যায়।
শাণ্ডিল মূর্চ্ছিত-প্রায়, হইল তখন,
চিন্তে মনে, "ভাগ্যে ছিল, এত বিড়ম্বন !
দুষ্টা, নষ্টা, এ প্রকারে কুল-লক্ষ্মী যার,
দুর্ভাগা সে শত বার, মৃত্যু শ্রেয়ঃ তার।"

দুঃখভরে পত্নী পুনঃ কহিতে লাগিল,
ক্রমে ক্রমে বিশ বর্ষ, অতীত হইল,
সন্ধান এখনো নাহি, কিসে ধরি প্রাণ ?
আছে কে আমার, আর করিতে সন্ধান !"

বলে, আর চক্ষু জলে বদন ভাসায় ;
শাণ্ডিল শুনিয়া বলে, "এখনো আমায়,
বি-স্মরিতে পারে নাই, দুর্ম্মতি পাপিনী !"
নিশ্বাস ফেলায়, চিত্তে পরবোধ মানি।

যুবক বিরক্ত চিত্তে কহিতে লাগিল,
"তব সঙ্গে থাকা, অতি অসহ্য হইল।
তীর্থ যত আছে, আছে যত তপ-স্থান,
সর্ব্ব স্থলে করিয়াছি তাঁহার সন্ধান।
প্রাপ্ত নাহি হলে, বল, আমি কি করিব,
বল যদি, নিজে যাই, অন্বেষি আসিব।"
পত্নী বলে, "তোর মত পুত্র যার ঘরে,
অনেক অসাধ্য কর্ম্ম, সাধন সে করে !"

শাণ্ডিল শুনিয়া, মনে মানিল বিস্ময়,
"পুত্র কি এ, তবে মোর ! সত্য মনে হয়,
সদ্য-জাত সন্তান ফেলিয়া আমি যাই।
এই সে সন্তান, ক্রোধে স্মরণই তা নাই।"

সন্দেহ কি ভয়ঙ্কর, সন্দেহী যে জন,
দুর্ভাগা সে, ক্রোধে আত্মঘাতী সর্ব্বক্ষণ।
কল্পিত-বৃশ্চিক-দন্তে, সর্ব্বদা জর্জ্জর !
অমৃত-ভোজনে, বিষে প্রজ্জ্বলে অন্তর !"
তীব্র অনুতাপে, তপ্ত হ'ল মন কায়।
চিত্ত অবসন্ন, অশ্রু ঝরিল, লজ্জায়।

চক্ষু-জলে ভাসমানা, পুত্রের জননী,
দর্শিয়া, সে পুত্র দুঃখে, উঠিল অমনি।
উঠি বলে, "আর দুঃখ সহন না যায়।
জন্মিয়া, জনক-মুখ, না দেখিনু, হায় !
মা তুমি, সমানে কান্না, কাঁদ নিশি-দিন,
ধৈর্য্য ইথে, ধরিতে, না পারে সুপ্রবীণ।
শান্তি এক দণ্ড, দিনে রাত্রে নাহি পাব।
আমিও, বাবার মত, সন্ন্যাসী হইব।"

এত বলি শয্যা ত্যজি, লম্ফ মারি যায়,
জননী উন্মত্তা-সম, ধরিল তাহায়।
চক্ষু জলে, বলে, "হয়, হত্যা করি যাও,
নাহি পার, সঙ্গে লহ, নহে বলি দাও,
কিরূপে ধরিব প্রাণ পতি-পুত্র-হীনা,
—হায়, পোড়া ভাগ্যে মোর মৃত্যু ঘটিবে না !
পুত্র তুই উপযুক্ত, কাঁদি তোর ঠাঁই,
নিষ্ঠুর অন্তর তোর, দয়া-মায়া নাই !
জন্ম যে দিয়াছে তোরে, সে এক পাষাণ।
পাষাণ হইতে, তুই পাষাণ সন্তান !"

হেন রূপে মাতা পুত্রে করি কোলাহল,
নিশীথে ভাসায় ঘর, ফেলি চক্ষু-জল।
দর্শিলে সে দৃশ্য, নাহি ধৈর্য্য মানে হিয়া।
অশ্রু-সিক্ত মুখ, শাণ্ডি, আসিল উঠিয়া।

দণ্ডায় সম্মুখে আসি, নেত্রে বহে জল,
উজ্জ্বল আলোকে, তাহা করে ঝলমল।
তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গ করে, কৃষ্ণবর্ণ-কায়,
নির্দ্দয় চণ্ডাল-মূর্ত্তি, ব্যাঘ্রে ভয় পায়।

সন্তান চমকি বলে, "কে তুই এখানে ?
সংহারিব নিশ্চয় এক্ষণি তোকে প্রাণে !"

শাণ্ডি অনুতপ্ত, বলে, "আমি নরাধম।
বঞ্চিত শ্রীগুরু-পদে, বিহীন-সংযম।
তুল্য মোর, আত্মঘাতী বিশ্বে কেহ নাই।
নাহি জানি, প্রায়শ্চিত্ত জন্য, কোথা যাই।
হবে না যাইতে আর, মোর অন্বেষণে!"

পত্নী বলে, "এত দিনে, পড়েছে কি মনে?
পড়েছে ত, এ কি মূর্ত্তি?—খড়্গ কেন হাতে?
সুধাংশু-বদন, কেন ঢাকা কালিমাতে?
চণ্ডাল-মূরতি কেন, দস্যুর মতন,
ভয়ঙ্কর,—দর্শনে সন্ত্রস্ত মোর মন।"

ধরিতে ধাইল সতী;-শাণ্ডিল সরিয়া,
বলে, "দেবি স্পর্শ নাহি কর, মোর কায়া।
পাষণ্ড দুর্জ্জন আমি, ঘৃণিত চণ্ডাল।
নিষ্ফল তপস্যা মোর, বৃথা দীর্ঘ কাল,
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বায়ু, করিয়া সহন,
অতি শ্রমে করিয়াছি তীর্থ পর্য্যটন।"

বলিতে বলিতে ক্রমে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
মূর্চ্ছাগত, বিহীন-স্পন্দন-কলেবর।
সংজ্ঞা লভি, বলে, আদি-অন্ত বিবরণ,
যে জন্য সে, ব্যাধ-তুল্য ঘৃণিত-বরণ।

স্খলিত শাণ্ডিল, পুনঃ, চলে তপস্যায়,
পতিব্রতা পত্নী সতী সঙ্গে সঙ্গে যায়।
দুষ্কৃতি ক্রোধের এত, সিদ্ধি দূরে যায়।
দৃঢ় চিত্তে, সংযত রাখাই, শ্রেয়ঃ তায়।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "হেন ক্রোধ-করে,
নিষ্কৃতি কিরূপে নরে পায়?
উত্তরে সন্তান, "ক্রোধ-সংযত করিতে,
বর্ত্তে ভবে ত্রিবিধ উপায়।
প্রথমতঃ, বিশ্বাস শ্রীবিধাতৃ-বিধানে,
দুঃখ সুখ-দাতা যিনি হন,
ইষ্ট, বা অনিষ্ট জন্য, নিমিত্ত মানুষ,
সর্ব্ব মূলে কর্ত্তা তিনি র'ন।

দ্বিতীয় উপায়, চিন্তি নশ্বরত্ব সদা,
"উপেক্ষা" অভ্যাস সাবধানে।
তৃতীয় উপায়, পাপ-সন্দেহ-বিনাশ,
যাহে মহানর্থ টানি আনে।
বর্ত্তে আরো অন্য এক পন্থা, মহাত্মন!
ধীর ভাবে আত্মানুশীলন,
দর্শি দোষ জন্মে ক্রোধ,-কিন্তু যবে দর্শি,
আমি ও না নির্দ্দোষ কখন,
তখন আসে না চিত্তে, ক্রোধে আস্ফালন,
জন্মে, উগ্র স্বভাবে, বিনয়।
দোষীর দুর্গতি দর্শি, দুষ্কৃতি স্মরণে,
চিত্তে জাগে লজ্জা-ক্ষমা-ভয়।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ সস্নেহ বচন,
"লোভের সম্বন্ধে কিছু কর আলোচন।"

কহিল সন্তান ধীরে, "ব্রহ্মচারি-বর!
কাম-ক্রোধ তুল্য, লোভ কুহকী তস্কর।
সন্তাপে লোভের, দগ্ধ সমস্ত সংসার,
নাপিত-বর্ত্তিকা-ধারী, সাক্ষী ভাল তার।"

বলেন মাধবদাস, "বিস্তারিয়া বল,
নাপিত-বর্ত্তিকাধারী, কি জন্য কি হ'ল।"

কহিল সন্তান, লোভী নাপিতের কার্য্য,
হিতবাক্য যার, 'পঞ্চতন্ত্রের' মাধুর্য্য।
"বৈশ্য মণিভদ্র করি ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
দরিদ্র হইয়া, অতি দুঃখে ম্রিয়মান।
সাধ্য নাহি করে পরহিত—সাধু-সঙ্গ,
উত্থিত সংসারে, মহা অভাব-তরঙ্গ।

ক্রমশঃ অসহ্য দুঃখ, নিত্য অনশনে,
আত্ম-হত্যা-জন্য, ভদ্র ইচ্ছা করে মনে।
রাত্রি শেষ এক দিন, এমন সময়,
স্বপ্নে দেন দরশন ধর্ম্ম দয়াময়।
উৎসাহি বলেন, "ভদ্র, না করিহ ভয়।
ধর্ম্ম আমি, তোমা প্রতি, তুষ্ট অতিশয়।

ধর্ম্ম-কর্ম্মে যারা হয়, বিপন্ন-বিব্রত,
রক্ষি আমি তাহাদিগে, আগ্রহে সতত।
ধর্ম্ম-পথ ধরিলে, কি শঙ্কা কোথা কার ?
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, ইহা সত্য-সার।
আগামী প্রভাতে এই সন্ন্যাসীর বেশে,
দণ্ডাইব আসি আমি, মোর শিরোদেশে,
যাহা পাও, তাহা দিয়া করিও আঘাত।
রত্ন-মণি হয়ে, আমি পড়িব সাক্ষাৎ।"

ধর্ম্ম, এত বলি, যান অদৃশ্য হইয়া,
সূর্য্যোদয়ে মণিভদ্র বসিল উঠিয়া।
চিন্তে মনে, "স্বপন কি সত্য কভু হয় !
বিশেষতঃ, মত্ত মোর স্বপন নিশ্চয়
নিরর্থক ;—বিন্দু মাত্র সন্দেহ কি তায় ?
সাক্ষ্য তার, বহু সাধু-বাক্যে পাওয়া যায়।

তথা শ্রীপঞ্চতন্ত্রে—

ব্যাধিতেন সশোকেন চিন্তাগ্রস্তেন জন্তুনা।
দুরাকাঙ্ক্ষেন মত্তেন দৃষ্টঃ স্বপ্নঃ নিরর্থকঃ ॥

"ব্যাধিগ্রস্ত, চিন্তাগ্রস্ত, দুরাশ, শোকগ্রস্ত এবং মত্তের স্বপ্ন নিরর্থক।"

চিন্তার তরঙ্গে আরো কিছুকাল যায়,
হেনকালে ক্ষৌরকার আসিল, তথায়।
বসিল, করিতে ক্ষৌর, গল্প আরম্ভিয়া।
কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের, তরঙ্গ তুলিয়া।

সহসা সে স্বপ্ন-দৃষ্ট সন্ন্যাসী আসিল,
আজ্ঞামত, মণিভদ্র আঘাত করিল।
রত্ন-মণি হইয়া সে পড়িল ধরায়।
দৃশ্য হেরি ক্ষৌরকার সবিস্ময়ে চায়।

মণিভদ্র বলে, "তুমি লহ দশ হাজার,
ব্যক্ত না করিও কথা, অন্য কোথা আর।"
নাপিত লইয়া অর্থ করিল গমন,
কিন্তু লোভে উন্মত্ত হইল তার মন।

চিন্তে মনে, থাকিতে এ সহজ উপায়,
অর্থ-হীন, এত দিন, রহিয়াছি, হায় !
মস্তকে মারিলে বাড়ী, সাধু-সন্ন্যাসীর,
রত্ন-ধন এত হয়, অনা'সে বাহির,
অগ্রে যদি, এ গূঢ় রহস্য, জানিতাম,
জন্ম ভরি, তবে কি দারিদ্র্য সহিতাম ?

চিন্তি এত, নাপিতিনী-সন্নিকটে গিয়া,
বর্ণিল সমস্ত বার্ত্তা, বিস্তৃত করিয়া।
পরামর্শ, তারপরে, দুজনে করিল,
নূতন করিয়া এক গৃহ নিরমিল।
শক্ত করি, চতুর্দ্দিকে, বেড়া দিল তার,
ক্ষুদ্র এক দ্বার রাখে, মধ্যে অন্ধকার।

নির্ম্মি গৃহ, সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাইয়া,
প্রার্থনা করিল ধূর্ত্ত, আর্ত্তি জানাইয়া,
"ক্ষুদ্র আমি, দীন, হীন,—জাতিতে অধম,
সিদ্ধ-সাধনায়, আপনারা নরোত্তম।
দুঃসাহসে আসিয়াছি, অদ্য আশা করি,
আজ্ঞা যদি পাই, বাঞ্ছা নিবেদিতে পারি।"

নিরীক্ষিয়া, নাপিতের অত্যন্ত বিনয়,
করুণার্দ্র সন্ন্যাসীরা, দিলেন অভয়।
ধূর্ত্ত সে কহিল, "কল্য মোর ক্ষুদ্র গৃহে,
যান যদি, মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সম্পাদনে,
কৃতার্থ হইব ;—চিত্তে বাঞ্ছা বহুদিন,
ভূর্জ্জপত্র,কুম্‌কুম্, লেখনী, পট্টবাস,
অর্পিবারে ভোজনান্তে, আপনা সবায়।
সংগৃহীত, বহু কষ্টে, তা সমস্ত মোর,
অন্য কি কি আবশ্যক, আজ্ঞা দিন দাসে !"

সন্ন্যাসীরা নাপিতের প্রার্থনায় হাসি,
কহিলেন, "নিমন্ত্রণ, না লয় সন্ন্যাসী।
ক্ষুধার্ত্ত হইলে, মোরা লোকালয়ে যাই,
ভক্তি ভরে যে যা দেয়, তুষ্ট চিত্তে খাই।"

নাপিত কহিল, "তবে সেইরূপই হবে,
ক্ষুধার্ত্ত হইলে, কল্য মোর গৃহে যাবে।

আজন্ম, ও পদে আমি আজ্ঞাধীন দাস,
নিন্দা হবে, পূর্ণ না করিলে, মোর আশ !"

ভক্তি দেখি নাপিতের, মুগ্ধ সাধুগণ,
নাপিতে বিদায় দেন, নিয়া নিমন্ত্রণ।
ধূর্ত্ত সে নাপিত, দ্রুতপদে গৃহে গিয়া,
মুদ্গর গড়িল এক, শাল-কাঠ দিয়া।

সারারাত্রি, অনিদ্রায় রহিয়া, কাটায়,
প্রত্যূষে উঠিয়া, মাত্র পথ পানে চায়।
বেলা প্রায় দ্বি-প্রহর, এমন সময়,
উপস্থিত, ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী সমুদয়।

ভক্তিভরে নমস্কারি, উঠাইল ঘরে,
রুদ্ধ করি দ্বার, শেষে ধরিল মুদ্গরে।
নির্দ্দয় প্রহার করে, সন্ন্যাসি-মাথায়।
কেহ পড়ে, কেহ মরে, কেহ মূর্চ্ছা যায়।
কেহ বা চীৎকার করে, করি "হায়, হায়।"
মহা গণ্ডগোল, লোক গৃহপানে ধায়।

নিরীক্ষি নৃশংস দৃশ্য, নগর-কোটাল,
বান্ধিয়া লোভান্ধে নিল, যথা ধর্ম্মপাল।
বিচারে সে ধূর্ত্ত কহে, "মণিভদ্র-ঘরে,
সন্ন্যাসী বিনাশি, বহু অর্থলাভ করে।
দীন আমি, অর্থ-লোভ, মোর প্রয়োজন।
অর্থ-লোভে করিয়াছি, হেন আচরণ।"

সাক্ষ্য দিতে, মণিভদ্র যথা সত্য, কহে,
"ধর্ম্মের রহস্য তাহা, সাধু-হত্যা নহে।"
শুনি ধর্ম্মপাল বলে, "লোভান্ধ নাপিত,
কর্ম্ম করিয়াছে, অতি নৃশংস গর্হিত।
সন্ন্যাসী করেছে হত্যা, শূলে চড়াইয়া,
হত্যা কর এ পাপিষ্ঠে, লোক-শিক্ষা দিয়া।

পরীক্ষা না করি, মাত্র করিয়া দর্শন,
কার্য্য যারা করে, তারা ভ্রান্ত নরাধম।"

তথা শ্রীপঞ্চতন্ত্রে—

অপরীক্ষ্য ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং সুপরীক্ষিতম্।
তন্নরেন ন কর্ত্তব্যং নাপিতেনাত্র যৎকৃতম্ ॥

"পরীক্ষা না করিয়া কিছু করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা করিবে, তাহা অতি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া করিবে। এই স্থানে নাপিত যাহা করিল, তাহা করা মানুষের কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু যবে, হেন মোহে, চিত্ত মত্ত হয়,
পূর্ণ হয়, হীনতায়, উন্নত হৃদয়।
পরীক্ষা করিতে, নাহি ঘটে অবসর,
হিতবাক্য যে বলে, তাহাকে ভাবে পর।
দর্শি মরীচিকা, মনে গঙ্গা বোধ করে,
মুক্তাহার ভাবি, সর্প যত্নে বক্ষে পরে।
ঝঞ্ঝাবাতে জলাশয়ে উত্থিত তরঙ্গ,
লোভাক্রান্ত হলে, তথা চিত্তে মোহ-রঙ্গ।"

বলেন মাধবদাস, "বর্ত্তিকাধারীর
বার্ত্তা কি প্রকার, তাহা শুনাও সুধীর।"

উত্তরে সন্তান, "এক ব্রাহ্মণের ঘরে,
জন্মে চারিপুত্র, সে ব্রাহ্মণ শেষে মরে।
ব্রাহ্মণী লইয়া সবে, পিতৃগৃহে যায়,
ধর্ম্ম-অর্থ-কারী বিদ্যা, সে স্থানে শিখায়।

তারপরে চারিপুত্র বসি তপস্যায়,
ধনরত্নপ্রদ এক সিদ্ধ-বর্ত্তী পায়।
হস্তে ধরি সিদ্ধবর্ত্তী হিমালয় দেশে,
চলে চারি পুত্র, ধন-রত্নের উদ্দেশে।
বর্ত্তী-গুণ এ প্রকার, শুনিতে বিস্ময়,
যে স্থানে সে পড়ে, ক্ষেত্র হয় ধাতুময়।

প্রথমে পড়িল বর্ত্তী, মৃত্তিকা খুঁড়িল,
তাম্রময়ী ভূমি, তার মধ্যে নিরীক্ষিল।
তুষ্ট হয়ে একজন, অন্যে বলে, "ভাই !
ইচ্ছামত তাম্র নিয়া, চল, ঘরে যাই।"

অন্যে না শুনিল, তাম্র একা সে তুলিয়া,
গেল মাতৃ-সন্নিধানে, আনন্দে গলিয়া।

বর্ত্তী তার পরে পড়ে, মৃত্তিকা খুঁড়িল,
স্তূপীকৃত রৌপ্য তার মধ্যে বাহিরিল।
হৃষ্টচিত্তে, একজন, অন্যে বলে, "ভাই,
রৌপ্য নিয়া চল, আর শ্রমে কার্য্য নাই।"

অন্যে বলে, "নির্ব্বোধেরা বলে এ প্রকার,
উৎসাহ-উদ্যম-শূন্য, তারা অনিবার।
রৌপ্য হেথা প্রাপ্য, আরো উচ্চে যত যাবে,
স্বর্ণ-রত্নময়ী ভূমি অবশ্যই পাবে।"

তারপরে একজন রহিল তথায়।
অন্য দোঁহে, স্বর্ণ-লোভে, উচ্চ দেশে যায়।
অল্প দূর উঠিতেই, বর্ত্তী পুনঃ পড়ে।
দর্শে তত স্বর্ণভূমি, যত দূর খুঁড়ে।

একজন মহোল্লাসে অন্যে বলে, "ভাই,
ইচ্ছামত স্বর্ণ নিয়া, চল ফিরি যাই।
বর্ত্তী-গুণে, ভাগ্যফলে, প্রাপ্ত এত সোনা
অপূর্ণ কি আর?—আশা অত্যন্ত ভাল না।"

অন্যে বলে, "স্বর্ণভূমি যদি মিলিয়াছে,
নিশ্চয় সম্মুখে মণি-মুক্তা রহিয়াছে।
প্রাপ্ত হ'লে যার এক, দুঃখ না থাকিবে,
কি জন্য, স্বর্ণের বোঝা, বহিয়া মরিবে?
অগ্রে চল মহোৎসাহে"; বলিয়া সে যায়;
স্বর্ণে তৃপ্ত, স্বর্ণ নিতে রহিল তথায়।

রত্নাকাঙ্ক্ষী উচ্চে উঠি জঙ্গল ভাঙ্গিয়া,
উত্তরিল কুবেরের দুয়ারে আসিয়া।
তীক্ষ্ণধার চক্র তথা, সতর্ক প্রহরী,
রক্ষা করে রত্ন-ধন, দিবারাত্রি ঘুরি।
যে যায়, শাণিত চক্র, পড়ি তার শিরে,
চর্ম্ম মাংস ছিন্ন করি, ভাসায় রুধিরে।

দর্শে তথা, এক ব্যক্তি ছিন্ন-ভিন্ন-শির,
চক্রাঘাতে, যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির।
সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা, মুখে হাহাকার,
যাইয়া না যায় প্রাণ, আশ্চর্য্য ব্যাপার।

জিজ্ঞাসিল, যেমন সে তার পরিচয়,
চক্র আসি, পড়ি শিরে, করে রক্তময়।
"এ কি! এ কি!" বলিয়া, সে আরম্ভে রোদন;
মুক্ত ব্যক্তি বলে, "আর কান্না অকারণ!
আমিও আসিয়াছিনু তোমারি মতন,
সিদ্ধ-বর্ত্তী নিয়া, অতি লোভাক্রান্ত-মন।
রত্ন-লোভে স্বর্ণ-রৌপ্য করি পরিহার,
দ্বারে আসি কুবেরের দুর্গতি আমার!

যতদিন সিদ্ধ-বর্ত্তী নিয়া কোন জন,
না আসিবে, এই স্থানে, তোমার মতন,
ততদিন, এ প্রকারে, থাকিতে হইবে,
দুঃখ পাবে প্রাণান্তক, প্রাণ নাহি যাবে।"

মুক্ত ব্যক্তি, এত বলি, নিজ স্থানে যায়,
অতি লোভী বিপ্র-পুত্র, রহে যন্ত্রণায়।

তথা শ্রীপঞ্চতন্ত্রে—

অতি লোভং ন কর্ত্তব্যং লব্ধং নৈবং পরিত্যজেৎ।
অতি লোভাভিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে॥

"অতি লোভ কর্ত্তব্য নহে, লব্ধ বস্তুও ত্যাগ করিতে নাই। যাহারা অতি লোভী, তাহাদের মস্তকে সর্ব্বদা চক্র ঘুরিতেছে। (তাহাদের মস্তক সর্ব্বদা মোহপ্রাপ্ত, এবং যন্ত্রণাময়।)"

কেহ লোভী, ভোজ্য-জন্য, কেহ লোভী ধনে।
কেহ লোভী, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সম্পাদনে।
কেহ লোভী, বিলাসের বসন-ভূষণে।
কেহ লোভী, অন্যোপরি প্রভুত্ব-স্থাপনে।
লোভের বিস্তৃত ক্ষেত্র, সীমা নাহি তার।
যে স্থানে দাড়াও, তথা দুর্গতি অপার।

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরক দুয়ার,
পরিত্যাগ যে করেছে, দুঃখ কোথা তার?"

শুনিয়া মাধবদাস, মহাত্ম-প্রধান,
স্নেহভরে জড়াইয়া ধরেন সন্তান।
অত্যানন্দে বলেন, "সাধক হবে যারা,
কামাদির সংযম সাধুক অগ্রে তারা।
চিত্ত-চরিত্রের যাহে, উন্নতি-সাধন,
সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তার তত্ত্ব-আলোচন।
অভ্যস্ত যাহাতে শম-দমে হয় মন,
তজ্জাতীয় আলোচনা কর্ত্তব্য এখন।
তেজস্বীতা অন্তরের বৃদ্ধি যাহে হয়,
হীন-দৃষ্টি, হীন-কর্ম্মাসক্তি, নাহি রয়,
অর্চ্চি শক্তি, যাহে জাতি হয় শক্তিমান,
যাহে ঘটে, অনৈক্যের পূর্ণ অবসান,
সঙ্কীর্ণতা যায়, বিশালত্বে পূর্ণে মন,
তজ্জাতীয় আলোচনা কর্ত্তব্য এখন।
তত্ত্ব কহ সংযমের, দৃষ্টান্ত সহিত,
চিত্ত যাহে, হবে ভক্তি-বিশ্বাসে, অন্বিত।"
সম্বোধেন শ্যামানন্দ, "কামাদি সংযম,
প্রত্যেকেই বলে, কিন্তু দুঃসাধ্য সাধন।
মুখে নিন্দা করে, কিন্তু ভোগের সময়,
উন্মত্ত সমান ধায়, তার কি উপায়?"
উত্তরে সন্তান, "যদি চিত্তোন্নতি-তরে,
জন্মে ব্যাকুলতা, আর আগ্রহ, অন্তরে,
অভ্যাস-বৈরাগ্য করি সযত্নে আশ্রয়,
কামাদির মোহ-করে, ক্রমে মুক্ত হয়।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।

"হে মহাবাহো কৌন্তেয়! মন যে অতিশয় অস্থির, এবং তাহাকে নিগ্রহ করাও যে অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈরাগ্য এবং অভ্যাস-যোগ অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিগ্রহ করিতে হয়।

তৃতীয় দিন

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—০—

দেবিপ্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও, তুমি পরাৎপরা। তুমি প্রসন্না হইলেই জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ক্রুদ্ধা হইলেই জগৎ ধ্বংস হয়। এখন আমরা তাহা বুঝিলাম। কারণ তোমার ক্রোধে মহিষাসুরের সুবিপুল সৈন্য একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে।"

জয় ঐশ্বর্য্যরূপা, জয় বৈরাগ্য-দায়িনী,
ভোগোন্মত্ত মোহান্ধের মুক্তি-বিধায়িনী।
দৃষ্টি কর করুণার, আমি অভাজন।
মত্ত মোহে আজনম, পঙ্কে নিমগন।
পতিতোদ্ধারিণী নাহি, তোমার সমান
বিশ্বে নাহি মোর তুল্য, পাপিষ্ঠ অজ্ঞান।
চিন্তি ইহা, ইচ্ছা যাহা, কর মা বিধান।
মাত্র তুমি ভুলুয়ার, ভরসার স্থান।
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "কি শুভ লক্ষণে
বিলব্ধ-বৈরাগ্যে ধরা যার এ ভুবনে?"
উত্তরে সন্তান, "ঘটে বৈরাগ্য যাহার,
শত্রু-মিত্র নাহি তার, সে বড় উদার।
নশ্বরত্ব জগতের, উপলব্ধি করি,
সু-স্থির সে, লাভালাভে,—অচঞ্চল গিরি;
উদ্বেগের বিন্দুমাত্র, চিত্তে নাহি তার,
বর্ত্তে মহানন্দে, স্ফূর্ত্তিপূর্ণ অনিবার।
বর্ত্তে বটে, বৈরাগ্যের অনেক প্রকার,
সংক্ষেপতঃ, নিত্যানিত্য দুই, কহি সার।

অনিত্য বৈরাগ্য যাহা, শ্মশানে তা ঘটে।
অথবা, কলঙ্ক যবে, মন্দ কর্ম্মে রটে।
অত্যন্ত যে প্রিয়জন, কথা না শুনিলে,
কিংবা করি দ্বন্দ্ব-সন্দ, অপ্রিয় বলিলে।
অথবা ভোগান্ত হ'লে,—ইত্যাদি সময়,
ঘটে যা বৈরাগ্য,—তাহা অনিত্য নিশ্চয়।

নিত্য যে বৈরাগ্য, তাহা ইস্পাতে নির্ম্মিত,
ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিলে, তাহা স্থির সু-নিশ্চিত।
অনিত্য বৈরাগ্য-মূল, মোহ বা বিরক্তি,
নিত্য বৈরাগ্যের হেতু, তত্ত্বজ্ঞান-ভক্তি।

জ্ঞান হ'তে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে জ্ঞান হয়,
দিব্যজ্ঞান হ'লে হয়, সন্দেহের লয়।
সন্দেহ ঘুচিলে, দর্শি, বিশ্ব কিছু নয়।
মাত্র ব্রহ্মময়ী, একা সর্ব্বমূলে রয়।
চন্দ্র-সূর্য্য হ'তে ক্ষুদ্র বালুকার কণা,
সর্ব্বত্র মা, অন্তরে বাহিরে বিদ্যমানা।

চন্দ্র একা, সলিল-তরঙ্গে প্রতিফলি,
দৃষ্ট হয় যে প্রকার, হ'য়ে চন্দ্রাবলী ;
সে প্রকার, এক ব্রহ্মময়ী বিশ্বাধারে,
দৃশ্যমানা অবিরত, অনন্ত প্রকারে।

দর্শি দিব্য চক্ষে, যায় সংশয় যাঁহার,
হাসি-কান্না-সমুদ্র, অক্লেশে তিনি পার।
জন্ম, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, করি নিরীক্ষণ,
দণ্ড তরে, চঞ্চল না হয়, তাঁর মন।

বৈরাগীও এই ভবে, কার্য্য বটে করে,
মাত্র তা কর্ত্তব্য-জ্ঞানে অসক্ত অন্তরে।
শুভাশুভ,—ফলাফল,—চিন্তা তার নাই।
চিত্তে কত শান্তি তার, অবধি না পাই।

এ হেন বৈরাগ্য যাহা, তাহা নিত্য মানি,
প্রথমতঃ দৈববলে সংঘটে আপনি।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "কি তার প্রমাণ ?"
"কুশাঙ্কু দৃষ্টান্ত তার ;"—উত্তরে সন্তান।

"জন্মস্থান কুশাঙ্কুর, ছিল অযোধ্যায়,
সাধু-সঙ্গে তত্ত্ব-পরসঙ্গে, শুনা যায়।
মাত্র এক পুত্র, তাই বংশ-রক্ষা তরে,
জননীর বাক্যে, দার-পরিগ্রহ করে।
বিবাহের পরে, হল পিতৃমাতৃ হীন,
অন্তরে আকাঙ্ক্ষা, সদা হয় উদাসীন।

অন্য দিকে, পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল,
ভাগবত-কর্ম্মে, তাহা উড়াইয়া দিল।
চিন্তে মনে, পুত্র হ'লে, হইব সন্ন্যাসী,
চিন্তা ভাগবতী, তার চিত্তে দিবানিশি।

জন্মিল যখন, পরে, পুত্র ঘরে তার,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, হ'ল অন্ন মেলা ভার।
সদ্য-জাত শিশু ফেলি, না পারে যাইতে,
চিন্তা করে রাত্রি দিন, "সীতা-রাম" চিতে।

দর্শে, করি সু-বিচার, বিবাহ পর্য্যন্ত,
পুত্র প্রতি নাহি তার, দায়িত্বের অন্ত।
এত কাল, গৃহে থাকা, তার সুকঠিন,
অথচ, সে দায়িত্বের, সম্পূর্ণ অধীন।

উপবিষ্ট এক দিন, চিন্তাযুত চিতে,
সহসা পড়িল ডিম্ব, উপর হইতে।
দর্শে, তার মধ্যে নড়ে, টিক্‌টিকীর ছানা,
রক্ষা করে কি প্রকারে, বুঝিতে পারে না।

"সদ্য-জাত ইহা, এর জনক-জননী,
কোন্ স্থানে, তাহার ত কিছু নাহি জানি।
নাহি জানি, কিরূপে ইহার রক্ষা হয়,
সম্মুখে আমার, হবে বিনষ্ট নিশ্চয়।"
চিন্তি এত, দুঃখী মনে, সীতারামে স্মরে,
শঙ্কা করি,—"এই শিশু, এই বুঝি মরে!"

হেন কালে, রাশি রাশি পিপীলিকা আসি,
অঙ্গে যত লালা ছিল, সব খেল চুষি।
বাচ্চা টিক্‌টিকীর, শক্তি লভিয়া তখন,
থাম্বা বাহি, দ্রুত-গতি, করিল গমন।

কুশাঙ্কু নিরখি দৃশ্য, কহিল অন্তরে,
"মিথ্যা চিন্তা করি আমি, দারাপুত্র-তরে।
এই মাত্র, এই শিশু, ছিল অসহায়,
পিপীলিকা আসি হ'ল, ইহার সহায়।

আমি ত ভাবিতেছিনু, যাইল মরিয়া,
হের, দৈব কি প্রকারে, দিল বাঁচাইয়া।
কে মরে, কে বাঁচে, রক্ষা কে করে কাহার,
এক মহাশক্তি আছে, পশ্চাতে সবার।

তিনি যা করেন হয়, মোরা না বুঝিয়া,
দুঃখ করি মরি, বৃথা চীৎকার করিয়া।
যে শক্তি হইল অদ্য, সহায় ইহার,
নিশ্চয় সন্তানে মোর, দৃষ্টি আছে তার।"

চিন্তি এত, কুশাঙ্কু স্মরিয়া সীতারাম,
সন্ন্যাসীর দলে আসি, লেখাইল নাম।"
সম্বোধেন শ্যামানন্দ, "হেন দৈব-বল,
মায়ান্ধ-মানব-ভাগ্যে সর্ব্বদা বিরল।
অন্যোপায় থাকে যদি, কর নির্দ্ধারণ।
ছিন্ন হবে যাহে, মায়া-ভ্রান্তির বন্ধন।"

উত্তরে সন্তান, "আছে অন্য সদুপায়,
অন্বেষণ করি কর সদ্‌গুরু সহায়।
জন্মিবে বৈরাগ্য চিত্তে, কৃপায় তাঁহার,
নিষ্ঠাবান মহারাজ, দৃষ্টান্ত যাহার।"

সুধান মাধবদাস, "তাহা কি প্রকার?
বিস্তারিয়া বল, শুনি, পরিচয় তার।"
কহিল সন্তান, "নাগাপতি নিষ্ঠাবান,
গুরু যার, গৌণী-শিষ্য, ঋষি শুদ্ধজ্ঞান।
শক্তিমান শুদ্ধজ্ঞান, সিদ্ধ মহাজন,
ইচ্ছিলে, পারেন ঘটাইতে অঘটন।

নিষ্ঠাবান রাজার ভক্তির নাহি পার,
করিত ঈশ্বর-বোধে, অর্চ্চনা তাঁহার।
গৌরবে গুরুর, সদা অতি হৃষ্ট-মন।
হৃষ্ট অতি, বন্দি সদা শ্রীগুরু-চরণ।

পুত্রহীন নিষ্ঠাবান, পুত্র কিসে হয়,
রাণী-সঙ্গে, চিন্তা করে, সমস্ত সময়।
"ভাগ্যে, গুরু-কৃপা-বলে, কোন দুঃখ নাই,
পূর্ণ হয় সর্ব্ব সাধ, পুত্র যদি পাই।"

বৎসরান্তে আসিলেন, গুরু শুদ্ধজ্ঞান,
অর্চ্চনে আচার্য্যে রাজা, অতি ভক্তিমান।
আহারান্তে, গুরুদেব বিশ্রামে যখন,
পার্শ্বে আসি, রাজা-রাণী, বসিল তখন।

এ কথা, সে কথা বলি, ধরিয়া চরণ,
জন্মে পুত্র, হেন বর, প্রার্থে দুই জন।
প্রার্থনা শুনিয়া, ধীর চিত্তে শুদ্ধ-জ্ঞান,
সম্বোধেন, "ভ্রান্তি নাহি ইহার সমান।
পুত্র চাহ, কিন্তু দেখ, চিন্তিয়া অন্তরে,
সিদ্ধি কোন্ পরমার্থ, তাহে এ ভূ-পরে!

বঞ্চিতেছ সুখে কাল, পুত্র যদি হয়,
জঞ্জালে বেষ্টিত হবে, বলিনু নিশ্চয়।
অদ্য পুত্র রোগাক্রান্ত, আন চিকিৎসক,
কল্য তার শিক্ষাজন্য, আন সু-শিক্ষক।

অন্য দেশে যাবে, চিন্তা তাহাতে বাড়িবে,
দুশ্চিন্তায়, সারা রাত্রি, নিদ্রা না আসিবে।
হয় যদি দুশ্চরিত্র, দুষ্ট, দুরাচার,
বংশের কলঙ্ক হবে, চৌদিকে বিস্তার।

তিরস্কার কর যদি, এ বৃদ্ধ বয়সে,
নির্য্যাতন করিবে সে, দৈত্য-সম এসে।
কার্য্য নাহি পুত্রে, সদা চিন্ত ভগবান।"
অত্যন্ত বিষণ্ণ, শুনি, রাজা নিষ্ঠাবান।

প্রার্থে রাজা তবু, গলবস্ত্রে, যুক্ত-করে,
"সিদ্ধ মহাজন, দেব! আপনি ভূ-পরে।
দৃষ্টি করুণার, তব হলে একবার,
সাধ্য হয় অসাধ্য, সন্তান কোন্ ছার?
আশীর্ব্বাদে আপনার, সংসারে আসিয়া,
উল্লাসে, আনন্দে, দিন যাইছে চলিয়া।

কিন্তু, পুত্র বিনা, দেব! মো দোঁহার মনে,
বিন্দু মাত্র শান্তি নাই,—দুঃখ সর্ব্ব ক্ষণে।

দর্শি যবে, অন্য নরে, পুত্রে করে কোলে,
দুর্ভাগার প্রাণ কাঁদে, "পুত্র, পুত্র", ব'লে।
হোক্ পুত্র, মাত্র তাকে করি দরশন,
সন্তপ্ত হবনা, তার ঘটিলে মরণ।"

শ্রেয়ঃ বাক্যে, পুনঃ তাকে, করিয়া সান্ত্বনা,
কহিলেন শুদ্ধজ্ঞান, "হেন দুর্ব্বাসনা,
পরিহর মহারাজ! দেখিনু চিন্তিয়া,
জন্মিলেও পুত্র, পরে যাইবে মরিয়া,
কর্ম্ম-দোষে, ভাগ্যে তব, নাহি পুত্র-সুখ।
জন্মিলে, ঘটিবে মাত্র, দুর্ব্বিসহ দুখ।

বঞ্চিতেছ সুখে কাল, ইষ্ট চিন্তা কর।
সর্ব্বদা, আনন্দময় সাধুসঙ্গ ধর।
কৃতার্থ হইবে তাহে, ইহ-পর-কালে।
পুত্র হলে, মাত্র তুমি পড়িবে জঞ্জালে।"

মত্ত মোহে নিষ্ঠাবান, তবু পুত্র তরে,
বার বার প্রার্থে, অতি ব্যাকুল অন্তরে।
বাধ্য হয়ে, শুদ্ধজ্ঞান, মাদুলী করিয়া,
নিষ্ঠাবান-রাণী-গলে দিলেন বাঁধিয়া,

পুত্র এক জনমিল, কিছু দিন পরে,
উত্থিত আনন্দ-ধ্বনি, নাগার নগরে।
দর্শি, রাজা পুত্র-মুখ, মায়ায় উন্মত্ত।
বিস্মৃত সজ্জন-সঙ্গ, আর ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

সম্মুখে যে আসে, আনি দেখায় সন্তান।
মুক্তমুখে নিজে করে গুণের বাখান।
তিন বর্ষ না যাইতে শিখিল পয়ার,
কিবা হাস, কিবা ভাব!—ভুলায় সংসার।
ধৈর্য্যহীন স্নেহে রাজা, পুত্র মুখ হেরি,
অঙ্কে ধরি, সর্ব্ব ক্ষণ ফিরে নৃত্য করি।
অন্য দিকে ইষ্টদেব ঋষি শুদ্ধ-জ্ঞান,
চিন্তান্বিত সদা, কোন পন্থা নাহি পান।

"মিথ্যা-মায়া-মুগ্ধ হ'ল কর্ত্তব্য পাসরি,
হ'ল মনুষ্যত্ব-নাশ, উপায় কি করি।"
ক্রমে তিন বর্ষগত, মহর্ষি-প্রধান।"
উপস্থিত রাজগৃহে করিতে সন্ধান।
দর্শিলেন, নিষ্ঠাবান লভি পুত্র ধন,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত দিয়াছে বিসর্জ্জন।
লক্ষ্য নাহি, লোক-হিতে, ঈশ্বরারাধনে,
মত্ত সারাদিন, পুত্র-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে।

মহারাজ নিষ্ঠাবান দর্শি ইষ্টদেবে,
দ্বিতীয় ঈশ্বর-জ্ঞানে হৃষ্টচিত্তে সেবে।
দর্শাইয়া পুত্রে, করে আনন্দ অপার;
বর্ণে, "হেন পুত্র, প্রভো! বিশ্বে নাহি আর!"

দর্শিলেন গুরু, ছিল নির্ম্মুক্ত যে জন,
পুত্র লভি, এক্ষণে সে, মোহান্ধ এমন॥
ধর্ম্ম-চর্চ্চা ছিল, নিত্য স্বভাব যাহার,
অনর্থ-চিন্তায়, মাত্র দৃষ্টি এবে তার।

দর্শি হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু, চিন্তেন অন্তরে,
কিরূপে করেন মুক্ত পুত্র স্নেহাতুরে।
রন্ধনে নিযুক্ত গুরু, এমন সময়,
পুত্র আসি, পার্শ্বে বসি, শ্লোক উচ্চারয়।

সন্তানে বিরক্ত গুরু, প্রাপ্ত অবসর,
নিক্ষেপেন কেশ ধরি, চুল্লীর ভিতর।
বিদগ্ধ অগ্নিতে পুত্র, পঞ্চত্ব পাইল,
আর্ত্তনাদে, রাজ-গৃহ পরিপূর্ণ হল।

পুত্র-শোকে, মৃতপ্রায় রাজা নিষ্ঠাবান,
মূর্চ্ছাঘোরে মহিষীর, অবসন্ন প্রাণ।
দুঃখে শোকে আত্মহারা, দাস-দাসী যত,
সান্ত্বনা কে করে কাকে, সর্ব্বে এক মত।

অন্য দিকে মৃত পুত্র নিয়া শুদ্ধজ্ঞান,
নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, এক বনমধ্যে যান।
অন্ধা-পুষ্করিণী-তীরে কলসে ভরিয়া,
গর্ত্ত করি, পুত্র-দেহ রাখেন পুতিয়া।

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী।

"বারদীর যোগী যাঁর মন কথা বলে।"

(৭৫ পৃঃ)

মত্ত শোকে রাজায়, না বলি সবিশেষ,
"দুর্গা, দুর্গা!" বলি, গুরু যান নিজ দেশ।

কিছু দিন পরে, সিদ্ধ মাদুলীর জোরে,
পুত্র পুনঃ, জন্ম নিল, রাণীর উদরে।
পূর্ব্বাপেক্ষা রূপে গুণে, হ'ল মনোহর।
প্রাপ্ত শান্তি, শোকদগ্ধ চিত্তে, নরবর।

কর্ত্তব্যে চৈতন্য নাহি, নাহি সাধুসঙ্গ,
সর্ব্বক্ষণ মুখে, মাত্র পুত্রের প্রসঙ্গ।
মুক্ত মোহে, ত্রিকালজ্ঞ, গুরু শুদ্ধজ্ঞান,
শিষ্য-মোহ-মুক্তি-জন্য, চিন্তিত-পরাণ।

উপস্থিত পঞ্চবর্ষ-পরে রাজগৃহে,
দর্শি তাঁকে, এবার, সতর্ক সবে রহে।

পত্নী-সঙ্গে, রাজা, সদা রহে ভারমুখে।
বেশী ক্ষণ নাহি বসে, তাঁহার সম্মুখে।
হিত বাক্য যা বলেন, শুনে, বা না শুনে,
"হাঁ হাঁ!" বলি, নৃত্যে শির, সঘনে, উন্মনে।

শিষ্যের অবস্থা দর্শি, দুঃখী শুদ্ধজ্ঞান,
কর্ত্তব্য কি, নির্দ্ধারণে, বুদ্ধি নাহি পান।
দীর্ঘিকায়, এক দিন, করিছেন স্নান,
পুত্র তথা উপস্থিত, বাহিয়া সোপান,
হস্ত-পদ ধরি, গুরু তখনি তথায়,
নিক্ষেপি সোপানে, হত্যা করিলেন তায়।

হত্যা করি, মৃত দেহ, পূর্ব্বের মতন,
মৃত্তিকার মধ্যে পুতি, করেন গমন।
নিষ্ঠাবান পুত্র-শোকে পড়ে কিংবা মরে।
সর্ব্ব দিকে হাহাকার, নাগার নগরে।

জন্মে পুনঃ কন্যা, সিদ্ধ-মাদুলীর জোরে।
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, সবে বলে।
বর্ষত্রয় না যাইতে, নাচিয়া গাইয়া,
উঠাইল সর্ব্ব জনে বিমুগ্ধ করিয়া।

রাজা বলে, "অন্য কোন রাজ-পুত্র আনি,
বিবাহ করাব কন্যা,—দিব রাজধানী।
সিংহাসনে বসিবে সে, কন্যা রাণী হবে,
আমরণ, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, রবে।"

পুনঃ এক দিন গুরু, সহসা আসিয়া।
দাসী-ক্রোড় হ'তে, সেই কন্যাকে কাড়িয়া,
উৎপাটেন জিহ্বা তার, সবলে টানিয়া।
পূর্ব্ব মত, পরে তাকে রাখেন পুতিয়া।

কন্যা-শোকে, রাজার না রহে কোন জ্ঞান,
অস্ত্র মারি, নিতে চাহে, ইষ্ট-দেব-প্রাণ।
যে আসে, সে চিন্তা নাহি, করে লঘুগুরু,
প্রত্যেকেই বলে, "মার্, এই বেটা গুরু!"

নাগার নগরে, অদ্য একা শুদ্ধ-জ্ঞান,
শত্রু তাঁর সেই দিকে, যে দিকেই চান।
ধৃষ্টতা রাজার, দর্শি, ক'ন কটু বাণী,
"দে আমার মাদুলী, ডাকিয়া তোর রাণী।
মোর মাদুলীর জোরে, পুত্র-কন্যা হয়,
বল্, তাতে, তোর কোন্ অধিকার রয়।"

ক্রুদ্ধ, শুনি, নিষ্ঠাবান, রাণীকে ডাকিয়া,
"লও!" বলি, দিল ফেলি, মাদুলী খুলিয়া।
তদবধি, আর নাহি জনমে সন্তান।
নিরুদ্দিষ্ট, মাদুলী লইয়া, শুদ্ধজ্ঞান।

দীর্ঘকাল পরে, পুনর্ব্বার শুদ্ধজ্ঞান,
সংসাধিতে আপনার শিষ্যের কল্যাণ,
দৃশ্যমান হইলেন, নাগার নগরে,
যত্ন-সেবার্চ্চনা দূরে, নিন্দা সবে করে।

অন্ধ ক্রোধে, রাজা নাহি দিল দরশন,
বৃক্ষ-মূলে এক রাত্রি, করিয়া যাপন,
মুগ্ধ শোকে, নিষ্ঠাবানে দেন সমাচার,
"মরে নাহি পুত্র-কন্যা, বেঁচে আছে, তার।
ইচ্ছা হ'লে, পারে রাজা, প্রাপ্ত হ'তে সবে,
মিথ্যা কেন, মোর প্রতি, ক্রুদ্ধ হয়ে র'বে?
মাত্র, তার গুরু-ভক্তি, পরীক্ষা করিতে,
করিনু কৌতুক, অদ্য আসিয়াছি দিতে।"

আকর্ণি, রাজার চিত্তে, আনন্দ অপার,
উত্থিত শ্রীগুরু-ভক্তি, সমুদ্র-আকার !
রাজ্য-শুদ্ধ একত্রিত, গুরু-পূজা-তরে,
পূর্ব্বাপেক্ষা, লক্ষ-গুণে, আয়োজন করে।

তৈল কেহ মাখে, কেহ আনে গঙ্গাজল,
কেহ ঢালে শিরে, কেহ ধোয় পদতল।
মস্তকের কেশে, রাণী চরণ মুছায়,
অশ্রু ফেলি, রাজা, অঙ্গে চামর ঢুলায়।

কেহ আনে, আহ্নিকের আসন-বাসন,
কেহ করে দধি, দুগ্ধ, ছানা, অন্বেষণ।
মনে মনে হাসিয়া, বলেন শুদ্ধজ্ঞান,
"অন্ধ জীবে, বিপরীত সমস্ত বিধান !"

তার পরে, হ'ল ক্রমে, বেলা অবসান,
আগ্রহ রাজার অতি, দর্শিতে সন্তান।
যোগ্য কাল বুঝি, গুরু নিয়া সর্ব্বজন,
অন্ধা-পুষ্করিণী-তীরে, করেন গমন।

গর্ত্ত খুঁড়ি, উঠালেন তিনটী কলস,
স্থাপি দূরে, প্রত্যেকের, খুলেন মুখস।
কলসের মধ্য-হ'তে, উঠে তিন জন,
ইন্দ্রজাল-তুল্য, সবে করে নিরীক্ষণ।

কলসের মধ্যে, যেন পানাহার পেয়ে,
পুত্র-কন্যা এত কাল, সুখে ছিল জীয়ে।
উন্মত্ত হইয়া, রাজা ধরিবারে চলে,
"অগ্রে শুন," গুরু ক'ন, "উহারা কি বলে।
সন্তান তোমারি ওরা, যাবে তব ঠাঁই।
দণ্ডের বিলম্বে এবে, কোন শঙ্কা নাই।
অগ্রে, কি বলিছে ওরা, করিয়া শ্রবণ,
সঙ্গে করি, চল যাই, গৃহে সর্ব্ব জন।"

অন্য দিকে, পুত্র-কন্যা, একত্রে বসিয়া,
আরম্ভে আলাপ, পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া।
জ্যেষ্ঠ পুত্র কহে, "এই রাজা নিষ্ঠাবান,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল, এক বৈশ্য ধনবান।

দরিদ্র কৃষক আমি, ছিনু গ্রাম-বাসী,
দুঃখে পড়ি হই, ওর অর্থের প্রত্যাশী।
সুযোগ পাইয়া, সুদ অতিরিক্ত ধরে,
নারিলাম, অতি কষ্টে, শোধিতে তা পরে।
নিষ্ঠুর বণিক, রাজ-বিচারে, জিনিয়া,
ক্ষুদ্র গৃহস্থলী মোর, লইল বেচিয়া।
পুত্র ছিলে তুমি, তুমি পত্নী সে সময়,
স্মরিতে সে কথা, এবে বক্ষ বিদরয়।

করিতে লাগিনু শেষে, বৃক্ষতলে বাস,
দিনান্তে কভুও খাই, কভু উপবাস।
দুঃখ দেখি আমাদের, গলিত পাষাণ,
পাষাণ রহিত শুধু, কৃপণের প্রাণ !

গৃহাদি সর্ব্বস্ব বেচি, ক্ষান্ত না হইল,
নিক্ষেপিতে কারাগারে, দুর্দ্দান্ত ধাইল।
নির্য্যাতন-ভয়ে, যত ফিরি পলাইয়া,
নিষ্ঠুর পশ্চাতে তত, কোটাল লইয়া।

শূন্য পেটে, দুই দিন, রহিলে তোমরা,
সংবাদ শুনিনু আমি, হয়ে আত্মহারা।
মৃত্যু-মুখে প্রায় যবে, তোমরা দুজন,
ভিক্ষা করি, মুষ্টিমেয় তণ্ডুল তখন,
মধ্য রাত্রে আসিলাম, অর্পিতে তোমায়,
নির্দ্দয়, তখন আসি, বাঁধিল আমায়।

সেই দিন, যে আঘাত বাজে মোর প্রাণে
তুচ্ছ শত বজ্রাঘাত, তাহার তুলনে।
গো-রজ্জু-বন্ধনে বাঁধি, নিল কারাগারে।
পুত্রের ঘটিল মৃত্যু, মাত্র অনাহারে।
দুর্বিবসহ দুঃখ, তুমি সহিতে নারিলে,
কণ্ঠে বাঁধি কুম্ভ, জলে ডুবিয়া মরিলে।
সংবাদ শ্রবণে, শোক সহিতে না পারি,
মূর্চ্ছিত হইয়া, আমি মৃত্যু-মুখে পড়ি।

এই দুষ্ট দহে, দিয়া পুত্র-শোকাগুণ,
ইচ্ছা ছিল, প্রতিহিংসা নিতে শতগুণ।

পুত্ররূপে, আসিয়া, জন্মিয়াছিনু ঘরে,
মন্ত্র-মুগ্ধ, রূপে গুণে, করিতাম ওরে।
বিবাহ-সম্বন্ধ মোর, করিলে সুস্থির,
মৃত্যু-মুখে পড়িতাম, হইত অধীর।
"হা পুত্র!" বলিয়া, বক্ষে করি করাঘাত,
চক্ষু-জলে ভাসিত, ও দুষ্ট দিন-রাত!
নির্য্যাতিতে, এ প্রকারে, ছিল যে বাসনা,
এই ধূর্ত্ত গুরু, তাহা করিতে দিল না।"

অন্য পুত্র উঠি বলে, "তুমি কি করিতে?
করিতাম আমি, যাহে উঠিতে বসিতে,
চক্ষু-জলে, হতভাগ্য, না দর্শিত পথ।
পূর্ণ তবে হইত, আমার মনোরথ।

তুমি ত মরিতে, আমি রহিতাম ঘরে,
অর্পিত সমস্ত স্নেহ, আমার উপরে,
চক্ষুর আড়াল মোকে, করিতে নারিত
অত্যন্ত রূপসী আনি, মোর বিভা দিত,
মাত্র বিবাহান্তে, আমি যেতাম মরিয়া,
দর্শিত তাহাকে, আর মরিত কাঁদিয়া।'

কন্যা উঠি বলে, "ইথে বেশী কি হইত?
করিতাম আমি, যাহে দৃষ্টান্ত রহিত।
অন্তে তোমাদের, আনি রাজার কুমার,
অর্থ বহু, ব্যয়ে দিত, বিবাহ আমার।
দম্ভে, দর্পে, পদাঘাত করিতাম তারে।
জন্মের মতন ছাড়ি, যাইত আমারে।

পত্নী তব, তার পরে, লোভে ভুলাইয়া,
ধ্বংসিতাম কুল-ধর্ম্ম উভয়ে মিলিয়া।
নির্ম্মিতাম গৃহ, শেষে বন্দরে আসিয়া,
দর্শিয়া মরিত দোহে, রজ্জু গলে দিয়া।
শত মুখে, শত ধিক্, দিত বিশ্ববাসী,
আমি হইতাম ওর, যথা-সর্ব্বনাশী।

কিন্তু কি করিব! এই গুরু বেটা ধূর্ত্ত,
রক্ষিল উহাকে,—আর কোথায় সামর্থ্য!
প্রাপ্ত হলে কোনরূপে, এখনো সুযোগ,
প্রজ্বলি অনল, ঘৃত করিতুঁ সংযোগ।"

কহিলেন শুদ্ধ-জ্ঞান, "শুন সমাচার,
সঙ্গে লও, ফেলি যাও, ইচ্ছা যা তোমার।
সংঘটিবে এ সমস্ত, কালপূর্ণ হ'লে।
রক্ষিতে তখন, সাধ্য নাহি মোর বলে।
রক্ষিতে তোমায়, কর্ম্ম-ফলের কবলে,
চেষ্টা যা আমার,—চিন্তা করহ স্ব-দলে।"

নিষ্ঠাবানে, ইষ্টমতি উপজে তখন,
ইষ্ট-দেব-পদে পড়ি, করে নিবেদন,—
"দুর্ম্মতি, আমার তুল্য, বিশ্বে কেহ নাই।
অন্ত-হীন দোষ মোর, এবে ক্ষমা চাই।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, তাই তব গুণে,
পড়িয়া না পড়িয়াছি জলন্ত আগুনে।
জন্মিয়াছে আত্ম-জ্ঞান;—মায়ার ছলনা,
বোধ্য এবে;—আর কভু এমন হবে না।

কার্য্য নাহি সন্তানে, আমার দেব আর,
সাধু-সঙ্গ, সদালাপ, সন্তান আমার।
পুত্র-পিণ্ডে, পরলোকে, পাব পরিত্রাণ,
জন্মিয়াছে এত দিনে, সে বিষয়ে জ্ঞান!

সমস্ত জলদে নাহি, বরষে সলিল,
চন্দন না সৃষ্টে, কভু, সমস্ত অনিল।
সমস্ত কুসুমে নাহি, মকরন্দ রহে,
পিতৃ-লোক পরিতৃপ্ত, সব পুত্রে নহে।

শত্রু যারা, জন্মে আসি, পুত্ররূপ ধরি,
চিত্ত মা-বাপের, রূপে-গুণে মুগ্ধ করি,
সর্ব্বস্বান্ত করি, শেষে অকালে পলায়।
বজ্র মারি শত্রুতা, সাধন করি যায়।
পুত্র বলি, তা সবায়, কোথা কে স্বীকারে,
পুত্র তারা, পুত্রের কর্ত্তব্য যারা করে।"

এত বলি, নিষ্ঠাবান গুরু সঙ্গে যায়,
প্রাপ্ত সু-বৈরাগ্য, মাত্র সদ্-গুরু-কৃপায়।

অনল সংযোগে, যথা অঙ্গার উজ্জ্বল,
সদ্‌গুরু-কৃপায়, তথা চিত্ত সুনির্ম্মল।"
বলেন মাধবদাস, "সদ্‌গুরু বিষয়,
জান যদি, আরো কিছু, বর্ণ মহোদয়!"
উত্তরে সন্তান, "ভবে সদ্‌গুরু-কৃপার,
দৃষ্টান্ত অনেক আছে, বর্ণে-সাধ্য কার?
মহর্ষি গৌতমে, ছিল শিষ্য এক জন।
দুর্ম্মতি তাহার নাম, অতি অভাজন।
নিত্য গুরু-সঙ্গে, তবু মত্ত ভোগেচ্ছায়,
জাহ্নবীর তীরে বসি, গর্ত্তে জল খায়।
একদা ভ্রমিতে, গুরু-সঙ্গে, গঙ্গাতীরে,
অগ্রে গুরু, পশ্চাতে সে, চলে ধীরে ধীরে।
অর্দ্ধ বিবসনা পুরনারী, গঙ্গা-জলে,
স্নান করে; দুর্ম্মতি দর্শনে কৌতূহলে।
দৃষ্টি কামাতুর-তুল্য; মহর্ষি তখন
বলেন, "রে মূর্খ! ইহা ঘৃণ্য আচরণ!"
উত্তরে দুর্ম্মতি, "যদি বুঝিতেই পার,
গুরু, কিন্তু তৃষ্ণা তৃপ্ত, করিবারে নার!
কর্ম্ম মোর গুরু-সেবা, আমি তাহা করি,
শিষ্যের কি কর, তাহা বুঝিও বিচারি।"
শুনিয়া গৌতম, অতি ব্যথিত-অন্তর,
জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দেন বহুতর।
দুর্ম্মতির, তবু নাহি, জনমিল জ্ঞান।
বিষণ্ণ অন্তরে সদা, করে অবস্থান।
দর্শিয়া শিষ্যের দশা, গৌতম চিন্তিয়া,
দিলেন বিবাহ, এক সুন্দরী আনিয়া।
বাধ্য, অনুগত, এক ধনাঢ্যে ডাকিয়া,
ক্ষুদ্র এক গৃহস্থলী, স্থাপন করিয়া,
সম্বোধেন, "বাঞ্ছাপূর্ণ কর এই বার।
ইচ্ছা হয়, মোর সঙ্গে, আসিও আবার।"
"যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা!" বলে আনন্দে দুর্ম্মতি
"নিশ্চয় যাইব, গুরু ভিন্ন কোথা গতি!
সংসারের সুখ-ভোগ, অতি তুচ্ছ কথা।
ভ্রান্ত ভিন্ন, মত্ত তাহে, কে বা রহে, কোথা?
ইচ্ছা হ'ল, তাই! নহে, প্রভো, আপনার
আশীর্ব্বাদে, বহু জ্ঞানে পূর্ণ এ ভাণ্ডার।"
গৌতম চলেন তীর্থে, দুর্ম্মতি রহিয়া,
পূর্ণে ভোগাকাঙ্ক্ষা তার, গৃহস্থ হইয়া।
বর্ষ পঞ্চ ক্রমে গত, জনমে সন্তান,
দুর্ম্মতির ঘর-বাড়ী, সুন্দর সাজান।
গাভী আছে দুগ্ধ দেয়, ক্ষেত্রে জন্মে ধান,
কর্জ্জ দেয় অর্থ, লোকে বিস্তৃত সম্মান।
হেন কালে, এক দিন, আসিয়া গৌতম,
কহিলেন, "সঙ্গে চল শ্রীপুরুষোত্তম।
দুর্ম্মতি কহিল, "প্রভো অবশ্য যাইব।
শিষ্য হয়ে, গুরু বাক্য, কিরূপে লঙ্ঘিব!
সদ্য-জাত সন্তানের, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া,
পুত্র-প্রতি জনকের, কর্ত্তব্য সাধিয়া,
আসিলে আপনি, প্রভো, চলিয়া যাইব।
তুচ্ছ এ সংসার, ইথে কি জন্য রহিব!
কর্ত্তব্য পিতার, লঙ্ঘি, এবে যদি যাই,
চিন্তিয়া দেখুন, তাতে কোন ধর্ম্ম নাই।"
শুনিয়া মহর্ষি, যান বিষণ্ণ হইয়া,
দুর্ম্মতি রহিল, সুখে স্ত্রী-পুত্র লইয়া।
সন্তান জনমে ক্রমে চারি, পাঁচ, ছয়,
দুর্ম্মতি হইল তবে, কর্ত্তা মহাশয়।
দুই পুত্র উপযুক্ত, গৃহ-কর্ম্ম করে।
দুর্ম্মতি কর্ত্তৃত্ব করে, বসি থাকি ঘরে।
এক দিন মহর্ষি আসিয়া উপস্থিত,
কহিলেন, "সঙ্গে মোর, চলহ ত্বরিত!"
দুর্ম্মতি কহিল, "প্রভো অবশ্য যাইব।
পাদপদ্ম তব, আমি কভু না ছাড়িব।
বিশেষতঃ উপস্থিত এবে বৃদ্ধ-কাল,
এক্ষণে অসহ্য মোর সংসার জঞ্জাল।
গৃহিণী কলহ-মূর্ত্তি, করিয়া কলহ,
বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত, করে অহরহ!

মনুষ্য রহুক দূরে, জন্তু যদি হয়,
হেন শঙ্খিনীর সঙ্গে, তিলার্দ্ধ না রয়।
মাত্র আপনার আসা-পথ নিরীক্ষিয়া,
ব'সে আছি, আপনি ত নিষ্ঠুর হইয়া,
সেই গিয়াছেন,—চৌদ্দ বছর বিগত!
নিলেন না খোঁজ, বেটা জীবিত, কি মৃত!"

বলি এত, সাধ্য মত গুরু-সেবা করে।
রাত্রিকালে গুরু যবে বিশ্রামের ঘরে,
দুর্ম্মতি আসিয়া ধীরে, নিকটে বসিল,
পণ্ডিতের মত, কথা কহিতে লাগিল,—

"অবশ্য যাইব সঙ্গে, কিন্তু পুত্রগণ,
আত্ম-হিত নাহি বুঝে,—নির্ব্বোধ এমন।
না থাকিলে আমি, এক দণ্ড নাহি চলে।
ইচ্ছা তাই, যাই, এরা বুঝ্‌মান হ'লে।

এ সংসার আপনার, এই পুত্রগণ,
ভক্তি যুক্ত, আপনার প্রতি সর্ব্বক্ষণ।
স্বার্থ যদি ইহাদের, কিছু নষ্ট হয়,
নষ্ট তা ত আপনার,—যথার্থ কি নয়?

তারপরে গৃহিণীর অসুস্থ শরীর,
স্থানান্তরে যদি যাই, মৃত্যু তার স্থির।
মৃত্যু হ'লে তার, মোর অদৃষ্টে যা আছে।
অজ্ঞাত অবশ্য নহে, আপনার কাছে।

নানা উপসর্গে আছি, তাই এ প্রার্থনা,
পুনর্ব্বার এলে, আর নিশ্চয় র'বনা।
কি জন্য রহিব আর?—দেখুন চিন্তিয়া,
বিন্দু মাত্র শান্তি নাই, সংসারে রহিয়া।"

গুরুর কর্ত্তব্য, সাধা শিষ্যের কল্যাণ,
চিন্তি গুরু, কর্ত্তব্যের পন্থা নাহি পান।
দীর্ঘ কাল পরে, গুরু দর্শনে আসিয়া,
দুর্ভাগা দুর্ম্মতি, জ্বরে গিয়াছে মরিয়া,

মহর্ষি গৌতমে দর্শি, তার পুত্রগণ,
"পিতা" বলি, উচ্চস্বরে, আরম্ভে রোদন।
পত্নী আসি, আর্ত্তনাদে, চরণে পড়িল।
রক্ষা হ'বে, কিরূপে সংসার, জিজ্ঞাসিল।

ভক্তি-ভরে, অতি-যত্নে গুরু-সেবা করে,
চিন্তান্বিত গুরু, মাত্র দুর্ম্মতির তরে।
"কোথা গেল" চিন্তি দুই নয়ন মুদিয়া,
নিরীক্ষেণ, যোগবলে, দুর্ম্মতি মরিয়া,
প্রাপ্ত বলদত্ব, আছে গরুপালে মিশি।
পৃষ্ঠে করি, যত বোঝা, বহে দিবা-নিশি।

মহর্ষি গৌতম, তাকে সন্নিকটে ডাকি,
জিজ্ঞাসেন, "এবে আর কোন্ স্বার্থ, থাকি?
পশুদেহে, পশুত্বের, পূর্ণ অভিনয়,
লজ্জা কি, তবুও চিত্তে, জন্মিবার নয়?"

শিষ্য কহে, "ক্ষেত্রে প্রভো বর্ত্তে বহু ধানি।
ভিন্ন আমি, অসম্ভব তার সংস্থান।
ধান্য আনা হোক্, যবে আসিবেন ফিরি,
নিশ্চয় যাইব সঙ্গে, না যেয়ে কি করি!

আসক্তির জন্য, হায়, এত দুঃখ ভবে,
মনুষ্য ছিলাম, গরু হইলাম এবে।
যাহা হোক্, ভৃত্য বলি, মনে যেন থাকে।
আসেনই ত প্রায়, আমি যাব এক ফাঁকে।"

দীর্ঘকাল পরে, পুনঃ আসিয়া গৌতম
গরু-পালে শিষ্যকে, না করেন দর্শন।
তাহার সন্তান গণে, সুধান ডাকিয়া,
তারা বলে, "সে বলদ গিয়াছে মরিয়া।
অত্যন্ত উত্তম গরু, ছিল মহাশয়!
বুদ্ধি তার, শতমুখে বর্ণিবার নয়।

না যেত অন্যের ধানে, না হ'ত বাঁধিতে,
প্রান্তরে চরিয়া; নিজে আসিত বাড়ীতে।
শিং নাড়ি, শিশুসঙ্গে, করিত সে খেলা।
তুল্য রূপে পরিশ্রম, করিত দুবেলা।
পূর্ণ তিন মণ বোঝা, পারিত বহিতে।
দুর্লভ তাহার তুল্য, গরু এ মহীতে।

নির্দ্দয়, নির্ব্বোধ, এক দুর্ব্বৃত্ত চাকর,
সপ্ত মণ চাপাইল, তার পৃষ্ঠোপর!
মেরুদণ্ড ভগ্নে, গরু গিয়াছে মরিয়া।"
গৌতম শুনেন কথা, হাসিয়া হাসিয়া।

চক্ষু মুদি যোগবলে, দেখেন চাহিয়া,
প্রহরা দিতেছে বাড়ী, কুকুর হইয়া।
সন্নিকটে আসি, ধীরে বলেন গৌতম,
"প্রাপ্ত কোন্ শান্তি, আর এস্থানে এক্ষণ?
সর্ব্বক্ষণ, ঘেউ, ঘেউ, করিয়া বেড়াও,
ক্ষুধায়, আদাড়ে বসি, পত্র চাটি খাও।

খড়ের পালার নিম্নে, দিবসে শয়ন,
অন্য বাড়ী গেলে, খাও, স্ব-জাতি-দংশন।
গৃহ-মধ্যে গেলে, পুত্র লগুড় ধরিয়া,
উত্তম-মধ্যমে, দেয়, পঞ্জর ভাঙ্গিয়া।
সঙ্গে মোর চল, আর বিলম্ব না করি,
দেখি, যদি কোন ইষ্ট, সাধিবারে পারি!"

দুর্ম্মতি বিনয়ে কহে, "তাই ভাবি মনে,
আমি গেলে, এ সংসার, চলিবে কেমনে!
এক্ষণে, এদেশে, নিত্য চোরের উৎপাত।
ঘেউ, ঘেউ, করি,—আমি ফিরি সারা রাত।
আমি আছি, তাই এরা আছে সু-নির্ভয়।
আমি গেলে, সর্ব্বনাশ ঘটিবে নিশ্চয়।

দুর্ভিক্ষ এক্ষণে দেশে, জনমিলে ধান,
দুঃখ-কষ্ট মানুষের, হবে অবসান।
রবে না তখন আর, চোরের উৎপাত,
হবে না প্রহরা মোকে, দিতে সারারাত!

অবশ্য, আজ্ঞানুসারে, তখন যাইব,
শিষ্য আমি, গুরু-আজ্ঞা, কিরূপে লঙ্ঘিব!
আসা-যাওয়া, এদেশে ত, আছে আপনার,
এবার অসুন, আমি যাব পুনর্ব্বার।"

মহর্ষি এবার, মহা বিরক্ত হইয়া,
বহির্গত,—কোন বাক্য, মুখে না বলিয়া।

কিন্তু গুরু-কার্য্য হয়, শিষ্যের উদ্ধার।
যত যান, ফিরিয়া আসেন তত বার।

বর্ষত্রয় পরে, পুনঃ দর্শেন আসিয়া,
দুর্ম্মতি, কুকুর-দেহ, গিয়াছে ছাড়িয়া।
ব্যাখ্যা করি কুকুরের, কহে পুত্রগণ,
"দুর্লভ দ্বিতীয়, প্রভো! তাহার মতন।

সারা রাত্রি, ঘেউ, ঘেউ, করিয়া, ফিরিত।
রাত্রে কেহ, এ বাড়ীতে, পশিতে নারিত।
এক পক্ষে ছিল ভাল, কিন্তু সর্ব্ব জন,
চীৎকারে তাহার, হ'ল বিরক্ত এমন,
অন্ধকারে এক দিন, লগুড় মারিয়া,
চূর্ণ করি শির, গেল যমালয়ে দিয়া।

মৃত্যু অপঘাতে, প্রভো, ঘটিয়াছে তার।
পূর্ণ স্নেহ, তার প্রতি, ছিল মো সবার।"

চক্ষু মুদি, পুনঃ গুরু দর্শেন বসিয়া,
শিষ্য, কাল-সর্প-দেহ, ধারণ করিয়া,
কুণ্ডল করিয়া, লৌহ-সিন্ধুকের তলে,
অবস্থিত,—শব্দহীন,—জ্বলে ক্ষুধানলে।

ক্রুদ্ধ হয়ে বলিলেন, "চল্ বেটা চল্!"
শিষ্য কহে, "গ্রামে, গ্রামে, ফিরে দস্যুদল,
সম্পত্তি যা কিছু, এই লোহার সিন্ধুকে,
রক্ষা করে, আমা ভিন্ন, হেন বন্ধু কে?
এই বার ফিরে যান, এলে পুনর্ব্বার।
নিশ্চয় যাইব,—কথা লঙ্ঘিব না আর
অতি বৃদ্ধা গৃহিণীর, সুস্থ নহে কায়,
জানিলে ঔষধ, কিছু দিয়া যান তায়।"

সম্বোধেন গুরু তবে, তার পুত্রগণে,
"বর্ত্তে মহাসর্প ঘরে, দর্শিনু গণনে।
লৌহের সিন্ধুক নিম্নে, করিছে বসতি
দংশিবে কখন কাকে, বিষধর অতি।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া, যত শীঘ্র সবে পার,
মুদ্গর আঘাতে, এই মহাসর্প মার।"

গুরু-বাক্য শুনি, যত সন্তান মিলিয়া,
বহির্গত করে সর্প, মৃত্তিকা খুঁড়িয়া।
"মার্, মার্", বলি, সবে আরম্ভে প্রহার,
যন্ত্রণায় কহে, "গুরো! রক্ষ এই বার।"

হাস্য করি, গুরু তবে, বলেন তাহাকে,
"সাধ্য কি আমার, আমি রক্ষিব তোমাকে?
যাহাদের জন্য, তুমি, ধর্ম্ম বলি দিয়া,
জন্ম-জন্ম প্রাণ-পণে, মরিলে খাটিয়া,
নির্দ্দয় হৃদয়ে তারা, প্রহারে তোমায়।
সাধ্য কি আমার, রক্ষি, রক্ষা এবে দায়!

তুচ্ছ নারী-সম্ভাষিতে পশিলে সংসার,
কর্ম্ম-দোষে, জন্ম-জন্ম দুর্গতি তোমার।
সর্প-সারমেয়-গরু-মর্কট-স্বভাবে,
অর্চ্চিলে অনন্য মনে, দারা-পুত্র সবে।
শান্তি কোথা? সন্তাপের চূড়ান্ত সহিলে।
পন্থা, শান্তি-সন্তোষের, তবু না ধরিলে।
উন্মত্ত অনর্থে, পরমার্থ-পরিহার,
প্রাণান্ত প্রহার, এবে তার পুরস্কার।"

পুত্রগণ-হস্তে, মৃত শিষ্য জ্ঞান নিয়া,
জন্মিল মনুষ্য দেহে,—বৈরাগ্য লভিয়া,
উন্নত-অন্তর হ'ল, সদ্গুরু-কৃপায়।
সদ্গুরু-মাহাত্ম্য, বাক্যে বরণন দায়।
মুগ্ধ মায়া-মোহে নর, যত নিম্নে যায়,
সদ্গুরু, স্ব-কৃপা-বলে, উদ্ধারেন তায়।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "উত্তমোপাখ্যান।
কিন্তু মহাশক্তিমান গুরু শুদ্ধজ্ঞান,
আর সিদ্ধ গৌতমের তুল্য মহাজন,
ইষ্টদেব, এ-সংসারে, প্রাপ্ত কয়জন।
সদ্গুরু দুর্লভ, যদি অন্য কিছু থাকে,
সু-বৈরাগ্য-লাভোপায়, বল মো সবাকে।"

উত্তরে সন্তান, "কর তীর্থ-পর্য্যটন।
দর্শি দেশ, জ্ঞানে হবে সন্দেহ-ভঞ্জন।
আনন্দ জাগ্রত হবে, তাপত্রয় যাবে।
ভ্রান্তি যাবে, অনাসক্তি অন্তরে জাগাবে।"

সম্বোধেন শ্যামানন্দ, "তাহাও দুষ্কর,"
উত্তরে সন্তান, "হও, অধ্যয়ন-পর।
শান্তি কত ত্যাগে, ভোগে কিরূপ দুর্গতি,
অজ্ঞানে কি বিড়ম্বনা, জ্ঞানে কি উন্নতি,
ইত্যাদি বিষয়, গ্রন্থে হবে অবগত।
ভ্রান্তি যাবে, বৈরাগ্য জন্মিবে ক্রমাগত।"

বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "তাহা মিথ্যা নহে,
কিন্তু বিঘ্ন বহুরূপ, তাহাতেও রহে।
গ্রন্থপাঠে, যোগ্য বিদ্যা বহুজনে নাই,
থাকিলেও অসিদ্ধান্তে উল্টো পথে যাই।
ভিন্ন তাহা, মূঢ়-বুদ্ধি তুচ্ছ-সুখ-কামী,
শাস্ত্র পড়ি হয়, যথা দ্বিজ কন্যা রামী! *
গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন আছে অন্য কি উপায়?
জন্মে যাহে অনাসক্তি, বল মো সবায়।"

কহিল সন্তান, "সাধু-সঙ্গ ধরে যারা,
করে সাধু-সেবা, অনাসক্তি লভে তারা।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "তাহাও দুর্লভ।
একে ত যথার্থ সাধু, প্রাপ্তি অসম্ভব;
প্রাপ্ত যদি হই, তাকে চেনা সুকঠিন।
চিনিলেও অর্থাভাবে, লোকে সেবা-হীন।"

কহিল সন্তান, "শ্রেয়ঃ আত্মানুশীলন।"
শ্যামানন্দ ক'ন, "তার যোগ্য কয় জন?"

সম্বোধে সন্তান, "আছে অন্য এক শেষ,
সহজ, সুসাধ্য, যাহা জানে সর্ব্ব দেশ।
আশ্রয় করিয়া নাম, জপ নিরন্তর।
বৈরাগ্য লভিয়া, ধন্য হবে এ অন্তর।

সিন্ধু-করুণার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার,
সমর্থেন নামের মাহাত্ম্য বার-বার।
শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বা বৈষ্ণব,
যুক্ত হও, নিজ নিজ ইষ্ট-নামে সব।

* দ্বিজ কন্যা রামী—পরিশিষ্ট দেখ।

ধ্বংস হবে, নাম-বলে, সর্ব্ব অমঙ্গল।
যাত্রাকালে মহাপথে, পথের সম্বল।
নামাশ্রয়ী যে মহাত্মা, বিধি-অনুসারে,
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য তাহার অধিকারে।

শক্তি এত নামে তাঁর, শুন ধীরোত্তম!
সংঘটে, অলক্ষ্যে ইথে, ইন্দ্রিয়-সংযম।
জন্মে যার নামে রুচি, মুক্ত সে ভুবনে।
সম্মানে ভুলুয়া তাকে, ভক্তিযুক্ত মনে।

—০—

তৃতীয় দিন

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—০—

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা তুমি পুণ্যবন্ত ভাগ্যবানগণের ভবনে সুখ সমৃদ্ধি-রূপে বিরাজমানা, তুমি পাপাত্মগণের গৃহে অশান্তি ও বিপদরূপে, মূর্ত্তিমতী। তুমি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত, সাধু-গণের হৃদয়ে সু-বুদ্ধি-রূপা; তুমি সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা; এবং সৎকুলজাত সভ্যগণের হৃদয়ে, অ-কর্ম্ম কু-কর্ম্ম দমনে, লজ্জারূপা। হে সর্ব্বময়ি! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে মহাদেবি! তুমি তোমার বিশ্ববাসী জনগণকে পালন কর।"

তুমি সর্ব্ব-মঙ্গলা মা, দুস্তরে তারিণী,
সর্ব্বলোকে তুমি শান্তি-সুখ-বিস্তারিণী।
নিস্তারিণী তাপত্রয়ে, ত্রয়ী, ভগবতী,
ভাগ্য-লক্ষ্মী তুমি, তুমি অধিষ্ঠাত্রী সতী।

পাতিব্রত্য-মূর্ত্তি, আর্য্য-গৃহের সৌন্দর্য্য,
সত্য তুমি, তুমি প্রেম, তুমি সুখৈশ্বর্য্য।
কর্ম্ম তুমি, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে; তুমি ফলদাত্রী।
কর্ম্ম-বীর-ভাগ্যে, তুমি ক্ষয়-শূন্যা কীর্ত্তি।
সংসারে আনিলে, কিন্তু রাখিলে নিষ্ক্রিয়,
পুত্র হয়ে, ভুলুয়া কি, এতই অপ্রিয়!

কহিলেন নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ধীর,
"নির্দ্ধারণ কর, ভদ্র, ধর্ম্ম-দম্পতির!
চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রম,
ইহ-পর-ইষ্ট লাভে সহজ উত্তম।
স্ত্রী, পুরুষ, দোঁহে মিলি, পত্নী-পতি হয়,
একের অভাবে গৃহ, গৃহে গণ্য নয়।
কর্ত্তব্য যা উভয়ের, কর সু-নির্ণয়,
স্বর্গ তুল্য, গৃহস্থের গৃহ, কিসে হয়?"

উত্তরে সন্তান, "স্বর্গ করিতে সংসার,
অকৃত্রিম অনুরাগ, ধর্ম্ম দুজনার।
যজ্ঞ-দান তপস্যায়, চলে তুল্য মনে;
তুল্য মনে দু-জনে, ঈশ্বরে উপাসনে।

পত্নী সদা পতির ছায়ার মত চলে।
পতিও না চলে কভু, পত্নী-প্রতিকূলে।
আনুগত্যে উভয়ের, উভয়ে রহয়,
অনুরাগানন্দে গৃহ, স্বর্গতুল্য হয়।

অন্যথা তাহার হলে, সে ভবন বন,
পশুর কলহ, নিত্য করিবে শ্রবণ।
সর্ব্বস্থানে, বিনাদোষে, কলঙ্ক রটিবে।
শান্তি পরিবর্ত্তে, নিত্য অশান্তি ঘটিবে।
হাসিবে শত্রুর মুখ, দুর্ম্মুখ সকল,
মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া, ঢালিবে গরল।

ঢোলকে সুন্দর বাজে ধ্রুপদ চৌতাল,
ছিন্ন হ'লে এক দিক, সব গোলমাল।
পত্নী-পতি দোঁহে, তথা অভিন্ন রহিবে,
দোঁহ-কর্ম্ম-যোগে, ধর্ম্ম-চৌতাল বাজিবে।

পত্নী-পতি দোঁহে, যথা রহে এক মনে,
বর্ত্তে তথা স্বর্গ-সুখ, এ মর্ত্ত্য ভুবনে।"
সুধান মাধবদাস, "গৃহস্থ-আশ্রম,
কি নিমিত্ত কহে সবে সবার উত্তম ?"
উত্তরে সন্তান, "গৃহী গৃহেই বসিয়া,
বর্ত্তে অন্য আশ্রমীর, আশ্রয় হইয়া।
সাধু-গুরু-অভ্যাগত-অতিথি-সেবায়,
গৃহে বসি গৃহস্থ, ত্যাগীর উচ্চে যায়।
যজ্ঞ-দান-তপস্যায়, গৃহী অধিকারী,
দুস্থ দীন-দরিদ্রের, নিত্য সেবাকারী।
পত্নী-পতি দোঁহে, যদি সাধ্য অনুসারে,
গৃহস্থ-আশ্রমোচিত, ধর্ম্ম সমাচরে,
গৃহত্যাগী-সন্ন্যাসী-অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ হয়।
যোগ, ভোগ, একত্রে, গৃহস্থ-গৃহে রয়।"
বলেন মাধবদাস, "আর্য্য ললনার,
গৌরবের ধর্ম্ম যাহা, কহ কিছু তার।"
কহিল সন্তান, "আর্য্য-ললনা-গৌরব,
পতিব্রতা সতী, সীতা, সাবিত্র্যাদি সব।
যামিনীর অলঙ্কার, সুধাংশু যেমন,
রমণীর পাতিব্রত্য, সতীত্ব তেমন।
যত্নে যথা, রক্ষে ফণী, আপনার মণি,
রক্ষণে সতীত্ব, তথা, ধন্যা যে রমণী।
বহ্নিতে পড়িতে হয়, পতঙ্গের দেরি,
কিন্তু সতী পতিব্রতা ললনাকে হেরি,
নিন্দিয়া নক্ষত্র-গতি, জ্বলন্ত অনলে,
সতীত্বের জন্য, প্রাণ বিসর্জ্জিতে চলে।
অধ্যয়ন কর যদি, গ্রন্থ রাজস্থান,
প্রাপ্ত হবে এ কথার সহস্র প্রমাণ।
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পাতিব্রত্য, আর্য্য ললনার,
পতি-পরিচর্য্যা, প্রাণ-পণে লক্ষ্য তার।
দিনান্তে শাকান্ন-মুষ্টি, করিয়া গ্রহণ,
পরিয়া সহস্র ছিদ্র-বিশিষ্ট বসন,
পতি-পার্শ্বে রহি, সদা উল্লাস যাহার,
গৌরবী, তাহার গর্ব্বে, এ আর্য্য-সংসার।
ভিন্ন পতি, আত্মপ্রতি, নাহি অনুরাগ,
বিচ্ছেদে পতির, সতী করে দেহ ত্যাগ,
শুশ্রূষায় পতির, যে অর্পিত-জীবন,
মুগ্ধ তার পাতিব্রত্যে, সমস্ত ভুবন।
আর্য্য-গৃহে পত্নীরূপে, যে স্বর্ণ-প্রতিমা,
অন্যত্র দুর্লভ, সদা তাহার উপমা।"
বলেন আভীরানন্দ, "কিন্তু মহোদয় !
পূর্ব্বে যা গর্ব্বের ছিল, এবে তাহা নয়।
সতীত্ব, বা পাতিব্রত্য, অপেক্ষা এখন,
ভর্ত্তা-পরিবর্ত্তন, সমর্থে বহু জন।
গৃহ-কর্ম্ম অপেক্ষা, ইস্কুলী-বিদ্যা এবে,
গৌরবের কর্ম্ম বলি, গণ্য করে সবে।
মাত্র বেশ-ভূষা-ভোগ-বিলাসে আগ্রহ,
গৃহকর্ম্ম হেলি, গীতবাদ্য অহরহ।
সে-কালীয়া পাতিব্রত্য করিলে প্রচার,
কর্ণ পাতি, এক্ষণে, কে শুনে তাহা আর।"
উত্তরে সন্তান, "কভু না হও চঞ্চল,
পর্ব্বত ডুবায় কোথা, প্লাবনের জল ?
শিক্ষা বিলাসের পশি, আর্য্যের নগরে,
তুচ্ছ ভোগে, মত্ত বটে, করিয়াছে নরে।
কাঞ্চন উপেক্ষি বটে, কাচে সমাদর,
কিন্তু এই ভ্রান্তি, নাহি র'বে অতঃপর ?
সংঘটে দারিদ্র্য, যথা বর্ত্তে বিলাসিতা,
সন্তাড়ন অভাবের, নিত্য ঘটে তথা।
দুঃখ-কষ্ট অভাবের, অত্যন্ত ভীষণ,
উন্মত্ত, পেষণে যার, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ-জন।
পূর্ণ হবে এ সমাজ দারিদ্র্যে যখন,
মুক্তি-পথ তখন করিবে অন্বেষণ।
ভোজ্য, পরিধেয়, কিংবা বিলাস, ব্যসনে,
বিরক্ত হইবে, যাবে সংযমাচরণে।

ইস্কুলীয়া বিদ্যা ছাড়ি, গৃহস্থী শিখিবে,
"সে-কালীয়া", পাতিব্রত্য আবার ধরিবে।
অধ্যয়ন, বাদ্য, গীত, করুক না সবে,
তার জন্য, পাতিব্রত্য কেন তেয়াগিবে?
আত্মরক্ষা-জন্য, যাহা নিত্য প্রয়োজন,
সেই গৃহ কর্ম্ম, কেন করিবে বর্জ্জন।
যে কেহ হউক, ঘর সংসার যে করে,
বাঞ্ছে পত্নী-পাতিব্রত্য, নিশ্চয় অন্তরে।
নির্ম্মল-চরিত্রা, অকৃত্রিম-অনুরাগা,
পত্নী যে চাহেনা, সে বা কেমন দুর্ভাগা?
ভোগোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী দানবের দল,
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেও ছিল না বিরল।
নষ্ট করি পাতিব্রত্য, উদ্ধর্ম্ম-বিস্তারে,
চেষ্টা করিয়াছে তারা, সাধ্য অনুসারে।
স্বর্গেও উর্ব্বশী ছিল, বিস্তারি প্রভাব,
পাতিব্রত্যে ঘটে নাই, তাহাতে অভাব!
হোক্, ভোগ-বিলাসের প্রভুত্ব-বিস্তার।
সংযম-মাধুর্য্য, তাহে ধ্বংসে সাধ্য কার?
ভরিলেও "গোয়ালিনী"-কৌটায় বন্দর, *২
কমে কি, কোথাও তাহে, দুগ্ধের যা দর?
অহঙ্কারাপেক্ষা যথা বিনয়ের গর্ব্ব,
পর দুঃখ-জন্য, যথা আত্মসুখ খর্ব্ব,
ভোগাসক্তি অপেক্ষা, বৈরাগ্য যথা পূজ্য,
পরমার্থ-জন্য, যথা, অর্থ-মোহ ত্যাজ্য।
রাজবেশাপেক্ষা, যথা, কৌপীনের মান্য,
রাজ-ভোগাপেক্ষা, যথা, আদৃত শাকান্ন,
শান্তি ত্যাগে, বুঝে যথা, এই সত্য-মর্ম্ম,
গ্রাহ্য তথা, স-গৌরবে, পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম।
প্রার্থে যদি শান্তি, ধর্ম্ম না হবে নির্ম্মূল,
কীর্ত্তি পাতিব্রত্যে, ভবে রহিবে নির্ভুল।
যে যায় সে যাবে, ম্লেচ্ছ-প্লাবনে ভাসিয়া,
সাধ্বী সতী রহিবেন, পর্ব্বতে বসিয়া।

উর্দ্ধে দৃষ্টি যখনই, করিবে সঞ্চালন,
সৌন্দর্য্যে সতীর, তৃপ্ত করিবে নয়ন।
অতএব পাতিব্রত্য করিলে প্রচার,
দুষ্প্রাপ্য হবে না শ্রোতা, বিশ্বাস আমার।
অন্ততঃ, যাহারা ভবিষ্যৎ-বংশধর,
গ্রন্থে মোর, তাহারা পড়িবে অতঃপর,
আর্য্য-গৃহে, পাতিব্রত্য, ছিল কি প্রকার,
শান্তি-পূর্ণ কত, ছিল প্রত্যেক সংসার।
রাত্রি পূর্ণিমার, যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়,
অমাবস্যা-রাত্রি, তাকে কোথায় কে কয়?
সঞ্চালিত মেঘে, চন্দ্র থাকি থাকি হাসে,
থাকি থাকি, অমৃত-কিরণে পৃথ্বী হাসে।
আর্য্যদেশ, তথা যদি, তমে আবরণে,
বহ্নি সতীত্বের, প্রজ্জ্বলিবে ক্ষণে ক্ষণে।
দর্শি যাহা, হবে লোক, বিস্ময়ে মগন,
প্রশংসিবে পাতিব্রত্য, ভবে সর্ব্বজন।
পাতিব্রত্য-সৌদামিনী এখনো চমকে,
এখনো ঝলসে চক্ষু, জ্যোতির ঝলকে।
হের সাক্ষী, কোকিল-জননী এক তার, ১
পতি-মৃত্যু না দেখেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার।
ছিল, সে রজনী-কান্ত ঘোষ একজন,
যশোহর আদালতে উকিল সুজন,
মৃত্যু তাঁর যে দিন, সে দিন পত্নী তাঁর,
দর্শি মৃত মুখ, পৃথ্বী করে পরিহার।
ঘোষপুরে ছিল ঘোষ, নাম গৌরীকান্ত,
যাদবেন্দ্র-বংশধর, ধর্ম্ম-প্রাণ, শান্ত।
ভক্তি ভগবানে দৃঢ়, বৈরাগ্য-প্রধান,
বয়সে চৌত্রিশ, কিন্তু বৃদ্ধ-বুদ্ধিমান।
পত্নী তাঁর পুণ্যময়ী, বয়সে ষোড়শী,
গুণে ঘোষ-কুল-লক্ষ্মী, রূপে সুরূপসী।

১ পরিশিষ্ট দেখুন।
২ "গোয়ালিনী"-কোটায়—গোয়ালিনী মার্কা কণ্ডেন্স্‌ড্ মিল্কের কোটার।

মৃত্যু-জ্বরে, গৌরীকান্ত আক্রান্ত যখন,
সতী পুণ্যময়ী পিতৃ-ভবনে তখন।
বার্ত্তা শুনি, পতিব্রতা আসেন ধাইয়া,
উর্দ্ধশ্বাসে, পদব্রজে, পাল্কী না চড়িয়া!

জিজ্ঞাসেন গৌরীকান্ত, সস্নেহ-বচন,
"হবে ত সমর্থা, সঙ্গে করিতে গমন?"
উত্তরেন পুণ্যময়ী, "কি জন্য না হব?
সঙ্গিনী হইয়া, কেন সঙ্গ ছাড়ি র'ব?"

শক্তি, সাধ্য, ছিল যত,
শুশ্রূষা করেন তত,
কিন্তু কাল পূর্ণ হলে, ভবে সাধ্য কার,
মুহূর্ত্ত থাকিবে, জ্ঞাতি-বন্ধু-মধ্যে আর?

নিস্পন্দ, অবশ, যবে, গৌরীকান্ত-অঙ্গ,
পুণ্যময়ী-মুখে শোভে, হাসির তরঙ্গ।
অর্থ-বস্ত্র-অলঙ্কার
নিজস্ব, যা ছিল তাঁর,
কনিষ্ঠ দেবরে সব, করেন প্রদান।
সর্ব্ব-শেষে, করিলেন শ্বশুরে প্রণাম।

প্রাঙ্গণে আনিলে শবে,
আর্ত্তনাদে অন্য সবে,
চিত্ত তাঁর, ধীর, স্থির, প্রসন্ন বয়ান।
দৃশ্য দেখি, চমকিল, সর্ব্ব-জন-প্রাণ!

সম্বোধেন, "অদ্য সঙ্গে করিব গমন,
ভর্ত্তার অনুগা সতী, ভবে সর্ব্বক্ষণ।
এ মোর সৌভাগ্য-যোগ উপস্থিত এবে
প্রাপ্ত স্বর্ণ-সুযোগ,—সু-রক্ষিব গৌরবে।

পুত্র-শোকে মৃত-প্রায়, শ্বশুর তখন,
দান-পত্রে করি, তাঁকে সর্ব্বস্ব অর্পণ,
কহিলেন বার বার,
লক্ষ্মী তুমি, মা আমার,
লক্ষ্মী এ সংসারে তুমি, শান্তির আধার,
অর্থ, গৃহ, যোত্র, জমী, সমস্ত তোমার!
লক্ষ্মী তুমি সংসারের, কিছু কাল রহ।
অর্চ্চি মা, তোমায় আমি, পুত্র-কন্যাসহ।"

অশ্রু তাঁর, মুছাইয়া ক'ন পুণ্যময়ী,
"শান্ত হও, অন্তরে চিন্তিয়া ব্রহ্মময়ী।
যিনি মোর ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তীর্থ-ব্রত-দান,
তাঁরই সঙ্গে, এই ক্ষণে, করিব প্রস্থান।

রহিলে কি লাভ হবে,
মরিলে গৌরব র'বে।
বংশের গৌরব, ইথে করিবে বিস্তার।
বন্ধনে মায়ার, মোকে বাঁধিও না আর!

আর ভবে রহিব না,
রোগে, ভোগে, মরিব না।
রক্ষিব না, এ আদেশ, ধরি তব পায়,
বর্ষ, এ প্রস্থানে, পুণ্য" আশীস্ আমায়।

দর্শি তাঁর দৃশ্য,—শুনি বাক্য অসম্ভব,
স্তম্ভিত হইল ভয়ে, গ্রাম্য লোক সব।
সংবাদ, পুলিশে দ্রুত করিল প্রেরণ।
দারোগা অর্জ্জুন বাবু, আসিল তখন।

কহিল অর্জ্জুন বাবু, সম্ভ্রমে তাঁহায়,
"আইন-বিরুদ্ধ কর্ম্ম, ঘটিবে ইহায়।
এ সহ-মরণে, তব আত্মীয়-বান্ধবে,
বাধ্য হয়ে, নির্য্যাতন, করিতে হইবে।
পুলিশ স্ব-দলে, বাধা দিবে হেন কর্ম্মে।
সমর্থন অপঘাতে,—নাহি কোন ধর্ম্মে।"

বাক্য দারোগার, সবে করে সমর্থন।
সম্বোধেন সাধ্বী, "তবে কর নিবারণ,
মৃত্যু নহে উদ্বন্ধনে,
কিংবা খর বিষপানে,
ইচ্ছামৃত্যু রোধিবে, কে বীরেন্দ্র এমন?
শক্তি যদি থাকে, সবে কর নিবারণ!"

দারোগার আদেশে, আবদ্ধ করি ঘরে,
বদ্ধ করি তালা, সবে শব স্কন্ধে করে।

প্রলয়ের ধূম রাশি,
গৃহ হ'তে পরকাশি,
মুহূর্ত্তে সমস্ত বাড়ী করে অন্ধকার।
দৃশ্য দেখি, দারোগা সভয়ে ছাড়ে দ্বার।
শ্মশান-বান্ধব যত, চলে শব নিয়া,
পশ্চাতে চলেন সতী ;—চৌদিকে বেষ্টিয়া,
চলে কুল-লক্ষ্মী কুল, উলুধ্বনি করি।
কীর্ত্তন যুবকে করে, বলি, "হরি, হরি।"
চক্ষে প্রবীণের, অশ্রু-ধারা ধীরে বহে,
নিঃশব্দে কেহ বা চলে, কেহ ধন্যা কহে।
আসিলেন গুরুদেব, পুরোহিত, যাঁরা,
শাস্ত্র মত অনুষ্ঠান, করিলেন তাঁরা।
অপুত্রক গৌরীকান্ত, পুণ্যময়ী তাঁর,
উদ্দেশে করেন কৃত্য, মঙ্গল আচার।
চৌরী পাক করেন, নাড়ুনী নিজ হস্ত।
দর্শনে বিস্ময়ে পূর্ণ দর্শক সমস্ত।
পুণ্যময়ী প্রণমিয়া, উঠেন চিতায়
বহ্নিদেব, অঙ্কে যেন, নিলেন কন্যায়।
চম্পাদহ বিল-তীরে যুগ্ম-তরু-তলে,
পুণ্যাগুণে, পুণ্য চিতা, পুণ্যতেজে জ্বলে।
কেহ উলুধ্বনি করে, কেহ সঙ্কীর্ত্তন,
কেহ বা বাজায় শঙ্খ, অশ্রু-বিসর্জ্জন
কেহ করে ;—কেহ বা নির্ব্বাক, দৃশ্য হেরি !
কীর্ত্তি-শৈল-শিরে, সতী চলিলেন ধীরি।
মুহূর্ত্তে পবিত্র দেহ অন্তর্হিত হয়,
পুণ্যময়ী-ইতিহাস, পুণ্যশ্লোক ময়।
অর্পি মন পাতিব্রত্যে, সাধ্বী যে রমণী,
ধন্যা, পদস্পর্শে তাঁর, হন মা মেদিনী।
স্পর্শে তাঁর, সুরধুনী দেবী হন ধন্যা।
যে জাতি হউন, সতী সর্ব্ব-লোক-মান্যা।
বীরত্বের মূর্ত্তি সতী, মৃত্যু দাস তাঁর।
কর্ম্ম-দেবী পুগলের, সাক্ষী ভাল তার। *

* পরিশিষ্ট দেখুন।

হউক দুর্জ্জয় দুষ্ট, সতীর সাক্ষাতে,
শঙ্কিত, চোরের মত পলায় পশ্চাতে।
বিশ্বজয়ী লঙ্কাপতি, দশানন তার
প্রশস্ত প্রমাণ, নিত্য সম্মুখে সীতার।

তথা শ্রীরামায়ণে, সুন্দরাকাণ্ডে,—
যদন্তরং সিংহ শৃগালয়োর্ব্বনে
যদন্তরং স্পন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্রসৌবীরকয়োর্য্যদন্তরং
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈবচ ॥১
যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়োঃ
যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালয়োর্ব্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈবচ ॥২
যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়োঃ
যদন্তরং মদ্গু ময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং সারস গৃধ্রয়োর্ব্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈবচ ॥৩
জীবেৎ চিরং বজ্রধরস্য হস্তাৎ
শচীং প্রধৃষ্যাপ্রতিরূপরূপাম্।
ন মাদৃশীং রাক্ষস ধর্ষয়িত্বা
পিত্বামৃতমপি তবাস্তি রক্ষা ॥৪

১। সীতা দেবী রাবণকে বলিতে লাগিলেন, "রে রাক্ষস ! বনের মধ্যে সিংহের সঙ্গে, শৃগালের যে পার্থক্য,—সমুদ্রের সঙ্গে গোষ্পদের যে পার্থক্য, কিংবা দেবসেনাপতি কুমারের সঙ্গে, সামান্য একটা সৈনিকের যে পার্থক্য, দাশরথীর সঙ্গে তোর সেই পার্থক্য।

২। দাশরথী রাম স্বর্ণ, তুই, সীস, তুই লোহা। তিনি চন্দন, তুই বারি, তুই পঙ্ক। তিনি হস্তী, তুই বিড়াল।

৩। তিনি গরুড়, তুই কাক ; তিনি ময়ূর, তুই প্যাঁচা ; তিনি সারস, তুই শকুন।

৪। তুই স্বর্গের দেবরাজ-মহিষী শচীকে ধর্ষণ করিয়া

বজ্রধরের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিস্, কিন্তু আমাকে নির্য্যাতন করিয়া, অমৃত-পানে অমর হইলেও, রামের হস্তে তোর রক্ষা নাই।

ভর্ত্তা যে সতীর, ভবে সেই ভাগ্যবান।
মূর্ত্তি ধরি, শান্তি তার গৃহে বিদ্যমান।
যে গ্রামে সতীর বাস, তাহা স্বর্গধাম।
সতীর যা আশীর্ব্বাদ, তাহে পূর্ণকাম।
সতীর চরণোদক, গঙ্গোদক তুল্য,
মাত্র উচ্চ ভাবগ্রাহী, বুঝে তার মূল্য।
স্বভাবে সৌন্দর্য্য যত সতী অঙ্গনার,
সাধ্য কি, দানিবে, তাহা, রত্ন অলঙ্কার ?
সম্মুখে সতীর, হীন চন্দ্রের মাধুর্য্য।
লজ্জা পায়, সতী-পায়, কাঞ্চন-সৌন্দর্য্য।
সাধ্বী সতী যে রমণী, সে সহধর্ম্মিণী।
ধর্ম্ম-রক্ষা চেষ্টা তার, দিবস-যামিনী।
ধর্ম্ম হেলি, কলঙ্কের পথে পতি যায়,
জ্ঞান-মূর্ত্তি হয়ে, সতী রোধিয়া দাঁড়ায়।
পতির গৌরবে, তার গর্ব্ব অনিবার,
পতিকুল-গৌরব, রক্ষার্থে যত্ন তার।
আদর্শ সতীর, সীতা জনক-নন্দিনী,
মহাবীরপ্রতি তাঁর পরামর্শ-বাণী,
অধ্যয়নে প্রাপ্ত, তার কত তেজস্বীতা,
পতি-কুল-কীর্ত্তি-জন্য, কত উৎসাহিতা।
প্রতি আর্য্য-গৃহে, গৃহ-লক্ষ্মী হন যাঁরা,
চিন্তিবেন, সীতারএ তেজস্বীতা তাঁরা।
রঘুকুল-লক্ষ্মী সীতা, অশোক কাননে,
বর্ত্তমানা যবে, প্রাণান্তক নির্য্যাতনে,
—নিষ্ঠুর রাক্ষস সেই রাবণের বাড়ী,
নির্ম্মমা চেড়ীর করে ঘন বেত্র-বাড়ী !
মাত্র একা অশোক-কাননে,—দশানন
দুর্ব্বচন কহে কভু, কভু প্রলোভন,—
অঞ্জনা-নন্দন আসি, এ কাল-সঙ্কটে,
প্রার্থনা করেন, নিতে রাম-সন্নিকটে।

তথা শ্রীরামায়ণে সুন্দরাকাণ্ডে—

সীতয়াপ্যেব মুক্তোঽহমব্রুবং মৈথিলীং তথা।
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি।
যাবত্তে দর্শয়াম্যদ্য সসুগ্রীবং সলক্ষণম্।
রাঘবঞ্চ মহাভাগে, ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে॥

"রামের নিকট হনুমান বলিতে লাগিলেন, "সীতাদেবী আমাকে এইরূপ বলিলে, আমি বলিলাম, "হে দেবি জনক নন্দিনি ! তুমি আমার পৃষ্ঠে শীঘ্র আরোহণ কর। হে মহা-ভাগে, হে অসিতেক্ষণে ! আমি অদ্যই তোমাকে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সঙ্গে বিরাজ-মান তোমার প্রিয়তম ভর্ত্তা রাঘবকে দর্শন করাইব।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য !—সীতা অসম্মতা-[illegible]
ইক্ষ্বাকু-কুলের কীর্ত্তি, সম্বোধেন তায়,
"শুন বীর, ধীর ভাবে, বলি যা তোমায়,
লক্ষ্মী রঘু-কুলে আমি, রাঘব সহায়।
অদ্বিতীয় মহাবীর লক্ষ্মণ দেবর।
পুত্র স্থানে তুমি, মহাসিংহের সোসর।
সুগ্রীব বান্ধব তাঁর, বীর জাম্ববান,
ভক্ত তাঁর,—আর ভক্ত, বালির সন্তান।
শঙ্কা কি আমার বীর ?—পর্ব্বতের কোলে
বাসীর কি শঙ্কা রহে, প্রভঞ্জন ব'লে ?
যাও তুমি, কহিও সে রাঘবের পায়,
নির্ভয় হইয়া, আমি রহিনু হেথায়।
সাধ্য নাহি রাক্ষসের আমা ধর্ষিবারে,
দুঃখ নাহি, নির্দ্দয়া চেড়ীর অত্যাচারে।
যোদ্ধা তিনি অদ্বিতীয়, সসৈন্যে আসিয়া,
দুষ্টের এ পাপপুরী, বহ্নিতে বেড়িয়া,
ভস্মীভূত করি, যদি উদ্ধারেন মোকে,
ইক্ষ্বাকু-কুলের কীর্ত্তি, তবে স্থির থাকে।
তাঁর ভয়ে রাক্ষস যে ভাবে আনিয়াছে,
উদ্ধারিলে সেই ভাবে, পৌরুষ কি আছে।

বীরেন্দ্র-কেশরী তিনি, বীরের গৌরব,
রক্ষা যাহে হয়, তার চেষ্টা কর সব।"

তথা শ্রীরামায়ণে, সুন্দরাকাণ্ডে,—

বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং হত্বা রাবণমাহবে।
বিজয়ী স্বপুরীং রামো নয়েৎ তৎস্যাৎ যশস্করম্॥
যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপধীনা হৃতা।
রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ।
তদ্যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহব-শূরস্য তথা তমুপপাদয়।

"যদি সমগ্র সৈন্য-বলের সঙ্গে আসিয়া, রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, বিজয়ী হইয়া, রাম আমাকে নিজপুরে নিয়া যান, তাহা হইলে যশস্কর কার্য্য হয়। না হইলে, তাঁহার ভয়ে, বন হইতে, রাক্ষস আমাকে যে ভাবে চুরি করিয়া আনিয়াছে, তোমরাও যদি সেইভাবে লইয়া যাও, তবে তাহাতে আর পৌরুষ কি? অতএব যুদ্ধে যাহাতে সেই রামের গৌরবের অনুরূপ কার্য্য হয়, তোমরা সকলে মিলিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর।"

দৃষ্টি সদা, কুল-কীর্ত্তি-রক্ষা-জন্য, যাঁর,
আর্য্য-কুল-লক্ষ্মী-কুলে, তিনি অলঙ্কার।
শূন্য-লিপ্সা বিলাস ভূষণে, ধন্যা মেয়ে,
কন্যা হেন, প্রাপ্ত লোকে, পুণ্য তপসিয়ে।

সাধ্বী সতী, যিনি হেন, তাঁর অর্চ্চনায়,
সম্পূজিতা, ব্রহ্মময়ী হন, এ ধরায়।
চিত্তে যাঁর, তার প্রতি, আদর সম্মান,
সজ্জন-প্রধান তিনি, মহা যশস্বান।

পুনঃ শুন, কুল-বধূ, দুঃখ যথা পায়,
শ্বশুর-শাশুড়ী-স্থানে, নিত্য গালি খায়,
লক্ষ্মী সে গৃহের, দ্রুত অন্তর্হিতা হন।
মহর্ষি মনুর বাক্যে, করিবে দর্শন।

অশান্তি বিরাজ করে, সর্ব্বদা সে গৃহে
তীব্র গরলের ধারা, সর্ব্বদিকে বহে।

সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যা যে রমণী হবে,
তুল্য জননীর, তাকে সম্মান করিবে।

ভ্রমেও, কভু না তাকে করিবে তাড়না।
মৃত্যুমুখে পড়িলেও, তাকে ত্যজিবে না।
পত্নী বিদ্যমানে, অন্যা রমণী যে ধরে,
দুর্ভাগা সে, নরকের পথ মুক্ত করে।
ভার্য্যা-প্রতি করিবে কিরূপ ব্যবহার,
বিশ্ব-গুরু শিব-বাক্যে, ব্যাখ্যা আছে তার।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, ৮ম উল্লাসে—

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কোপি মাতৃবৎ পালয়েৎসদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরে কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥১
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ।২
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥৩
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥৪
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্য বিবর্জিতাম্॥৫
যস্মিন্নরে মহেশাণি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃতস্তেন, সর্ব্বত্র প্রিয় এব সঃ॥৬

১। ভার্য্যাকে কদাচ তাড়না করিবে না। সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীকে মার মত যত্ন করিয়া পালন করিবে। মহা কষ্টে পতিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

২। নিজের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে, যে দুষ্ট-চিত্ত হইয়া, অন্য স্ত্রীকে স্পর্শ করে, সে নারকী হয়।

৩। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন করিবে না, বাস করিবে না, রসালাপ করিবে না, এবং স্ত্রীলোকের নিকটে শৌর্য্য প্রকাশ করিবে না।

৪। নিজ পত্নীকে ধন, বস্ত্র, এবং প্রেমযুক্ত আলাপনে, সন্তুষ্টা রাখিবে। কদাচ তাহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না।

৫। যে স্থানে কোন উৎসব আমোদ হইতেছে, বহু লোকের সমাগম হইয়া মেলা বসিয়াছে, তথায়, অথবা তীর্থ স্থানে, বা বনে-জঙ্গলে, পুত্র বা অমাত্য সঙ্গে না দিয়া, ভার্য্যাকে কদাচ একা পাঠাইবে না।

৬। হে মহেশ্বরি! পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীকে যে স্বামী সন্তুষ্টা রাখে, তাহার সমস্ত ধর্ম্মই করা হয়, সর্ব্বত্র সে প্রিয় হয়।

বলেন আভীরানন্দ, "কর্ত্তব্য পতির,
শুনিলাম, কিন্তু পতিব্রতা রমণীর,
কর্ত্তব্য কি পতিপ্রতি, জিজ্ঞাস্য এখন।"
উত্তরে সন্তান, "শাস্ত্র করে নির্দ্ধারণ।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, ৮ম উল্লাসে,
ন তীর্থসেবা নারীনাং নোপবাসাদিকা ক্রিয়া।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপো দানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ॥
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাৎ বচসা পরিচর্য্যয়া।
তদজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্॥
নেক্ষেৎ পতিং ক্রূর দৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥

অনুবাদ।

তীর্থ সেবা নাহি, নাহি ব্রত উপবাস,
পতি শুশ্রূষাই নারী-ধর্ম্ম।
তীর্থ পতি, পতি গুরু, মাত্র পতি-সেবা,
পত্নীর তপস্যা, পুণ্য কর্ম্ম।
অতএব কায়মনবাক্যে, পতিব্রতা,
পতি-সেবা সযত্নে করিবে।
সর্ব্ব ক্ষণ রহিয়া, পতির অনুগতা,
পতি-বন্ধু-বান্ধবে সেবিবে।

বাক্য কটু, কভুও না, বলিবে পতিকে,
দৃষ্টি ক্রূর, কভু করিবে না।
প্রাণান্তেও, পতির অপ্রিয় কার্য্য সতী,
চিন্তায় অন্তরে আনিবে না।
শুশ্রূষা পতির, যারা করে কায়-মনে,
নিত্যানন্দে জীবন কাটায়।
উত্তোলি যশের স্তম্ভ, সংসার সমাজে,
এ দেহান্তে, ব্রহ্মপদ পায়।

পতিব্রতা সতী-লক্ষ্মী স্বভাবই এমন,
চিত্তে তার মন্দ-বুদ্ধি, জাগেনা কখন।
নিম্নমুখী হয়ে, কথা, অন্য-সঙ্গে বলে,
শান্ত পদে, আপন গন্তব্যপথে চলে।

এ ধরিত্রীতলে, হেন সাধ্য আছে কার,
দর্শিতে পারিবে, অঙ্গ, সতী অঙ্গনার।
মৃত্যু ঘটে তাও ভাল, তথাপি কখন,
ভিন্ন পতি, অন্যে নাহি, করে সম্ভাষণ।

হলে পতিব্রতার পতির অবসান,
কেহ সহ-মৃত্যু মরে, কেহ ধরে প্রাণ,
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বি; আদর্শ রমণী,
গৃহমধ্যে রহিয়া, কঠোর তপস্বিনী।

ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, পতিব্রতা-খনি,
সহস্র প্রণাম তাকে, দিবস-রজনী।
বহ্নি মহা, সতীত্বের, শত সূর্য্য জিনি,
বিশ্ব পোড়াইতে পারে, প্রচণ্ড এমনি।

মৃত্যুর প্রভুত্ব নাহি পতিব্রতা-ঠাঁই।
ইচ্ছামৃত্যু পতিব্রতা, বহু স্থানে পাই।
কাল-গর্ভে, কত জাতি-ধর্ম্ম অন্তর্হিত,
কত বিপ্লবের মধ্যে মোরা অবস্থিত।
তার শ্রেষ্ঠ হেতু, মাত্র অহিংসা ও সত্য,
আর আর্য্য জননীর, সতীত্ব-মাহাত্ম্য।

দুর্ব্বল যদিও, পশুবলে আর্য্য জাতি,
আধ্যাত্মিকে, শ্রেষ্ঠ বলি, বিশ্ব-ভরি খ্যাতি

হিংসিতে যে আসে, মোরা তাকে করি কোলে,
দর্শি তারো গুণ, মিথ্যা দোষিয়া যে চলে।
মন্দির যে ভাঙ্গে, তার মস্‌জিদ নির্ম্মানি,
দগ্ধ করে গৃহ, তাকে অন্ন-বস্ত্র দানি।
ধর্ম্ম ইহা যে জাতির, আধ্যাত্মিকে তার,
কোন্ স্থান ?—অন্য জাতি করুক বিচার।
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, র'বে যত দিন,
পাতিব্রত্য যত দিন, না হ'বে মলিন,
সত্য ও অহিংসা, ধর্ম্ম, যত দিন র'বে।
ধ্বংসিতে এ আর্য্যজাতি, সাধ্য কার ভবে ?
দুঃখ এই, ধর্ম্মহীন শিক্ষায় এখন,
ভোগেচ্ছায় নর-নারী উন্মত্ত এমন,
তৃষ্ণা-নিবারণ-জন্য, তুচ্ছ করি ডাব,
যত্ন করি চুষিতেছে, বৃন্ত-চ্যুত গাব !
আধ্যাত্মিক বল-জন্য, দেশ চেষ্টা-শূন্য,
রক্ষা অতি অসম্ভব, হলে হীন-পুণ্য।"
বলেন আভীরানন্দ, "পতিব্রত্য ধরি,
ভাবোচ্ছ্বাসে চলিছ, প্রশংসা বহু করি।
সতীর প্রভাবে পতি হয় ভাগ্যবান।
বিশ্বাসি কিরূপে, যদি না পাই প্রমাণ।"
উত্তরে সন্তান, "পাবে অগণ্য প্রমাণ,
পরীক্ষিলে অতীত হইতে বর্ত্তমান।
সুকন্যার পাতিব্রত্যে, মহর্ষি চ্যবন,
বার্দ্ধক্য-অন্ধত্ব-করে সু-বিমুক্ত হন।"
বলেন আভীরানন্দ, "বিস্তারিয়া বল।"
কীর্ত্তিকথা সুকন্যার, সন্তান কহিল,—
"বৈবস্বত মনু-পুত্র ইক্ষ্বাকু মহান,
শর্য্যাতি, পৃথিবী-পতি, তাঁহার সন্তান।
আনর্ত্ত তাঁহার পুত্র, সুকন্যা নন্দিনী,
সুকন্যা লাবণ্যময়ী-সৌন্দর্য্যের খনি।
মহাযশা শর্য্যাতির প্রাসাদ-সম্মুখে,
বিস্তৃত সুরম্য সর,—যার মধ্যে সুখে,
হংসকুল সন্তরণে, স্বচ্ছ নীরে ভাসি ;
শাল, তাল, তমাল, সরল, তীর-বাসী।
সরসী-সমীপবর্ত্তী, সুদীর্ঘ প্রান্তর,
সজ্জীভূত তরুকরে, অতি মনোহর।
মধ্যে তার, কোন এক নির্জ্জন প্রদেশে,
ভার্গব চ্যবন, সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে,
মৌনাবলম্বনে, পঞ্চ প্রাণ-বায়ু রোধি,
দৃঢ়াসনে, সমাহিত-চিত্তে, নিরবধি।
কঠোর তপস্যা-রত, শুন সমাচার,
কঠোর তপস্যা,—পরিহরি পানাহার !
পরাৎপরা পরাক্ষরা জগদ্ধাত্রী-পায়,
অর্পি মন-বুদ্ধি, ধ্যানে অচঞ্চল কায়।
দীর্ঘ কাল অবস্থিত, নিজ্জীব বিচারি,
উত্থিত বল্মীক, দেহে, মৃত্তিকা সঞ্চারি।
পিপীলিকা সমূহে, শরীর সমাকীর্ণ।
—দৃষ্ট মাত্র ছিদ্র, স্থির নয়নে, সঙ্কীর্ণ।
শর্য্যাতি, একদা, আর্য্যা রাণীগণ-সনে,
পশে সেই রম্য-বনে আনন্দ-ভ্রমণে।
নন্দিনী সুকন্যা, যত সঙ্গিনীর সঙ্গে,
ইচ্ছামত বিচরণ, করে নানা রঙ্গে।
উগ্রতপা চ্যবনের, সম্মুখে আসিল,
বল্মীক-মৃত্তিকা-পিণ্ড, তাহাকে ভাবিল।
কিন্তু নেত্র-ছিদ্রে তার, পড়িল নয়ন,
খদ্যোতের তুল্য, কিছু করে নিরীক্ষণ।
চিন্তে মনে, "ইহা মাত্র মৃত্তিকার রাশি
অন্তরে ইহার, উহা কি যায় উদ্ভাসি !"
চিন্তি এত, দীর্ঘ এক কণ্টক আনিয়া,
পরীক্ষা করিতে যায়, মধ্যে বিন্ধাইয়া।
জগদম্বা ভক্ত মুনি, করি নিরীক্ষণ,
শর্য্যাতির নন্দিনীকে করেন বারণ।
সম্বোধেন "বরাননে ! বল্মীক এ নহে,
কণ্টক না বিদ্ধ কর, তাপসের দেহে।
দূরে যাও, ইচ্ছামত কর বিচরণ।"

সুকন্যা, সে মুনি-বাক্য, না করি শ্রবণ,
কণ্টকে লোচন বিদ্ধ করিল তাঁহার।
নির্ব্বন্ধ দৈবের, খণ্ডে, সাধ্য ভবে কার ?
বিদ্ধ যবে চক্ষুদ্বয়, কণ্টক-আঘাতে,
অন্ধীকৃত মহামুনি ;—অতি যন্ত্রণাতে,
"হায়, কি করিলে দুর্গে!" বলি পরিতাপ,
করিলেন ; সুকন্যা গণিয়া মহাপাপ,
শঙ্কায় করিল অতি দূরে পলায়ন ;
সন্তান-পালিনী দুর্গা, করেন দর্শন।
লক্ষ লক্ষ দানবাস্ত্র আপন শরীরে,
সহ্য করি র'ন, যিনি অম্লান অন্তরে,
দুঃখ-সুখাতীতা যিনি, নির্গুণা, নির্ম্মায়া,
নির্ব্বিশেষা, নির্ব্বিকারা, নির্দ্দেশা, নি-কায়া,
তাঁর ভক্ত-অঙ্গে, যদি কেহ ক্ষণ-তরে,
দুঃখ দিবে, তবে নির্ব্বিকারার অন্তরে,
পর্ব্বত-প্রমাণ বহ্নি, উঠিবে জ্বলিয়া,
ঘটিবে, দুঃসহ দৈব-নিগ্রহ আসিয়া।
বিদ্ধে যবে, সুকন্যা, সে ভার্গব-লোচন,
সংঘটে তখন, এক আশ্চর্য্য ঘটন।
রুদ্ধ হ'ল মূত্র-মল, শর্য্যাতি রাজার,
মাত্র রাজা নহে, ছিল অন্য যত আর!
কর্ম্মচারী যত,—সৈন্য, সামন্ত, সারথি,
হস্তী, অশ্ব যত, সর্ব্বে সমান দুর্গতি।
সাধ্য নাহি, মূত্র-মল-ত্যাগে কারো আর।
যন্ত্রনায় উদরের, প্রত্যেকে চীৎকার!
ধীর বুদ্ধি শর্য্যাতি নিরীক্ষি অঘটন,
চিন্তি মনে মনে, করে হেতু নির্দ্ধারণ।
সূর্য্য-তেজা ভার্গব চ্যবন ধ্যান-ভরে,
সরসী সমীপবর্ত্তী, নির্জ্জন প্রান্তরে ;
নিশ্চয় করেছে, কেহ তাপ-বিঘ্ন তাঁর,
সংঘটিত তাহে, হেন অভাব্য ব্যাপার।
জিজ্ঞাসে ডাকিয়া, রাজা, অনুচরগণে,
"বিঘ্ন কে কি করিয়াছে, মহর্ষি চ্যবনে ?"
উত্তরে প্রত্যেকে, সব করিয়া স্মরণ,
"ভ্রমেও না করিয়াছি হেন আচরণ।"
হেন কালে, রাজ-কন্যা সুকন্যা আসিল,
পৌরজন-সঙ্গে, পিতা পীড়িত, দেখিল।
অগ্রে আসি কহে, "পিতঃ! ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
রম্য এক বল্মীক, পাইনু নিরীক্ষিতে।
লতাজাল-বিজড়িত ছিদ্রদ্বয় তায়,
মধ্যে তার, সমুজ্জ্বল খদ্যোতের প্রায়।
কি যেন জ্বলিতেছিল, জানিতে কারণ,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে আমি করিনু বেধন।
কিন্তু যবে আনিলাম কণ্টক বাহিরে,
রক্ত-চিহ্ন দর্শিলাম, কণ্টক-শরীরে।
আর্ত্তনাদ মৃদু, আরো করিনু শ্রবণ,
বিস্ময়ে, শঙ্কায়, শেষে করি পলায়ন।"
শর্য্যাতি শুনিয়া, তথ্য, সমস্ত বুঝিল,
শীঘ্রগতি, চ্যবনের সম্মুখে, আসিল।
বল্মীক-মৃত্তিকা রাশি করি বিদীরণ,
বহির্গত করে, উগ্র তপস্বী চ্যবন।
লুণ্ঠি ভূমে, দণ্ডবৎ, চরণ ধরিল,
আর্ত্তি, স্তুতি, করি, ক্ষমা প্রার্থনা করিল।
"সামান্যা বালিকা মাত্র, সুকন্যা আমার,
অজ্ঞতায় করিয়াছে, হেন মন্দাচার।
ক্ষমার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি তুমি, ক্ষম তায়।
ভিন্ন তব কৃপা, অদ্য দেশ ধ্বংস যায়।"
বিনীত, প্রণত, রাজ-বাক্যে মুনি-বর,
ধীর বাক্যে করিলেন, সুযোগ্য উত্তর,—
"মহারাজ! আমার কর্ত্তব্য, আমি জানি ;
ক্রুদ্ধ কিসে আমি, তুমি দর্শ পরমাণি।
কন্যা তব, যদিও, যন্ত্রণা দিল মোরে,
ক্রোধে, অভিশপ্তা, আমি করি নাই তারে।
কণ্টকে সে চক্ষু নষ্ট করেছে আমার,
সত্য বটে, তাহে এত দুর্দ্দশা তোমার!

কিন্তু যা রহস্য তার, শুন নৃপবর,
আ-মরণ, সতর্ক রহিবে, অতঃপর।

জগদ্ধাত্রী জননীর চরণে জীবন,
দীর্ঘকাল করিয়াছি, আমি সমর্পণ।
অর্পে যারা, তাঁর পাদ-পদ্মে মন, কায়,
রক্ষিকা তাঁদের তিনি, নিত্য এ ধরায়।

দুঃখসুখে, মানামানে, সম্পদে, বিপদে,
আশ্রিত-পালিনী তিনি, রক্ষেন শ্রীপদে।
তাঁর ভক্ত-অঙ্গে যদি, কেহ আঘাতিবে,
দণ্ড তার, দুর্ব্বিসহ, নিজ হস্তে দিবে।

অতএব, তোমার এ দুর্গতির জন্য,
চিন্ত চিত্তে, ভিন্ন তিনি, নিমিত্ত কে অন্য।
প্রসন্না তাঁহাকে কর, তিনি ফলদাত্রী।
রাজ-রাজেশ্বরী তিনি, তিনি জগদ্ধাত্রী।

ধ্যানস্থ ছিলাম, করি মাত্র বাতাহার,
গেল ধ্যান, গেল যোগ, গেল সিদ্ধি তার!
এক্ষণে অসক্ত আমি, এ তনু রক্ষণে,
পক্ষে মোর, কি দুর্দ্দিন, চিন্তি দেখ মনে।

সামর্থ্য, চলিতে নাহি,—এই বৃদ্ধ-কাল,
অন্ধ তাহে হইলাম,—হায় রে কপাল!
নিঃস্ব অন্ধে পরিচর্য্যা, কে করে এখন?"

আগ্রহে শর্য্যাতি কহে, "শুন তপোধন!
ভৃত্য শত শত, নিত্য নিযুক্ত রাখিব,
আজ্ঞা তব, আমি নিজ মস্তকে বহিব।
ভ্রান্তে ক্ষমা, তুমি যদি নাহি কর এবে,
সন্তান-পালিনী ক্ষমা, কভু না করিবে।"

উত্তরেন ঋষি, "তবে শুন মহারাজ!
বাঞ্ছ যদি, প্রসন্ন করিতে মোকে আজ,
কন্যা তব মোকে, তবে কর সমর্পণ,
করুক সে পরিচর্য্যা, মোর সর্ব্বক্ষণ।
প্রাপ্ত হলে তাকে, মোর ঘটিবে সন্তোষ,
শান্ত হবে, জগদ্ধাত্রী জননীর রোষ!"

শর্য্যাতি, শুনিয়া স্বীয় কর্ণে দিল হাত,
মস্তকে পড়িল যেন, বজ্রের নির্ঘাত।
চিন্তাকুল চিত্তে রাজা, না দিয়া উত্তর,
সর্ব্ব-জন-সঙ্গে পশে প্রাসাদ-ভিতর।

পাত্র-মিত্রগণ-সঙ্গে, সভা আহ্বানিল,
"কর্ত্তব্য কি!" নির্দ্ধারিতে যুক্তি আরম্ভিল।
"উত্তেজনা যৌবনের, অতি ভয়ঙ্কর।
অস্থির যাহাতে, নিত্য জ্ঞান-বৃদ্ধ নর।
এরূপ লাবণ্যময়ী, নন্দিনী আমার,
অন্ধ, অতি বৃদ্ধ, যদি পতি হয় তার,
যৌবন-সম্ভোগে, হবে কুলটা নিশ্চয়,
ইক্ষ্বাকুর পুণ্যবংশ হবে কালিময়।

অহল্যা, লাবণ্যবতী ছিল অতিশয়,
বৃদ্ধ পতি গৌতমের সঙ্গে পরিণয়;
তৃপ্তি তার অন্তরের, তাহে না ঘটিল।
ইন্দ্র-সঙ্গে কলঙ্কের সাগরে ডুবিল!
বৃদ্ধ-সঙ্গে যুবতীর, হলে পরিণয়,
পথ ভ্রষ্ট হওয়া কভু, অসম্ভব নয়!

কন্যা-সুখ, পিতা হয়ে, যে জন না ভাবে,
তুল্য তার, নাহি মূর্খ, পাপিষ্ঠ, এ ভবে!
অপ্সরী নিন্দিয়া, হেন সুন্দরী কন্যায়,
অর্পিতে অপাত্রে, সহে কাহার হিয়ায়?"

পাত্র-মিত্র সবে বলে "সত্য, মহারাজ!
হেন কার্য্যে, অনিবার্য্য, নিন্দা-লোকলাজ।
অন্ধ বৃদ্ধে, পিতা হয়ে, কন্যা-সম্প্রদান,
প্রত্যেকে কহিবে, "নাহি শর্য্যাতির জ্ঞান!"

যুক্তি তর্ক, হেন ভাবে, করে সর্ব্বজন,
কন্যা আসি, হেন কালে, দিল দরশন।
কহে, "পিতঃ! কার্য্যে মোর, এত বিড়ম্বন,
হস্তে মহর্ষির, মোকে কর সমর্পণ।
শুশ্রূষায়, আমি তাঁর, জন্মাব সন্তোষ।
শান্ত হবে, জগদ্ধাত্রী জননীর রোষ!"

শর্যাতি শুনিয়া, অতি বিস্ময় মানিল,
নন্দিনীকে "ধন্যা!" বলি, কহিতে লাগিল,—
"অন্ধ সে চ্যবন মুনি, নিঃস্ব, গৃহহীন।
বৃক্ষমূলে অবস্থান, করে নিশিদিন।
বস্ত্রাভাবে পরে, ছিন্ন বৃক্ষের বল্কল,
খাদ্য তার, অন্নাভাবে, তিক্ত-কটু ফল।
বংশ-রোলে, নিঃস্ব-বৃদ্ধ করে জলপান,
হস্তে তার, কি বিচারে করি তোমা দান?

মাত্র বাল্য-কাল এবে, আসিলে যৌবন.
বৃদ্ধ-অন্ধ পতি প্রতি, ক্ষুণ্ণ হবে মন।
মত্তা মোহে, হও যদি অহল্যার মত,
ঘৃণ্য-লোক-নিন্দ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিবে কত।
পুণ্য কুলে ইক্ষ্বাকুর, কলঙ্ক পড়িবে,
অতএব, কে তোমাকে, বৃদ্ধে সমর্পিবে?"

শুনিয়া, সুকন্যা কহে, করিয়া বিনয়,
"সন্দেহ আমাকে করা, উপযুক্ত নয়।
তুচ্ছেন্দ্রিয় ভোগে, মোর আকাঙ্ক্ষা যাবে না।
মোর জন্য ইক্ষ্বাকুর, কলঙ্ক হবে না।

মূর্ত্তিমান বহ্নি-তুল্য, মহর্ষি চ্যবন,
মোর প্রতি, পড়িল যে, তাঁহার নয়ন;
তাহা মোর, বহু-জন্ম তপস্যার ফল।
ইক্ষ্বাকু তাহাতে, ধন্য হইবে কেবল।

বল্কল পরিব আমি, অরুন্ধতী-সমা।
রক্ষিব সতীর ধর্ম্ম, হব অনুপমা।
ইক্ষ্বাকু-কুলের কীর্ত্তি, বাড়িবে তাহায়,
অর্পি মোকে, মুক্ত হও, সবে যন্ত্রণায়।"

শুনিয়া শর্য্যাতি চিত্তে আনন্দ অপার,
সন্নিধানে মহর্ষির, যায় পুনর্ব্বার।
রমণীর শিরোমণি, কন্যা সুকন্যায়,
সম্প্রদান করে, মহা মহর্ষির পায়।

বস্ত্র-ভূষা ছাড়ি, কন্যা বল্কল পরিল,
নিরীক্ষিয়া, চক্ষু-নীরে, শর্য্যাতি ভাসিল।

ক্রমে যায় বহু দিন মহর্ষি চ্যবনে,
কন্যা পরিচর্য্যা করে, পরাভক্তি মনে।
ঈষদুষ্ণ সলিলে করায় তাঁকে স্নান।
শীতলিয়া সরসী-সলিল, দেয় পান।
ভোজ্য ফল-মূল, কন্যা সংগ্রহিয়া দিত।
ভোজনান্তে, মহর্ষির প্রসাদ সে নিত।

রাত্রে, আহারান্তে, সুখ শয্যা বিরচিয়া,
হস্ত ধরি, চ্যবনে রাখিত শোয়াইয়া।
নিদ্রিত চ্যবন যবে, চরণের পাশে,
সুকন্যা যাইত নিদ্রা, ক্ষুদ্র তৃণাবাসে।
না হ'তে প্রভাত, সতী আবার উঠিত।
অনন্য অন্তরে, পতি-শুশ্রূষা করিত।
সাধ্বী-লোক-লক্ষ্মী, অগ্নি-অতিথির প্রতি,
সর্ব্বদা রহিত, যত-মনে শ্রদ্ধাবতী।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দৈবে এক দিন,
ক্রীড়া-মদে মত্ত হয়ে, হয় লক্ষ্য-হীন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি, চ্যবন আশ্রমে,
দর্শিতে লাগিল, যত দৃশ্য মনোরমে।

হেন কালে, বল্কল-বসনা রূপবতী,
কক্ষে জল-কুম্ভ, যায় সুকন্যা যুবতী।
নিন্দি দেবকন্যা, রূপ, নয়নে নিরখি,
কাষ্ঠ-মূর্ত্তি তুল্য, দোহে দাঁড়ায়, চমকি!
নির্নিমেষ নেত্রে, তাকে দর্শিতে লাগিল,
সম্বোধিয়া, দূর হতে, সাদরে কহিল,—

"সুন্দরি! কে তুমি এই পশু-পূর্ণ বনে?
কক্ষে ধরি, জল-কুম্ভ, বল্কল-বসনে?
উদ্ভাসিয়া বিশ্ব, রূপে, যাইছ চলিয়া,
দর্শিয়া দুর্দ্দশা তব, দুঃখে ফাটে হিয়া।

অপ্সরী, কিন্নরী, কিংবা আপনি মোহিনী,
কিংবা দেব-কন্যা-কুল, দেবেন্দ্র-রমণী,
দণ্ডায় আসিয়া যদি, তব সন্নিকটে,
চন্দ্র পাশে, খদ্যোতের সমাগম ঘটে।

কে তোমার পিতামাতা ? কোথা বাসস্থান ?
পত্নী যার তুমি, বল, কে সে ভাগ্যবান ?
স্বর্গের সামগ্রী তুমি, নন্দন-কাননে,
বর্ত্ত যদি, মণিময় বেশে বরাননে,
লক্ষ লক্ষ দাসী থাকে, তোমার সেবায়,
সুন্দরি ! তোমার পক্ষে, তবে শোভা পায় ।”

উত্তরে শর্য্যাতি-কন্যা, লজ্জিত-বদনে,
“শর্য্যাতি নৃপতি পিতা ;—মহর্ষি চ্যবনে,
যোগ্য পাত্র বিচারি, করিল সমর্পণ ।
ভর্ত্তা, ঋষি-কুলেশ্বর, মহর্ষি চ্যবন ।
বহু-পুণ্য-ফলে আমি, ধর্ম্ম-পত্নী তাঁর ।
স্বর্গ-সুখাপেক্ষা সুখে, আছি অনিবার ।
আশ্রম নিকটে, যদি ইচ্ছা হয়, যাও ।
উভয়ে, আতিথ্য নিতে পার,—যদি চাও ।”

শুনিয়া কুমারদ্বয় শির কাঁপাইল ।
মধুবাক্য কামুকের, কহিতে লাগিল ।

“চিত্ত-বিনোদিনি ! তব পিতা কি নির্দ্দয় !
অন্ধ-করে, কি বিচারে অর্পিল তোমায় !
একে অন্ধ, তাহে বৃদ্ধ, তাহে কদাকার
সঙ্গে তার, কিসে হবে, মিলন তোমার ?

বর্দ্ধে শোভা, ফুটন্ত কমলে, মধুকর !
বজ্রকীট প্রবেশিলে, দংশনে জর্জ্জর !
কুমুদিনী, শীতের সুধাংশু-করে হাসে ।
প্রচণ্ড মার্কণ্ডে দর্শি, শুকায় তরাসে ।
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত, নারী-রত্ন, তুমি হও,
অন্ধ-সঙ্গে, নাহি জানি, কত দুঃখে রও ?

দর্শ, মোরা অশ্বিনীকুমার দুই জন,
যোগ্য তব,—রূপে মোরা কন্দর্প-মোহন ।
ইচ্ছা যাকে মো-দোহার, করিলে বরণ,
নিত্যানন্দময় হবে, তোমার জীবন ।

নিক্ষেপি কক্ষের কুম্ভ, বল্কল, ফেলিয়া,
সঙ্গে এস, সুখময় স্বর্গে যাই নিয়া ।

রত্ন-মণি-খচিত বসন পরাইব ।
কাঞ্চন-পালঙ্কোপরি, যত্নে শোয়াইব ।
কাঞ্চন-মন্দিরে, যত কাঞ্চন-বরণা
দেব-কন্যা, র'বে, পরিচর্য্যা-পরায়ণা ।
চল, মহানন্দে, তথা রক্ষিব তোমায়,
ভার্য্যা হওয়া চ্যবনের, শোভা নাহি পায় !”

সুকন্যা, শুনিয়া ক্রোধে কম্পিত হইল,
তিরস্কারি, রবি-পুত্র-যুগলে কহিল,—
“শর্য্যাতি জনক মোর, ইক্ষ্বাকু নন্দন,
পতি মোর, উগ্রতপা, মহর্ষি চ্যবন ;
স্পর্দ্ধা এত,—তথাপিও শঙ্কা নাহি মনে ?
পাপিষ্ঠ ? ইতর বাক্য বলিস্ স-ঘনে ?
এক্ষণি বলিব আমি, ঋষীশ্বর ঠাঁই ।
সূর্য্য আসি, রক্ষক হলেও, রক্ষা নাই ।

পুত্র তোরা দেবতার, নির্লজ্জ এমন,
উচ্চারিস্ বাক্যাবলী, প্রেতের মতন !
মহর্ষি চ্যবন মোর, ঈশ্বর সাক্ষাৎ,
অর্চ্চনায় তাঁর, হবে এ দেহের পাত ।
বাক্য পুনঃ না করিয়া, মুখে উচ্চারণ,
মঙ্গল চাহিস্ যদি, কর পলায়ন ।”

উক্তি শুনি, সুকন্যার, কুমার যুগল,
সম্ভ্রমে কহিল, পুনঃ, বাক্য সু-মঙ্গল,
“ইক্ষ্বাকু-কুলের কীর্ত্তি, চ্যবন-গৃহিণি !
সাধ্বী-কুল-মধ্যে, তুমি সতী-স্বরূপিনী ।
যোগ্য বাক্য তব, মোরা উভয়ে প্রসন্ন,
প্রস্তুত আমরা এবে, বরদান-জন্য ।

আনি তব অন্ধ-বৃদ্ধ পতি-দেবতায়,
করি দিব মো-দোঁহার তুল্য যুবা কায় ;
হস্ত-পদ চক্ষু-কর্ণ, বর্ণ-কণ্ঠস্বরে,
তুল্য হব তিনে, জগদ্ধাত্রী-কৃপা-বরে ।

কিন্তু এক কার্য্য, তব করিতে হইবে,
তখন চ্যবনে যদি চিনিতে পারিবে,

স্বীকারিব তবে, তুমি সতী-সীমন্তিনী,
জিজ্ঞাসিয়া মহর্ষিকে, কর যা এক্ষণি।”

সুকন্যা কুটীরে আসি বিজ্ঞাপে চ্যবনে,
উক্তি, প্রতি-উক্তি, যত তাহাদের সনে।
শুনি মৃদু হাস্যে ক’ন, মহর্ষি চ্যবন,
“সম্মতা হইয়া, বর করহ গ্রহণ।”

অন্ধপতি হস্ত ধরি, চলিল সুন্দরী,
উত্তরিল, যথা রবিপুত্র, ধীরি ধীরি।
কহিল, “পতিকে তবে কর স-যৌবন।”
তারা বলে, “হও মুনে, জলে নিমগন।”

নির্ম্মল সরসী-জলে মহর্ষি ডুবিয়া,
সমুত্থিত, রবিপুত্র তৃতীয় হইয়া।
দণ্ডাইল, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, তিন জন।
নিরীক্ষিয়া সুকন্যার, চিন্তাকুল মন।
সাধ্য যত, তিনজনে পরীক্ষা করিল,
তিন-মধ্যে কে চ্যবন, চিনিতে নারিল।

পাতিব্রত্য-সতী-ধর্ম্ম, বিপ্লময় হেরি,
চক্ষু মুদি, মনে মনে কহে,—“মহেশ্বরি!
সর্ব্বত্র-দর্শিনী তুমি, কৃপা প্রদর্শিয়া,
মহর্ষি চ্যবনে, মোকে দেও দর্শাইয়া।

বুদ্ধিরূপা তুমি, তুমি দিব্য-জ্ঞান-রূপা,
নিত্য তুমি জীব-চিত্তে, চৈতন্য-স্বরূপা।
সন্তান সামান্যা আমি, জননী তোমার।
ভিন্ন তুমি, এ সঙ্কটে, রক্ষিবে কে আর?

আর্ত্তি-বিনাশিনী তুমি, ভ্রান্তি-বিনাশিনী।
বিপন্নে আশ্রয়-দাত্রী, নিত্য তুমি, জানি।
অদ্য এ সঙ্কটে, যদি মুক্তি নাহি পাব,
“দুর্গা, দুর্গা!” বলি, জলে ডুবিয়া মরিব!”

অন্তর একাগ্র করি, যেমন ডাকিল,
দিব্য-জ্ঞানে অন্তর, অমনি উদ্ভাসিল।
চিনিয়া আপন পতি, করিল বরণ।
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিস্ময়ে মগন।

আশির্ব্বাদ করি, দোঁহে করিবে গমন,
সম্বোধেন, হেন কালে, মহর্ষি চ্যবন,—
“অর্পিলে তোমরা যদি, আমাকে যৌবন,
অবশ্য সাধিব আমি, তোমা-প্রয়োজন।
ইচ্ছা যা অন্তরে, সত্য কহ মোর কাছে,
পূর্ণি দিব, সাধ্যাসাধ্য তাহে নাহি আছে।”

শুনি রবিপুত্রদ্বয়, কহে যুক্ত করে,—
“সাধ্য কি মোদের, দিব যৌবন তোমারে?
যৌবন, বা মৃত্যু-জরা ইচ্ছাধীন যাঁর,
সাধ্য কি মোদের, দিতে যৌবন তাঁহার?

মাত্র তব প্রেরণায় এ স্থানে আসিনু,
পাতিব্রত্য সুকন্যার, পরীক্ষা করিনু।
সমস্ত তোমার খেলা, মহর্ষি-প্রধান!
অসাধ্য সাধনে তুমি, মহা শক্তিমান।
অনুগ্রহ, মো-দোঁহার প্রতি, যদি হয়,
অন্তরের দুঃখ, তোমা বলিব নিশ্চয়!

দেব-পুত্র হই মোরা, দেব-লোকে থাকি,
সর্ব্বত্র দেবতা বলি, সর্ব্বে যায় ডাকি।
দর্শিলে স্ব-চক্ষে তুমি, মো-দোঁহার গুণ,
অন্য কোন দেবাপেক্ষা, নহি মোরা ন্যূন!
তথাপি কুচক্রী ইন্দ্র, হিংসায় জ্বলিয়া,
দণ্ডিতেছে, যজ্ঞ-ভাগে, বঞ্চিত করিয়া।

যজ্ঞ-স্থানে, মহানন্দে, যায় দেবগণ,
ইন্দ্র-ভয়ে মোরা, দূরে করি পলায়ন।
ঋষি কুলচন্দ্র তুমি; কোটী সূর্য্য জিনি,
তোমার তপস্যা-বীর্য্য, মোরা সব জানি।
অনুগ্রহ হয় যদি, মো-দোঁহার প্রতি,
যজ্ঞভাগ যাহে পাই, কর তার গতি।”

শুনিয়া মহর্ষি ধীরে বলেন হাসিয়া,
“তাই হ’বে, যাও দোঁহে নিশ্চিন্ত হইয়া।”

এদিকে, শর্য্যাতি, কন্যা সুকন্যার তরে,
বঞ্চে কাল, সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ন-অন্তরে।

একদা জানিতে বার্ত্তা, মহিষী-সহিত,
আশ্রম-দুয়ারে আসি, হয় উপস্থিত।

নিঃশব্দে, কুটীর-মধ্যে, দোঁহে দৃষ্টি করে।
অন্ধ মুনি চ্যবনে, না পায় দেখিবারে।
অশ্বিনী-কুমার তুল্য, অতি রূপবান,
যৌবন-গর্ব্বিত, এক যুবক-প্রধান,
মত্ত রসালাপ-রঙ্গে, সঙ্গে সুকন্যার,
দর্শিয়া, সন্তাপে চিত্ত বিদগ্ধ রাজার।

ক্রোধে, ক্ষোভে, হৃত-জ্ঞান, ঘূর্ণিত-মস্তক,
গতি-শক্তি-হীন-পদ, ইক্ষ্বাকু-তিলক।
ধীরেন্দ্র হইয়া, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
অর্দ্ধ-মূর্চ্ছাবস্থা-গত রাণী হস্ত ধরে।

হেনকালে সুকন্যা, সুকন্যা-লোক-মণি,
বহির্গতা হল, দর্শি জনক-জননী।
স্পর্শি পদ, প্রণমিল, আনন্দে গলিয়া।
জিজ্ঞাসে মঙ্গল, মার অঙ্গে ঝম্প দিয়া।

শর্য্যাতি সন্দেহে মত্ত, আরক্ত-লোচনে
জিজ্ঞাসিল, অতি-রোষ-কর্কশ বচনে ;—
তপস্যা-গগন-সূর্য্য, প্রবৃদ্ধ, প্রবীণ,
কোথা সে চ্যবন ? তাপসেন্দ্র নেত্রহীন ?
পাপীয়সি ! বল্, কে এ যুবক-প্রধান ?
প্রাপ্ত হলি, কোথা তুই ইহার সন্ধান ?
পাপ-রঙ্গে, এক্ষণে বঞ্চিস্ দিবানিশি,
জন্মেছিলি গৃহে, কুল-নাশিনী, রাক্ষসী ?"

শুনিয়া, সুকন্যা, হাসি, কহিল জনকে,
"অন্ধ বৃদ্ধ পরিণত, এক্ষণে যুবকে।
ইনি সেই উগ্রতপা, মহর্ষি, চ্যবন।
হও অগ্রসর, শুন আদ্যন্ত ঘটন।"

বিস্মিত হইয়া, রাজা শর্য্যাতি তখন,
পূর্ব্বাপর বিবরণ করিল শ্রবণ।
আনন্দে উল্লসি ভূপে, বলেন ভার্গব,
"সুকন্যার পাতিব্রত্য-ফল এই সব।
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আশ্রমে আসিয়া,
তোমার কন্যাকে, গেল, পরীক্ষা করিয়া।
পাতিব্রত্য-পুণ্যে তার, আমার যৌবন।"
শুনি রাজা, রাণী-সঙ্গে, আনন্দে মগন।

"কিন্তু শুন মহারাজ ! অশ্বিনী-কুমার-
যুগলে করিল মোর, যেই উপকার,
প্রত্যুপকারার্থে তার, করেছি শপথ,
পূর্ণ করি দিব, তাহাদের মনোরথ।

যজ্ঞভাগ, তাহাদিকে ইন্দ্র নাহি দিয়া,
তাড়ায়, যে স্থানে যায়, ভিষক্ বলিয়া।
যজ্ঞ কর তুমি, আমি ঋত্বিক হইব,
ইন্দ্র-দর্প নাশি, দোঁহে যজ্ঞ ভাগ দিব।"

শুনিয়া শর্য্যাতি করে, যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
চ্যবন করেন, সর্ব্ব দেবতা, আহ্বান।
যথাকালে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আসে।
নিরীক্ষিয়া, দেবরাজ দোঁহে তীব্র ভাষে।
"বৈদ্য তোরা, তোরা কেন এলি যজ্ঞঠাঁই ?
যজ্ঞ-ভাগে তো-দিগের অধিকার নাই।"

মহর্ষি বলেন, "আছে আমার আহ্বান।
যজ্ঞভাগ উহাদিগে, আমি দিব দান।"
ইন্দ্র বলে, "হে মহর্ষে ! বল এ কেমন ?
বৈদ্য ওরা, দেবত্বে কে অন্বিত কখন ?
যজ্ঞ-ভাগ উহাদিগে অর্পিতে নারিবে।
সম্মান দেবের, তুমি কি জন্য নাশিবে ?"

মহর্ষি বলেন, "এরা দেবতা-তনয়।
সর্ব্বরূপে যজ্ঞভাগে অধিকারী হয়।
বঞ্চিত করেছ, তুমি কুচক্র করিয়া।
খণ্ডাইব তব পাপ, আমি যজ্ঞ দিয়া।
বৈদ্য বলি, ঘৃণা কর, ধূর্ত্ত দুরাচার,
শ্রেষ্ঠ এরা, তোমাপেক্ষা লক্ষ লক্ষ বার।"

দর্পে কহে দেবরাজ, "এ বড় বিস্ময়,
যজ্ঞে, দেবেন্দ্রের বাক্য, গ্রাহ্য হেথা নয়।

বাক্য মোর পুনঃ যদি করিবে লঙ্ঘন,
দণ্ড সমুচিত, প্রাপ্ত হবে এ ব্রাহ্মণ।"

শুনিয়া, মহর্ষি অতি বিরক্ত হইয়া,
ঘৃণ্য ভাবে, দেবরাজে, উপেক্ষা করিয়া,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করিতে প্রদান,
চমস ঢালিয়া, হস্তে ধরি, ধাবমান।

দর্শিয়া, বাসব-চক্ষু আরক্ত হইল।
সম্মুখে সবার, বজ্র হস্তে উঠাইল।
মধ্যাহ্ন তপন-তুল্য জ্বলন্ত অশনি,
নিক্ষেপিল, বিনাশিতে, উগ্রতপা মুনি।

তপস্যা প্রভাবে মুনি, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
স্তম্ভিত করেন বজ্র, শূন্যে অর্দ্ধ-পথে।
দর্শি সর্ব্ব দেবগণ, মানিল বিস্ময়,
"নাহি জানি, ইন্দ্র-ভাগ্যে, অদ্য বা কি হয়!"

সংহারিতে, বজ্র-গর্ব্বী ধৃষ্ট ইন্দ্র-প্রাণ,
হব্য, করিলেন ঋষি, আহুতি প্রদান।
সমন্ত্র-আহুতি, যদি পড়ে হুতাশনে,
উত্থিত হইল, এক অসুর তখনে।

ঘোর মহা-মেঘ-বর্ণ, পর্ব্বত-আকার,
অতি ক্রূর, অতি ক্রুদ্ধ, মদ নাম তার।
কম্পে ভূমি পদ-ভরে, লম্ফে লম্ফে চলে,
বজ্রের নির্ঘোষ-তুল্য, কর্কশ সে বলে।

অগ্রভাগে অঙ্গুলির, ব্যাঘ্রের নখর,
দন্ত, সিন্ধু-ঘোটকের তুল্য, দৃঢ়তর।
গর্ত্ত নয়নের, যেন পর্ব্বত-কন্দর।

নিশ্বাস নাসার, ঝঞ্ঝাবাত, ভয়ঙ্কর।
বিস্তারিলে আস্য, হয় হ্রদের সৃজন।
পর্ব্বত ভরিলে, তাহা না হয় পূরণ।

দর্শি ইন্দ্র, ভয়ে পুনঃ, মহাবজ্র হানে।
দৈত্য মহাবজ্র গিলি, ধায় ইন্দ্র-পানে।
অন্য দেবগণ, ভয়ে করে, পলায়ন।
শূন্যোপায় ইন্দ্র, করে গুরুকে স্মরণ।

শিষ্যকে বিপন্ন দর্শি, গুরু বৃহস্পতি,
যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত, হন শীঘ্র গতি।
ইন্দ্রকে করেন তবে, বহু তিরস্কার।
"বার বার, এই বার, রক্ষা নাহি আর!

তুচ্ছ আমি, হন যদি ব্রহ্মাদি সহায়,
সাধ্য নাহি, এ সঙ্কটে, রক্ষিতে তোমায়।
মৃত্যু অদ্য সুনিশ্চিত, অমরত্ব যাবে।
দুর্দ্দশা তোমার, অদ্য এ বিশ্ব হাসাবে।

চ্যবনের সম্মুখে তোমার আস্ফালন,
ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মুখে, ছাগের নর্ত্তন।
তপস্যা-প্রভাব যাঁর, লক্ষ সূর্য্য জিনি,
গাত্রে তাঁর, কি সাহসে নিক্ষেপ অশনি?
রক্ষা যদি চাহ, ধরি মহর্ষি-চরণ,
আত্ম-দোষ ক্ষমা চাহ, নির্ব্বোধ এখন।"

শুনিয়া, বাসব, ভয়ে কম্পিত হইয়া,
ভার্গবের পদতলে, পড়িল ধাইয়া।
আর্ত্তনাদে নিবেদিল, "ঋষি কুলেশ্বর!
নির্ব্বোধ এ ইন্দ্রে, অদ্য হও ক্ষমাপর।
মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য তুমি, চঞ্চল হইলে।
মুহূর্ত্তে দেবতা-বৃন্দ, যায় রসাতলে।
পাত্র তব করুণার, আমি চির দিন।
বীর্য্যৈশ্বর্য্য যা আমার, তোমারি অধীন!

মতি-ভ্রমে, করিয়াছি অপরাধ বটে,
কিন্তু তাহে, সু-বিপুল কীর্ত্তি তব রটে,
কার্য্য হেন, আমি যদি নাহি করিতাম,
তোমার তপস্যা-বীর্য্য, নাহি দর্শিতাম।

কীর্ত্তি তব সু-বিপুল, অদ্য বিস্তারিল।
শক্তি তব তপস্যার, এ বিশ্ব জানিল।
পূজ্য তুমি, তব পদে পতন গৌরব।
দাসত্ব প্রার্থনা করে, দেবেন্দ্র বাসব।

রক্ষা কর, দৈত্য মোরে, আসিছে গ্রাসিতে।
ইচ্ছা যাকে, যজ্ঞ-ভাগ পার তুমি দিতে।"

শুনিয়া হাসেন মৃদু মহর্ষি চ্যবন,
মহাদৈত্য-গ্রীবা তবে করিয়া ধারণ,
চারি খণ্ড করিলেন ;—করিয়া বিচার,
এক খণ্ড থাপিলেন, অঙ্গে ললনার।
রঙ্গ-রসে কামিনীর যে জন মজিবে,
ইন্দ্রগ্রাসী মদাসুর, তাহাকে ধরিবে।
দ্বিতীয়ে থাপেন মুনি, মদের দোকানে,
থাপিলেন তৃতীয়কে, অক্ষ-ক্রীড়া-স্থানে।
চতুর্থে বিলাস-প্রিয় মৃগয়ায় দিয়া,
ইন্দ্রকে বিদায় দেন, নির্ভয় করিয়া।
অন্ধত্বের করে মুক্ত, মহর্ষি চ্যবন ;
বার্দ্ধক্যের কলেবরে, প্রদত্ত যৌবন।
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, হয় যজ্ঞ-ভাগী।
সজ্ঘটে সমস্ত ; এক সুকন্যার লাগি।
পাতিব্রত্যে সুকন্যার, বলিহারি যাই।
সতী-পতি হ'লে তার জরা-মৃত্যু নাই।
স্পর্শি সতী-পাদ-পদ্ম, লভি আশীর্ব্বাদ,
বর্ণনে ভুলুয়া, সতী-মাহাত্ম্য-সংবাদ ॥

তৃতীয় দিন

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—০—

মেধাসী দেবী বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভসাগর নৌ রসঙ্গা।
শ্রীঃকৈটভারি হৃদয়ৈক কৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলীকৃত প্রতিষ্ঠা ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"হে দেবি! যে শক্তিদ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারা যায়, সেই মেধা (সরস্বতী) তুমি। এই দুস্তরণীয় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার, অব্যাহত-গতি তরণী-স্বরূপ, শ্রীদুর্গা। তুমি-ই কৈটভ-শত্রু শ্রীহরি-হৃদয়ে লক্ষ্মী স্বরূপা ;—এবং তুমি চন্দ্র-শেখর প্রতিষ্ঠাতা গৌরী দেবী। তোমায় নমস্কার করি।"

নিত্য সত্যমূর্ত্তি তুমি, ন্যায়-দণ্ড-ধাত্রী।
সত্যাশ্রয়ী সাধকাগ্রে, বরাভয়দাত্রী।
বিশ্বাসি এ সত্য, লোকে সত্যাশ্রয়ে ধায়।
নিঃসম্বন্ধ রহি, চিত্তে নির্জ্জনে ধেয়ায়
সত্যমূর্ত্তি তোমা ;—যায় অনর্থ চিত্তের,
উদ্ভবে অতুলানন্দ, পবিত্র সত্যের।
মিথ্যা-আশী, মিথ্যা-ভাষী, মিথ্যাধর্ম্ম-সেবী,
ভুলুয়ার, সে আনন্দে, বর্ত্তে কোন্ দাবী!
বলেন মাধবদাস, "শুন মহোদয়!
ধর্ম্ম বহু, বহু দেশে, বিদ্যমান রয়।
সর্ব্ববাদী-সম্মত কে তার মধ্যে রহে?"
উত্তরে সন্তান, "ধর্ম্ম এক ভিন্ন নহে।
অহিংসা-সাধন, আর সত্যে অবস্থিতি,
যে ধর্ম্ম হউক, ইথে সর্ব্বত্র সম্মতি।
ইহাই ত হিন্দু ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সনাতন।
হিন্দু সেই, যে করে এ দুয়ের সাধন।

তথা শ্রীরামায়ণে,—

দ্ববেবৌ কথিতৌ সদ্ভিঃ পন্থানৌ বদতাংবরঃ।
অহিংসা চৈব সত্যঞ্চ যত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতঃ।

"অতি পূর্ব্বে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মের মাত্র দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; একটী অহিংসা অন্যটী সত্য।"

সুধান মাধবদাস, "অহিংসা কি হয়?"
উত্তরে সন্তান, "হিংসা-মুক্ত যে হৃদয়,
শুদ্ধ, সুনির্ম্মল, প্রেম, তাহাতে উদয়।
সেই প্রেমই অহিংসার নামে উক্ত হয়।
অন্ধকার শূন্যাবস্থা, আলোক যেমন,
হিংসা শূন্যাবস্থা, প্রেম—অহিংসা তেমন।
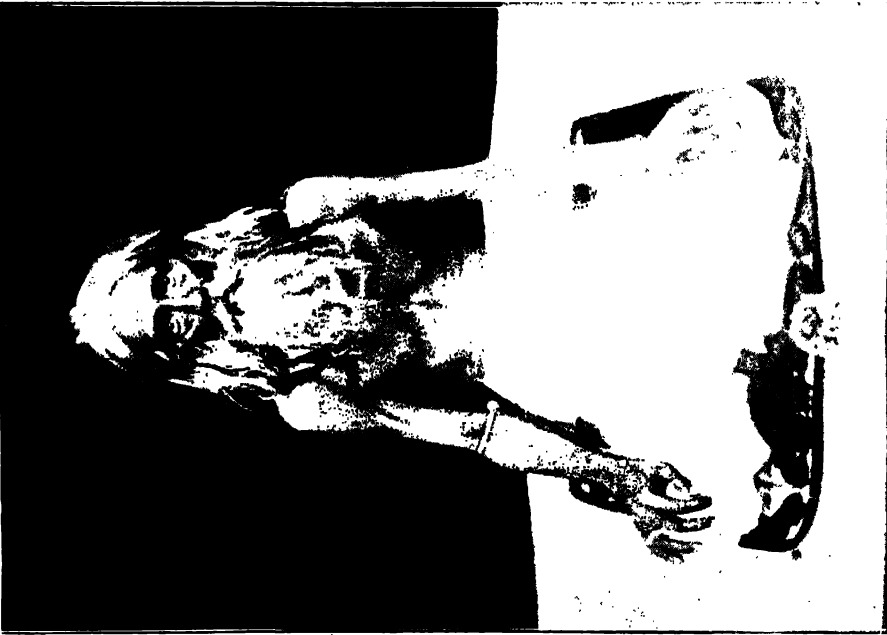
কুমিল্লার সাধক-শ্রেষ্ঠ

৺চন্দ্র কুমার গুহ।

গোহাটীর গৌরব

রায় বাহাদুর—শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন।

দণ্ড ছাড়ি জলৌকা যেমন দণ্ড ধরে,
হিংসা ছাড়ি, চিত্ত তথা প্রেমাশ্রয় করে।

সন্দেহ-শক্রতা, তদা অন্তরে রহে না,
যত্নে অবলম্বনে, সে প্রেমের সাধনা।
আত্ম-সুখ উপেক্ষি, অন্যের সেবা করে।
প্রেমিক সে অহিংসক, মান্য সর্ব্বোপরে।

অনিষ্টকারীর প্রতি, হিংসা-বুদ্ধি যায়,
সর্ব্ব-প্রতি, চিত্তে তুল্য মিত্রতা জাগায়।
বুঝিতে অন্যের দুঃখ, বিলম্ব সহে না।
দুঃখ দিয়া পরে, সুখ প্রার্থনা রহে না।
পর-তুষ্টি, পর-ইষ্ট, লক্ষ্য সদা যাঁর
আদর্শ সাধক তিনি, হ'ন অহিংসার।

দৃষ্টান্ত উত্তম অতি, নিত্যানন্দ তার,
জগাই মাধাই যিনি করেন উদ্ধার।
অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত শ্রীব্রহ্ম হরিদাস।
শ্রীগৌড়-মণ্ডলে যাঁর উজ্জ্বল-প্রকাশ।

পাশ্চাত্য-প্রদেশে যীশুখৃষ্টাদি মোহান্ত,
অহিংসার সাধনায়, উত্তম দৃষ্টান্ত।
অন্বেষিলে এ দেশের সিদ্ধ-সাধুগণ,
অহিংসার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অগণন।
তন্ময় যাঁহারা অহিংসার সাধনায়,
হিংস্র-ব্যাঘ্র-ভল্লু চলে, তাঁদের আজ্ঞায়।

বস্তু মোর, নিলে কেহ, আমি হই রুষ্ট,
বস্তু নিলে তাঁহাদের, তাঁরা হন তুষ্ট।
সাক্ষী তার, এক জন সাধু লক্ষ্মীদাস,
সঙ্গে যাঁর, করিতেছিলাম তীর্থে বাস।
দশ মূর্ত্তি সাধু, মোরা থাকি এক গৃহে;
নিশীথ পর্য্যন্ত, প্রায় সবে জাগা রহে।

একদা জ্বলিছে দীপ, রাত্রি দ্বিপ্রহর,
প্রবেশিল এক চোর, গৃহের ভিতর।
প্রত্যেকে জাগ্রত, কেহ কথা নাহি বলে।
গাঁটুরী আটার, চোর চুপে চুপে খোলে।

প্রায় দশ সের আটা লইয়া চলিল।
অন্য কোন দ্রব্যে, চোর হস্ত নাহি দিল।
প্রত্যেকে বুঝিল, মাত্র পেটের জ্বালায়,
চুরি-বৃত্তি ধরিয়াছে, নিঃস্ব নিরুপায়!

আটা নিয়া, সে চোর ত চলিল বাহিরে,
লোটা এক নিয়া, লক্ষ্মীদাস ধীরে ধীরে,
নিঃশব্দে চলেন, তার পশ্চাতে তখন।
মৃদু স্বরে উচ্চারিয়া, মধুর বচন,
বলেন তাহাকে, "কেন মাত্র আটা নিয়া,
ব্যস্ত হয়ে যাও, জলপাত্র না লইয়া?
কিসে তুমি জল খাবে?—ভয়শূন্য হও,
দশ, বার, লোটা হেথা,—এক তুমি লও।

শুনি সে সাধুর বাক্য, সে চোর তখন,
বিস্ময়ে, সজল নেত্রে, ধরিল চরণ।
বলে, "আমি জানিলাম, তুমি নহ নর!
মূর্ত্তি তুমি করুণার, সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
অত্যন্ত দরিদ্র আমি, অনাহারে মরি,
রক্ষিতে স্ত্রী-পুত্র, বাধ্য হয়ে, চুরি করি।
মার্জ্জনা করহ দোষ, আমি নরাধম!"

শুনিয়া শ্রীলক্ষ্মীদাস, সাধক-উত্তম,
সংসার যাহাতে তার চলে তিন মাস,
তার যোগ্য তণ্ডুলাদি দিয়া, পূর্ণি আশ,
সস্নেহে বলেন, "চুরি আর না করিও।
অন্ন নিজ, নিজ পরিশ্রমে সংগ্রহিও।"
অহিংসা ইহার নাম, ইহা প্রেম বটে।
হেন প্রেম, বহু-জন্ম-পুণ্য ফলে ঘটে।"

বলেন মাধবদাস, "শুন মহাত্মন!
সত্যের মাহাত্ম্য, কিছু কর বরণন।"

কহিল সন্তান, "সত্য কি মহিমময়,
বর্ণিব কি আমি, শুন শাস্ত্রের নির্ণয়।

তথা শ্রীরামায়ণে,—

জীবিতেনাপ্যতো সত্যং ভুবি রক্ষন্তি সাধবঃ।
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম স্ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চনঃ॥"

সত্যেনার্ক প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী।
সত্যেনামৃতমম্ভূতং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥২
সত্যেনৈকেন যান্ লোকান্ যান্তি সত্যব্রতাঃ নরাঃ।
নাপরে যান্তি তান্ রাজন্ নিষ্ঠ্বা ক্রতুশতৈরপি॥

১। যাঁহারা সাধু, তাঁহারা জীবনকে উপেক্ষা করিয়া, সত্যকে রক্ষা করেন। তিন লোকে সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই।

২। সত্য আছে, তাই সূর্য্য উদিত হয়, সত্য আছে তাই চন্দ্র সুধাময় কিরণে বসুধাকে আপ্যায়িত করে। এবং সত্য আছে, তাই, আজ পর্য্যন্ত লোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

৩। একমাত্র সত্যের আশ্রয়ে, মানুষ যে লোকে গমন করিতে পারে, হাজার-হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও, মানুষ সে লোকে যাইতে পারে না।

গর্ভে যবে পরব্রহ্ম হরি দেবকীর,
শ্রীহরি স্বরূপ নির্ণি, স্তোত্র বিরিঞ্চির,
বিস্তারে প্রমাণ, তিনি নিত্য সত্যময়;
সত্য ভিন্ন, পরাৎপর, অন্য কিছু নয়।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ২য় অধ্যায়,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋত সত্যনেত্রম্
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নঃ॥

"ব্রহ্মার স্তুতি—হে পরাৎপর! তুমি সত্যব্রত, সত্যপর, এবং তিন কালে তুমিই সত্য। তুমিই সত্যের জন্মস্থান বা জননী, এবং তোমার অবস্থিতিও একমাত্র সত্যে। তুমি সত্যেরও সত্য এবং একমাত্র সত্যই তুমি দর্শন কর। সত্যই তোমার আত্মা,—আমি বিপন্ন হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"

ভিন্ন ইহা বিশ্বগুরু শিব-বাক্যে আছে,
শ্রীমহানির্ব্বাণ, যাহা বক্ষে ধরিয়াছে।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে,—

প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বেঃ ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥১
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম, ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥২
সত্যহীনা বৃথা পূজা, সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনো তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা ॥ ৩
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলা ক্রিয়া সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরং ন হি ॥৪

১। হে দেবি! এই পৃথিবীতে কলি প্রকটিত হইলে, সমস্ত ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইবে, একমাত্র সত্যই থাকিবে, তজ্জন্য সত্যময় হওয়াই কর্ত্তব্য।

২। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যকে আশ্রয় করাই মনুষ্য-গণের কর্ত্তব্য।

৩। সত্যশূন্যের জপ, তপ, পূজা, সমস্তই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপনের মত মিথ্যা হয়, নিষ্ফল হয়।

৪। পরব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, সত্যাশ্রয়ই পরম তপস্যা। সমস্ত সাধন-কার্য্যই সত্যমূলক। সত্যের উপরে আর কিছুই নাই।

বাক্য সিদ্ধি, প্রাপ্ত নর, সত্য-সাধনায়।
মাহাত্ম্য সত্যের, বাক্যে ব্যক্ত করা দায়।
ধন্য সে রসনা, প্রশংসিত এ ধরায়,
মিথ্যা কভু, উচ্চারিত না হয় যাহায়।
ধন্য সেই দিন, যাহা বাক্যতঃ কার্য্যতঃ,
সত্য-সাধনায় হয়, সুমঙ্গলে গত।"
সুধান মাধবদাস, "সঙ্কট সময়,
—কালের কু-চক্রে যাহা সংঘটিত হয়,
বাক্যতঃ কার্য্যতঃ দুই রক্ষা সুকঠিন।
কোন্ সত্য সাধনীয় সঙ্কটের দিন?"
উত্তরে সন্তান, "এই প্রশ্নের উত্তর,
চিন্তি দেশ, কাল, পাত্র, প্রদান দুষ্কর।
সু-নির্ম্মল সত্যে, যার স্বভাব গঠিত,
সম্পদ-বিপদ, তার চক্ষে উপেক্ষিত।
মৃত্যু ঘটে, তাহাও উত্তম শত বার।
মিথ্যা নহে উচ্চারিত, বাক্যে তবু তার।

বীরত্বের প্রয়োজন, সত্যের সাধনে ;
বীর ভিন্ন, সত্যবাদী না হয় ভুবনে।
পরীক্ষা স্বর্ণের, প্রখরাগ্নিতে যেমন,
সঙ্কট-আগুনে, সত্য-পরীক্ষা তেমন।
সাক্ষী তার, রাজা দশরথ অযোধ্যায়,
মৃত্যু আলিঙ্গন করে, সত্যের রক্ষায়।
ভীষ্মত্ব ভীষ্মের, মাত্র সত্য-রক্ষা-জন্য।
সত্যবাদী সঙ্কটে যে, সেই ধন্য, ধন্য !
খৃষ্টীয় জগতে মহা সত্যবাদী "মোর," *
সত্যে যার, বিস্ময়ে এ পৃথিবী বিভোর।
স্বার্থ জন্য, যারা ভবে, মিথ্যাবাদী হয়,
মাহাত্ম্য সত্যের, বোধ্য তাহাদের নয় !
স্বার্থ দূরে, মাত্র সত্য-রক্ষার নিমিত্ত,
তুচ্ছ করে প্রাণ যারা, সমুঝে মাহাত্ম্য।
সত্যবাদী যে হয়, সে সংযত-রসনা।
বাধ্য সে ছাড়িতে, যত পাপ দুর্ব্বাসনা।
হীন-কর্ম্মে, সত্যবাদী কখনো না যায়,
নির্দ্দোষ, তাহার তুল্য, বর্ত্তে কে ধরায়।
নির্দ্দোষের নাহি কোন, সঙ্কটের ভয়,
দুঃখ, বা দারিদ্র্য, তার পরীক্ষা-নিচয়।
অভ্যস্ত নির্ম্মল সত্যে যে মহাত্মা হন,
বাক্যতঃ কার্য্যতঃ কারো মধ্যে তিনি ন'ন।
লক্ষ্য তাঁর মাত্র সত্য, সম্পদে, বিপদে,
স্থির তিনি,—সত্য অবলম্বি পদে পদে।
সংসার বিধ্বস্ত হয়, লক্ষ্য তাঁর নাই।
গ্রাহ্য না কিছুই, মাত্র সত্য তাঁর চাই !"
হেন কালে কোন এক গৃহস্থ সজ্জন,
জিজ্ঞাসিল, "বাক্যতঃ বা কার্য্যতঃ কেমন ?"
উত্তরে সন্তান, "কেহ রিক্ত হস্তে আছে,
রুগ্ন তার পিতা,—মৃত্যু-জ্বরে রহিয়াছে।
ঔষধ আনিতে গেল, চিকিৎসক বলে,
"দিব না ঔষধ, অগ্রে মূল্য নাহি দিলে।"

পুত্রের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, পিতৃসেবা হয় ;
রক্ষিলে বাক্যতঃ সত্য, সে ধর্ম্ম না রয়।
"অর্থ নাই," এই সত্য, পুত্রে যদি বলে,
রুগ্ন পিতা তার, পড়ে মৃত্যুর কবলে।
বলিবে তখন, "দেও ঔষধ আমায় ;
অর্থ আছে গৃহে, আনি দিতেছি তোমায়।"
এ প্রকার বলিয়া সে, ঔষধ আনিল।
ঔষধ প্রয়োগি, পিতৃ-জীবন রক্ষিল।
মূল্য দিল ঔষধের, সপ্তাহের পরে ;
ভগ্ন করি "বাক্যতঃ," সে "কার্য্যতঃ" আচরে।
রক্ষিল পুত্রের ধর্ম্ম, পিতৃসেবা করি,
ঔষধেরও মূল্য দিল, হ'ল মাত্র দেরী।
মাত্র সত্য সাধনীয়, শুন বিচক্ষণ।
ঘুরিয়া ফিরিয়া, সত্য করিবে রক্ষণ।
বাক্যতঃ না পারিলেও, কার্য্যতঃ রক্ষিবে।
না রক্ষিলে, মনুষ্যত্ব কোথায় মিলিবে ?
যাহাকে আপদ-ধর্ম্ম বলে বহু জন,
অধিকাংশ সংসারী তা, করে আচরণ।
কার্য্যাকার্য্য-লাভালাভ, করি অতিক্রম,
ব্রহ্মদর্শী যিনি, তাঁর সত্যই নিয়ম।"
সুধান মাধবদাস, "সত্য-অহিংসায়,
ভক্তি শ্রদ্ধা, স্বভাবতঃ, কেন না জন্মায় ?"
উত্তরে সন্তান, "মোরা জন্মান্তর মানি,
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যে, আত্মোন্নতি জানি।
বর্ত্তে না, সে পুণ্যের প্রভাব, যে অন্তরে,
সত্য সে ধরেনা,—ভক্ত না হয় ঈশ্বরে।
দ্বিতীয়তঃ, মন্দশিক্ষা মন্দসঙ্গ-জন্য,
ভিন্ন ভোগ-সুখ, মোরা নাহি বুঝি অন্য।
অর্জ্জনি ভোগার্থে অর্থ, ভোগার্থে বিতরি।
ভোগ মহাপুরুষার্থ, চিন্তা সদা করি।
বর্ত্তি সদা, ভোগোন্মত্ত বিষয়ি-মণ্ডলে।
চলি, বলি,—তাহারা, যেমন চলে, বলে।

* মোর—পরিশিষ্ট দেখ।

মত্ত দেহ-সুখে সদা, বৃদ্ধ পিতা, মাতা,
অন্ন বিনা মরিলেও, নাহি কহি কথা।
অধিক কি ? তত্ত্বালাপে বসি যদি কেহ,
সত্য ছাড়ি, কাল্পনিক ব্যাখ্যায় আগ্রহ।
ওষ্ঠে শুধু, বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান বর্ত্তে !
ঈশ্বরে যে ভক্তি, তাও, ভোগ-সুখ-সর্ত্তে।
দম্ভ-দর্প-অহঙ্কারে এমন প্রকৃতি,
মঠ দর্শি ঘট, আর মণ দর্শি রতি।
রজস্তমাধিক্যে, হেন স্বভাব যখন,
সত্য প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, পাবে কোথা মন ?"
সুধান মাধবদাস, "এ দুর্ম্মতি-করে,
প্রাপ্ত হয় নিষ্কৃতি কিরূপে মুগ্ধ নরে ?"
উত্তরে সন্তান, "সাধু-ভক্ত-সঙ্গ যার
যোগে-ভাগ্যে ঘটে, যায় দুর্ম্মতি তাহার।
চুম্বক নিকটে যবে লৌহ খণ্ড রহে,
লৌহে যথা চুম্বকের ক্রিয়া-স্রোত বহে,
তথা বহে, সাধুতার প্রবাহ অন্তরে,
যে মুহূর্ত্তে মানুষ সাধুর সঙ্গ ধরে।
কিংবা কোন প্রজ্জ্বলিত, অগ্নির নিকটে
বসিলে, এ অঙ্গে যথা তার তাপ ঘটে,
তথা সাধু-সঙ্গে মোরা রহি যতক্ষণ,
সাধুত্বের প্রভাবে, অন্বিত হয় মন।
জ্ঞান-গুরু শঙ্করের মহাবাক্যে পাই,
ক্ষণ মাত্র সাধু-সঙ্গে ভব-পারে যাই।

তথা মোহ-মুদ্গরে—

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

"এক মুহূর্ত্তের জন্যও সজ্জনসঙ্গ ঘটিলে, মানুষ, ভব-সমুদ্র-পারের, তরণী প্রাপ্ত হয়।"

তীর্থ-যাত্রা, গঙ্গা-স্নান, প্রতিমা-পূজায়,
দীর্ঘকালে বহু কষ্টে লোকে মুক্তি পায়।
কিন্তু সাধু-দরশন-মাত্র মুক্তি হয়,
পুণ্য গ্রন্থ ভাগবতে, এ সিদ্ধান্ত রয়।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে—

ভবদ্বিধাঃ মহাভাগা তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি শান্তস্তেন গদাভৃতা ॥১
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাঃ মৃৎশিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥২

১। শ্রীকৃষ্ণ মহা ভাগবত অক্রূরকে কহিলেন,—"হে মহাত্মন! আপনাদের মত মহাভাগ্যবান্‌গণই প্রত্যক্ষ তীর্থ-স্বরূপ। গদাপদ্ম ধারী নারায়ণ আপনাদিগ্-দ্বারা অতীর্থকে তীর্থে পরিণত করেন।

২। জলময় তীর্থাদির সেবা করিয়া, অথবা মৃত্তিকা, বা শিলা-নির্ম্মিত বিগ্রহাদির অর্চ্চনা করিয়া, মানুষ দীর্ঘ-কালে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু সাধু মহাপুরুষ দর্শন মাত্রই মুক্তি ঘটে।

সাধু-সঙ্গে পরিবর্ত্তে, দুর্জ্জনের মন,
দৃষ্ট বহু স্থানে, তার বহু নিদর্শন।
কমলাকান্তকে যবে তস্করে ঘিরিল,
কমল মা কালী গুণ কীর্ত্তনারম্ভিল।
বিস্ময়ে পূরিল দস্যু-তস্কর-অন্তর।
দস্যু-বৃত্তি ছাড়ি, হল সাধনে তৎপর।
শিষ্য হল কমলের, হল যশস্বান।
অর্পিল মা মুক্তিদাত্রী-পদে মন-প্রাণ।
বেশ্যা হীরা আসিল, মোহিতে হরিদাসে।
মোহান্তী হইল, মাত্র তৃতীয় দিবসে !"
বলেন মাধবদাস, "শুন মহোদয় !
সত্যবাদী সচ্চরিত্র নাস্তিকেও হয়।
সঙ্গ তার, ধরিলে, কি হয় সাধু-সঙ্গ ?"
উত্তরে সন্তান, "রৌদ্রে জুড়ায় কি অঙ্গ ?
সমুদ্রের তুল্য নাহি শ্রেষ্ঠ জলাধার,
কিন্তু তৃষ্ণা জুড়াইতে, সাধ্য নাহি তার।
ত্যাজ্য তাহা, লবণাক্ত বলি, প্রত্যেকের।
তৃষ্ণা নিবারণে, জল উত্তোলি কূপের।
সে প্রকার, নাস্তিক যতই গুণাধার,
শান্তি দিতে, ভক্ত-তুল্য, সাধ্য নাহি তার !

নাস্তিক হউক সত্যবাদী প্রশংসিত।
কিন্তু সে যে, এক মহা মিথ্যায় অন্বিত।
সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব জাতি, স্বীকারে ঈশ্বর,
ঈশ্বরের করুণাও, দৃষ্ট নিরন্তর।
কর্ত্তা, প্রভু, নিত্য তিনি, জীব নিত্যদাস।
ভঙ্গে সে এ মহা সত্য, করি অবিশ্বাস।

নাস্তিক হলেও, সর্ব্ব নীতির সাগর,
নশ্বরে অসক্তি-জন্য, বিমূঢ়-অন্তর।
সীমাবদ্ধ দৃষ্টি তার, নিবদ্ধ ধরায়।
—ধরাই ত মিথ্যা!—তার সত্যও মিথ্যায়।

বিশ্বনাথে বিশ্বাসে, যে কোমলত্ব আসে,
ভক্ত ভিন্ন, কোথায় তা, নাস্তিকের পাশে?
ভক্তির মাধুর্য্য, নাস্তিকের সঙ্গে নাই।
শুষ্ক তরু-নিম্নে, ছায়া-জন্য নাহি যাই।

সত্য বিশ্বনাথ, তাঁর ভক্ত যিনি হন,
নিত্যানন্দ প্রার্থী চাহে, তদনুসরণ।
স্পর্শি পদ তাঁর, দৈব-নিগ্রহের লয়।
তাঁর সঙ্গে, তত্ত্বালাপে, আনন্দ-উদয়।

মুক্ত-রোগ হই, তাঁর উচ্ছিষ্ট-ভোজনে,
শুশ্রূষিলে তাঁকে, ভক্তি জন্মে ভগবানে।
ভক্ত-প্রসন্নতা, প্রাপ্ত যে, সে ভাগ্যবান।
মুক্ত নিত্য তাপত্রয়ে,—সেই মহা প্রাণ।

ভক্তির শ্রীমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য ভগবান,
মাহাত্ম্য ভক্তের, শুন কিরূপে বাড়ান।
সঙ্কীর্ত্তনে, এক দিন, নাচিয়া গাইয়া,
দুস্থ-দীন শ্রীধরের প্রাঙ্গণে পশিয়া,
লৌহ-পাত্রে ছিল জল,—সেই জল খান।
আর, "কৃষ্ণ ভক্তি হল," বলি, নাচি গান।

"এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল আমার,
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার।" চৈঃ চঃ।

"বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।
স্বভাবে বুঝায় প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।" চৈঃ চঃ।

"সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই, কৃষ্ণের দ্বিতীয় কেহ নাই।" চৈঃ চঃ।

"অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত স্থানে পরাভব মাগে ভগবান।" চৈঃ চঃ।
"ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে, কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাই। চৈঃ চঃ।

"হেন ভক্তি, বিনা ভক্ত সেবিলে, না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।" চৈঃ চঃ।

এ সমস্ত বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের প্রমাণ,
সত্য যাহা, তাহাই গ্রহণে বুদ্ধিমান।
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরে, নামে অন্ত নাই।
যে নামে যে ভক্ত, তার তুল্য নাহি পাই।
সঙ্গে তার, বিশ্বনাথ-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সঙ্গ তার, সাধু-সঙ্গ,—সর্ব্বত্র বিশ্বাস।

পুত্রে যদি, অধিক আদরে অঙ্কে ধর,
বাধ্য তার পিতামাতা, দর্শি নিরন্তর।
সেপ্রকার, সন্তান সেবিলে, মহাশয়!
বাধ্যা জগদ্ধাত্রী;—হন প্রসন্না নিশ্চয়।

পরমা প্রকৃতি নিত্য অনুকূলা যারে,
নিত্যানন্দে বিহরে সে, দুঃখের সংসারে।
আনন্দের প্রার্থী নর, তার সঙ্গ চায়;
সঙ্গ নাস্তিকের, সাধু-সঙ্গ না ধরায়।"

সুধান আভীরানন্দ, "হেন সাধু-সঙ্গ,
দুষ্প্রাপ্য ধরায়,—আছে অন্য কি প্রসঙ্গ?
যাহে ঘটে অন্তরের অনর্থ-বিলয়,
সত্য বুঝি, বিশ্বনাথে চিত্ত যুক্ত হয়।"

উত্তরে সন্তান, "কর প্রকৃতি দর্শন,
নিত্য ঘটিতেছে দেহে কি পরিবর্ত্তন!
অদ্য শিশু, কল্য যুবা, বৃদ্ধ সে পরশু।
জরা-গ্রস্ত তার পরে;—পরেই গতাসু।

চিন্তিলে এ সত্য, হয় দিব্য জ্ঞানোদয়,
দৃষ্টান্ত, তাহার, বুদ্ধদেব সুনিশ্চয়।

বুদ্ধদেব এক দিন, সারথির সনে,
উঠি রথে, বহির্গত, নগর-ভ্রমণে।
অস্থি-চর্ম্ম-সার এক জরাগ্রস্তে দেখি,
জিজ্ঞাসেন সারথিকে, বিস্ময়ে চমকি ;—

"বল, কে এ, অস্থি-চর্ম্ম-সার, শক্তি-হীন,
সর্ব্বদা জড়ের তুল্য, অন্যের অধীন।
মনুষ্যের তুল্য বটে, হস্ত-পদ যুক্ত
কিন্তু, কোন কর্ম্মে তবু, নহে উপযুক্ত।

কর্ণ আছে তবু নারে করিতে শ্রবণ,
চক্ষু আছে, তবু অতি ক্ষীণ-দরশন।
উত্তোলিতে নিজ হস্ত, শক্তি নাহি পায়,
দণ্ড ধরি চলে, অতি দুর্ব্বল কায়ায়।
ঐ প্রকার অবস্থা কি জন্য এর বল ?"
ধীমান সারথি, সত্য বর্ণিতে লাগিল,—

"বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, এই পুরুষ-প্রবর,
ক্ষীণেন্দ্রিয়, বল-বীর্য্যহীন নিরন্তর।
শুষ্ক-বন-বৃক্ষ-সম, অকর্ম্মা এক্ষণ,
জিজ্ঞাসেনা বর্ত্তমানে, আত্মীয়-স্বজন।
বঞ্চে অতি দুঃখে কাল, ইহার মতন,
বন্ধুহীন নাহি, উপেক্ষিত সর্ব্বক্ষণ।"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

এষো হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ,
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনঃ।
বন্ধুজনেন পরিভূতঃ অনাথভূতঃ,
কার্য্যাসমর্থঃ অপবিদ্ধ বনেব দারুঃ ॥

শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট বুদ্ধদেব মনে।
রাজ-পুত্র, রাজ-ভোগে, রাজার ভবনে,
সর্ব্বদা উৎসবানন্দ-মধ্যে অবস্থিত,
বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, দীন, দুর্দ্দশা-পীড়িত,
চক্ষে কভু পড়ে নাই, তাই সবিস্ময়ে,
জিজ্ঞাসেন সারথিকে, উৎসুক হৃদয়ে,

"কি জন্য ইহার হেন দুর্দ্দশা ঘটিল ?
এরূপ হওয়া কি, এর কুলধর্ম্ম ছিল ?
অথবা, সমস্ত জীবে ইহাই অবস্থা,
শীঘ্র বল, শুনি সত্য, করিব ব্যবস্থা,
মুক্তি যাহে প্রাপ্য, হেন বার্দ্ধক্যের করে ;
যোগ্য যোগ তার, আমি চিন্তিব অন্তরে।"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

কুলধর্ম্ম এষঃ অয়মস্য হিতং ভণাহি।
অথবাপি সর্ব্বজগতাং ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি যথাভূতমেতৎ।
শ্রুত্বা, ত্বয়ার্থং ইহ যোগং সঞ্চিন্তয়িষ্যে ॥

উত্তরে সারথি, "শুন নরেন্দ্র তনয় !
বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, হওয়া, কুল-ধর্ম্ম নয়।
জীব মাত্রে বৃদ্ধ হয়, প্রকৃতি-নিয়ম।
বার্দ্ধক্যের পরে, ঘটে জরার আক্রম।
মৃত্যু ঘটে, জরা-অন্তে ;—এ মর্ত্ত্যে এমন,
সাধ্য কার ?—করিতে এ বিধি অতিক্রম।
অধিক কি ?—তুমি, তব বন্ধু, পিতা, মাতা,
মুক্ত নহে জরা-হস্তে, না হবে অন্যথা।"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্র ধর্ম্ম,
সর্ব্বস্য জনস্য জরয়া যৌবন ধর্ষ যাতি।
তবাপি পিতৃমাতৃবান্ধব-জ্ঞাতি-সংজ্ঞা,
জরয়া ন মুক্তো নাহি অন্য গতির্জগস্য ॥

বলেন শ্রীবুদ্ধদেব, মানিয়া বিস্ময়,
"সারথে ! সহস্র ধিক্, মোহান্ধ চিন্তায়।
যৌবনে উন্মত্ত রহে, বার্দ্ধক্য না দেখে,
তুচ্ছ-রতি-ক্রীড়ায়, তন্ময় সদা থাকে।
ফিরাও, ফিরাও রথ, দেখি চিন্তা করি,
শান্তি কি ইন্দ্রিয়-ভোগে, অন্তে যদি মরি।"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

ধিক্ সারথে অবুধবালজনস্য বুদ্ধে
র্য্যতঃ যৌবনেন মদত্তঃ জরাং ন পশ্য।
আবর্ত্তয়াস্বিহ রথং পুনরহং প্রবক্ষে।
কিমত্র ক্রীড়ারতিভির্জ্জরয়াশ্রিতস্য ॥

"ধিক্ সে যৌবনে শত, দণ্ড চারি পরে,
ধ্বংস যার নির্দ্ধারিত, বার্দ্ধক্যের করে।
ধিক্ সে আরোগ্যে, ব্যাধি পাছে পাছে যার ;
ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যের, জীবন কি ছার !
সন্নিকটে জরা, তবু রতির প্রসঙ্গে,
মত্ত যে, সে নির্ব্বোধ ;—লাঞ্ছনা তার সঙ্গে।"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন।
আরোগ্যেন ধিক্ বিবিধ বিধি পরাহতেন।
ধিক্ জীবিতেন, পুরুষস্য ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি-প্রসঙ্গঃ ॥

"পুনঃ, যদি জরাগ্রস্ত, কেহ বা, না হয়,
হয় যদি, জরা-পূর্ব্বে দেহের বিলয়,
তবু পঞ্চ-ভূতাত্মক, এই তুচ্ছ দেহ-
জন্য, নানা দুঃখ-জ্বালা সহে অহরহ।"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

যদি জরা ন ভবেয়াঃ নৈব ব্যাধির্নমৃত্যুঃ,
তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চ স্কন্ধঃ ধরন্ত।
কিং পুনঃ জরাব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ।
সাধো প্রতিনিবৃত্ত চিন্তয়িস্যে প্রমোচম্ ॥

কি আশ্চর্য্য ! মৃত্যু তবে, আনায়ে আনিতে,
শূল-হস্তে ভ্রমিতেছে, আমার পশ্চাতে।
হয় অদ্য, নহে কল্য, নিশ্চিত মরণ।
তুচ্ছ ভোগে, লিপ্সা তবে, আর কি কারণ ?

আর না রহিব ভবে, যাব সেই দেশে,
জন্ম-জরা-মৃত্যু যথা, জীবে না পরশে।
যাব তথা, মুক্তি যথা, সংসার-বন্ধনে,
মুক্তি, দুঃখে মুক্তি-লাভ, লক্ষ্য এ জীবনে।

সারথে নিবৃত্ত হও, চল ফিরে যাই।
সংসার-কুহকে, আর চিত্ত মোর নাই।
বহির্গত হব আমি, মুক্তির উদ্দেশে।
মুক্তি যথা, মুক্ত যথা, যাব সেই দেশে।"

এই রূপে দোঁহ-মধ্যে যবে আলাপন,
ভিক্ষু এক গৃহত্যাগী, দিল দরশন।
প্রশান্ত বদন তার, বিস্তৃত ললাট,
বক্ষ সু-বিশাল, যেন উৎসাহী সম্রাট।
আ-জানু-লম্বিত বাহু, আ-কর্ণ নয়ন,
দীর্ঘাকৃতি, শান্তমূর্ত্তি, থির-দরশন।

মাত্র পানি-পাত্র করে, পরণে কৌপীন,
লম্বিত রুদ্রাক্ষ গলে, দর্শনে প্রবীণ।
দর্শি ভিক্ষু, বুদ্ধদেব, মানিয়া বিস্ময়,
জিজ্ঞাসেন সারথিকে, তার পরিচয়।

সম্বোধে সারথি, "দেব, এ জন সন্ন্যাসী।
বর্জ্জি গৃহ-সুখ, এবে বৃক্ষ-তল-বাসী।
বাঞ্ছা-শূন্য-চিত্ত, করি প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
নির্ভয়ে করেন, এবে সংসার ভ্রমণ।

ভিক্ষান্ন গ্রহণে ইনি পরিতৃপ্ত র'ন।
শত্রু-মিত্র-বুদ্ধি-শূন্য, ইনি সর্ব্বক্ষণ।
নির্ভীক বিপদে ইনি, মরণে নির্ভীক,
সদানন্দ সদা, সদাশিবের অধিক।

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

এষো হি দেব, পুরুষো ইতি ভিক্ষু নামা,
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তঃ সমমাত্মনঃ এষঃ মনঃ।
সংরাগ-দ্বেষ-বিগতঃ তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা ॥

শুনি, অত্যানন্দে, দেব বলেন, "সারথে !
যথার্থ শান্তির হেতু বর্ত্তে এই পথে।

দর্শি এ প্রশান্ত মূর্ত্তি, শুনি ব্যবহার,
ইচ্ছা হয়, প্রশংসিতে ভিক্ষু বার বার।

আহা কি আশ্চর্য্য পথ, আত্ম-হিত যায়;
অন্যে আসি, অনায়াসে, পরমার্থ পায়।
তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বদা করে, প্রশংসা ইহার,
শান্তি-পথ, ইহার সমান নাহি আর!"

তথা শ্রীললিতবিস্তরে—

সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ,
প্রব্রজ্যানামঃ বিদুষি সততং প্রশস্তঃ।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতংচ যত্র,
সুখং জীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলঞ্চ ॥

বলি এত, বুদ্ধদেব, ভবনে আসিয়া,
মুক্তি-পথ অন্বেষণে, যান বাহিরিয়া ॥

অতএব তত্ত্ব-আলোচনা-প্রিয় যাঁরা,
প্রাপ্ত হন, সাধু-সঙ্গে তুল্য ফল তাঁরা।
সাধু-সঙ্গ সু-দুর্লভ, সাধু আলোচনা।
করিলেও জন্মে জ্ঞান,যায় দুর্ব্বাসনা।

অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে, সন্দেহ পলায়,
দুর্গতির দুশ্চিন্তায়, চিত্ত রক্ষা পায়।

নির্ম্মল, নিরবচ্ছিন্ন, আনন্দ, যাহার
বাঞ্ছা,—সু-প্রসঙ্গ নিত্য কর্ত্তব্য তাহার।

সত্যহীন, হিংসাধীন, উত্তমেচ্ছা শূন্য,
অন্তরাত্ম-বার্ত্তা নাহি,—নাহি কোন পুণ্য।
ব্যর্থ! অপদার্থ অতি!—অপবিত্র-চিত্ত!
বর্ত্তে কে বা উদ্ধারক, ভুলুয়া-নিমিত্ত।"

তৃতীয় দিন

—ঃ০ঃ—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—০—

কামাখ্যা বরদা দেবী নীলপর্ব্বত-বাসিনী।
দুস্তর-দুঃখ সংসার-নিস্তারিণী নারায়ণী ॥
দুর্দ্দিনে দৈব-নিগ্রহে সন্তানাভয়দায়িনী।
দুর্গা দুঃখাপহারিণী নমস্তস্যৈ নমোঽনমঃ ॥ ১
সা হি ব্রহ্ম মহৎ যোনি সা হি বীজপ্রদ পিতা।
সর্ব্বেষু জীবেষু বুদ্ধি-ব্বিদ্যা-মৃত্যু সমুদ্ভবঃ।
ত্রিজগজ্জননী ত্রিষু সর্ব্বজীব সম্পালিনী।
পরমাশ্রয়রূপিণী নমস্তস্যৈ নমোঽনমঃ ॥ ২
মৃগেন্দ্র বাহিনী দুর্গা দ্বাদশভুজধারিণী।
ত্রিদশৈঃ সংস্তুতা দেবী স্বর্গাপবর্গ দায়িনী।
মহেশ্বর মহাকাল শম্ভু-বক্ষ-নিবাসিনী।
দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী নমস্তস্যৈ নমোঽনমঃ ॥ ৩

১। মা! তুমি নীল-পর্ব্বত-বাসিনী, বরদায়িনী কামাখ্যা-দেবী-রূপে বিরাজিতা। তুমি দুস্তর দুঃখপূর্ণ সংসারে, নিস্তারিণী নারায়ণী। মা! তুমি দুর্দ্দিনে, দৈব-নিগ্রহে, সন্তানগণকে অভয় দান কর। তুমি দুঃখ-নাশিনী দুর্গা, তোমাকে নমস্কার করি।

২। এই ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী মহৎযোনি (পরমা-প্রকৃতি) তুমি; এবং তুমিই বীজপ্রদ পিতা (পরমপুরুষ)। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের, জীবসমূহের বিদ্যা, বুদ্ধি, মৃত্যু, এবং জন্ম। ব্রহ্মাণ্ডের জননী, এবং পালন-কারিণীও, তুমি। মা, তুমিই পরমাশ্রয়-রূপিনী। তোমাকে নমস্কার করি।

৩। মা! তুমি দ্বাদশভুজ-ধারিণী সিংহবাহিনী। দেবগণ তোমার স্তুতি করেন। তুমি মুক্তি-মোক্ষদায়িনী। তুমি মহেশ্বর, মহাকাল, স্বয়ম্ভু দেবের বক্ষ-বিলাসিনী, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ইন্দ্রনীল নির্ম্মলালোকে রঞ্জিতা কে ও রমণী।
মণ্ডপ করি, জ্যোতির্ম্ময়, পরমোল্লাস-দায়িনী॥
দেবাদিদেব-উরসাসনে, থির নয়নে, ধীর বচনে,
অভ্র-ধবল-পর্ব্বত-উরে, ইন্দ্রনীলরতন-মণি॥
সংসার-মহাসিন্ধু-ঘোরে, ওই কি রক্ষা-কারিণী ?
বিঘ্ন-বিপদে, মগ্ন মানবে, ওই কি অভয়-দায়িনী ?
অসহায় যারা অবনীতলে,
ওই কি তা সবে উঠায় কোলে,
সন্তাপিতে সান্ত্বনা দেয়, তাই কি, ও, মৃদু-হাসিনী॥
ওই কি আ-দেব ক্ষুদ্র-কীটাণু, জীব জগত জননী ?
ওই কি মা কালী, ইহপরকালে, কাঙ্গালজন-সঙ্গিনী ?
ওই কি জীবের শান্তিধাম, শান্তিময় কি উহারি নাম ?
ওই কি সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী মঙ্গলা নারায়ণী॥
মরি কি মধুর মূরতিখানি, নবজলধর-বরণী,
যেন কমনীয় করুণায় গড়া, কোমল কমলবয়নী।
বলিতে বোধবচন হারে, আঁধার বরণে আঁধার হরে,
ভুলুয়া আঙুলি কহে পরিচয়, ঐ ত আমার জননী॥
—— মিশ্র—গড় খেম্‌টা।

বলেন আভীরানন্দ, "আর্য্য ললনার,
গৌরবের ধর্ম্ম পাতিব্রত্য, বার বার,
মহোৎসাহে বলিয়াছ,—কিন্তু বিধবার,
পাতিব্রত্য অসম্ভব ;—ধর্ম্ম কি তাহার ?"

উত্তরে সন্তান, "তুচ্ছ ভোগেচ্ছা বর্জ্জিয়া,
স্বর্গীয় পতির প্রেম, অন্তরে স্মরিয়া,
পবিত্র অন্তরে, বিশ্বনাথে অনুরাগ,
আর্য্য বিধবার পক্ষে, অশ্বমেধ-যাগ।

স্বর্গীয় পতির প্রতি বিশ্বাসিনী যারা,
পতিলোক-পিতৃলোক-গৌরব তাহারা।"

বলেন আভীরানন্দ, "বিশ্বাসিনী রহে,
কিন্তু তীব্র মর্ম্ম-জ্বালা, দিবারাত্রি সহে।
বর্ত্তে বহু, যাহাদের পতি-পুত্র নাই,
অর্থ-বিত্ত নাই,—নাহি দাঁড়াবার ঠাঁই।
রক্ষে প্রাণ, মুষ্টি-ভিক্ষা করি ঘরে ঘরে,
সাধ্য নাহি বলি,—তারা কত দুঃখে মরে।

বর্ত্তে বহু,—অসমর্থা ইন্দ্রিয়-সংযমে,
হত্যা করে ভ্রূণ, মাত্র সমাজ-সরমে।
তদপেক্ষা তাহাদের বিবাহ হইলে,
কি অধর্ম্ম তাহে, সত্য-ন্যায়-বিচারিলে ?
বর্ত্তে বহু বিপত্নীক,—সঙ্গে তাহাদের,
মিলিলে বিধবা, হয় সংসার সুখের !

মানুষ হইয়া, শুষ্ক তরুর সমান ;
নিষ্ফল নীরস সদা, বিধবার প্রাণ !
ভিন্ন তাহা,—বহু স্থানে, দৃষ্ট এবে হয়,
সম্ভ্রান্ত গৃহেও, তারা উপেক্ষায় রয়।

বর্ত্তে বহু স্থানে, বহু দিগ্‌গজ পণ্ডিত,
অর্থশালী, অথচ সে আশ্চর্য্য-চরিত !
গিন্নীর কু-মন্ত্রণায় নির্ম্মম হইয়া,
বিধবা তনয়া-ভগ্নী দেয় তাড়াইয়া।
নিঃসম্পর্ক আশ্রমে, তাহারা গিয়া রহে,
নিঃসম্পর্ক-জন-সঙ্গে, মর্ম্ম-কথা কহে।
দুর্জ্জনের প্রলোভনে, হারায় সংযম।
বিবাহ তাদের পক্ষে, নহে কি উত্তম ?

পুনঃ দৃষ্টি করি দেখ, যে সব রমণী,
বিধবা বালিকা-কালে হয়,
নাহি উচ্চ জ্ঞান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা তপস্যায়,
ভাসমান-গুল্ম-সম রয় ;
সতী-দাহ সম্রাজ্ঞীর আইনে নিষেধ,
মরিতে চাহিলে, দণ্ড পায়,
সমাজে বিধান নাই, বিধবা-বিবাহে,
তারা এবে কোন পথে যায় ?"

উত্তরে সন্তান, "প্রশ্ন এক বাক্যে নহে,
এক বাক্যে উত্তরাসম্ভব।
দেশ-কাল-পাত্র ইথে, বিচার্য্য এখন,
—কালে সত্য, হবে সমুদ্ভব।

প্রথমতঃ বালিকা-বিবাহ কেন হবে ?
কেন বাল্যবিবাহের প্রথা ?
পাতিব্রত্য, রমণীর ধর্ম্ম যে সমাজে,
বোধ্য তাহা বালিকার কোথা ?
ধর্ম্ম যার পাতিব্রত্য,—পতি-সেবা-তত্ত্ব,
যত দিন কন্যা না বুঝিবে,
যতদিন না বুঝিবে, ধর্ম্মানুশাসন,
পিতা তার বিবাহ না দিবে।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতি-সেবণাম্।
নোদ্বাহয়েৎ বালা পিতা অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

"কন্যা যতদিন পতি-মর্য্যাদা পতি-সেবা, এবং ধর্ম্মের অনুশাসন, না বুঝিবে, পিতা ততদিন তাহার বিবাহ দিবে না।"

বালিকা-বিবাহ যদি বাঞ্ছয়ে সমাজ,
বিবাহ বালিকা-বিধবার,
অবশ্য সঙ্গত হবে, না দিলে বিবাহ,
ধর্ম্মে হবে, অধর্ম্ম-সঞ্চার।
তারপরে সম্রাজ্ঞীর আইনের কথা,—
"নাহি সহ-মৃত্যু-অধিকার,"
মর্ম্ম যাহা আইনের, বুঝিলে অন্তরে
প্রশ্ন তাহে, নাহি থাকে আর।
ধর্ম্ম-ভাণে, দুর্ব্বলা বিধবা ধরি, যবে,
বর্ব্বরেরা করিত দাহন,
বীভৎস ব্যাপার দর্শি, দণ্ড-বিধি করি,
সম্রাজ্ঞী তা করেন বারণ।
মরিলেই পতি, সঙ্গে মরিতে হইবে,
না মরিলে, মারিব বাঁধিয়া,
এ ঘৃণ্য বর্ব্বর-প্রথা-বিরুদ্ধে আইন,
কহ, কে না যায় সমর্থিয়া ?
তা বলিয়া, পুণ্য পাতিব্রত্যে অলঙ্কৃতা,
সতী-সহমরণ রোধিতে,
সাধ্য নাহি আইনের, থাকিলে কি পুনঃ,
সহমৃত্যু পারিত ঘটিতে ?
মরে সতী ইচ্ছা-মৃত্যু, সে মৃত্যু রোধিতে,
মৃত্যুর না রহে অধিকার,
সম্রাজ্ঞী ত দূরে,—নিজে এলে বিশ্বনাথ,
বাক্য নাহি, সরে মুখে তাঁর !
আইন ত ছিল, কিন্তু, নান্নুরাম ভাণু-
তনয়ার মৃত্যু কে রোধিল ?
রোধিল কি পুণ্যময়ী সতীর মরণ !
দারোগা ত উপস্থিতই ছিল।
তৃতীয়তঃ, "বিবাহ হলেই সুখ ঘটে,"
এ সিদ্ধান্তে আছি সন্দিহান,
দুঃখ-সুখ যত যাহা, ঘটে কর্ম্ম-ফলে,
কর্ম্ম-ফল-দাতা ভগবান।
অগ্নিতে পরীক্ষা করি রামতুল্য পতি,
মূঢ়-বাক্যে বর্জ্জেন সীতায়।
আশুবাবু বিধবা কন্যার বিভা দেন,
কিন্তু পুনঃ বৈধব্য তাহায়।
অতএব বিবাহ হলেই সুখ হবে,
তাহা নহে নিশ্চিত কখন,
বিরহের পরিবর্ত্তে, বিরহে কি সুখ ?
সুখ-হেতু সংযমাচরণ।
অনেক যুবক আছে, হলে বিপত্নিক,
ব্রহ্মচর্য্যে রহে আমরণ ;
সংসারের কর্ত্তব্যও করে কায়-মনে,
কিন্তু মহানন্দে সর্ব্বক্ষণ।
সে প্রকার বর্ত্তে বহু রমণী-সমাজে,
পতি-প্রতি একনিষ্ঠ-মনা,
ঘটিলে বৈধব্য দৈবে, তপস্যাই চায়,
আবার বিবাহে তার ঘৃণা।
সংসার ধরমে বটে বিবাহ কর্ত্তব্য,
বিবাহের অতি প্রয়োজন,

তা বলিয়া, বার বার, গৃহিণী-বিবাহ,
সজ্জনে না করে সমর্থন।

চতুর্থতঃ, স্ত্রী-পুরুষ যে কেহই হোক্,
প্রার্থে যদি স্থির শান্তি মনে,
নির্ভর করিয়া সদা, বিশ্বনাথ-পদে,
স্থির র'বে সংযমাচরণে।

শান্তি-হেতু সংযমের তুল্য নাহি আর,
ব্রহ্মচর্য্যে আস্থিত যে জন,
ভক্তিমান পরমেশে, ভোগাকাঙ্ক্ষা-হীন,
প্রশান্ত সিন্ধু সে, সর্ব্বক্ষণ।

ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতা, যে বিধবা নারী,
দুঃখিনী সে, এ সিদ্ধান্ত স্বীকারিতে নারি।
সাক্ষী তার তোমরাই,
নিত্য সুখে সর্ব্বদাই,
মাত্র ব্রহ্মচর্য্যে রতি, ঈশ্বরে নির্ভরি।
প্রত্যক্ষ যা নিত্য, তাহা কিসে অস্বীকারি?

পঞ্চমতঃ, পতিপুত্র-হীনা, বিত্ত-হীনা,
শিক্ষা-দীক্ষা-হীনা, মাত্র স্বভাব-অধীনা।
মাত্র সমাজের ভয়ে, মন-কষ্টে রহে,
অসংযতা,—বিবাহ তাদের দূষ্য নহে।

প্রকৃতির রীতি পরিবর্ত্তন সতত,
কল্য যথা সিন্ধু, অদ্য তথায় পর্ব্বত।
সমগ্র পৃথিবী এবে, মত্ত ভোগেচ্ছায়,
মাত্র ভোগ-পূর্ণ জন্য, অর্থ-বিত্ত চায়।
নিক্ষেপিয়া ন্যায়ের মস্তকে নিষ্ঠীবন,
ভোগার্থ অর্থ-সংগ্রহ, মহত্ব এক্ষণ।
ঈশ্বরোপাসনা এবে কাপুরুষ ধর্ম্ম;
ভোগ্য-পরিহার, অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

রাজত্ব প্রভুত্ব জন্য জগৎ উন্মাদ,
গ্রাহ্য নহে এবে আর সংযমের বাদ।
অধিকাংশ লোক এবে বিধবা-বিবাহ,
উচ্চ কণ্ঠে সমর্থন করে অহরহ।

বর্ত্তমানে সমাজের অবস্থা যা দেখি,
দীর্ঘ দিন বিধবা-বিবাহে নাহি বাকী।

কুমারী পড়িয়া র'বে, বিধবা খুঁজিয়া,
বিবাহ করিবে নরে উৎসব ছাঁদিয়া।
মাত্র নহে বিধবা,—সধবা গৃহ ছাড়ি,
বসিবে বিবাহ, কত গ্রামে, কত বাড়ী॥"

সুধান আভীরানন্দ, "পশু-পক্ষী-সনে,
পার্থক্য কি আমাদের মনুষ্য-জীবনে?"

উত্তরে সন্তান, "যদি সূক্ষ্ম-দৃষ্টি করি,
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-সুখে, সবে তুল্য হেরি।
ভোজন-মৈথুন-ভয়-নিদ্রা এই চার,
জন্তু মাত্রে স্বাভাবিক; দুঃখ-সুখ তার,
প্রত্যেকেই ভোগ করে,—বিধি প্রাকৃতিক।
তাহে নাহি বিশেষত্ব, মনুষ্যে অধিক।

ইন্দ্রিয়ের সুখ-ভোগ, সর্ব্বত্র সমান।
জন্তুর সমান অংশী, মনুষ্য মহান।
ইন্দ্রিয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষা-মুক্ত যিনি হন,
পশুত্ব বিগত তাঁর,—তিনি মহাজন।

বর্ত্তে আত্ম-পর-বুদ্ধি, পশ্বাদির (ও) মনে,
বর্ত্তে স্নেহ-মমতা-হিংসাদি, তার সনে।
বর্ত্তে তাহাদের (ও) ঐক্য, মনুষ্যের মত,
এক-জন্য, অগ্রসর হয়, শত শত।

বর্ত্তে যত জাতীয়তা, কাকের হৃদয়ে,
কোন অংশে কম নহে, জাপানীর চেয়ে।
বাবুই, বা মধুমক্ষিকার, গৃহ দেখি,
শ্রেষ্ঠ শিল্পী হইলেও, স্তব্ধ হয়ে থাকি।
মর্কটের খলতায়, রাজনীতি হারে।
কৃতজ্ঞতা কুকুরের, বিশ্ব চমৎকারে।
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
হারায় জাপানী বীরে, নিন্দে আমেরিকা।
অতএব পশু-পক্ষী, মনুষ্যের চেয়ে,
ক্ষুদ্র, কোন অংশে নহে, দেখ পরীক্ষিয়ে।

দর্শি, হেন ভাবে সব করিয়া বিচার,
মাত্র ধর্ম্ম-বুদ্ধি হয়, পার্থক্য দোঁহার।
পশুত্ব, বা মনুষ্যত্ব, নিয়া দোষ গুণ ;
উত্তপ্ত যে করে, কহি, তাহাকে আগুন।"

বলেন মাধবদাস, "সত্য যদি তাই,
পশু-পক্ষী-মধ্যে, যদি ধর্ম্ম-বুদ্ধি পাই,
শ্রেষ্ঠ বলি, স্বীকার কি, করিব তাহায় ?"

উত্তরে সন্তান, "দোষ, দর্শি না ত তায় ?
বীরেন্দ্র কেশরী, মহাভক্ত হনুমান,
মহাকবীশ্বর, 'মহানাটকে' প্রমাণ।
পক্ষীরাজ জটায়ু তপস্বী অগ্রগণ্য,
অর্চ্চনীয় তাঁরা, নিজ গুণ-কর্ম্ম-জন্য।

মানুষ হলেও লঙ্কেশ্বর দশানন,
পশুত্বে অন্বিত বলি, রাক্ষসে গণন।
বর্ত্তে বহু মানুষ, পশুর মধ্যে গণ্য।
পক্ষীপশু বহু আছে, যারা পূজ্য, মান্য।"

বলেন আভীরানন্দ, "শাস্ত্রে পাওয়া যায়,
লক্ষ জন্ম পরে, জীব, নর-দেহ পায়।
পশুত্ব বা মনুষ্যত্ব, যদি গুণ স্মরি,
গর্ব্ব কি মোদের, তবে নর-দেহ ধরি ?

উত্তরে সন্তান, "এই মনুষ্য-শরীর,
পশ্বাদি শরীরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা স্থির।
সর্ব্ব কর্ম্মে কুশল, দেহের সর্ব্ব অঙ্গ,
রসনায় বহু ভাব-ব্যক্তির প্রসঙ্গ।
মস্তকের চিন্তাশক্তি, কার্য্যে প্রকাশিতে,
কি অপূর্ব্ব, মনুষ্য-শরীর, এ মহীতে।

প্রাপ্ত এত মোরা, যে বিশ্বেশ-করুণায়,
তাঁর সেবার্চ্চনা-যোগ্য, এই নর-কায়।
এ নিমিত্ত, এ মনুষ্য-দেহের গৌরব।
তন্ময় যে তাঁর পদে, ধন্য সে মানব।

চিরঞ্জীব রাজা, তাঁয় তন্ময় প্রধান,
জন্মি পশু দেহে, সত্য করিল প্রমাণ।"

সুধান মাধবদাস, "কি সে ইতিহাস ?"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুনিতে উল্লাস।

"চিরঞ্জীব নামে রাজা, বৈশালী নগরে,
শক্তিমন্ত্রে উপাসক, বহু ধর্ম্ম করে।
কিন্তু সে যুবক যবে, মৃগয়ায় গিয়া,
গর্ভিণী বরাহী এক, ফেলিল মারিয়া।

বিদ্ধা বাণে সে বরাহী কহিল কাতরে,
"ধর্ম্ম-পাল তুমি, এই ধরিত্রী-উপরে।
বিধাতৃ-বিধানে, তুমি রক্ষক আমার।
নারী-হত্যা মহাপাপ বিধান তোমার।
কর্ম্ম তব হেন,—তুমি গর্ভিণী আমায়,
সংহারিলে !—হায়, দুঃখ বলিব কাহায় !
নারী-হত্যা, শিশু-হত্যা, যদি কেহ করে,
তীক্ষ্ণ শূলে চড়াইয়া হত্যা কর তারে।
যে কর্ম্মে কঠোর দণ্ড, কর অন্য জনে,
শঙ্কিত না হও নিজে, তার আচরণে ?

স্ত্রী-জাতি অবধ্যা আমি, তাহাতে আমার,
উদরে দুর্ব্বল শিশু, পাত্র মমতার।
সংহারিলে তুমি তাকে, সংহারিয়া মোরে।
হত্যা কর শিশু, তুমি নিঃশঙ্ক অন্তরে।

অদৃষ্টে যা ছিল মোর, ঘটিল তাহাই।
অদৃষ্ট তোমার, আমি নির্দ্ধারিয়া যাই।
বুদ্ধি যে প্রকার, মরি শূকর হইও।
তুল্য মোর, অপঘাতে দেহ তেয়াগিও।"

শপ্ত নৃপ, ক্ষুণ্ণ মনে, ভবনে আসিল,
চিত্ত অনুতপ্ত,—অতি চিন্তায় পড়িল।
আরম্ভিল, তার পরে, পুণ্য অনুষ্ঠান।
দুস্থ-দীন-ব্রাহ্মণে, করিল বহু দান।
বার্দ্ধক্যে পশিল যবে, জ্যোতিষী ডাকিল,
মৃত্যু-পরে কি হইবে, জিজ্ঞাসা করিল।

অঙ্কি রেখা অঙ্কে, বহু গণি পূর্ব্ব-পর,
উত্তরে সে, "মৃত্যু-পরে, হইবে শূকর।"

শুনি, রাজ-চিত্তে উপজিল মহাত্রাস,
শুষ্ক হল অধরোষ্ঠ, আস্যে নাহি হাস।
মর্ম্মাহত চিত্তে, কাল যাপিতে লাগিল।
এক দিন যুবরাজ পুত্রকে কহিল,—

"শুন পুত্র, কর্ম্ম-দোষে, মরিয়া এবার,
জন্মিব শূকর দেহে, রক্ষা নাহি আর!
দর্শিয়া দুর্দ্দশা মোর, শিক্ষা তুমি কর,
সর্ব্ব কার্য্যে, সতর্ক রহিও অতঃপর।

যাও যথা দুর্গানাম করিও স্মরণ,
সর্ব্ব কার্য্য, তাঁহাকে করিও সমর্পণ।
বিশ্ব-প্রসবিনী তিনি,—বিশ্ব ভরা তাঁর
সন্তান,—সমুঝি, হিংসা না করিও আর!
দর্শাইবে সর্ব্বজীবে, দয়া অনিবার,
ধর্ম্ম নাহি, জীবে দয়া-ধর্ম্মাপেক্ষা আর।

নারীহত্যা, শিশুহত্যা, সজ্জনে তাড়ন,
কর্ম্মে হেন, প্রাণান্তেও, না যাবে কখন।
দেহান্তে, বরাহ আমি হইব নিশ্চয়,
স্ত্রীজাতির শাপ, কভু খণ্ডিবার নয়।

যা হউক, এবার এ দেহ ধ্বংস হ'লে,
জন্ম নিব আমি, ঐ পর্ব্বতের কোলে।
তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ তুমি করিয়া ধারণ,
পর্ব্বতের পাদদেশে করিও গমন।
অন্বেষণ করি, মোকে করিও বাহির,
নির্ভয়ে করিও শেষে মোকে ছিন্ন-শির।
পশু-দেহে মুক্তি লাভ, করিব তা হ'লে,
দেখিও, এ কর্ম্ম যেন, নাহি যাও ভুলে।

এবে, রত্ন-বিজড়িত সুবর্ণ-পালঙ্কে,
সুবর্ণ-প্রতিমা-তুল্যা, রাণী ধরি অঙ্কে,
কমল-কোমল দুগ্ধ-ফেণাভ-শয়নে,
শয়নে না পরিতৃপ্তি ঘটে, মোর মনে।
হেন আমি, সেই ঘৃণ্য শূকর-জনমে,
অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, ক্লেদপূর্ণ ভূমে,
পূঁতি-গন্ধ কর্দ্দম মাখিয়া সর্ব্ব অঙ্গে,
কি প্রকারে র'ব, ঘৃণ্য শূকরীর সঙ্গে!

রাজ-ভোজ্যে, যে রসনা তৃপ্তি নাহি পায়,
ভোজ্যে শূকরের, তাহা র'বে কি দশায়!
ভৃত্য শত, দাসী শত, পরিচর্য্যা করে,
তৃপ্তি নাহি ঘটে তবু, হায়, যে অন্তরে,
ঘৃণ্য শূকরের দলে, বিনা শুশ্রূষায়,
না জানি, কি তীব্রাগুন জ্বলিবে হিয়ায়!
রত্নময় পরিচ্ছদ, অঙ্গে অবিরত,
পঙ্কে মাখি, কেমনে তা, দিন হবে গত।"
বলিতে বলিতে রাজা মূর্চ্ছিত হইল।
অঙ্কে ধরি, যুবরাজ সান্ত্বনা করিল।

পূর্ণ হল ক্রমে কাল,—ঘটিল মরণ;
সিংহাসনে, যুবরাজ করে আরোহণ।
যায় পঞ্চ বর্ষ,—মৃত পিতার বচন,
সর্ব্বদা বিষণ্ন মনে, করে আলোচন,—

"কি হল পিতার ভাগ্যে, কে পারে বলিতে,
কর্ম্ম-ফল এতই কি, প্রবল মহীতে!
ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি এত, দেহ-ত্যাগ যাঁর,
মুক্তি, শূকরীর শাপে, হবে না কি তাঁর?

চিন্তি এ সমস্ত, এবে, এ ধারণা হয়,
ভক্ত-প্রতি, ভগবতী কৃপণা কৃপায়!
কর্ম্ম-সাজা, জীবে যদি খণ্ডাতে নারিবে।
মিথ্যা তবে কেন তাঁকে অর্চ্চিয়া মরিবে।"

চিন্তি এত, কহে, "পিতা দেহান্ত-সময়ে,
আজ্ঞা যাহা দিয়াছেন, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে,
অবশ্য যাইব, তাহা করিতে পালন।
পিতাই আমার ইষ্ট, ব্রহ্ম সনাতন!"

সঙ্কল্প করিয়া, অতি চিন্তাকুলান্তরে,
তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গ ধরি, এক দিন করে,
সজ্জা পরি মৃগয়ার,—পর্ব্বতের কোলে,
বহির্গত পুত্র,—বীর-পদক্ষেপে চলে।

অন্বেষিয়া বহু ক্ষণ, ক্রমে বহু বন,
ক্লেদ-পূর্ণ জলা এক, করে নিরীক্ষণ।
চতুর্দ্দিক, ঘন বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন,
বিষ্ঠা-মূত্র-পূর্ণ স্থান, নক্কার, জঘন্য।
পর্ব্বত-প্রমাণ এক, বরাহ তথায়,
নির্ভয়ে শায়িত,—মূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়!

কর্দ্দম সর্ব্বাঙ্গে মাখা, ঘোর দরশন,
পার্শ্বে করিয়াছে, এক বরাহী শয়ন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকেরা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভ্রাম্যমান চতুর্দ্দিকে, মৃত্তিকা খুঁড়িয়া।

পুত্র ভাবে, "এ বরাহ পর্ব্বত আকার,
এই বা হইবে, তবে জনক আমার!
মরিয়াও হইয়াছে, শূকরের রাজা।
আকারে হস্তীর তুল্য, তেজে মহাতেজা।

যে স্থানে শূকর ছিল, নির্ভয়ে শুইয়া,
খড়্গ ধরি, পুত্র তথা দণ্ডাইল গিয়া।
ধীর দৃষ্টি, শূকর করিয়া তার দেহে,
বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে, ধীরে ধীরে কহে,—

"কে তুমি, শাণিত খড়্গ করিয়া ধারণ,
চক্ষে ঘাতকের, মোকে করিছ ঈক্ষণ?
মনে হয়, দর্শি তব পরিচ্ছদ-ঠাট,
তুমি বা হইবে, এই দেশের সম্রাট।

প্রত্যেকে পালক তুমি, রক্ষক সঙ্কটে।
পাত্র আমি করুণার, তব সন্নিকটে।
হীন বন্য জন্তু আমি,—এ ঘন জঙ্গলে,
রহি পূঁতিগন্ধপূর্ণ, ক্লেদময় স্থলে।

তুল্য কারাবদ্ধ, আমি জীবন কাটাই।
জন্তু আমি, মনুষ্যের মধ্যে নাহি যাই।
পরিত্যক্ত মূত্র-মল, আহার্য্য আমার,
ক্ষেত্র-নাশ নাহি করি, কভুও কাহার।
রক্ষক রাজ্যের তুমি,—তুমি মহারাজ,
নির্দ্দোষ দুর্ব্বলে হত্যা, না করিও আজ।"

পুত্র, শুনি, ভাবে, "এই বরাহ প্রধান,
নিশ্চয় আমার মৃত জনক মহান।
অন্যথায়, হেন সার-যুক্তিপূর্ণ কথা,
জন্তুর অধম বন্য বনৌকসে কোথা?"

পুত্র কহে সবিনয়ে, "শুন পশুবর!
পূর্ব্ব জন্মে, ছিলে তুমি, এ রাজ্যে ঈশ্বর।
পুত্র আমি যুবরাজ তখন তোমার,
বিস্মৃত এখন, তুমি, পূর্ব্ব সমাচার।

গর্ভিনী বরাহী এক, করিয়া হনন,
জন্ম তব, এ বরাহ-মূর্ত্তিতে এক্ষণ।
মৃত্যু-পূর্ব্বে, আজ্ঞা তুমি দিয়াছিলে মোরে,
পশু-দেহ হ'তে, তোমা মুক্ত করিবারে।
আজ্ঞা তব, সম্পাদিতে, আসিয়াছি আজ,
কর্ত্তব্য যা হয়, এবে কহ মহারাজ!"

শুনিয়া পুত্রের বাক্য উত্তরে শূকর,
"সত্য বটে, ছিনু আমি রাজরাজেশ্বর!
সত্য, তুমি পুত্র মোর, ছিলে সে সময়,
নিষ্ফল স্মরণ এবে, তাহা সমুদয়।

জন্মিয়াছে এই দেহে, মমত্ব আমার,
জন্মি এ শূকর-দেহে, দুঃখ নাহি আর।
রাজ-ভোজ্য, রাজ-মুখে, লাগিত যেমন,
ভোজ্য শূকরের, এবে লাগিছে তেমন।
পার্শ্বে মহিষীর, যে আনন্দ উথলিত,
পার্শ্বে তাহা শূকরীর, হয় অনুভূত।

পশু-দেহে, পশু-বুদ্ধি, পশুর মতন,
স্বভাবে, আনন্দে করি, পশু-আচরণ।
আকাঙ্ক্ষা নরের, মোর অন্তরে জাগেনা।
সুখে আছি, ছিন্ন-শির মোকে করিও না।"

আকর্ণি পিতার বাক্য, চিন্তাকুল চিতে,
পন্থা কর্ত্তব্যের, পুত্র লাগিল ভাবিতে।
"শুদ্ধ বুদ্ধি ছিল যাঁর; মহা ভক্তিমান,
ছিল যার, বহু যাগ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠান,

তীর্থ বহু পর্য্যটন, জীবনে যাঁহার,
পূর্ব্ব স্মৃতি অবশ্যই আছে কিছু তাঁর।"
চিন্তি এত, পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরণ-তরে,
দুর্গা-নাম বার বার উচ্চারণ করে।
বার বার করে, ভক্তি-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,
যোগে কি আনন্দ, আর ভোগে কি লাঞ্ছন!

বলে, "বাবা বিশ্বনাথ কি করুণা-সিন্ধু,
কত আশুতোষ, আর কত দীন-বন্ধু!"
ভক্ত-সঙ্গ, ভক্ত-সেবা, বলে বার বার,
ব্যাখ্যা করে, বৈরাগ্যের অশেষ প্রকার।
দেহাসক্ত জীবের, না মুক্তিপথ রহে,
বার বার, জন্মমৃত্যু-ঘোরে, কষ্ট সহে।

শুনিয়া বরাহ-দেহী রাজার অন্তরে,
ধীরে ধীরে তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রবাহ সঞ্চরে।
দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রতি, বিরক্তি জন্মিল,
সু-দীন নয়নে, পুত্রে কহিতে লাগিল—

"শুন পুত্র, দেখিলাম অন্তরে বিচারি,
দেহাত্ম-বুদ্ধির দোষে, নির্ব্বোধ শরীরী,
ভুঞ্জিতে দেহের সুখ, মত্ত সদা মোহে,
সুখ-পরিবর্ত্তে, নিত্য মহা দুঃখ সহে।

যে আনন্দ, সাধুসঙ্গে, সজ্জন-সেবায়,
প্রাপ্ত হয় নরে, তার তুলনা কোথায়?
তুচ্ছ সুখে আছে বটে, সুযোগ আমার,
ভক্ত্যানন্দে,এক বিন্দু নাহি অধিকার।

মনুষ্য ও পশু-মধ্যে, যে পার্থক্য রয়,
বিজ্ঞাত এ দেহে আমি, তার পরিচয়।
বাক্-শক্তি-হীন যত পশুর রসনা,
উচ্চারিতে দুর্গা-নাম, তাহাতে পারেনা।

হস্ত-পদ পশুর যা, এমনি নির্ম্মিত,
সেবা-পরিচর্য্যা-কর্ম্মে, সর্ব্বদা বঞ্চিত।
কোন সেবা-কর্ম্মে মোর অধিকার নাই।
যা পাই তা খাই, আর শুলেই ঘুমাই।

ধিক্ এ পশুর দেহে, যাহে অসম্ভব
দুর্গা-নাম-উচ্চারণ,—পুণ্য কর্ম্ম সব।

দুর্লভ মনুষ্য-দেহ যে জন পাইয়া,
বর্ত্তে মোর মত, তুচ্ছ ভোগাসক্তি নিয়া,
সত্য-ন্যায় অবলম্বি, নাহি যার কর্ম্ম,
স্বার্থ নিয়া ব্যস্ত,—নাহি পর-সেবা-ধর্ম্ম,
বিশ্বনাথ-চিন্তা, যার চিত্তে কভু নাই,
মাত্র পশু-সঙ্গে, তার উপমা সদাই।

শূন্য-মনুষ্যত্ব,—মাত্র ভোগেচ্ছা-তৎপর,
মূর্ত্তি তার মনুষ্যের, কার্য্যে সে শূকর।
ধর্ম্ম-বুদ্ধি-শূন্য, মাত্র ভোগান্ধ-অন্তর,
ছিন্ন কর শির, হই মুক্ত-কলেবর।"

বাক্য শুনি ভক্তোচিত, পুত্র খড়্গ মারি,
পশু-দেহ হ'তে, তাকে যাইল উদ্ধারি।

দেহ-সুখ, পশু-পক্ষী-মনুষ্যে সমান,
ভাগবত-ধর্ম্ম-জন্য মনুষ্য মহান।
তাই বলি, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভাগবত-ধর্ম্ম,
অর্থ যার, ভক্তি আর লোক-হিত-কর্ম্ম।"

তথা শ্রীনিরুত্তর তন্ত্রে—

আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপম্,
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়ানাম্।
নারাধয়তি জগতাং জনয়িত্রি যে ত্বাং,
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥

"হে জগজ্জননি। যে অতি দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া, অবিকল, অতি পটু, সেবার্চ্চনা-যোগ্য, এমন ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াও, তোমার আরাধনা না করে, সে নানাবিধ কর্ম্মে অতি উচ্চে উত্থিত হইলেও আবার অধঃপতিত হয়।"

রত্নগিরি কহে, "সাধু-সজ্জন-সেবায়,
সত্য বটে মনুষ্যে অতুলানন্দ পায়।
কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা কি,—বুঝিনা।
ভিন্ন তার দ্রব্য, কিছু এ বিশ্বে দেখি না।

তাঁর দ্রব্য তাঁকে দিয়া, মোর গর্ব্ব সার,
বুঝিনা কি অর্থ, হেন ঈশ্বর-সেবার!"

উত্তরে সন্তান, "তুমি গৃহস্থ প্রধান,
কর তুমি প্রত্যহ গৃহের সংস্থান।
দ্রব্য যত প্রয়োজন, তুমি তা যোগাও,
তুমি ত সামান্য খাও, অন্যকে খাওয়াও।

তোমারি সামগ্রী দিয়া, তোমা সেবা করে,
রহ কি না তুষ্ট তুমি, তাহার উপরে?
শ্রদ্ধা-ভক্তি-যত্ন যারা করে প্রাণ-পণে,
জন্য তাহাদের, থাক সতৃষ্ণ নয়নে।

সর্ব্বদর্শী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী বিশ্ব-নাথ,
পাদপদ্মে তাঁর, যারা করি প্রণিপাত,
অর্পি মন-বুদ্ধি, অতি যত্নে, সাবধানে,
দ্রব্য যত উপাদেয়, নিবেদিতে আনে,
আনি, অতি অকপট ভক্তি-সহকারে,
যুক্ত-করে, সজল-নয়নে, ডাকি তাঁরে,
উদ্দেশে অর্পণ করে,—তাহা কি পড়ে না,
তাঁহার নয়নে?—তুমি কর বিবেচনা।

তোমারি সামগ্রী, তোমা করিয়া অর্পণ,
তুষ্ট যদি করে তোমা, তব পরিজন,
ঈশ্বরের বস্তু, তবে অর্পিয়া ঈশ্বরে,
কহ, তাঁর ভক্তগণ কোন্ ভ্রান্তি করে?"

বলিয়া, সন্তান, চক্ষু মুদ্রিত করিল,
বক্ষে যুক্ত কর থাপি, কহিতে লাগিল,—
"হায়, এ মনুষ্য-দেহ লভিয়া, এবার,
রহিনু ইন্দ্রিয়-সুখে, মত্ত অনিবার।

মনুষ্যত্বে দূরে ফেলি,
পশুত্বে মস্তকে তুলি,
উন্মত্তের মত, গত জীবন আমার।
তুল্য মোর, দুর্ভাগা কে, এ ভূতলে আর?

প্রার্থনার পূর্ব্বে, প্রাপ্ত দুর্লভ জনম,
প্রাপ্ত কত, সুযোগ-সুবিধা সর্ব্বক্ষণ,
দেবত্ব লাভের তরে,
চতুর্দ্দিকে, থরে থরে,
সজ্জিত যে কত ছিল,—কিন্তু অভাজন,
আমার, তা সর্ব্বে নাহি পড়িল নয়ন।

সীমাশূন্য সুখেচ্ছা, অন্তরে মোর ছিল,
কিন্তু মন, সুখের আস্পদে, না চিনিল।
সাধু সজ্জনের সঙ্গে,
আর ভক্তি-পর সঙ্গে,
চিত্তে মোর, ব্যাকুলতা, কভু না জাগিল।
মূর্খ, স্নেহময়ী মাকে, বিস্মরি রহিল।
মিথ্যা এ জনম গেল!" বলিতে বলিতে,
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ, অশ্রু লাগিল বহিতে।

দৃশ্য দেখি, বিস্ময়ে, সম্মুখে যারা ছিল,
"জয় কালী, বিশ্বনাথ!" জয়-ধ্বনি দিল॥

ক্রমে, বেলা দ্বিপ্রহর, হইতে চলিল,
প্রসাদ-গ্রহণে, সবে উদ্যোগারম্ভিল।
নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, সাধক সুধীর,
সন্তানে প্রসাদ দেন, ভুবনেশ্বরীর।
সতীশ চলিল সঙ্গে, অন্য যত জন,
নিজ নিজ বাসস্থানে করিল গমন।

বৈকালে বসিল পুনঃ, বহু যাত্রিগণ,
বহু সাধু সজ্জনের হল, সমাগম।
আরম্ভিল, দক্ষ-যজ্ঞ-উচ্ছ্বাস-কীর্ত্তন,
সু-স্বরে শৈলেন্দ্র-শিরে অমৃত বর্ষণ।
উদ্‌গ্রীব হইয়া যবে বসে সর্ব্বজন,
দুর্ম্মতি ভুলুয়া, দূরে সরিল তখন।

তৃতীয় দিন।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—০—

বিশ্বনাথ চরণে, শরণ যে নিয়েছে,
বিশ্বে তার কি আছে, কিছুর অনটন।
স্থাবর জঙ্গম যত, যোগায় অবিরত,
যখন তাহার হয়, যাহার প্রয়োজন॥
সম্পদ-বিপদের বিধান-কর্ত্তা যিনি,
যাঁহার ইচ্ছায় ঘটে দিবস-যামিনী,
আশ্রিতের প্রতি, তাঁহার দয়া অতি,
তিনি তাহার সহায়, আছেন সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্তের বোঝা তিনি বহেন অনিবার,
তাইত ভক্ত-বৎসল উপাধি তাঁহার।
তাঁর, অল্পেতে সন্তোষ, তাই নাম আশুতোষ,
আশু করেন তিনি, ভক্তের ভার হরণ॥
মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা যে করে ভূতলে,
তাহার মৃত্যুভয় নাইরে কোন কালে।
তাহার, হলে আয়ু ক্ষয়, আবার বৃদ্ধি হয়,
মার্কণ্ডেয় তাহার দৃষ্টান্ত একজন॥
বহু জন্মের পুণ্যের প্রভাব থাকে যার,
বিশ্বনাথের পদে জন্মে ভক্তি তার।
নির্ব্বোধ ভুলুয়া, মোহোন্মত্ত-হিয়া,
এমন বিশ্বনাথের চরণ-বিস্মরণ॥

—— ঝিঁঝিট—একতালা।৪০

দক্ষ-যজ্ঞ

(দক্ষ-যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

—:*:—

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে, বর্ত্তমান সময়ের মত ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ছিল না। সমস্ত বিবরণ মুনি-ঋষিগণের মুখে মুখে থাকিত। কখনো নৈমিষারণ্যে, কখনো রাজচক্রবর্ত্তি-গণের সভায়, সমাহৃত মুনিগণ বসিয়া শ্রোতৃবর্গকে তাহা শ্রবণ করাইতেন। ক্রমে ত্রেতাযুগে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। মহাবীর হনুমান লিখিত অদ্ভুত রামায়ণ, মহানাটক ও যোগবশিষ্ঠ রামায়ণও তখন রচিত হয়। তার পরে দ্বাপরযুগে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মহাভারত রচনা করেন। তাহাতে ভারতবর্ষের তৎকালীন নরপতিবৃন্দের বিষয়ই বর্ণিত, কৌরবগণের বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত। যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারতই অপেক্ষাকৃত প্রামাণ্য ইতিহাস। দক্ষ-যজ্ঞের বৃত্তান্ত রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে সর্ব্বত্র বিবরণ একভাবে বর্ণিত হয় নাই। না হইলেও তাহাদের মধ্যে দেবদেব বিশ্বনাথের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত দেবগণের উপরে প্রাধান্য প্রদত্ত হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত বলিতেছেন। তাহাতে ভগবান শিবেরই সর্ব্বোপরি আসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে যজ্ঞে সতীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ভীষ্ম বলিতেছেন, "প্রচেতার পুত্র মহারাজ দক্ষ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। ত্রিলোকের অধিবাসী তথায় নিমন্ত্রিত হন। অতুলনীয় অভূতপূর্ব্ব দ্রব্যাদির আয়োজন-উৎসবে যজ্ঞ আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই যজ্ঞে দেবদেব বিশ্বনাথের নিমন্ত্রণ হয় না। নারায়ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া দক্ষ স্বর্ণপাত্রস্থ হবি তাঁহাকেই অর্পণপূর্ব্বক যজ্ঞনিষ্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় মহর্ষি দধীচি আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সমবেত ঋষি মহর্ষিদেববৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক বলিতে থাকেন, "এই মহাযজ্ঞ কেবলমাত্র বৃথা উৎসব আয়োজনে পরিপূর্ণ,—ইহা নিষ্ফল হইবে এবং অচিরে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, যেহেতু এই যজ্ঞে মহা-মহেশ্বর বিশ্বনাথের নিমন্ত্রণ হয় নাই;—যিনি যজ্ঞেশ্বর, যিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল-কারণ, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে।" দক্ষ বলিলেন "মহর্ষে! এই স্থানে ত একাদশ রুদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জটামুকুটশোভিত, ত্রিশূলধারী দেবশ্রেষ্ঠ। দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে হবি অর্পণ করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের উপরে অতিরিক্ত পরমপুরুষ কে আছেন, তাহা জানি না।"

এদিকে দেবর্ষি নারদ শিবলোকে উপস্থিত হইয়া

দেবদেব বিশ্বনাথকে সংবাদটী এমন ভাবে প্রদান করিলেন, যেন দক্ষ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই নিমন্ত্রণ করেন নাই। তখন পার্ব্বতী ক্ষুব্ধা হইয়া বলিলেন, "আমি এখন এমন কোন কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিব, যাহাতে আমার পতিকে জগতের লোকে দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, এবং তিনি সর্ব্বোপরি যজ্ঞেশ্বর হন।" মহাদেব সে কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার কি তবে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই?—তোমার তপস্যায় লোকে আমাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে?" পার্ব্বতী বলিলেন—"হীনবুদ্ধি দীনগণ নিজ নিজ স্ত্রীর নিকটে এইরূপেই স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে।"

তখন বিশ্বনাথ নিজ বদন হইতে এক মহাবীরেন্দ্র বীরভদ্র বাহির করিলেন। পার্ব্বতীও নিজ বদন হইতে এক ভয়ঙ্করা বিবসনা বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি বাহির করিলেন। উভয়ে একত্রে যাইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। পর্ব্বত-প্রমাণ স্তূপীকৃত অন্নরাশি ও ফলমূল মিষ্টান্নাদি সমস্ত নষ্ট করিলেন। সমবেত মুনিঋষি ও দেববৃন্দ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দক্ষ বীরভদ্রকে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! আপনিই কি সেই দেবদেব মহাদেব মহামহেশ?" বীরভদ্র কহিলেন, "আমি তাঁহার কিঙ্কর মাত্র। তুমি যজ্ঞাগ্নিতে তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক, হবি প্রদান কর, তাঁহার দর্শন পাইবে।" দক্ষ তাহাই করিলেন। শিবের সহস্র নাম-স্তব পাঠ করিলেন। তখন হুতাশন হইতে বিশ্ববিমোহন জ্যোতির্ম্ময় মহামহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন, এবং আশুতোষ দক্ষের প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, "বর গ্রহণ কর।" দক্ষ কহিলেন, "হে মহামহেশ! আপনার প্রসাদে আমার এই বিনষ্ট যজ্ঞ পুনপ্রতিষ্ঠিত হউক।" তাহাই হইল। যজ্ঞ মহোৎসবে সুসম্পন্ন হইল।" ইহাই হইল প্রচেতার পুত্র দক্ষের যজ্ঞবৃত্তান্ত।

(শান্তিপর্ব্ব।)

ইহাতে দেবদেব মহাদেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে সতীর বিষয় নাই। শিবলোকে যখন পার্ব্বতী অধিষ্ঠাত্রী তাহার বহুপূর্ব্বে মহাদেবী সতীর লীলাভিনয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের আঠাশ কন্যা। তাহাদের মধ্যে মহাদেবী সতী সর্ব্ব কনিষ্ঠা। সাতাশ কন্যা চন্দ্রদেব বিবাহ করেন। কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত দেবাধিদেব মহাদেবের বিবাহ হয়। সতীর তপস্যা নারদ-বশিষ্ঠ সংবাদে বর্ণিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞসভায় দক্ষ উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। কেবল বিশ্বনাথ ধ্যানস্থ রহেন। দক্ষ তাহাতে নিজেকে হতমানিত মনে করেন। "জামাতা হইয়া আমাকে প্রণাম করিল না"—এই বলিয়া আত্মাভিমানী দক্ষ বিরক্ত হন, এবং শিবকে প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য, শিবকে অগ্রাহ্য করিয়া, যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে নাস্তিক দক্ষের দর্পচূর্ণ, সতীর পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ, এবং নারায়ণকর্ত্তৃক সতীর দেহ একান্ন খণ্ড করণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৃত্তান্ত ভাগবত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

আমি সতীত্বের মাহাত্ম্য, ও শিবলোকের বিষয়, ও দেবদেব মহাদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অবলম্বন করিয়া এই উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিলাম। স্বাধীন হৃদয়ের সাধনোচ্ছ্বাসে ছন্দ ও ভাষা কোন কাব্যের আইনের মধ্যে থাকে না। সুতরাং পাঠকবর্গ সাধারণ কথার ছন্দে ইহা পাঠ করিবেন। ভগবদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত উচ্ছ্বাস শিবভক্ত, শিব-শক্তি-সংবাদপ্রিয়, ভাগবতগণের বিন্দুমাত্র তৃপ্তি সম্পাদন করিলেও পরিশ্রম স্বার্থক জ্ঞান করিব। ভুলুয়া

দক্ষ যজ্ঞ

—০—

ভরসা তুমি মা ব্রহ্মময়ি!
আমি জানি না মা তোমা বই ॥
আমার অন্তরে বাহিরে অরি, জানিনা কখন কি হই ॥
সাধনার বল নাই মা আমার, অপরাধের নাই মা পার,
করাল-কাল-শাসনে, সর্ব্বদা মা সাজা সই ॥
এমনি মা সময় মন্দ, সুহৃদেও করিয়া সন্দ,
বিনা-দোষে নিন্দে মন্দে, ভবে আর মরমী কই ॥
বিপন্ন-জন-পালিনি, ভুলুয়ার ভরসা তুমি,
জীবনে মরণে এবার, আমি আর কাহারো নই ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

একদিন দেবর্ষি নারদের সঙ্গে, শ্রীহরি-গুণ পরসঙ্গে,
স্বর্গপতি দেবেন্দ্র বাসব,
বিষ্ণু-দর্শন অভিপ্রায় সঙ্গে দেব সহস্র প্রায়,
এলেন বৈকুণ্ঠে, করি বাদ্যোৎসব।
দর্শন করি নারায়ণে, অতি হর্ষ প্রত্যেকের মনে,
করিলেন স্তুতি, ভক্তি-বিহ্বল-মন।
মহা ভাগবত নারদ ঋষি, নারায়ণের সম্মুখে বসি,
করেন নামের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ॥

হরিনাম কি এতই মধুময়।
নামের তুলনা মিলিবার নয় ॥
নামের অক্ষরে অক্ষরে যেন অমৃতের তরঙ্গ বয় ॥
হয় বল নাম মনে মনে, না হয় উচ্চ উচ্চারণে,
যেমন ইচ্ছা বল, এ নাম নিষ্ফলে যাইবার নয় ॥
সুখে বল, দুঃখে বল, সম্পদে বিপদে বল,
সর্ব্বত্র সমান শান্তি, নামে সদা বিতরয় ॥
নামে রুচি জন্মে যাহার, এ বিশ্ব হয় মিত্র তাহার,
ভুলুয়া গায়, নামের জোরে, করে নরে মৃত্যু জয় ॥

— সিন্ধু—মধ্যমান।

দেব-সহ দেবেন্দ্রে হেরি, যথাযোগ্য সম্মান করি,
বল্লেন হরি, "হে সুর-পালক!
ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রী, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী,
মোরাও সবে হই যাহার বালক,
যখনি পড়ি ঘোর বিপদে, তখনি স্মরি তাঁর শ্রীপদে,
ধ্যানস্থ হয়ে করি তাঁর অপেক্ষা।
এতই করুণাময়ী তিনি, আবির্ভূতা হন অমনি
দানব-করে, মোদের করেন রক্ষা ॥
সঙ্কটে খুব তাঁহায় ডাকি, সম্পদে চুপ করে থাকি,
তাহা নহে ভক্তির ডাকা ডাকি।
সম্পদে ডাকিলে মাকে, ভক্তির ডাক বলে তাহাকে,
দায় পলে ডাক, ভক্তি মার্গের ফাঁকি ॥
দানবের উৎপাত নাই এখনে, এখন যদি ভক্তিমনে,
অর্চ্চি তাহার শ্রীচরণ-কমল,
প্রসন্না হবেন জগন্মাতা, পাব তাঁহার প্রসন্নতা,
দৈব বলে হব মহাবল।

এই মাতৃ-পূজা ভোলা উচিত নয়।
মা ভিন্ন কে আছে রে আর, ত্রিলোকে পরমাশ্রয় ॥
পদে পদে মার নিকটে, তনয়ের অপরাধ ঘটে,
স্নেহময়ী মায়ের হৃদয়, অষ্ট-প্রহর ক্ষমাময় ॥
মাতৃপূজা নাই যে দেশে, তাহা চির দুঃখে ভাসে।
ভুলুয়া গায় মাতৃপূজায়, ঘটে প্রভাব সুদুর্জ্জয় ॥

— সিন্ধু—মধ্যমান।

পেয়ে বিষ্ণুর পরামর্শ, ইন্দ্রের মনে মহা হর্ষ,
এলেন ইন্দ্র আপনার ভবনে।
অন্নপূর্ণার অন্নোৎসব, আরম্ভেন আদিত্য সব,
নিমন্ত্রিতে পাঠালেন পবনে।
হল দেব লোক নিমন্ত্রিত, বিধি-বিধান নিয়ন্ত্রিত,
নির্দ্ধারিত হল উৎসবের দিন।
সমগ্র স্বর্গ যজ্ঞ-ভবন, অসম্ভব উৎসব আয়োজন,
অভাব কেবল অন্ধ, আতুর, দীন।
দেব, ঋষি, মহর্ষি, যত, উৎসবে সব সমাগত,
মহর্ষি ভৃগু হলেন পুরোহিত।
দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি যাঁরা, আগ্রহ করি এলেন তাঁরা,
পিতৃগণ সমস্ত উপস্থিত।
মাতৃপূজার মহোৎসবে, মহানন্দে "জয় মা" রবে,
সমগ্র পুণ্য-ভুবন একত্রিত।
রান্ধিতে নিমন্ত্রণের রান্না, এলেন সতী অন্নপূর্ণা,
এলেন দেব শক্তিগণ সহিত ॥
দেব-গুরু বৃহস্পতি, ব্রহ্মাকে করলেন সভাপতি,
তাঁহার বামে বসালেন নারায়ণে।
দক্ষিণে উত্তমাসনে, বসালেন বৃষ-বাহনে,
বসালেন তাঁদের সম্মুখে অন্য দেবগণে।
অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দক্ষাদি অন্যান্য ভদ্র,
প্রজাপতির মধ্যে যাঁরা গণ্য,

যথাযোগ্য দিব্যাসন, করিলেন গুরু নির্ব্বাচন,
করিলেন স্থান নৃত্য-গীতের জন্য।
ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি যাঁরা, যোগ্যাসনে বস্‌লেন তাঁরা,
হেরি বৃহস্পতির বন্দোবস্ত,
সন্তুষ্ট সভাস্থ যত, "ধন্য, ধন্য" বল্লেন কত,
ঊর্দ্ধে তুলি নিজ নিজ হস্ত।
অপ্সরী-কিন্নরীগণে ললিত মধুর নিঃস্বনে,
নৃত্য করি আরম্ভিল গীত।
মা নামের ঝঙ্কার শুনিয়া, মুনি, ঋষি, সব মত্ত-হিয়া,
দেবগণ অত্যন্ত হরষিত।

——

বিগলিত-কুন্তলা রমণী।
আচ্ছাদি আধ বদন, ঘন কেশ-পাশ
লম্বিত চুম্বিতে ধরণী॥
বিশ্বনাথ হৃদি অধিকার করিয়া,
গৌরবে গরবিণী করে অসি ধরিয়া,
আছে দাঁড়াইয়া দিন যামিনী,—
শির করি অবনত, যাঁহারা শরণাগত,
অবিরত তাঁহাদের, বরাভয়-দায়িনী॥
নিন্দি ঈন্দীবরাপরাজিতা-বরণা,
ইন্দ্র নীলমণি-খণ্ডকি ধারণা,
নীল জ্যোতি বিস্তারিণী,—
নীল-কণ্ঠ-হৃদ্- কমলে মা সমাসীনা,
নিখিল বিশ্ব-উদ্ভাসিনী॥
শঙ্কা সরম নাই, বিগলিত-বসনা,
উচ্চ হাসে আধ-বহির্গত-রসনা।
বাসনা-বিস্মরণ-কারিণী,—
ভুলুয়াক আশ, দাস রহি অবিরত,
অর্চ্চি, ও হর-মন-মোহিনী॥
—— মিশ্র-কাওয়ালী।

এইরূপে মধুর কীর্ত্তন হচ্ছে, কেহ কেহ ধন্যবাদ দিচ্ছে,
বহু অদ্ভুত নৃত্য কর্‌ছে, অপ্সরী কিন্নরী।

মধ্যে মধ্যে নানা মূর্ত্তি, ধরি কর্‌ছে আনন্দের স্ফূর্ত্তি,
বহু বিদ্যায় পারদর্শিণী, দেব-বিদ্যাধরী।
এমন সময় এলেন দক্ষ, কর্ম্ম-মূর্ত্তি, অনপেক্ষ,
আমিত্বে যাঁর অত্যন্তাভিমান।
আত্ম-সর্ব্ব অসম্ভব, মুখে, "আমি কর্ত্তা" রব,
আকাঙ্ক্ষা যাঁর মাত্র প্রতিষ্ঠান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, গ্রাহ্য বড় নাই অন্তরে,
ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস অতি কম।
চেষ্টা প্রজা-বর্দ্ধনে, অধিক আদর কন্যা-ধনে,
চতুরতায় পরাজয়েন যম।
নিরখি শ্বশুর, তারাপতি, অগ্রে উঠি ব্যস্ত অতি,
কর্‌লেন প্রণাম অবনত শিরে,
মুনি, ঋষি, মহর্ষি, যাঁরা, আসন ছেড়ে উঠ্‌লেন তাঁরা,
পবনাদি নমিলেন ধীরে ধীরে॥
চতুর ঠাকুর নারায়ণ, বসে'ই বল্লেন, "আসুন, আসুন",
যেন মহানন্দে নিমগণ!
ব্রহ্মা বল্লেন, "এস বৎস, সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত ?
বিরূপাক্ষের ধ্যানস্থ নয়ন।
বৃহস্পতি হস্ত ধরি, বসালেন দিব্যাসনোপরি,
"বসি, বসি," বলি দক্ষ বস্‌লেন।
শিবের সম্মান না পাইয়া, ক্রোধে জ্বলি উঠ্‌ল হিয়া,
লোক দেখাতে, মুখে একটু হাস্‌লেন।
মনে মনে বল্লেন রোষে, "সভায় উচ্চাসনে ব'সে,
সিদ্ধির নেশার এমনি বিহ্বল।
আমি,শ্বশুর এনু সভাস্থলে, দেখ্‌লে না,একটু চক্ষু মেলে
না জানি বেটা হয়েছে কি মোড়ল!
প্রণাম না হয় থাকুক দূরে, উঠ্‌লেনা একটু আসন ছেড়ে!
অন্তরে এখন এতই অহঙ্কার!
লঘু গুরু জ্ঞান করে না, মান্য জনের মান রাখে না,
ওকে উচিত শাস্তি দিচ্ছি এইবার!"
ক্রমে নৃত্যগীতের শেষ, সবাই বল্লেন "বেশ, বেশ!"
এদিকেও রন্ধনের শেষ, বস্‌লেন সব, ভোজনে।

অন্নপূর্ণা দেবী সতী, সর্ব্বত্র সস্নেহে গতি,
একাই কর্‌লেন পরিবেশন, মৃদু হাসি বদনে।
অন্নপূর্ণার মহোৎসবে, পরিতৃপ্ত ব্রহ্মাদি সবে,
কেবল দক্ষ ভোজনে অনিচ্ছুক।
বৃহস্পতি হাত ধরিয়ে, দিলেন একটু জল খাওয়ায়ে,
অন্ন দিতেই বলেন, "ও থাকুক!"
কোনরূপে উৎসবে রহি, মনাগুণে দহি, দহি,
এলেন দক্ষ আপনার ভবনে।
কর্‌তে ইহার একটা হিত, ডাক্‌লেন ভৃগু পুরোহিত,
ডাক্‌লেন অন্য আত্মীয় স্ব-গণে।
বল্লেন, "ইন্দ্রের সভায় যেয়ে, এনু যা হতমান হয়ে,
সে দুঃখ আর কাহাকে জানাই!
এই হতমান হওয়ার জন্য, দিয়েছিনু সতীর জন্ম,
মহোৎসব করি এনেছিনু, মহাদেব জামাই!
খুব প্রতিশোধ পেয়েছি তার,
কোথাও মুখ নাই আর আমার,
জামাই হয়ে কর্‌লে হতমান্!
তার চেয়ে সতী বিধবা হলে, খেদ ছিল না তাহাবলে,
কর্‌তুম অন্নবস্ত্রের সংস্থান!
সভার মধ্যে গেনু যখন, কে না কর্‌লে সম্মান তখন?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, করলেন সমাদর।
মুনি, ঋষি, মহর্ষি, যাঁরা, আসন ছেড়ে উঠলেন তাঁরা,
দেখেও জ্ঞান হল না বেটার, এমনি বর্ব্বর!
হয় ত ডেকে বৃহস্পতি, করেছিলেন একটু স্তুতি,
দিয়েছিলেন বসিয়ে উচ্চাসনে;
তাতেই এত গর্ব্ব মনে, দেখ্‌লে না চেয়ে নয়নে,
আমি যে কে রয়েছি সন্নিধানে।
অতিশয় বৃদ্ধি হয়েছে তার,
হেতুও কিছু আছে তাহার,
মুনি ঋষি মহর্ষি যারা, যত বেটা হতচ্ছাড়া,
বিশ্বনাথ বলিতে সব অজ্ঞান।
বলি, "জ্ঞানময় পরমপুরুষ," সব বেটা সর্ব্বদা বেহুঁস,
দিন রাত কেবল কর্‌রে তাহার ধ্যান!
চড়ে বেড়ায় বলদের উপর, বলদ চেয়েও অধিক বর্ব্বর,
অথচ তায় "জ্ঞানময়" বলিয়ে,
যেখানে যায় করে সম্মান, মুড়ি-মিশ্রির মূল্য সমান,
সর্ব্বোচ্চ আসনে দেয় বসিয়ে।
তাতেই বৃদ্ধি হয়েছে এত, গ্রাহ্য নাই আর আমায় তত,
আমি যে তাহার পরম গুরু হই।
একথা এখন স্বীকার কর্‌তে, লজ্জাবোধ সে করে চিত্তে,
এ ধৃষ্টতা কাহাকে আর কই!
সতী আমার আদরের কন্যা, রূপে গুণে অসামান্যা,
নারদের কুচক্রে গেনু ভুলে।
মহেন্দ্রের আরাধ্যা যে ধন, সেই সতী রমণী রতন,
না বুঝে ভূতের কোলে দিনু তুলে।
মধবনের এই মহোৎসবে, একাই রেঁধে খাওয়ালে সবে,
একাই পরিতৃপ্ত সবে কর্‌লে।
মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যাঁরা, "ধন্যা, ধন্যা", বল্লেন তাঁরা,
চরণ-ধূলো নিলেন "মা, মা" বলে।
কি কর্ম্মা হয়েছে দেখ্‌নু, কেন ভূতের হাতে দিনু,
দিতুম যদি কোন দিক্‌পালের হাতে,
মেয়েটা যোগ্য স্থানে পড়্‌ত, সদ্‌গুণের মর্য্যাদা থাক্‌ত,
সভায় বজ্র পড়্‌ত না মোর মাথে।
আবার, মেয়েটাও কি এম্‌নি হাবা,
আমায় ডেকে বলে, "বাবা,
তোমার বহু জন্মের পুণ্যি ছিল,
তাই তে যে রাজরাজেশ্বর, বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বর,
শ্বশুর বলি তোমায় স্বীকারিল!"
মূল কথা ভাঙ্গ্‌ খাওয়াইয়ে,
দিয়েছে মেয়েটার মাথাখেয়ে,
আত্ম-সম্মান একেবারে তার নাই।
শিব ভিন্ন বুঝে না অন্য, উন্মাদিনী শিবের জন্য,
শিব পূজায় সর্ব্বদা মগ্ন তাই।
হতমান করিল মোরে, মেয়েটাও যদি ঘাড়ে ধ'রে,
দুই চারিটি ধমক তাকে দিত,

শেষে, হতমানি দশের সাক্ষাতে,
আস্ত চলে আমার সাথে,
তাতেও আমার চিত্ত প্রবোধ পেত !"
শুনি দক্ষের মন্ত্রী দম্ভ বলে, "মেয়েটা অতিশয় সেকেলে !
তাইতে অত পতিভক্তি তার।
পতিব্রতার শিরোমণি, পতি সেবাই দিন যামিনি,
একেলে হলে, হ'তনা এমন আর !
অশিক্ষিতা সেকেলে যারা, পতি সর্ব্বস্ব ভাবে তারা,
পতিসেবাই তাহাদের মহৎ ধর্ম্ম।
একেলে শিক্ষিতা যারা, চালাক চতুরা প্রায়ই তারা,
পতিকে দিয়ে সেবা, তাদের কর্ম্ম !
কেন সতী এমতি হ'লে, আমারও মনে ডেকে বলে,
ভাঙ্ ধুত্রো খাইয়ে কেবল তারে,
দিয়েছে মাথা নষ্ট করে, শিবে তন্ময়া তাই ভূপরে,
আপনাকে আর গ্রাহ্য নাহি করে।
নইলে আপনি প্রজাপতি, কন্যা সৃজনে নিপুণ অতি,
দু'একটী নয়, আটাশটী দুহিতা,
সবাই পিতৃভক্তি পরা, সবাই পেয়েছে আপনার ধারা,
একা সতী আপনার ভাব-রহিতা।
মঘা অশ্লেষা কন্যা দুটী, লক্ষ যজ্ঞে মাথা কুটি,
কোন্ মা বাপের ভাগ্যে কোথায় মেলে,
শিব-বিরোধী আপনি যেমন, ততোধিক তাহারা তেমন,
অশিব-লক্ষণ তাদের সর্ব্বস্থলে।
হয় তারা উদিতা যেদিন, পৃথিবীর লোক রয় চিন্তাধীন,
যায় না কর্ম্মে অনাহারে মরলে।
সবার মনে সর্ব্বদা ভয়, না জানি কার ভাগ্যে কি হয়?
ঘরে বসি ভাবে, বনের বাঘে বা আসি ধরলে।
কল্য ইন্দ্রের সভায় যখন, দেখনু শিবের ধৃষ্টাচরণ,
তখন, আমারো মনটা উঠেছিল জ্বলে।
এক থাপ্পড় মারি মাথায়, কিন্তু দেখনু তাকে তথায়,
যে উচ্চাসন দিয়েছে, তায়,
কাহার বাপের সাধ্য, কিছু তায় বলে।

যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে, আর সে কথা ভাবা মিছে !"
ভৃগুও, বলেন, "তা বই আর কি এবে !"
দক্ষ বলেন, "তাকেন শুনব, আমি এখন এক যজ্ঞ করব,
অপমানের প্রতিশোধ যায় হবে।
শিবকে করি অতিক্রম, ত্রিলোক করব নিমন্ত্রণ,
সভাপতি করব নারায়ণে।
আসি বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নির্ম্মাণ করবেন যজ্ঞ-ভবন,
বৃহস্পতি থাকবেন অভ্যর্থনে।
মহর্ষি ভৃগু পুরোহিত, সাধন করতে আমার হিত,
সর্ব্বদাই ত যত্ন-পরায়ণ।
যজ্ঞের হোতা হবেন তিনি, ধাতা হবেন বৈশালী মুনি,
হবে যজ্ঞ ত্রিলোকে অতুলন।
যদি বল, অন্য লোকের কথা !
আমার তাতে অভাব কোথা ?
আসবেন জামাই চন্দ্র আমার, সভ্য-শান্ত কি চমৎকার,
জগৎ আলো যার সোণার বরণে,
জগৎ-মান্য যাহায় দেখি, রাহুটা কেবল থাকি-থাকি,
হতমান করে গরাসি অকারণে।
ইন্দ্রের যজ্ঞে একা সতী, রেন্ধেছে বটে উত্তম অতি,
পরিবেশনও একাই সে করেছে,
সুর, ঋষি, মহর্ষি, সবে, পরিতৃপ্ত সে মহোৎসবে,
ধন্য বলি ব্যাখ্যাও সে পেয়েছে
আমার যজ্ঞে আনবনা তারে,
সে বই কি কেউ রাঁধতে নারে ?
কীর্ত্তিকা রোহিণী এসে রাঁধবে।
সলিল-ভরণে থাকবে ভরণী, শাক্ তুলবে আমার অশ্বিনী,
ধনিষ্ঠা সব তণ্ডুল ধুয়ে' আনবে।
আসবেন যত দেবশক্তি, তাদিগে অভ্যর্থনা-ভক্তি
একা আমার অনুরাধাই করবে।
পেলে তাদের আগমন-সাড়া, অগ্রণী হবে পূর্ব্বাষাঢ়া
হস্তা মেয়ে সম্ভ্রমে হস্ত ধরবে।
আছে, মঘা-অশ্লেষা, কঠিন কর্ম্ম মশলা পেশা,
খড়ি কাঠ যোগান তারা করবে।

আদ্রা ভদ্রা দুই বোনে, বনাবে ডাঁটা সযতনে,
চচ্চড়ী শুক্তনী যাহে মজ্‌বে।
আমার কি কিছুর অভাব হবে ?
আনব না ঘরে শিবা-শিবে।"
ভৃগু বলেন, "যিনি যজ্ঞেশ্বর,
তিনি না এলে হবে যজ্ঞ, সে যজ্ঞ কি মান্‌বে যোগ্য ?
বিধি-বিহীন যজ্ঞ ভয়ঙ্কর !"
দক্ষ বলেন, "আমি প্রজাপতি,
যা করব তাই বিহিত অতি,
তুমি মাত্র পৌরহিত্য কর্‌বে।
(না পার, স্পষ্ট বলে যাও !)
অযোগ্য বল্‌বে আমার যজ্ঞ, ভূতলে নাই এমন যোগ্য,
যে বল্‌বে, সে আমার ক্রোধে মর্‌বে।
ভৃগু বলেন, "তা বটে বটে, রাজার পক্ষে সবই খাটে,
অ-বিধি তার পক্ষে বিধি নিত্য।
রাজায় কর্‌লে অবিচার, বল্‌তে হয় তা সু-বিচার,
হয় তাহা বিধি-বিহিত, রাজায় লুট্‌লে বিত্ত !"
এইরূপে কু-যুক্তি করি, প্রজাপতি দক্ষ,
আরম্ভিলেন মহাযজ্ঞ, উপেক্ষি বিরূপাক্ষ।
চল্লেন পবন স্বর্গ-মর্ত্ত্য, নিমন্ত্রণ জন্য।
হল, নিমন্ত্রিত আব্রহ্ম স্তম্ব, এক বিশ্বনাথ-ভিন্ন।
হরের নিমন্ত্রণ নাই, শুনিয়া, হরি বিরক্ত, এলেন না।
ব্রহ্মা বুঝি মহা অনর্থ, কোন সাড়াই দিলেন না।
ইন্দ্র বায়ু বরুণাদি, চল্লেন চক্ষু-লজ্জায়।
চল্লেন গুরু বৃহস্পতি, কর্ত্তব্যের অনুজ্ঞায়।
মুনি ঋষি অনেক এলেন, রহস্য অনভিজ্ঞ।
স্বর্গ মর্ত্ত্যের অনেকেই এলেন, যাঁরা গণ্য-মান্য-বিজ্ঞ,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শূণ্য-দক্ষের যজ্ঞ রোগ,
কার সাধ্য এড়ায়, অহঙ্কারের কর্ম্মভোগ !

এবার, উল্টো বুঝ্‌লি মন।
তাই, আঙ্গার খাওয়া স্বভাব্ করি,
আঙ্গুর কর্‌লি অযতন ॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, চিন্‌লিনে তোর কে আপন।
তাই, তালের আঠি পূজ্‌তে বস্‌লি,
দূরে ফেলি নারায়ণ ॥
ছিল বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা, চল্লি এখন বাদাবন।
জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘের, জ্বালায় হবি জ্বালাতন ॥
চিনি ফেলি চিটার মাতে, করিলি সর্‌বত যখন,
তোর, পেটের নাড়ী, খস্‌বে এবার, ঘটাইয়ে ভেদ বমন ॥
ভুলুয়া গায়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব বাদে, যে আরাধন।
আম ফেলি তার আঠী বাকল, ভোজনে যতন যেমন।
—— নাচ্‌না সুর—গড় খেম্‌টা।

এ দিকে নারদ ভক্ত্যাবতার,
নাশিতে নাস্তিক্যের বিকার,
এলেন বিশ্বনাথের সন্নিধানে
বল্লেন যজ্ঞের সমাচার সদানন্দ নির্ব্বিকার,
বল্লেন হেসে "করুক যা তার মনে ॥
যজ্ঞানুষ্ঠান দেবোদ্দেশে, দেবাগমে সব দোষ নাশে,
আমি বাকী থাক্‌লে দোষ কি তায় !
যজ্ঞ ত হোক্ সুসম্পন্ন, ত্রুটী হবেনা, আমার জন্য,
পুণ্য কর্ম্মে ব্যাঘাত কে ঘটায় !"
শুনিয়া সতী আগ্রহ ভরে, বলেন দেব বিশ্বেশ্বরে,
"যজ্ঞ করিতেছেন আমার পিতা,
থাকিলেও তাঁর আরো কন্যা,
তাঁর চোখে আমি সর্ব্বোত্তমা,
প্রাণের প্রাণ কনিষ্ঠা দুহিতা।
দেবগণের যজ্ঞে যেয়ে, তুমি ছিলে ধ্যানস্থ হয়ে,
তিনি ভাবলেন কর্‌লে হেয় জ্ঞান,
এবার চল যাই দুজনে, অভিমান তাঁর থাক্‌বেনা মনে,
একটু তাঁকে করিলে সম্মান।"
হাসি কহেন ত্রিলোচন, "দক্ষ পেলে দরশন,
লক্ষ নিন্দা করিবে আমার।
তুমি তাহা কর্‌লে শ্রবন, সহ্য করতে পারবে না কখন,
পলকে তনু কর্‌বে পরিহার।

তুমি তনু ত্যাগ করিলে, প্রলয় ঘটবে যজ্ঞস্থলে,
পড়বে দক্ষ অতি লাঞ্ছনায়।
বহু ব্রাহ্মণ হবে হত, হবে, দেবতার প্রাণ ওষ্ঠাগত,
জেনে এমন কর্ম্মে কেউ কি যায় ?

——

আর কাজ নাই তথায় যেয়ে।
কাজ কি, যে বিরোধী, তাহার ভালবাসা চেয়ে ॥
ঘৃণার চক্ষে নিরখে যে, বেড়ায় নিন্দা গেয়ে।
সুযোগ পেলে, প্রাণ হরে সে, ঘরে আগুন দিয়ে ॥
ত্রিলোক তথায় নিমন্ত্রিত, মোদের উপেখিয়ে,
জেনে শুনে মরতে যায় কে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ॥
ভুলুয়া গায় শিবের প্রেতি, ঘৃণা যার হৃদয়ে।
সতী কি যান তাহার বাড়ী, হলে ও তাহার মেয়ে ॥

—— গৌরী—ঠেকা

সতী বলেন "জনক আমার, সর্ব্ববিদ্যা-বুদ্ধির আধার,
প্রজাপতি-মণ্ডলে যশপ্রান।
তোমায় নিন্দা করবেন তিনি, এমন কথা বল' না তুমি,
তাঁহায় চিনতে তোমারি নাহি জ্ঞান !"
শিব বলেন "ক্রোধ যেখানে,
হিতাহিত-বোধ নাই সেখানে,
সেখানে মহামন্ত্রী অহঙ্কার।
অহঙ্কারে উন্মত্ত হলে, কি বলে আর কি না বলে,
কথায়ই ঘটে অনর্থ অনিবার।
গেলেই গণ্ডগোল বাধাবে,জেনে শুনে কি জন্য যাবে ?
দক্ষের মঙ্গল যদি বাঞ্ছা কর।
তোমায় এই মিনতি আমার,
যজ্ঞে যেয়ে কাজ নাই তোমার,
সন্তোষে এ সঙ্কল্প পরিহর।"
সতী বলেন, "অবশ্য যাব, তুমি না যাও আমি যাব।
যজ্ঞানুষ্ঠান নিত্য ত হবে না।
কি কথাই না বল্লে তুমি, বাবার যজ্ঞে যাবনা আমি,
তোমার জন্যই আমার প্রাণ রবে না !"

ক্রমে সতী হয়ে উন্মনা, ক্রোধে ক্ষোভে ঘোরাননা,
দশ মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি ধরি,
দেব-দেবের সম্মুখে উঠি, ঘুরতে লাগলেন কটমটি,
ভীমা, ঘোরা, মহা ভয়ঙ্করী।
পরমা প্রকৃতির মায়ায়, আঁধার এল আলোর হিয়ায়,
ভাবলেন মহামহেশ্বরী যিনি,
করলেও দক্ষ নিন্দা আমার, হবে না তাঁর চিত্ত বিকার.
নিত্য স্থিরা নির্ব্বিকারা তিনি।"
ভাবি বলেন শিব, "যেও তবে, ভাগ্যে যাহা আছে হবে,
তোমার সাধ ত পূর্ণ হউক আগে।
শুনিয়া শান্ত হলেন সতী, সম্বরি ক্রোধের মূরতি,
বসিলেন পার্শ্বে পূর্ণ অনুরাগে ॥

——

তবে যাও যাও, জগদীশ্বরি হর-হৃদয়-মন্দির ছাড়িয়া।
আমি প্রতিমা-শূন্য, মণ্ডপে হীন-চিত্তে, রহিনু পড়িয়া ॥
যাও, পুণ্য-প্রদীপ নির্ব্বাপিয়া, আন্ধারে গৃহ ভরিয়া।
চির-সন্তোষ-চিত্ত-শান্তি, জন্মের মত হরিয়া ॥
সঞ্জীবনী শক্তি শিবের, তুমি যদি যাও চলিয়া,
জীবনান্তক, যন্ত্রণা কি সে, জুড়াব, যাও তা বলিয়া।
ক্ষুধাবসন্ন, ভবের জন্য, অন্ন কে দিবে আনিয়া।
শ্রান্ত-ক্লান্ত অন্তরে দিবে, শান্তি কে মৃদু হাসিয়া ॥
যাও যাও মহা অমঙ্গলে, মঙ্গলালয় পূরিয়া।
সংবাদ শুনি ভুলুয়া দুঃখে, নিশ্চয় যাবে মরিয়া ॥

—— ঝিঝিট—গড় খেমটা।

তখন পড়ল সাড়া হিমালয়ে, যাবেন সতী দক্ষালয়ে,
কুবের শুনি আনন্দে উন্মত্ত।
কি দিবেন মাকে অলঙ্কার, নিজে অন্বেষেণ ভাণ্ডার,
কিছুতেই না তুষ্ট হয় তাঁর চিত্ত।
সূর্য্যকান্ত মণির হার, ধরিয়া ভাবেন বার বার,
"যে হৃদয়ে বিশ্বনাথের স্থান,
সেই হৃদয়ে এই হার, সূর্য্যের গলায় দস্তার তার !
—আমার মত নাই কেহ অজ্ঞান !

শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনীর প্রথম প্রকাশক, আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব
ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজ
স্বর্গীয় ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

Gaya Art Press, Calcutta.

সতীত্বের মূর্ত্তি যে সতী, অঙ্গে পাতিব্রত্যের জ্যোতি,
খণ্ডে আপদ, নাম স্মরণে যাঁর,
মণি-রত্ন স্বর্ণে গাঁথি, তাঁর অঙ্গে পরালে, তা কি,
কখনো পারে হতে অলঙ্কার ?
বিশ্বনাথ যাঁয় ভূষণ বলি, যত্নে বক্ষে রাখেন তুলি,
আমি কি মূর্খ, দিয়ে রত্ন-সোনা,
সাজাইতে চাই তাঁহাকে,রাঙ্ দিতে চাই রাম-ধনুকে,
চাই, তামা দিয়ে বাঁধিতে চাঁদের কোণা।"

আবার ভাবেন, "যদি না সাজাই,
প্রহরা তবে দিচ্ছি কি ছাই !
মণি-রত্নের ভাণ্ডার কাহার জন্য ?

পরমা প্রকৃতি যিনি, বিশ্বকে সাজান দিন-যামিনী,
আজ, সাজিয়ে তাঁকে, করব জীবন ধন্য।"
এরূপ চিন্তি ধনপতি, চল্লেন অতি দ্রুতগতি,
মণি-রত্নের ভাণ্ডার সঙ্গে করি,
শিবালয়ে করিয়ে প্রবেশ, অগ্রে অর্চ্চি মহা মহেশ,
অর্চ্চিতে বসিলেন মহেশ্বরী ॥
সচন্দন জবা-বিল্বদলে, অঞ্জলি দিয়া পদ-কমলে,
প্রণমি, কর যুড়ি ভক্তিমান,
ধনরত্নের অধিপতি, মহারাজ কুবের মহামতি,
সাজাতে মাকে অনুমতি চান।
মা বলেন, "ধন-রত্নের ভার, বহিতে সাধ নাহি আর,
তার চেয়ে, শিব নাম লিখে দেও অঙ্গে।"
কুবের বলেন,"তাই হবে মা, নাম ছাড়া ভূষণ দিব না,
যা দিব, সব শিবনামের সঙ্গে।
কিসে ভার থাকেনা ধনে, শরণ নিয়ে ঐ চরণে,
জানা আছে তা, জননি, আমার।
যে রত্নে সাজাব তোমায়,
লেখা আছে তার প্রত্যেকের গায়,
শিবশক্তিময় এ ত্রিসংসার।"
মা বলেন, "তাই পরাও তবে, জয় শিব-শঙ্কর রবে,
এম্‌নি ভাবে পরাও অলঙ্কার,

যেন দৃষ্টি-মাত্র জীবে, শিব-দাসী বলি মোয় চিনিবে,
শিবের সতী যাচ্ছে বল্‌বে আর।"
শুনি কুবের অশ্রুজলে, ভাসায়ে বদন-মণ্ডলে,
বলেন, "তা না হ'লে কি চরণ-তলে,
চরাচর জগৎ বাঁধা, সতীত্বের এমনি ধাঁধা,
ব্রহ্মাদিও ডাকেন মা মা বলে।
সতী লক্ষ্মী রমণী যাঁরা, যে অলঙ্কার পরেন তাঁরা,
সে অলঙ্কার মোর ভাণ্ডারে নাই।
তবু মন বোঝে না বলি, নিয়ে, মা তোমার পদধূলি,
আমি কুবের কিছু না পরাই।

———

এই তুচ্ছ মণিরত্নে রে মন, সাজাবি কি তাঁয়।
উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যে মা চরাচর সাজায় ॥
বিপুল বিশ্বে দৃশ্যমান সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যত,
যাঁহার ইচ্ছায় হচ্ছে নিত্য নূতন ভাবে সুসজ্জিত।
যাঁহার ইচ্ছায় সমগতি, ধরি সৌর জগত-পতি,
মাস ঋতু বর্ষ আনি, আনন্দে জগৎ হাসায় ॥
শুভ্র বসন নিন্দি শুভ্র তুষারে শিরস্ত্রাণ করি,
সাজায় যে প্রহরীর বেশে অত্যুচ্চ হিমালয় গিরি,
খনির গর্ভে সাজায় সোনা, সিন্ধুর তলে রত্নের দানা,
আবার, পুষ্প ফলের মুকুট গড়ি, বৃক্ষ-শিরে যে পরায়।
সাজায় জীব-নির্ব্বিশেষে শৈশবের সৌন্দর্য্য দিয়া।
কৈশোরে-যৌবনে সাজায়, অঙ্গ রসে তরঙ্গিয়া।
বৃদ্ধে দিয়া প্রবীণত্ব, জরায় আনি বিকলত্ব,
নিজের তনয় নিজের অঙ্গে সমাদরে যে লুকায় ॥
অমৃত-বাহিনী নদী ধরার পৃষ্ঠে যে বহায়,
শরতের সবুজ শস্যক্ষেত্রে ধরা যে সাজায়,
দিবাকর নিশাকর তারা, যাহার ইচ্ছায় জ্যোতি-ভরা,
ভুলুয়া গায়, যেখানে যা সাজে, তাই যে মা যোগায় ॥

—— ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তখন, পরান অয়স্কান্ত মণির অঙ্গুরী পার অঙ্গুলে।
ইন্দ্র-নীল-রত্ন-মণির নূপুরে চরণ উজ্জ্বলে।

সূর্য্যকান্ত মণির হারে, সাজান কনক-কণ্ঠ মার।
চন্দ্রকান্ত মণি-নির্ম্মিত সীঁথিতে সীথি চমৎকার।
রত্নবিজড়িত স্বর্ণ-বলয়ানন্তে বাহুর শোভা।
কটীতে তারাকান্ত-মণির কিঙ্কিনী রমণী-লোভা।
নাগপতি-অর্চ্চিত মণিহার-সমূহে মুকুট করি;
কুবের ভাসি নয়ন জলে, সাজালেন মা মহেশ্বরী।
সাজ পরি রাজরাজেশ্বরী, বস্‌লেন রত্ন-সিংহাসনে।
যেন সহস্র-সৌদামিনী, মন্দিরে জ্যোতি বিকিরণে।
শিব-লোকের মহা জ্যোতি সেই জ্যোতির কাছে
পরাভূত।
দর্শি কুবের, করি স্তুতি, নিজের গৃহে প্রত্যাগত ॥

এ দিকে পেয়ে নিমন্ত্রণ, দক্ষের অন্য দুহিতাগণ,
যজ্ঞ দেখ্‌তে আকাশ পথে চলে।
ধনিষ্ঠা বলে, "কৈলাস দিয়া, চল সতীকে সঙ্গে নিয়া,
সুখী হবে সে, মোদের সঙ্গ পেলে।"
বলে অনুরাধা আরাধিকা, "শুন গো দিদি কৃত্তিকা,
বহু দিনের বাঞ্ছা আমার মনে,
দর্শন করি শিব-লোক, শিব-লোকের শিবালোক,
দর্শন করি বিশ্বনাথ-চরণে।
হল না তা আমার ভাগ্যে, দর্শন কি ঘটে অযোগ্যে,
মনের আশা মনে উঠে, মনেই লয় পায়।
মুনি ঋষি মহর্ষি যারা, যে লোকের জন্য মাতোয়ারা,
না জানি, কি মাহাত্ম্য আছে তায়।"
কৃত্তিকা কহে, "কথা সত্য, আমিও ভাবি নিত্য নিত্য,
হয় না সুযোগ, চল্ তবে আজ যাই।"
অশ্বিনী ভরণী কহে, সুযোগ সব সময় না রহে,
এমন সুযোগ কিছুতে ছাড়া নাই।"
মঘা বলে, "তা যাবে চল, সিঙ্গী-বাঘের ঘর কেবল,
সম্মুখে পড়্‌লে মুণ্ড চিবিয়ে খাবে,
তার পরে যে সতীর বর, ঘুক্ষু সাপ তার মাথার উপর,
ছুট পেলে, সে এসেই কাম্‌ড়াবে।
থাকে তারা শ্মশান-উপরে, ভূতের বাসা ঘরে ঘরে,
এখন যদি ভূতে কাহাকেও ধরে,
যজ্ঞ দেখা এখানেই শেষ, দেশের লোকে কর্‌বে শ্লেষ,
বাবার মুখ আর থাক্‌বে না ভূপরে।'
যাও তোমরা যেতে পারি, থাক্‌ব আমি শ হাত সরি,
তার পরে শিব ছোট ভগ্নীপতি,
তোম্‌রা কর্‌বে তার অর্চ্চনা, আমাদ্বারা তা হবে না,
পার্‌ব না গলায় পর্‌তে আমি, শিব-পূজার অখ্যাতি।

ওমা, তার আবার কি দেখ্‌ব!
তারা থাকে ভূতের বাড়ী, যদি যাই,
আম্‌রা কোথায় থাক্‌ব !!
হয় ত সতী পেটের জ্বালায়, শুয়ে এক গাছের তলায়,
চক্ষু মুদি মনে মনে, ভাব্‌ছে কি আজ খাব,—
হয় ত, ভাঙ্গ খেয়ে চিৎ হয়ে অজ্ঞান,
আছে তাহার ভব॥
চিতার ধূমে ধূমায়মান, বীভৎস মহা শ্মশান,
আঁধার অমানিশার সমান, নিস্তব্ধ নীরব,—
হচ্ছে তথায়, বিভীষিকায়, ভূতের মহোৎসব॥
সতী, মর্ম্ম-দুখে মরে আছে, তার মনে কি শান্তি আছে,
মোরা শূন্যের মানুষ, শূন্য হাতে, যেয়ে তার কি কর্‌ব!
কি সোহাগ কর্‌তে যাচ্ছি, কি বলে তায় ডাক্‌ব !!
না আছে লজ্জা সরম, বসন বিনে লেংঠা দু জন।
লজ্জার মাথা খেয়ে, মোরা কেমনে তা দেখ্‌ব!—
আবার, যার হাতে পড়েছে সতী,
সে ত, আস্ত জরদ্গব॥
ভুলুয়া রয় সেখানে, যাত্রা করি আমার ক্ষণে,
দুখ্ পেয়ে, তার, আমার প্রতি হিংসা অসম্ভব।
তথায়, থামাবে তায়, কেউ নাই এমন,
গেলে কি আর ফির্‌ব?"
নাচ্‌না সুর—গড়খেম্‌টা।

মঘা এইরূপে লাগ্‌ল বল্‌তে, আকাশ পথে চল্‌তে চল্‌তে
এল সবে, শিব-লোকের সম্মুখে।
নিরখে, লোকের সিংহদ্বার, নীলকমল-দলাকার,
আলোকিত নীল-রত্নালোকে।
ব্রহ্ম-জ্যোতি-সমন্বিত, নিখাদ স্বর্ণে বিনির্ম্মিত,
দ্বারের চতুষ্পার্শ্ব যন্ত্রাকার।
সৃষ্টি-স্থিতি-সুকরিষ্ণু অনন্ত-ভুজ ব্রহ্মা-বিষ্ণু,
জ্ঞান-খড়্গ ধরি, প্রহরী তার।
মুক্তি নাথের মুক্তি-লোক, পশিতে জীবন্মুক্ত লোক,
নিরখে কেবল মাত্র অধিকারী।
আর, অনন্য-যোগ ভক্তি মনে, শরণাগত হলে চরণে,
প্রহরী যেতে দেন করুণা করি।
তারাগণ অতি ভক্তি মনে, নমে প্রহরীদ্বয় চরণে,
করিল স্তুতি, তিতিয়া নয়ন জলে।
ভক্তির বাধ্য ভগবান, করুণা-দৃষ্টি করি চান,
পেল তারাগণ প্রবেশাধিকার, অনন্য-ভক্তি-বলে।
আনন্দে দৃষ্টি উর্দ্ধে তুলি, "জয় শিব শঙ্কর" বলি,
উচ্চ লোকে চলিল তারাগণ।
"হা বিশ্ব-নাথ, করুণা সিন্ধো, আশুতোষ কাঙ্গাল বন্ধো,"
সজল নয়নে করিয়ে সঙ্কীর্ত্তন।

জয় শিব শঙ্কর, ভব-ভয়-হর, হে বিশ্বনাথ!
নিঃস্ব-দীন-হীন-ভরসা, বিশ্ব-জীবন জগন্নাথ ॥
হে চরণাশ্রিত-পালক, হে দুর্ব্বিপাকে তারক।
আজ, চরণাশ্রিত শরণাগতে, কর করুণা-দৃষ্টিপাত ॥
তুমি, আশুতোষ পশুপতি, পরমাশ্রয় পরম-গতি,
উৎকট-ভয়-রোগ-কবলে, মুক্তি-দায়ক বৈদ্যনাথ ॥
অর্চ্চিতে তোমা না আছে শক্তি,
করি নাই তোমা জীবনে ভক্তি,
রক্ষ স্বগুণে, দুঃখী ভুলুয়া, ঘুচাও দৈবানর্থপাত ॥
—— ঝিঝিট—গড় খেমটা।

আবরণে ঢাকি সর্ব্বাঙ্গে, ভক্তিমতিগণের সঙ্গে,
মঘাও পেল প্রবেশাধিকার।
নিরখি শিব-লোকৈশ্বর্য্য, ঈর্ষায় নারে রাখ্‌তে ধৈর্য্য,
গুণের মধ্যে দোষ ধরিয়ে, নিন্দে বার বার।
যতই সকলে উচ্চে যায়, যেন নূতন এক জীবন পায়,
বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে সকলে দেখে,
প্রবালে বান্ধা রাস্তা-ঘাট, স্বর্ণ-ভূমিময় সব মাঠ,
কল্পতরুর কানন থাকে থাকে ॥
দেখে বহ্নি সূর্য্য-বিজলী, আলোকে লোক তিনে মিলি,
রত্ন-খচিত অগণ্য স্বর্ণ-গৃহ।
মহর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-ঋষি, পূর্ণ জ্ঞানারূঢ় সন্ন্যাসী,
সমাধিস্থ যোগীন্দ্র নিস্পৃহ,
সেই সব গৃহে রত্নাসনে, মগ্ন মহেশ্বরের ধ্যানে,
চিত্ত মহানন্দে নিমজ্জিত।
নাই সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নাহি আসক্তি, নাই বিতৃষ্ণা
জন্ম-জরা-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত।
দিন তথা মধ্যাহ্ন-শূন্য, রাত্রি তথা আঁধার ভিন্ন,
ঝটিকাশূন্য পবন তথা বহে।
নিত্য সুখময় বসন্ত, কখনো শরৎ বরষান্ত,
বৃক্ষে পক্কামৃত বারমাস রহে।
মহর্ষি-দেবর্ষিগণ, করিতেছেন উচ্চারণ,
"জয় শিব শঙ্কর, হর," ধ্বনি।
সুমধুর প্রণব-নিঃস্বনে, অমৃত-ধারা বর্ষণে,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধা, সবে শুনি।
স্বাতী বলে, "দিদি গো দিদি, সতীর এত ঐশ্বর্য্য যদি,
তবে কেন তায় ভিখারিণী বলে?"
মঘা বলে, "যত আলোক ফটক,
দেখিস্, ও সব, বাইরের চটক,
ছোট-লোকের ফুটনী বেশী, সর্ব্বত্র ভূতলে ॥
রত্ন খচিত স্বর্ণ-ঘরে, বসে যারা, দেখ্ নজর করে,
লেংঠী ছাড়া কাপড় কারো নাই।
ওদের রাজা রাণী যারা, লেংঠী বিনা লেংটা তারা,
তৈলাভাবে অঙ্গে মাখে ছাই।"
কান না দিয়ে মঘার কথায়, এদিক ওদিক সকলে চায়,
পরমার্থ-পূর্ণ পরমৈশ্বর্য্য!

দেখে, আর সকলে বলে, "ধন্যা সতী ধরাতলে,
ভবনে তার সমস্ত আশ্চর্য্য ॥"

——

তবে, কৈ সে শ্মশান গো, তবে, কৈ সে শ্মশান ?
এ যে, আলোকময় এক অপূর্ব্ব-লোক,
দিব্যালোকে দ্যুতিমান ॥
আগে শুনতুম্ সতীর গৃহে, উঠ্ছে কেবল চিতার ধূম,
আজ দেখি, থির সৌদামিনীর, আলোকের
উৎসবের ধূম।
আলোক-মালা হেরি হিয়ায়, পুলকের তরঙ্গ খেলায়,
তবে, কৈ সে ভূতের বিভীষিকা, শিহরে যায় মনপ্রাণ ॥
হেথা জ্যোতির্ম্ময় সব তরুলতা,
জ্যোতির্ম্ময় পর্ব্বত, বন।
জ্যোতির্ম্ময় রাজপথে বেড়ায়, জ্যোতির্ম্ময় নিবাসিগণ।
জ্যোতির্ম্ময় তটিনী-জলে, জ্যোতির্ম্ময় প্রবাহ চলে,
জ্যোৎমার্গী জ্যোতি-মণ্ডলী, জ্যোতির্ম্ময়ীর করে ধ্যান ॥
শুনতুম্ সতীর চতুষ্পার্শ্বে, কেবলই ভূত-প্রেতের বাস,
আজ দেখি ঋষি-মহর্ষি-দেবর্ষিগণের নিবাস।
জগতের আরাধ্য যাঁরা, এইখানে বাস করেন তাঁরা,
এ যে, ব্রহ্মাদি অমর-বাঞ্ছিত, মহা মহা তীর্থস্থান ॥
এই কি সতী ভিখারিণী, ভিখারীর গৃহিণী হয়,
এ দেখি, রাজ-রাজেশ্বরী, তুলনা মিলিবার নয় !
হেথা, মণি-রত্নে বিজড়িত, স্বর্ণে পুরী বিনির্ম্মিত,
ঘরে-ঘরে মণির প্রদীপ, অবিরত দীপ্যমান ॥
যার ভবনে পূর্ণৈশ্বর্য্যের নিরখি পূর্ণ বিকাশ,
নাই তার অন্ন, নাই তার বসন,
শুনি কার, না আসে হাস !
ভুলুয়া গায় যার মন যেমন,
শিব-লোক সে বুঝে তেমন,
শালগ্রাম দোকানীর চক্ষে বাট্‌খারার সমান ॥
—— ভৈরবী—ঝাপতাল।

ক্রমে পুণ্য-জ্যোতিষ্মান, বহু ঋষি-মহর্ষি-স্থান,
দর্শি সবে, মহা মনোসুখে,
চিত্ত পুলকে পূর্ণ করি, "আমি-আমার" পরিহরি,
এলেন দেব বিশ্বনাথ-সম্মুখে।
কি অপূর্ব্ব স্থান বিচিত্র, হিংসা-দ্বেষ-শত্রু-মিত্র,
মানামান সেখানে কিছু নাই।
নাই সেখানে জাতি-বিচার, উচ্চ নীচ নয় কেহ কার,
নিত্যানন্দ বিরাজে সর্ব্ব ঠাঁই ॥
জিনি স্নিগ্ধ দিবাকর, জ্যোতির্ম্ময়-কলেবর,
জ্যোতির্ম্ময়-সত্য-মূর্ত্তি-হর।
জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মাসনে, বসে আছেন নির্ব্বাসনে,
নির্ব্বাসন, নির্ব্বিকার-অন্তর ॥
ধর্ম্ম-মূর্ত্তি বৃষরাজ, সম্মুখে করি পশুরাজ,
এক ধেয়ানে হেরিতেছেন হরে।
নাগরাজ মণির প্রদীপে, করিছেন আরতি বিশ্বরূপে,
নিরখি দৃশ্য বিস্ময়ে মন হরে ॥
নিরখি দৃশ্য তারকাগণ, অত্যানন্দে নিমগন,
বিশ্বনাথের দৃষ্টি পথে আসি,
ভূতলে শির-লুণ্ঠনে, প্রণাম কর্‌ল ভক্তি-মনে,
মঘা অশ্লেষা পশ্চাতে রইল বসি ॥
চুপে চুপে দুজনে বলে, "গায় যেন ওর আগুন জ্বলে,
চাইতে গেলে চোক্ ঝলসি যায়,
নিয়ে এমন আগুন-মাখা বর, সতী কিরূপে করে ঘর,
মোরা হলে দিন-দুয়ের মধ্যে, হতুম অন্ধপ্রায়।"

——

সতী কেমনে ঘর করে। (এমন বরের সঙ্গে, সতী,)
আর কেউ হলে, এক নিমেষে, পুড়েই প্রাণে মরে ॥
কোটী-বিদ্যুৎ ঝলকে যার, বরের কলেবরে।
সে, হয় না অন্ধ, না জানি, কার আশীর্ব্বাদের জোরে ॥
গা-ভরা বিদ্যুতের আগুন, তাহার উপরে।
মাধ্যাহ্ন তপনের মত, মণি ফণী ধরে ॥
ভুলুয়া গায় জগজ্জীবে অর্চ্চে দিবাকরে।
প্যাঁচা রয় কোটরে, তাহার আলোয় জ্বালা ধরে ॥
—— নাচ্‌না সুর—গড় খেম্‌টা।

ভক্ত বৎসল ত্রিলোচন, হেরি প্রণতা তারকাগণ,
সকরুণ বচনে বলেন সবে,
সহসা সবে কি মনে ক'রে,এলে আজ ভিখারীর ঘরে,"
শুনি সরমে তারাবলী, অধোমুখে নীরবে ॥
অনুরাধা কহে করজোড়ে, "ভিখারী নাম চরাচরে,
অবশ্য বটে আছে আপনার,
যিনি হর পরমেশ্বর, তিনি ভিখারী দিগম্বর,
আছে তাৎপর্য্য অবশ্য এ কথার।
অন্নাভাবে ভিখারী জন, সে ভিখারী আপনি ন'ন,
জীব সৃষ্টি করিয়া সঙ্গে তার,
করিতে রস আস্বাদন, ইচ্ছা আপনার অনুক্ষণ,
তাই, অনুরাগ ভিক্ষা করেন অনিবার।
তাই পরমা প্রকৃতি দ্বারে, ভিখারী হেরি আপনারে,
কখনো বারাণসী ধামে, কখনো বৃন্দাবনে,
সে ভিক্ষার মাধুর্য্য এত, তত্ত্বদর্শী সাধক যত,
আত্ম-হারা অবিরত, অন্তরে স্মরণে।
আবার পূর্ণ জ্ঞানময়, করুণায় পূর্ণ-হৃদয়,
যুগে যুগে জীবের দুঃখ হেরি,
ভিখারীর পরিচ্ছদ পরি, কখনো শঙ্কর, গৌরহরি, *
বেড়ান আপনি ভক্তি ভিক্ষা করি।
তাই,তত্ত্বজ্ঞে ভিখারী বলে, ভিক্ষুক ভাবে অজ্ঞ হলে,
মুক্তিক্ষেত্রের অন্য নাম শ্মশান।
দেহাত্ম-বুদ্ধি সেখানে যায়,ত্রি-তাপের অন্ত হয় তথায়,
যায় অহঙ্কার, জনমে দিব্য জ্ঞান।
জন্মে যাঁহার দিব্য জ্ঞান, তিনি যথার্থ ভক্তিমান,
তাঁর হৃদয়ে আপনার বাসস্থান।
তিনি জীবন-মুক্তি-কামী, হৃদয় করি শ্মশান-ভূমি
সেই শ্মশানে অতি যত্নে, আপনাকে বসান ॥
থাকেন আপনি সেই শ্মশানে,জ্ঞান-ভক্তির উত্তমাসনে,
শ্মশান-বাসী তাই বলে আপনায়।
নইলে, ভূত-প্রেতে পরিবেষ্টিত,শবদাহে যা নির্দ্ধারিত,
সেই শ্মশান ত আপনার শ্মশান নয়।

* শঙ্কর=শঙ্করাচার্য্য। গৌরহরি=চৈতন্যদেব।

তবে, আপনি জীবাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়,
ত্রিলোকে এমন স্থান কোথাও নাই,
যথা নাই আপনার স্থিতি, নাই আপনার দৃষ্টি-গতি,
আপনার আশ্রয় ভিন্ন কিছু না পাই।
এ স্থানে এই শিবলোকে, ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মলোকে,
গোলকে হেরি, হরি নারায়ণ।
আপনি হর, আপনি হরি, আপনি প্রকাশ জগভরি,
ইন্দ্র-বায়ু-বরুণাদি, আপনি ভিন্ন ন'ন।
আপনি জীবারাধ্য শিব,আপনি প্রত্যেক দেহে জীব,
রাজ-প্রাসাদে আপনি, আপনি দরিদ্রের কুটীরে।
শৈল-শিখরে সিন্ধু-বক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
শব-দাহের শ্মশানে, কিংবা সাধনার মন্দিরে।
সর্ব্বত্র একা আপনি, জানেন তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞ যিনি,
সেই বিচারে শ্মশানবাসীও আপনি।
আপনি দেব শ্মশানেশ্বর, ত্যজে যখন জীব কলেবর,
উঠান কোলে, শিবত্ব প্রদানি ॥

তারপরে আপনি দিগম্বর,
আছে তাহার অনেক উত্তর,
নির্ব্বাসনা নির্ম্মুক্ত যে জন,
ঘৃণা-লজ্জা রয় কি তাঁর, বহেন কি তিনি বস্ত্রের ভার
শীতোষ্ণে কি চঞ্চল হয় তার মন ?
লজ্জা নিবারণের কারণ, সাধারণে পরে আবরণ,
অসাধারণ পরমহংস যিনি,
লজ্জার মুখে দিয়ে ছাই,
তাঁর, আবরণের প্রয়োজন নাই,
স্বরূপ-রূপে অবস্থিত তিনি।
আপনি তাঁহাদের হৃদয়েশ, পরাৎপর পরমেশ,
বিশ্বরূপ বিশ্বময় মূর্ত্তি।
আপনাকে পরাবে বসন, কোথায় বসন আছে এমন,
দিক্ বসনেই আপনার বসন স্ফূর্ত্তি।"
শুনি মধুর হাস্য-ভরে, বলেন দেব তারকা-করে,
"বহু শ্রমে এসেছ যদি সবে ;

পুণ্যতেজে বিনির্ম্মিত, ঋষি-মহর্ষি-নিষেবিত,
শিব-লোকের সব দর্শন কর এবে।
জয়া বিজয়া সঙ্গে যাও, যেখানে যা, সব দেখাও,
দেখাও অগ্রে প্রেমের সরোবর।
যেখানে, কুমীরে খায়না আহার্য্য মৎস্য,
তীরে শোভে আনন্দের উৎস,
ভেকের রক্ষক, যেখানে ফণাধর॥
যথায় নয় সঙ্গিনী-সঙ্গে, ভক্তিদেবী বিরাজে রঙ্গে,
নৃত্যগীত যে স্থানে অহরহ,
মুক্তি যথায় দাসীর মত, ঘুরে বেড়ায় অবিরত,
যাও তোমরা তথায় ইহাদের সহ।
দেখাও দিব্য জ্ঞানোদ্যান, চতুর্ব্বর্গে ফলবান,
বৃক্ষ-সকল বিরাজিত যে স্থানে,
দেখাও যোগ-যজ্ঞ-ভবন, অষ্টাঙ্গ যোগ করি সাধন,
মগ্ন যথায় যোগীন্দ্রগণ ধ্যানে।
দেখাও ষট্ সম্পত্তির সুসার, "ব্রহ্মচর্য্য" প্রভাবাধার,
"অস্তেয়ের" উত্তম শান্তি-গেহ।
দেখাইয়ে দিও মন্দির, "অণিমা, লঘিমা" আদির,
"বিবেক-বৈরাগ্যের উত্তম দেহ।"
বিশ্বনাথের অনুগ্রহে, আনন্দে সবে নীরবে রহে,
মঘা কেবল অস্পষ্ট রবে, মুখ ঘুরিয়ে কহে,
"যখন যা কর্ত্তব্য নয়, তাইতে যারা হয় তন্ময়,
তা'পরে তারা অনেক কষ্ট সহে।
তেখুনি আমি বুঝেছিনু, তোমাদের সঙ্গে চলিনু,
আমার অদৃষ্টে আছে কর্ম্ম-ভোগ,
কোথায় ওর জ্ঞানের যজ্ঞ,কোথায় ওর বিবেক-বৈরাগ্য,
কোথায় ওর ব্রহ্মচর্য্যের রোগ!
ছাই মাটী সব দেখ্‌তে যেয়ে,যাবে যাওয়ার সময় বয়ে,
বাবা হবেন দুঃখিত অতিশয়,
যাবে যাও, তোম্‌রা সকলে,
আমার বাতিক নাই তা বলে,
এখন এ সব দেখার সময় নয়।

যাচ্ছি এক কর্ম্মে সকলে, উদ্যোগ নাই তাহা বলে,
বলে চল যাই সতীকে সঙ্গে নিয়ে।
এনু যদি সতীর কাছে, তা বলেও না গরজ আছে,
এখন বলে, বেড়াই চল, শিব-লোক দেখিয়ে।
কি আছে দেখার এখানে,নাচ গান নাই কোনও স্থানে,
রং তামাসার কিছু কোথাও নাই।
কেবল যোগ,তপস্যা,ধ্যান,বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি জ্ঞান,
ক্ষুধা পেলে খাওয়ার নামে ছাই।
বাড়ীর পাশে কুবের আছে, ধনরত্ন খুব পেয়েছে,
ভরেছে পুরী সোনা মণির কোটায়।
ঋষি-মহর্ষি এখানে যারা,জ্যোতির্ম্ময়ীর উপাসক তারা,
ভরেছে পুরী, আলোকের ঘটায়।
কিন্তু এমন সোনার ঘরে, রেখেছে লেংঠী পরা ধরে'
লোকের মত লোক এখানে, একটাও রাখে নাই।
যত্নে সোনার কলস গড়ি, রেখেছে তায় গোবর ভরি,
সতীর বরের বিবেচনার, বলিহারি যাই!"
মঘা সেখানে রইল বসে, অন্য সকলে মহোল্লাসে,
শিব-লোকের সব করিল দর্শন,
দর্শি আনন্দে পূর্ণ হিয়ে, এসে মঘাকে সঙ্গে নিয়ে,
সতী দর্শনে করিল গমন।
সজ্জিতা সতী অলঙ্কারে, দর্শি কেউ চিনিতে নারে,
মনে ভাবে, এ কোন্ মহাশক্তি!
রূপে মোহিত অন্তরে, দাঁড়িয়ে সবে চিন্তা করে,
মঘা প্রণাম করে দেখিয়ে ভক্তি।
সতী বলেন,"কর কি দিদি?তুমি যে,আমার নোয়াদিদি,"
মঘা বলে, "পোড়া কপাল আমার!
মণি-রত্নের গয়না পরি, হয়েছিস্ রাজ-রাজেশ্বরী,
সতী বলি তোয় চেনাই এখন ভার!"
তখন, সতীর নাই নিমন্ত্রণ, শুনি সকলের দুঃখী মন,
কৃত্তিকা কহে, "নাই তাতে কি কথা?
পিতা নিমন্ত্রণ না করিলে, দোষ নাহি কোনও কালে,
না গেলে সতী, মা পাবেন খুব ব্যথা।"

সবে মিলে বুঝায়ে বলে, সতীকে সঙ্গে নিয়ে চলে,
নন্দীকেশ চলিলেন সঙ্গে মার।
পিত্রালয়ে যাত্রাকালে, মঘা সম্মুখে এসে, বলে,
"এস সোনার লক্ষ্মী বোন্ আমার।
চল তুমি মোর কাছে কাছে, অশ্লেষা চলুক তোমার পাছে।"
স্বাতী কহে, "দেখ সকলে, মঘা রাক্ষুসীর কাণ্ড;
এই যাত্রা কভু না ভাল, সতীর নিশ্চয় অমঙ্গল,
বাবার যজ্ঞ নিশ্চয় হবে পণ্ড।"
এল সকলে দক্ষালয়ে, দক্ষ-রাণী আনন্দে লয়ে,
কন্যা সকলে বসালেন অন্দরে,
কনিষ্ঠা কন্যা শিবের সতী, বসালেন সিংহাসন পাতি,
উলুধ্বনি দিলেন উচ্চৈঃস্বরে।
পাড়ার যত রমণীগণ, উলু শুনে, বুঝ্লে তখন,
দক্ষরাজার তনয়া সব এল,
উল্লাসে উৎফুল্ল মর্ম্ম, পরিহরি সব গৃহ-কর্ম্ম,
দেখ্তে সবে দক্ষালয়ে গেল।
সতীকে সবে দর্শন করি, বলে, "এ কোন্ জগদীশ্বরী!"
রাণী বলেন, "ঐ ত আমার সতী!"
পাড়ার মেয়েরা বলে "তা হলে, এ বিপুল বিশ্ব-তলে,
সতীর মত নাই আর ভাগ্যবতী!
কিবা অলঙ্কারের ঘটা, কিবা জ্যোতির্ম্ময় রূপের ছটা,
দক্ষপুরী হয়েছে জ্যোতির্ম্ময়।
মুখখানি করুণায় পূর্ণ, নির্ম্মল স্বর্ণ-কমল বর্ণ,
হস্তে যেন পূর্ণ বরাভয়।"

এল সতী বসতি করি, পতি বিশ্ব-পতির ঘরে।
হেরি জননী, অঙ্কে ধরি, বসান সিংহাসনোপরে॥
সিংহাসনে বসিল, যবে, পূরিল গৃহ মহোৎসবে,
চামর ধরি, কত নাগরী, ব্যজন করে,—
আনন্দে অধীরা হয়ে দক্ষরাণী চুম্বে মুখ,
নয়ন জলে ভাসি বলে, এত কালে জুড়াল বুক।
এক প্রবীণা উঠি কহে, উহার মুখ দেখিলে দুখ হরে॥

কোন কোন বাল্যসখী, পুলকাশ্রু-পূর্ণ-আঁখি,
জিজ্ঞাসে নিকটে আসি, গদগদ স্বরে,—
মোদের কথা কি মনে ছিল, মহেশ-মনোমোহিনি!
তোমার অভাবে নিরখি মোরা,
দিবসে ঘোরা যামিনী।
ভুলুয়া কত কেঁদে বেড়ায়
তোমার দেখা পাওয়ায় তরে॥

— বিভাস—পোস্তা।

তখন, নিয়ে অনুরাধা অন্তরালে,
চুপে চুপে রাণীকে বলে,
"যে সতী তোমার গৌরবের এমন,
জগৎ-জোড়া যার সুখ্যাতি, বাবার এম্নি দুর্ম্মতি,
করেন নাই সেই সতীকে নিমন্ত্রণ!
মোরা সবে গেছিনু বলে, অনেক ছলে, কলে, কৌশলে,
এনেছি ওকে,—অন্তরে এখন ভয়,
পাছে ও মনে ব্যথা পায়, সাবধানে রেখ সব সময়,
বিশ্বরাণী এসেছে ঘরে, ভিখারিণী ও নয়॥"

গোপনে শুন মা বলি, সতী নয় ভিখারিণী।
বিশ্বনাথ-মহিষী সতী, ঈশ্বরী, বিশ্ব-রাণী॥
এবার মা আসিবার কালে গিয়াছিনু শিবালয়,
দেখ্নু এক জ্যোতির্ম্ময় নগর সদা পরম শান্তিময়।
জ্ঞানময়-তপস্বী যাঁরা, তথাকার নিবাসী তাঁরা,
তাঁদের মুখে থাকি থাকি, কেবল "শিব, শিব" ধ্বনি॥
চিতা-ভস্মের শ্মশান নয় তা, যত মিথ্যা বলে লোকে,
যোগ-তপস্যার পুণ্য তীর্থ, পূর্ণ তা মা পুণ্যালোকে,
পুণ্যবন্ত মহাত্মা যাঁরা তথায় যাওয়ার জন্য তাঁরা,
সতীর পদে শরণাগত, সে তাঁদের আশ্বাসিনী॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সে লোক, অত্যাশ্চর্য্যানন্দময়,
যে দৃশ্য দেখেছি, মা, তা, জন্মেও আর ভুলিবার নয়।
বিশ্বাস যদি না হয় মোকে, জিজ্ঞাসিস্ তোর ভুলুয়াকে,
সতীর তনয় হয় সে, সতী তাহার বিঘ্নহারিণী॥

— পিলু—পোস্তা।

তখন, যত রমণী এসেছিল, সতীকে ঘিরে দাঁড়াইল,
করে সতীর প্রশংসা শত মুখে।
কৃত্তিকা কহে,"সতীর জন্য, আমার বাবার বংশ ধন্য;"
মঘা তখন কহিছে ভার মুখে,
"অত রত্ন অলঙ্কারে, সাজায় যদি কেউ আমারে,
জ্যোতির্ম্ময়ী আমিও হতে পারি।
এই যে খাটো কটা চুল, বোচা নাক, খাটো আঙ্গুল,
এতেই নিতে পারি বলিহারি।
যদিও, কুলোর মত কাণ দুখানি,
বল্‌ত না কেউ কুলোকাণী,
ধড় খাটো, ঠ্যাং লম্বা যদিও আছে,
যদিও মোর কচ্ছপে গতি, তাতেও হতুম রূপবতী,
এই দুঃখ যে, মানুষ নাই মোর পাছে!
শিব,বুড়োকালে করেছে বিয়ে,বউ হয়েছে হিয়ের হিয়ে,
যেখানে যা পায়, সব নিয়ে, সতীকে সাজায়।
আর, ভাল দ্রব্য যে দেশে যা,
সব নিয়ে, বলে, "তুই আগে খা,"
অত খেলে পর্‌লে, কার বা, জ্যোতি না ছুটে গায়।
দক্ষ রাজার কপাল খেয়ে, দিল না কোন বুড়োয় বিয়ে,
রূপের সিন্ধু চাঁদের হাতে দিল।
সে, নিজের রূপে নিজেই বিভোর,
বউ হয়ে আমি যেন চোর,
এক দিনও ত মোয় না ফিরে চাইল।
না দিল কোন বসন ভূষণ,না কর্‌ল একটু আদর যতন,
না দিলে একটু তৈল মাথায় মাখ্‌তে।
না আছে মোর সীঁতেয় সিন্দূর,থাকি কলে বদ্ধ ইন্দুর,
বাঞ্ছা নাই আর এক পল বেঁচে থাক্‌তে।
এক সতীনে বাঁচা ভার,সোয়া ছ' গণ্ডা সতীন আমার,
মরণ ভাল ছিল ইহার চেয়ে।
তিথ্যমৃত প্রত্যেকের আছে,নাই কেবলি আমার কাছে,
ক্ষুধার বেলায় খাই সতীনের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে।
আমার দুঃখ কহার নয়, এমন হলে রূপ কার হয়,
পৃথিবীর লোক আমার নামে, ত্রস্ত অহর্নিশ
এনু যদি বা বাপের ঘরে, সতীর প্রশংসাই সবে করে,
আমি অভাগী যেন সকলের, দুই চক্ষের বিষ!"
মঘার কথায় কেহ হাসে, কেহ বা কহে উপহাসে,
"সতীকে সুখ্যাতি করনু বলে,
তুই ত নিন্দের মানুষ নহিস্,কেন বা মনের দুঃখে মরিস্,
নিন্দ্য কে হয়, রাজার মেয়ে হলে!"
আকাশ পাতাল ভূলোকে,বল্ কে নাহি চিনে তোকে,
সু-প্রসিদ্ধা তোর মত কেউ নাই।
তোর মহিমার নাই অবধি, তুই আমাদের মঘা দিদি,
মোরা,ফাঁক পেলেই নির্জ্জনে বসি,তোর মাহাত্ম্য গাই॥"

এ দিক, দক্ষরাণী সতীকে নিয়ে, রত্নাসনে বসাইয়ে,
স্বর্ণ থালায় দিলেন নানা ফল,
দধি, দুগ্ধ, মাখন, ছানা, মিশ্রিত করি মিশ্রী-দানা,
দিলেন পানে গৌরীকুণ্ডের জল।
জননীর আদর যতনে, অতি উল্লাস সতীর মনে,
ভোজনান্তে চল্লেন যজ্ঞ-স্থলে।
প্রথমে চল্লেন যারা দিদি, অনুরাধা, কৃত্তিকা, আদি,
মঘা সতীর অগ্রে অগ্রে চলে।

অতি বৃহৎ যজ্ঞভবন, ঋষি-মহর্ষি-দেবর্ষিগণ,
যথাযোগ্য আসনে সব বসিয়ে।
দক্ষ বসিয়ে সিংহাসনে, প্রণাম কর্‌ছে কন্যাগণে,
সর্ব্ব শেষে সতীকে নিরখিয়ে,
বস্‌ল দক্ষ হয়ে ধীর, যেন, ঝড়ের পূর্ব্বে বাতাস থির,
সভাস্থ সব রহিলেন বিস্ময়ে।
প্রণমি সতী,রহিলেন বসি,দক্ষ কহে,"রে পাপীয়সি!"
সতী কহেন, "বাবা, আমি তোমার মেয়ে!"
ক্রোধোন্মত্ত দক্ষ তখন, উঠ্‌ল, ছাড়ি সিংহাসন,
নয়নে যেন জ্বলিল হুতাশন।
দন্তে ঘাড় বক্র করি, মল্লের মত ঘুরি ফিরি,
পদাঘাতি ভূতলে ঘন ঘন,
বল্‌তে লাগ্‌ল দুর্ব্বচনে, "তুই কেন এলি এখানে?
ঢালিতে পুনঃ মর্ম্মে বিষানল,

ঢেলেছিস্ যা ইন্দ্রালয়ে, এখনো তায় জ্বল্‌ছে হিয়ে,
এখনো দেহ-মন তাহে বিকল।
করি নাই তোদের নিমন্ত্রণ,আন্‌তে করি নাই লোক প্রেরণ,
অথচ তোয় দিয়েছে পাঠিয়ে,
আস্‌ছে বুঝি তোর সে,পরে,দেনো ষাঁড়ের উপরে চড়ে,
নেশায় ঢুলু-ঢুলু-নয়ন হয়ে?
তুই যেমন এক হতচ্ছাড়া,জুটেছে তেম্‌নি কপাল-পোড়া,
চেহারায় ত বাগ্‌দী-পাড়ার পেঁচু,
সাপ গোটা দশ গায় জড়িয়ে,বেড়ায় বেটা ভূত নাচিয়ে,
চিতের আগুনে পুড়িয়ে খায় ঘেচু।
পেত্নী-পাড়ার সর্দ্দার, ভূত-নাচনে কি বাহার!
যে দেখে, সেই গন্ধে বিশ হাত সরে।
তৈলাভাবে মাথায় জটা, গায়ের রং বান্দুরে কটা,
তাতে আবার ভস্ম লেপন করে!
আগে শুন্‌তুম ব্রাহ্মণ, তা'পরে শুনি ক্ষত্রিয়াধম,
তা'পরে শুনি, ইতর বৈশ্য হয়।
তা'পরে শুনি, তাও নয় শূদ্র,
যেমন অসভ্য, তেমন অভদ্র,
তা'পরে শুনি শূদ্রও সে নয়।
জন্মের পরিচয় পাওয়া যায়না,
বাপের নাম ত কেউ জানেনা,
কেউ জানেনা, আর্য্য কি অনার্য্য।
পৈতে পুড়িয়ে জাতিচ্যুত, মুনি, ঋষি, মহর্ষি, যত,
তারাই তাকে করেছে শিরোধার্য্য।
ব্রহ্মা চলেন হংসে উঠে, বিষ্ণু চলেন গড়ুর পিঠে,
তোর সে গরুর বাহন একটা গরু।
যেখানে যায়, ভদ্র যারা, কত বিদ্রূপ করে তারা,
তবু লজ্জা হয়না ভেড়োর, এম্‌নি চামড়া-পুরু!
পেটের দায়ে ঘরে ঘরে, বেড়ায় ভেড়ো ভিক্ষা ক'রে,
তাও কি আছে, তায় জাতির বিচার?
সাগর-মন্থনে উঠ্‌ল বিষ,খেয়ে ফেল্লে হাবিশ্ হাবিশ্,
তবু বেটা মর্‌লে না প্রাণে, এমনি কুলাঙ্গার!!

আবার, তোর গায় দেখ্‌ছি অলঙ্কার,
নিশ্চয় কোন মহারাজার,
ঘরে সিন্ধ কেটেছে গুলিখোর,
হরি, রাজমহিষীর ভূষণ, সাজিয়ে তোকে রাণীর মতন,
দিয়েছে পাঠিয়ে, দেখা'তে তার,
ঐশ্বর্য্যের কত জোর।
কি জন্য তুই এলি এখানে?—
বল্, কে তোয় বাঁচাবে প্রাণে,
আমি যদি তোর মুণ্ডু এখন কাটি,
কে তার সিদ্ধি দেবে ঘুটে,কু'ড়াবে কে তার রান্নার ঘুটে,
তুই ম'লে তার খেতে হবে,
শ্মশানের ছাই আর মাটী।"
দক্ষের দম্ভ দেখ্‌তে,দেখ্‌তে, শিব-নিন্দা শুন্‌তে, শুন্‌তে,
মহাদেবী সতীর চক্ষু সজল।
কম্পান্বিত কলেবর, মুখে "হা নাথ, বিশ্বেশ্বর",
মন-ক্ষোভে স্তব্ধ সভাতল।
বল্লেন সতী,"এই কি পিতা,আমি কি ইহার দুহিতা!
এই কি প্রজাপতি মহারাজ দক্ষ?
তাই যদি হয়, তবে কেন, দুরাত্মার দুর্ম্মতি হেন?
নিন্দি শিবে, মৃত্যু করেছে লক্ষ্য!
যিনি বিরাট বিশ্বেশ্বর, নিত্য ভয়-বিঘ্ন-হর,
তাপত্রয়ে যিনি উদ্ধারক,
সঞ্জীবনী শক্তির আধার,যিনি ভিন্ন আশ্রয় নাই আর,
যিনি মৃত্যু-ভয়-হন্তারক।
পরব্রহ্ম পরমেশ, প্রত্যেক দেহে হৃদয়েশ,
আত্মা-পরমাত্মা স্বরূপ যাঁর,
নাই যাঁর জন্ম, নাই যাঁর মৃত্যু,
নাই যাঁর মিত্র, নাই যাঁর শত্রু,
দুর্ভাগা করে তাঁর জাতি-বিচার!
বৃষভ-রূপ করি ধারণ, স্বয়ং ধর্ম্ম যাঁহার বাহন,
বলদ-বাহন তাঁহাকে মূর্খ বলে।
তাঁহাকে বুনো-বাগ্দী ভাবে,প্রজাপতি এ কোন্ স্বভাবে,
স্থান কিরূপে পায় দেব-মণ্ডলে।

বিদ্যুৎরূপা কুণ্ডলিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী সঞ্জীবনী,
সর্পিনী-রূপে বিরাজে যাঁহার শিরে,
কালময় যাঁর কলেবর, কালমূর্ত্তি দিগম্বর,
বল্‌ছে, সাপ জড়ান তাঁর শরীরে।
বেদ-মূর্ত্তি ব্রহ্মতনয়, এইরূপ একটা গর্দ্দভ কি হয়!
জানি না, কার অভিসম্পাতের ফলে,
এর তনয়া হইনু এবার, দণ্ড দিতে শিব-নিন্দার,
ঘটাতে মহা প্রলয় যজ্ঞস্থলে।
উপাস্য যিনি বর্ণে বর্ণে, তাঁর নিন্দা শুনিনু কর্ণে,
পতির নিন্দা শুনিনু হয়ে সতী,
পতিব্রতা রমণী যাঁরা, নিরখি আমার কর্ম্ম, তাঁরা
কত কটাক্ষ কর্‌ছেন আমার প্রতি।
"সতী শিবনিন্দা শ্রবণে,এখনো বেঁচে আছে কেমনে?"
ঐ ত তাঁরা কর্‌ছেন বলাবলি।
এই পাপীষ্ঠের সম্মুখে আর, তিষ্ঠা উচিত নহে আমার,
উচিত নহে, পতিব্রতার কুলে দিতে কালি।"
তখন স্থির নেত্র করি, কহিলেন ক্ষোভে শুভঙ্করী,
"যেমন বুদ্ধি বিবেচনা তোর ধড়ে,
তাহার সাক্ষী জগৎ দেখুক,শিবনামের গৌরব থাকুক,
ছাগের মুণ্ড হউক তোর ঐ ঘাড়ে।
হউক ছাগের কণ্ঠস্বর, ছাগের স্বরে চরাচর,
স্বজন সঙ্গে করিস্ আলাপন।
দূর হউক তোর হাসার শক্তি,
চিনুক দেখি প্রত্যেক ব্যক্তি,
এই সে দক্ষ দুর্ম্মতি দুর্জ্জন!
হা নাথ, হা বিশ্বনাথ, দেব-দেব, জগন্নাথ!
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘে এসেছিনু,
তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি, চলিল তোমার কিঙ্করী,
এই দুঃখ যে যাওয়ার কালে, তোমায় না দেখিনু।"
তখন, দক্ষের প্রতি কটাক্ষ করি,
কহিলেন মহা মহেশ্বরী,—
"পাপিষ্ঠ! তোর দেহোৎপন্ন, এই দেহ নয় সতীর জন্য,
এ পাপ দেহের হউক অবসান!"

বলেই যজ্ঞ-সভাতলে, মহাদেবী পড়্‌লেন ঢলে,
দেহ হ'তে হল, দিব্য জ্যোতির সমুত্থান।
নীল বসন-পরিহিতা, মণি-রত্নে সুসজ্জিতা,
বৃন্তচ্যুত স্বর্ণ-কমল, সতী রহিলেন পড়ি,
মহা বীরেন্দ্র নন্দিকেশ, নিরখি আঁখি নির্নিমেষ,
দক্ষ-নাশে শিবাদেশ, নিতে চল্লেন দৌড়ি।

—০—

নৌকা ডুবে গেল। (চিরদিনের মত অতল জলে।)
পরমাশ্রয় সঞ্জীবনী, শক্তি যাহায় ছিল।
উৎসাহ, উল্লাস, ভরসা, সমস্ত ফুরাল॥
প্রাণ-প্রিয়তম নৌকা, অতলে লুকাল।
নৌকাডুবির আগে, কেন, প্রাণ না বাহিরিল॥
ভুলুয়া গায়, এতই দুঃখে, ভরা এ কপাল।
ডুব্‌ল ভবপারের তরি, তাহাও দেখ্‌তে হল॥

—— গৌরী—গড়খেম্‌টা।

নিরখি সতীর অবসান, দক্ষের হল কিঞ্চিৎ জ্ঞান,
বস্‌ল ছাড়ি ক্রোধের আস্ফালন।
মুনি, ঋষি, মহর্ষি, যত, দুঃখে হয়ে জীবন-মৃত,
দক্ষে ফেলি, কর্‌লেন পলায়ন।
তবুও সভায় রইলেন যাঁরা,
"এখন উপায় কি," তাই তাঁরা
ভাব্‌তে লাগ্‌লেন সকলে বসিয়ে।
রাণীর মূর্চ্ছা বার বার, কৃত্তিকাদির হাহাকার,
উঠ্‌ল উচ্চ গগন পরশিয়ে॥
মঘা বলে "অশ্লেষা দিদি, মরেছে, আয় দেখ্‌বি যদি,
মরেছে সতী, হয়েছে শত্রু-নাশ!
যেখানে যাব ঘরে ঘরে, সতীর প্রশংসাই সবে ক'রে,
মোদের দুজনে নিন্দে বার মাস।
বৎসরান্তে এলে মার কাছে,
তাই কি মোদের যত্ন আছে?
সতীকে নিয়েই নাচানাচি যত।
বাবা বেটা কি বুদ্ধিমান, বাঁচা'তে আমাদের মান,
বাক্য-বাণে করেছেন শত্রু হত!"

তখন, মঘা সতীর কাছে এসে বলে,
“সতী রে বোন্ কোথায় চল্লে ?
তোমায় ছেড়ে কেমনে প্রাণ ধর্‌ব ?
এলে তোমার প্রাণ-কান্ত, কি বলে তায় কর্‌ব শান্ত ?”
অশ্লেষা বলে, “তোর সাথে না হয়,
ফের তার বিয়ে দেব।”
এদিকে ঠাকুর নন্দিকেশ, মুখে কথা নাই বিশেষ,
বিশ্বনাথকে দিলেন সমাচার।
শুনি কহেন বিশ্বেশ্বর, “কর্‌ব ইহার কি উত্তর ?
জানিই ত সব, হবে যা পরে,”—রহিলেন নিরুত্তর।
তখন নন্দী সক্রোধে বল্লেন,কেন তবে মহেশ্বর হলেন,
দোষীর যদি না হয় দণ্ড, না হয় সু-বিচার !
দণ্ড যদি না হয় দক্ষের, যার দুর্ব্বাক্যে মা আমাদের,
ত্যাজিলেন কায়া,“হা বিশ্বনাথ !”বলিয়ে বার বার।”
শুনিয়ে দেব মহা-মহেশ, ছিঁড়্‌লেন এক জটার কেশ,
যেমন নিক্ষেপ কর্‌লেন ভূমি-তলে,
অমনি মহা-বীরভদ্র, উঠি কহে, “হে মহারুদ্র !
আমায় সৃষ্টি করিলেন কি বলে ?”
কি ভয়ঙ্কর শরীর তাহার, দীর্ঘ শালবৃক্ষের আকার,
কাঠিন্য তার, বজ্র-বিনিন্দিত !
মাথায় অতি দীর্ঘ জটা, অঙ্গে কর্কশ চর্ম্ম, কটা।
বক্ষ যেন প্রস্তরে নির্ম্মিত।
খর্ব্ব গ্রীবা, দন্ত যত, ঠিক মহা-শার্দ্দূলের মত,
চক্ষু যেন পর্ব্বতের গহ্বর,
চন্দ্র সূর্য্য বসান তায়, বচন বজ্রধ্বনির প্রায়,
হস্তে কাল ত্রিশূল খরতর।
আজ্ঞা দিলেন দর্প-হর, “দক্ষের দর্প চূর্ণ কর,”
মহা-প্রচণ্ড অসুর মহোল্লাসে,
লম্ফ ঝম্প মারিয়া চলে, নন্দী চলেন প্রমথ-দলে,
গণগণ গর্জ্জিয়া ঘন, আসে।
চলে মৃত্যু অনুচর সঙ্গ, চলে সর্প বিষবহ,
ভৃঙ্গী সেনাপতি ভূতের দলে।
চলিল বিশ্বনাথের ঠাট, আচ্ছাদি রাস্তা মাঠ ঘাট,
মুহূর্ত্তে উপস্থিত যজ্ঞস্থলে।

বীরভদ্র এক চাপড়ে, দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করে,
দলে দেহ সক্রোধে চরণ-তলে।
গণগণ যাহাকে পায়, নিষ্ঠুর ভাবে প্রহারে তায়,
প্রস্রাবে যজ্ঞ ভাসায় ভূতের দলে॥
মহর্ষি ভৃগু পুরোহিত, তাঁহার শাস্তি বিপরীত,
কেউ, মারে কিল, কেউ মারে চড়,
কেউ তার ছিঁড়ে দাড়ি,
কেউ তাঁর পুঁথি পত্র ছিঁড়ে, ঘুরায় শূন্যে পদ ধ'রে,
মহর্ষি বলি কেবল তাঁকে, দিলনা যমের বাড়ী॥
ভঙ্গ করি দক্ষের ভবন, গঙ্গা-গর্ভে কর্‌ল মগন,
প্রমথগণ কর্‌ল প্রাচীর ধ্বংস।
ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, যত, মুহূর্ত্তে সব বিলুণ্ঠিত,
দেবগণ সব পলায়, ফেলি, যজ্ঞের প্রাপ্য অংশ॥
পলায় মঘা উভরড়ে, একটা ভূত ধর্‌ল দৌড়ে,
মঘা বলে, “মের না বাবা, আমি তোমার মাসী।”
ভূত বলে,“তাই যদি হয়,এমন সুযোগ ছাড়িবার নয়,
আয়, তোর ঘাড়ে আমি একটু বসি !”
এদিকে আসি মহেশ্বর, সতীর পবিত্র কলেবর,
যাহাতে কেহ স্পর্শিতে না পারে,
তাহার জন্য যত্ন-ভরে, উঠালেন নিজ স্কন্ধোপরে,
চল্লেন শেষে বিমুগ্ধ অন্তরে,
নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হলে, প্রকৃতি-পুরুষ তাহাকে বলে,
প্রকৃতি যখন পুরুষে গতা হন,
তখন নির্গুণ হন আবার, জ্ঞানশূন্য নির্ব্বিকার,
ক্রিয়াশূন্য বিকল্প-বিহীন র'ন।
শব-শিবায় মিলিত হয়ে, তাই জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে,
চল্লেন কোন লক্ষ্য নাহি আর।
পদ-ভরে টলে ভূতল, উথলি উঠে সিন্ধু-জল,
উঠ্‌ল বিশ্ব-ব্যাপী হাহাকার।
তখন, ব্রহ্মার বাক্যে নারায়ণ, ধরি চক্র সুদর্শন,
চল্লেন সতীর দেহ ছিন্ন করি।
একান্ন খণ্ড কর্‌লেন হরি, একান্ন পীঠ যাহে হেরি,
পিঠের উপরে নির্ম্মিত কাশী-পুরী॥

সতীর অংশ যথায় রহে, মহাতীর্থ তাহাকে কহে,
দর্শনে তাহা সর্ব্ব পাপ-ক্ষয়।
সতীত্বের প্রভাব অনন্ত, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত,
এক বাক্যে গায় সতীত্বের জয়।
দক্ষে হেরি হতপ্রাণ, দক্ষ-রাণী ভগবান,
বিশ্বনাথের শরণাগতা হন।
নয়ন-জল-প্লাবিত মুখে, ডাকেন শ্বশুর চতুর্ম্মুখে,
দক্ষে পুনর্জ্জীবন দিতে, করেন নিবেদন।
তখন, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, সঙ্গে করি চতুরানন,
দক্ষালয়ে হলেন উপনীত,
সমাদরি শৈবগণে, পাঠালেন স্ব স্ব ভবনে,
সাধিতে বস্‌লেন তনয় দক্ষের হিত।
সতীর মহাবাক্যানুসারে, ছাগমুণ্ড দিয়া দক্ষের ঘাড়ে,
ব্রহ্মা পুনর্জ্জীবন কর্‌লেন দান।
দক্ষ নিজ আকৃতি হেরি, লজ্জায় ক্ষোভে রইল মরি,
বুঝিল শিব-নিন্দার পরিণাম।
ভাসি দুই নয়নের জলে, কর জুড়ি তখন দক্ষ বলে,
"নিরখ বিশ্ববাসী জনগণ,
যিনি মহা মহেশ্বর, তাঁহাকে নিন্দে যে বর্ব্বর,
এই রূপে তার ঘটে বিড়ম্বন।
হউক সে ত্রিলোকের রাজা, ঐশ্বর্য্যশালী মহাতেজা,
যদি না রহে ঈশ্বর বলি ভয়,
তার, তেজ-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য যত, সমস্ত জল-বিম্বের মত,
কর্ম্ম-দোষে মুহূর্ত্তে হয় লয়।
সতী-লক্ষ্মী রমণী যারা, মহেশ্বরের প্রাণ তারা,
তাহাদিগে দুর্ব্বাক্য যারা কয়,
ছাগ-মুণ্ড তাহাদের হবে, সর্ব্বত্র ঘৃণিত রবে,
ভুলুয়া কয়, "নিশ্চয় নিশ্চয়"॥

—০—

ভজন-কীর্ত্তন

—:০:—

এ মর মহীতে, মাকে মা বলিতে,
মন রে, যে জন শিখেছে।
সে কি পাপ চোখে দেখে কামিনীকে,
মাতৃভাবে মন তার মজেছে॥
কামিনীর মূর্ত্তি দেখে সে যখন,
মার মূর্ত্তি তার হয় রে স্মরণ,
মার তত্ত্ব মনে করে আলোচন,
পাপ চিন্তা তাহার গিয়েছে॥
বিশ্ব-প্রসবিনী প্রতি ঘরে ঘরে,
মার মূর্ত্তি ধরি বিশ্ব প্রসব করে,
জাগ্রত এ তত্ত্ব যাহার অন্তরে,
তাহার মহাভাব ঘটেছে॥
কে বলে কামিনী মায়াবিনী বামা,
সে দেখে, ও মার জীবন্ত প্রতিমা।
স্নেহময়ী ভবে কে উহার সমা,
উহার উপমা কে আছে॥
যাহার শোণিতে এ দেহ গঠন,
শোণিতের স্রাবে লভেছি জনম,
বুকের শোণিতে বেঁচেছে জীবন,
সে বিনা ঈশ্বরী কে আছে॥
জননী-প্রতিমা নিরখি যে জন
মনে মনে করে পাপ আলোচন,
(সম্মানের চক্ষে না করে দর্শন।)
মানুষ হইয়া, সংসারে আসিয়া,
ভুলুয়া রে, সে পথ ভুলেছে॥
—— ঝিঁঝিট-একতালা। ৪১

যে ডাকে কালী মায়, সে মাখা কালিমায়,
শুনিলাম, হায়, এরূপ কথা এই প্রথম।
চুম্বক পরশি, লোহা লোহাই থাকে,
এরূপ কথা আর, শুনি নাই কখন॥
দিনান্তে যে একবার "কালী, কালী" বলে,
চিন্তা করে মার শ্রীচরণ-কমলে,
অন্তর যে তার ধৌত তীর্থ-জলে,
নিত্য সে পবিত্র, নির্ম্মল অনুপম॥

এ ধরিত্রী মাঝে শত্রু কে হয় তার ?
জগন্মিত্রে সে যে কুমার কালী মার।
বশীভূত তার চরিত্রে সংসার,
বশীভূত পশু-পাখী পতঙ্গম ॥
শান্তি-সুখের কথা বৃথা কি আর বল ?
নামে সে হয় প্রাপ্ত শান্তির চারি ফল।
বাসনা বিকার, থাকেনা তাহার,
সহজে হয় তার ইন্দ্রিয়-সংযম ॥
তবু যদি দেখি ইহার বিপরীত,
বলে নাই সে কালী অন্তরের সহিত।
তার, মুখে জয় কালী মা, মনে মকদ্দমা,
বিড়ম্বিত সে ত ভুলুয়ার মতন ॥

—— ঝিঝিট—একতালা। ৪২

এ সংসার আনন্দ-ধামে নিরানন্দে রও কেন মন ?
আনন্দময়ী মা আমার, তাঁর আনন্দে রহ মগন ॥
"হলনা, পেলামনা," বলে, করিও না আর অনুতাপ,
অবিরত আক্ষেপ রত, ইহাই বড় বিষম পাপ।
বিধাতৃর বিধান যাহা, কার সাধ্য খণ্ডাবে তাহা,
লাভালাভ তার তেমন ঘটে, যার যেমন সাধন ভজন ॥
জরাব্যাধি-মৃত্যুর অধীন যখন রে এই কলেবর,
তখন ইহার সুখ-সাধনে কেন সদা যত্নপর ?
যখন যাহা না হলে নয়, তা হলেই ত যথেষ্ট হয়,
শিরে মরণ চিন্তা করি, স্মর মার অভয়-চরণ ॥
যতই আশা পূর্ণ হয় রে, ততই বাড়ে নূতন আশ,
আশায় তৃপ্তি নাহি ঘটে, আশায় ঘটায় সর্বনাশ।
ভোগে ভোগের আগুন বাড়ে,
জ্বালায় জীবে হাড়ে হাড়ে।
রহ যথালাভে তুষ্ট, ভাব ইষ্ট অনুক্ষণ ॥
দুরাশায় উন্মত্ত হয়ে, ছুটোছুটি যতই কর,
হয় না আশা পূর্ণ তাহে, মনাগুনে পুড়ে মর।
প্রবৃত্তির সম্বন্ধ ছাড়ি, চল মন নিবৃত্তির বাড়ী,
নশ্বরত্ব চিন্তা করি, কর আত্ম-সম্বরণ ॥
এই ধরণীর সবই অস্থির, পদ্মপত্রে যেমন নীর,
ধন জন কি সঙ্গে যাবে, ভেবে কেন হওনা ধীর।
ভুলি, আমার, আমার বুলি; মায়া মোহের চুলোচুলি,
"জয় মা" বলি, ভুলুয়ারে, কর তত্ত্ব আলোচন ॥

—— পিলু—ঝাঁপতাল। ৪৩

মনরে তুমি সদয় হয়ে, আমার এই মিনতি রেখ।
কু-কাজ কর, সু-কাজ কর, সদাই শ্যামা-পদে থেক ॥
কু-বুদ্ধিতে হয়ে মত্ত, ভোল যখন আত্ম-তত্ত্ব,
তখন, ফাঁকের ঘরে উচ্চ স্বরে, এক একবার মা বলে ডেক ॥
খাঁচার পোষা পাখীর মত, সু-পড়ালাম তোমায় কত,
তুমি, কিছুতেই নিলেনা বুলি, কেবলি কু-বুলি বক ॥
তুমি আমার সাথী হলে, ভয় র'তনা কাল-কবলে,
ত্রিতাপ-জ্বালা যেত চলে, রইত ইহ পরলোক ॥
যা হওয়ার তা হয়েছে মন,
তোমায় এখন এক নিবেদন,
তুমি, দিনান্তে ভুলুয়ার হৃদয়-পটে, জয় কালীনাম লিখ ॥

—— ভৈরবী—ঝাঁপতাল। ৪৪

দ্বন্দ্ব পরিহর, বন্দ মন অন্তরে,
তারিণী-চরণারবিন্দ রে।
ভঙ্গ কর খেলা, কুরঙ্গ-রস যত,
তরিতে হবে ভব-সিন্ধু রে ॥
নিন্দি পর জনে, ব্যঙ্গ করিছ কত,
হেরিতে নিজ দোষ অন্ধ রে।
আপনা পাসরিছ, পর কুৎসা কহ,
করছি পরিণাম মন্দ রে ॥
সময় থাকিতে, স্মর তারিণী-পদ,
হইবে কালভয় বন্ধ রে।
কাল-কু-বায়ুসহ, নাসায় প্রবেশিল,
জরামরণ-কটু-গন্ধ রে।
ভুলুয়া কহে কাল, কেশ ধরিয়াছে,
শেষ ভুবনানুবন্ধ রে ॥

—— বিভাস-কাওয়ালী। ৪৫

রে মন, তোরে কি বুঝাব তত্ত্ব তাঁর।
কত মুনি, ঋষি, ধ্যানে জ্ঞানে, বুঝেনা মহত্ত্ব যাঁর ॥
প্রার্থনার পূর্ব্বে এই আনন্দের সংসারে আনি,
আনন্দময় সুখাসনে বসান জীবে নিজে যিনি ;
নিজেই হয়ে শত্রু মিত্র, দেখান নানা রসের চিত্র,
শেষে, দিয়ে জ্ঞান-বৈরাগ্য হৃদে,
শান্তি যিনি দেন অপার ॥

গুণত্রয়-বিভাবিনী সম্ভাবিনী জগতের
সম্পালিনী নিজেই যিনি দুষ্ট-নষ্ট-মহতের।
সচ্চিদানন্দ-রূপিনী, ভক্ত হৃদে আহ্লাদিনী,
ত্রিজগজ্জননী যিনি, নিত্যমূর্ত্তি মমতার ॥
সঙ্কটে সময়ে গতি, দুরিতে দুর্ব্বহ ভার,
যাঁহার মত এ ত্রিলোকে দয়ার্দ্রা নাই কেহ আর,
দুর্জ্জন কু-কার্য্যফলে, যখন দুঃখানলে জ্বলে,
তখন যিনি, কোলে করি, ঘুচান রে তার দুঃখভার ॥
সাধে কি সংসার ভুলি, তত্ত্বদর্শী মহাজন,
তাঁহার চরণ আরাধিতে, করেন রে সর্ব্বস্ব পণ।
কত, ব্রহ্মাদি তাঁহার ধ্যানে, মগ্ন সদা, যোগাসনে,
মাহাত্ম্য এক বিন্দু বুঝে, সাধ্য কি সে ভুলুয়ার ॥
—— মিশ্র—কাওয়ালী। ৪৬

রে মন্, ভাবনা কর্‌রে সদা কালী !
যারে, ভাবিলে ভাবনা যাবে, যাবে মনের কালি।
ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-সুখ-জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার,
চঞ্চল তরঙ্গে তুই উঠিস্ পড়িস্ অনিবার।
যন্ত্রণার পারাবার স্ব-কর্ম্মে গড়ালি।—
শেষে, তার ঘূর্ণী-পাকে নিয়ে, আমাকে ডুবালি ॥
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, লভিলি যদি রে মন।
পশুতুল্য আচরণে খোয়ালি তা আজীবন।
আজীবন যন্ত্রণার অনলে দহিলি,—
তবু, দুর্ব্বাসনা, আর দুষ্ট সঙ্গ না ছাড়িলি ॥
পলে পলে দণ্ড গেল, গেল দণ্ডে দণ্ডে দিন,
দিনান্তে জীবন-সূর্য্য অস্তাচলে সমাসীন।
এখনও তৃষ্ণানল নিবাতে না'রিলি,—
সুধাসিন্ধু অবহেলি, হলাহল পিলি ॥
আহা রে দুর্ভাগ্য মোর, বলিব কাহাকে আর,
পরম আনন্দময়ী চিন্ময়ী জননী যার,
সেই মোকে নিরানন্দ-সাগরে ভাসালি,—
ভুলুয়া স্ব-কর্ম্ম দোষে সংসার হাসালি ॥
—— মিশ্র কাওয়ালী। ৪৭

মন, তুমি কি টের পেয়েছ ?
তুমি, মুখ রাখি মা কালীর প্রতি, পাছের দিকে হটিতেছ ॥
যেখানে যাও আড্ডা মিলাও, লোকের কাছে নাম কিনেছ।
এ যে বাজীকরের ভালুক হলে, কার ভাবে কি করিতেছ।
আত্মোন্নতি নয় সোজা মন, আসল তত্ত্ব ভুলে গেছ।
এবার, তত্ত্ব ভুলে মত্ত হয়ে, সুধা ভেবে বিষ খেতেছ ॥
অন্তরে ভোগ সুখ বাসনা, বাহিরে এক সং সেজেছ।
লোকে সাধু বল্লে কি হয়, অসাধুতায় ঘট ভরেছ ॥
এমন, বিড়ম্বনার জীবন নিয়ে, বুঝিনা কোন্ সুখে আছ।
এবার, সুখের মোহে, কুপথ ধরে, ভুলুয়া পথ হারায়েছ ॥
—— ভৈরবী—একতালা। ৪৮

মন তোমার এ কিরূপ রীতি ?
কাজের কথায় নাই মনযোগ, বাজে কথায় খুবই প্রীতি।
ধর্ম্ম নিয়ে দোকান-দারী, বলিহারি এই প্রকৃতি।
কোন দিন হবে দফাসারা, খেয়ে পাষাণ পায়ের লাথি ॥
এসে গঙ্গাতীরে, জলের তরে, দৃষ্টি তোমার কূপের প্রতি।
তাই, মুক্তি দাত্রীর চরণ ছাড়ি, কামিনী কাঞ্চনে রতি।
ভক্তির পুণ্যধাম কাছে নয়, যাওয়া যায়না রাতারাতি।
এঁকে বেঁকে আর না চলি, সোজাপথে কর গতি ॥
ভোগাশার কুহক ছাড়িয়ে, মার চরণে রাখ মতি !
আর, জেনে শুনে বিষ খেও না, এ ভুলুয়ার এই মিনতি ॥
—— ঐ সুর। ৪৯

রে মন, কাজ কি বলে বাজে কথা ?
তুমি স্মরণ কর পরমানন্দে, জগন্ময়ী জগন্মাতা ॥
গান কর তাঁর গুণরাশি, সন্তানে তাঁর যে মমতা।
আর, নয়ন মুদে চিন্তা কর, তাঁর করুণার অন্ত কোথা ॥
বাজে কথায় পর-নিন্দা-পরচর্চ্চা সুতায় গাঁথা।
বাক্তপস্যা নষ্ট যাহায়, তুমি কেন করিবে তা ॥
পেয়েছ বাক্‌শক্তি যদি অমর্য্যাদায় রেখোনা তা।
ভুলুয়া গায়, "জয় মা" বল, ক্ষয় হবে না পবিত্রতা ॥
—— ঐ সুর। ৫০

মন রসনায় লাগাও দড়ি।
ও যে, ঠিক চলেনা সত্যপথে, পাশ কেটে করে দৌড়দৌড়ি॥
আপন কথা গোপন রেখে, পরের কথায় হুড়োহুড়ি।
সদা মত্ত হয়ে যাচ্ছে ছুটি, মর্‌বে কখন খানায় পড়ি।
ভাবের জমা এক কড়া নাই, কথার কেবল ছড়াছড়ি।
আর তুচ্ছ কথায় গোল বাধিয়ে, যেখানে যায় জড়াজড়ি ॥
কেবল এক রসনার দোষে, অযশ হল জগৎ জুড়ি।
তাই ভুলুয়া যা বলে, তার, মূল্য নাই এক কাণাকড়ি ॥
—— ঐ সুর। ৫১

মন যদি রোগ হয়ে থাকে।
তবে, ডাক্ না কেন, সকল রোগের,মুক্তিদাত্রী শ্যামা মাকে ॥
যাঁর নামে যায় জরামরণ, যাঁর নামে হয় শমন-দমন,
তুচ্ছ দেহ রোগের বেদন, তার কি থাকে যে তায় ডাকে ॥
যত দুর্ব্বাসনার বিকার, সবারই হবে প্রতিকার,
রাখ্‌লে হৃদে শ্যামা মাকে, তাড়িয়ে দিয়ে চোর ছটাকে ॥
এখন এই মিনতি তোরে, "জয় মা" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
দুরারোগ্য ভব-রোগে, বিমুক্ত কর্‌ ভুলুয়াকে ॥

ঐ সুর। ৫২

মন যতক্ষণ ভবে থাক।
"জয় কালী, জয় কালী" বলে, অন্তরে বাহিরে ডাক ॥
গা তুল জয় কালী বলে, কালী বলে শুয়ে থেক।
যেখানে যাও যাহাই কর, জয় কালী নাম ভুলনাক ॥
আগে কালী, পাছে কালী, কালীরূপে নজর রেখ।
এবার, নজরবন্দি কর্‌লে মাকে, ভবের বন্ধন থাক্‌বেনাক ॥
(নজরবন্দি করি মাকে, এক ধেয়ানে রূপ নিরখ ॥)
মনে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে মন কালী আঁক।
ভুলুয়া গায়, "কালী" বলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই ঢাক ॥

ঐ সুর ৫৩।

মন যাহাকে খুঁজে মর।
সে যে অন্তরে বাহিরে তোমার, ধরা দিলেও ধরতে নার ॥
বিশ্বভরা মূর্ত্তি তাহার, স্বপ্রকাশ সে নিরন্তর।
সেই ত সঞ্জীবনীরূপে, দেহীর শোভা মনোহর ॥
সেই ত হাসায়, তাই ত হাসে, তাহার সঙ্গে সুধাকর।
আবার সেই ত অরুণ পরভাতে, মধ্যাহ্নে হয় খরতর ॥
সে, যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচ, যে বোল ধরায় তাহাই ধর।
তারই, কোলের মধ্যে বসে, বল্‌ছ আমায় কোলে কর ॥
ভুলুয়া গায়, তাই যদি হয়, আর কেন মন মুলুক ঘোর।
নয়ন মুদে হৃদে দেখ, হৃদ বিহারী নটবর।

ঐ সুর। ৫৪

কেন তেমন দিন হবে না।
যে দিন "জয় মা" বলে ডঙ্কা মেরে, এড়াব কালের ভাবনা ॥
সুপুত্র কুপুত্র যাহা, হয়েছি, তা মায়ের জানা।
কুপুত্রেও সে করে কোলে, অকরুণায় কেউ রহে না ॥
শ্যামা মাকে মা যে কহে, ভেদবুদ্ধি তার কি রহে ?
বিশ্বে কে বিরাজে বিশ্ব-প্রসবিনীর তনয় বিনা ॥
ধরাও সে মা, শূন্যও সে মা, অনল, অনিল, সলিল, সে মা,
তারই তারায় বহে ধারা, যে বুঝেছে তার মহিমা ॥
মা ত কোল পাতিয়ে আছে, হাত বাড়ায়ে ডাকিতেছে,
ভুলুয়া মার ছেলে হয়ে, "জয় মা" বলি কোলে যা না ॥

ঐ সুর। ৫৫

মন মিছে কেন ভেবে মর ?
যেমন ঘটায় তেম্‌নি ঘটুক, তুমি বসে শ্যামা মাকে স্মর ॥
যার বিধানে বদ্ধ রে মন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।
সেই শ্যামা যা করবে বিধান, তুমি কি খণ্ডাতে পার ॥
জাননা মন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, তার কিঙ্কর।
তার-ই ইচ্ছায় ঘটে জীবের, জনম মরণ নিরন্তর ॥
যাহাতে মঙ্গলে র'বে, অনাদি এই চরাচর।
সেই বিধান কি তোমার লাগি, ভাঙ্গবে বসে চিন্তা কর ॥
বিত্ত-বন্ধু-বিয়োগে মন, ভবে কে নিমুক্ত হের !.
যদি, মার বিধি অমান্য কর, তবে তুমি কাঁদ্‌তে পার ॥
পরের মরার কান্না ছাড়ি, ভাব এখন কখন মর।
ভুলুয়ার দিন যায় বিফলে, জয় মা বলে সুপথ ধর ॥

ঐ সুর। ৫৬

ভবে তার মত কে আছে ভাগ্যবান।
যে জন, মা তোমায় মা বলে ডাকে, তুমি যায় বল সন্তান ॥
সে, সুকাজ করে, কুকাজ করে, নিয়ে একবার তোমার নাম।
ফলাফলের বন্ধনে মা, মুহূর্ত্তে পায় পরিত্রাণ ॥
মায়ার চিন্তা করি জীবের, অবসন্ন মন প্রাণ।
সেই মায়া হন সেবিকা তার, প্রহরী হন ভগবান ॥
সে যা করে, তাই শোভা পায় মা, যা বলে তাই প্রাণারাম।
তার মুখের কথায় শাস্ত্র হয় মা, রামকৃষ্ণ তার এক প্রমাণ ॥
এমন সুযোগ থাক্‌তে এবার, হ'ল না ভুলুয়ার জ্ঞান।
সে, ডাক্‌লনা মা বলে' তোমায়, নিল না শ্রীপদে স্থান।
—দুর্ভাগা কে তার সমান !

মিশ্র-গড়খেমটা ৫৭।

মন রে, কর কিসের অভিমান।
যমে ধর্‌লে হবে সব সমান ॥
(হবে দণ্ডপরে সব সমান।)
মন কি কর সম্পদের বড়াই,
এযে জোয়ার ভাটা সিন্ধু-নীরে, এই আছে এই নাই।

কত সম্রাটের প্রভুত্ব রাজত্ব, কোথায় চলে যায়—
হয়, রাজধানী মহা শ্মশান ॥
মন কি কর লোক-জনের বড়াই,
মনে রেখ দুর্য্যোধনের ছিল একশ ভাই।
তার, বংশে বাতি দেওয়ার জন্য রে, এখন একটাও নাই,
ভীমের, গদার তলে সব শয়ান ॥
জাতির বড়াই কর কার কাছে।
ব্রহ্মময়ীর কাছে কি আর জাতির ভেদ আছে।
সে দিন জাতির দোহাই দিলে চল্‌বে না,
যেদিন বিচার হবে,
সেদিন, থাক্‌বে কেবল সাধুর মান ॥
কোথায় প্রতাপসিংহ আকবর,
আর হবে না হলদীঘাটে, প্রলয়ের সমর।
কালের স্রোতে সব ভেসে গেছে,—কিছু নাইরে আর।
এই ত দম্ভ দর্পের পরিণাম ॥
মন রে ছাড় স্বভাব উদ্ধত।
কখন মৃত্যু ঘটবে, তাহা নাই রে নিশ্চিত।
সদা রও নিবিষ্ট, ইষ্ট-সাধনে,—দুর্গা দুর্গা বল,
কর ভুলুয়ার উপায় বিধান ॥
নগর কীর্ত্তন—একতালা। ৫৮

একবার নাচরে মন, দুই বাহু তুলে।
আর "জয় মা", বলে আশার কুহক, একেবারে যাও ভুলে ॥
জগদ্ধাত্রী জননী, বরাভয়-বিধায়িনী,
অভাব-বিপদ-বিঘ্ন-ঘোরে, মুক্তি দায়িনী।
তার কি ভবের বন্ধন থাকে, রয় যে তার চরণতলে ॥
যার, আশ্রয় মার পদে, তাহার সম্পদ বিপদে,
দুখের মাঝেও, চিত্তে তাহার, সুখ পদে পদে।
সে, জয় মা বলে, মনের বলে, কুল পেয়ে যায় অকুলে ॥
তাই ভুলুয়া গায়, থাক্‌তে এমন সদুপায়,
কেন, বিপদে মন, থাক্‌বি ব'সে, ডাক্ না একবার তাঁয়।
আর, মা নামের নিশান উড়ায়ে, চল্ সুখে ঢুলে ঢুলে ॥
—— নগর কীর্ত্তন-একতালা। ৫৯

মায়ের একটা দেশ আছে মন,
সে দেশে আর নাই দ্বেষাদ্বেষ।
তাহা আনন্দময় নিরবধি, নিরানন্দের নাই কোন লেশ ॥
সে দেশে বাস করে যারা, আপন পর বুঝে না তারা,
তারা, সকলেই এক মায়ের ছেলে, ছোট বড় এই যা বিশেষ ॥
নাই সে দেশে মানের খোঁটা, কেশের বিন্যাস বেশের ঘটা,
তারা, তুচ্ছ বিষয় কেউ ভাবেনা, ভাবে কেবল মহামহেশ ॥
ধনী দুঃখী নাই সেখানে, তরঙ্গ নাই ঝড় তুফানে,
ভুলুয়া যদি যাস্ সেখানে,
ঘুচ্‌বে রে তোর মোহের আবেশ ॥
—— মিশ্র-গড় খেমটা। ৬০

মরি হায়, কি অপরূপ, এই কালী-রূপ,আমি বড় ভালবাসি ॥
নাচে মা,এলো চুলে, হেলে দুলে,বিলায়ে নীল কিরণরাশি।
চরণে, রণ নুপুর, বাজে মধুর, অধরে ধরেনা হাসি ॥
বরাভয় দিচ্ছে করে, সমাদরে, ভক্ত জনের ভয় বিনাশি।
কেশপাশ উড়্‌ছে ধীরে, পবন ভরে, জলধরে উপহাসি ॥
সু বিশাল শিব-উরসে, রঙ্গ রসে, নাচ্ছে শ্যামা এলোকেশী।
যেন শ্বেত সিন্ধু-নীরে,ধীরে ধীরে,নীল নলিনী যাচ্ছে ভাসি ॥
আঁধারে পূজা যখন, কি ভাব তখন,
আঁধারে নীল আলোক রাশি।
কালী-রূপ কালো করে, আলো করে,
কালো নিশির আঁধার নাশি ॥
এমন কালীরূপ ভাব রে, ভুলুয়ার মন দিবানিশি।
যাতে, দিন ফুরালে, হৃদ্ কমলে, উদয় হবেন, ত্রিলোকেশী ॥
—— —গড়-খেম্‌টা।

শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা।

"শক্তি-পূজা, মাতৃ-ভাব-মাহাত্ম্য, বর্ণিয়া,
উপবিষ্ট বৃক্ষ-তলে, পর্ব্বতের কোলে।"

পরিশিষ্ট

—:০:—

১ম দিন—২য় পরিচ্ছেদ ;—রত্নগিরি তেজপুর-নিবাসী ব্রাহ্মণ ; সু-পণ্ডিত ; তন্ত্রশাস্ত্রে অধীয়ান ; মাতৃভাবের সাধক। অতিশয় বৃদ্ধ, কিন্তু বুদ্ধিমান। তিনি প্রথম প্রশ্ন-কর্ত্তা।

বিষ্ণুদাস—জন্মস্থান নদীয়া-দর্শনায় ; স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত। বৃন্দাবনে পাথরপুরায় থাকিতেন। গৌর-শিরোমণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন। ১৩১৭ সালে ৮ই আষাঢ় বৃন্দাবনধামে দেহ-ত্যাগ করেন।

নৃপতি নরেশ—কালীমন্ত্রের সাধক। তাঁহার রচিত দুই চারিটী গান ভিন্ন অন্য পরিচয় জানি না।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব,—জন্মস্থান নদীয়ার কুমারখালি। তন্ত্রশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। "তন্ত্র-তত্ত্ব" প্রণেতা ; শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-বক্তা ; বঙ্গে ও আসামে ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতার জন্য সু-বিখ্যাত। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফ্‌জাষ্টিস্ উড্রপ সাহেবের গুরুদেব। ৫ম খণ্ড সদ্ভাবতরঙ্গিণী পড়ুন।

চৌধুরী গোবিন্দ—জন্মস্থান বগুড়া-শেরপুরে। ভবানী-পুরের শ্রেষ্ঠ সাধক হরানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। সঙ্গীতসাধক। তাঁহার রচিত পদসমূহের ভাব ও ভাষা অতুলনীয়।

ব্রহ্মানন্দ গিরি—জীবন-চরিত পড়ুন।

গরীব ব্রহ্মচারী—৪র্থ দিন-৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখুন।

রামদত্ত—বালিতে (হুগলী) জন্মস্থান। মা-নামের সঙ্গীত-সাধক। তাঁহার পদ যেমন সরল, তেমন ভাবপূর্ণ। বহুস্থানে তাঁহার গান যত্নের সহিত সকলে শ্রবণ করেন। দিনাজপুর যাইতেছিলেন, পথে দৈবাদেশ হয় ; "কাশী যাইয়া মা অন্নপূর্ণাকে গান শুনাও।" কাশী যান, সেখানে স্ব-জ্ঞানে, সাধকের ন্যায় দেহত্যাগ করেন।

পাগল শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দিনাজপুরের অন্তর্গত মহাদেবপুরে বাড়ী। জমীদার। মাতৃভাবের সঙ্গীত-সাধক। "পাগলের পাগ্‌লামী" নামে তিন খণ্ড বই তাঁহার পদাবলী। প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত। শ্রেষ্ঠ সাধক।

কোকিল-জননী,—কোকিলেশ্বর কাব্যতীর্থ, এম, এ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর প্রফেসর ; তাঁর জননী সহ-মরণে যান।

রাণী শরৎসুন্দরী—পুটীয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী।

সাধক-লোক-গৌরব শরৎচন্দ্র চৌধুরী—আলিপুরের ভূত-পূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ বাবু ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত জীবন-চরিত পড়ুন। শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধক, মাতৃভাবে তন্ময়, "দেবীযুদ্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ; "শিক্ষা-পরিচয়ের" একমাত্র লেখক। শ্রীহট্ট-বেগমপুরে জন্মস্থান ; পুটিয়া হাইস্কুলের প্রসিদ্ধ হেড্‌মাষ্টার। শ্রীহট্ট কন-ফারেন্সের সভাপতি।

হরিশরণ মজুমদার—শ্রীহট্টের তুঙ্গেশ্বরে জন্মস্থান। সঙ্গতিশালী। কালীমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক। অন্তর্য্যামী ছিলেন।

ভক্ত মাধোলাল—বৃন্দাবন-বাসী ব্রাহ্মণ, কালী-সাধক ; তিনি দীপান্বিতায় কালীপূজা করিতেন। ১৩০৬ সালের কালীপূজায় আমি উপস্থিত ছিলাম।

ভবানী ঠাকুর—৪র্থ খণ্ড সদ্ভাবতরঙ্গিণী পড়ুন।

দাশরথী—পাঁচালী প্রণেতা ; এক সময় তাঁহার পাঁচালী গানে বঙ্গদেশ মুখরিত ছিল।

বিশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"চিন্ময়ী" মূর্ত্তিতে কালী-সাধক ; পাগল শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর।

১ম দিন—৪র্থ পরিচ্ছেদ,—নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, কামাখ্যার ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে সাধনা করিতেন। ওঙ্কার-নাথ মণ্ডলীর গুরুমহারাজ স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ; মাতৃভাবের সাধক ; কৌল বা ব্রহ্মবাদী ; মা ভুবনেশ্বরীর পাদপদ্মে তন্ময় ; অতিশয় নির্ভরশীল এবং নির্ভীক। ১৩০৪ সালের ৪ঠা আষাঢ়ের ভূমিকম্পে যখন মন্দির ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হয়, তখন মা ভুবনেশ্বরীকে রক্ষার জন্য, তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মা ভুবনেশ্বরীর পীঠের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকেন, মন্দির মহাশব্দে চূর্ণ হইয়া তাঁহার পীঠের উপরে পতিত হয়।

ভূমিকম্প উপশমিত হইলে, পর দিন বিপুল জনসঙ্ঘ ভুবনেশ্বরীর ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ সরাইয়া ফেলে, এবং দেখে, ব্রহ্মচারী অক্ষত শরীরে রত্নপীঠের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। সকলের বিস্ময়ের অবধি রহে না।

হিন্দু-সমাজের সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-বক্তা, পরি-

[illegible] শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় (পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী।) কামাখ্যায় আসিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে উত্থিত হন, এবং তন্ময় সাধক নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। তখন মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল। পরিব্রাজক মহাশয় ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"এই নির্জ্জন পর্ব্বত-শিখরে, এই ভীষণ জঙ্গলে, একাকী থাকৃতে আপনার ভয় করে না ?"

ব্রহ্মচারী—"ভয় কি ?—মা ভুবনেশ্বরীর কোলে থাকি।"

পরিব্রাজক—"মাকে কি আপনি দেখেছেন ?"

ব্রহ্মচারী—"অন্ধ ছেলে মার কোলেই থাকে,—মার হাতেই পান-ভোজন করে, কিন্তু মাকে দেখ্‌তে পায় না। আমিও সেইরূপ, মার কোলেই থাকি, মাই আমাকে খাওয়ায়, পরায়, তবু আমি মাকে দর্শন কর্‌তে পারি না। আমি জন্মান্ধ !"

উত্তর শ্রবণে পরিব্রাজক মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন এবং "অতি অপূর্ব্ব উত্তর ! ধন্য মহাপুরুষ !" বলিয়া নিজ স্থানে গমন করেন।

গৌহাটীর গবর্ণমেণ্ট উকিল, রায় কালীচরণ সেন বাহাদুরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একবার দ্বারবঙ্গের মহারাজ রামেশ্বর সিংহ তাঁহাকে একশত টাকা তাঁহার খরচের জন্য প্রদান করেন। তিনি সে টাকা, কোন সৎকর্ম্মে খরচের জন্য, রায় বাহাদুর কালী বাবুকে প্রদান করেন। কালীবাবু বহু সদনুষ্ঠানের জন্য প্রাতঃস্মরণীয়।

কালীবাবুর পিতৃদেব শ্রীমন্ত সেন মহাশয় যেমন কর্ম্মবীর, তেমনই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর পরম ভক্ত, এবং সেবাকারী ছিলেন।

সদানন্দ সাধু,—বৈষ্ণব সাধক। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তিনি বাউল সম্প্রদায়ের একজন "মহাজন"। তাঁহার রচিত অধিকাংশই, দেহতত্ত্ব-বিষয়ক। বালুচরের পরিব্রাজক প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রধান শিষ্য।

২য় দিন—১ম পরিচ্ছেদ—স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী—ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর গুরুমহারাজ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; বেদ-বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। অধিকাংশ সময় নাসিকে অবস্থান করিতেন; শিবোপাসক। কাশীধামের বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, মণ্ডলীর বর্ত্তমান গুরুমহারাজ শ্যামানন্দ সরস্বতী, স্বামী আভীরানন্দ সরস্বতী, কামাখ্যার নিন্দ্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাপুরুষবৃন্দের গুরুমহারাজ। আমি ১২৮৮ সালে রাণাঘাট হইতে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হই, এবং কামাখ্যায় উপস্থিত হই।

স্বামী ধীরানন্দ,—বৈদ্যনাথধামে শিবগঙ্গার তীরে অবস্থান করিতেন। শৈব, এবং সত্যপক্ষপাতী সাধক ছিলেন। চোল পাহাড়ের ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন।

ভোলানন্দ গিরি,—পূর্ণানন্দ স্বামীর একজন সঙ্গী।

ত্রৈলঙ্গী,—অসিতানন্দ ব্রহ্মচারীকে ত্রৈলঙ্গী বলা হইত।

স্বামী অভীরানন্দ সরস্বতী,—জন্মস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত খণ্ডকোষে। পূর্ব্ব নাম আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তন্ত্র-তত্ত্ব-বিশারদ। প্রসিদ্ধ খাঁকী বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, গোপাল ব্রহ্মচারী, গজেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি দেশ-বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকগণের অত্যন্ত ভক্তিভাজন। সন্ন্যাসে দশ নামার অন্তর্গত, কিন্তু কার্য্যতঃ তান্ত্রিক সাধক এবং তন্ত্র-তত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ভৈরবীপূজক; কুমারী-পূজায় জাতি-বিচার-শূন্য। তিনি কুলগত জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল, ব্যাধের কুলেও ব্রাহ্মণ জন্মিতে পারে। রামায়ণ মহাভারত গ্রন্থের অনেকাংশ কল্পনা, বা মিথ্যা, বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। একমাত্র শক্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন। কৃষ্ণ, রাম, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ প্রভৃতিকে শক্তিমান মহাপুরুষ বলিতেন, ঈশ্বর বলিতেন না। এক বিশ্বনাথ—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি ঈশ্বর,—মানুষ কখনো ঈশ্বর হয় না, বিধবা-বিবাহ অসঙ্গত নহে, ইত্যাদি বাক্য, জন্য হিন্দু সমাজের অনেক স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনা হইত না। বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বাহাদুর, পাগল শ্যামবাবু প্রভৃতি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সাধক বলিতেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার বাবু প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য। প্রিয় বাবু শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, নাম হয় প্রেমানন্দ গিরি। স্বামীজীর সিদ্ধান্তে কামরূপক্ষেত্র সর্ব্বোপরি তীর্থ। তাই জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর কামরূপ ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। ১৩৩২ সালে, ভাদ্র মাসে, দিকরবাসিনী-তীরে

দেহত্যাগ করেন। আমরা পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর কথায় তাঁহার বয়স একশত পঁচাশী প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্দ্ধমানের গবর্ণমেণ্ট উকিল, ধর্ম্মপ্রাণ, পরমভাগবত, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহার সঙ্গে অভীরানন্দ স্বামীর পরিচয় ছিল। তিনি সময় গণনা করিয়া তাহার বয়স মাত্র ১৩৩ একশত তেত্রিশ বৎসর নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্যামানন্দ সরস্বতী,—স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর প্রধান শিষ্য এবং মণ্ডলীর অধ্যক্ষ। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, বি, এ, পাশ; সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত। মাত্র তিন বৎসর কাশীধামেথাকিয়া বঙ্গ ভাষায় এমন সুপণ্ডিত হন যে, যখন বঙ্গ-ভাষায় আলাপ বা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া ভ্রান্তি হইত। তিনি বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা দর্শন করিয়া, শক্তি-তত্ত্ব অবগত হইতে, তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। তন্ত্র-তত্ত্ব-বিশারদ স্বামী অভীরানন্দ তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন, কিন্তু শক্তি-তত্ত্ব আলোচনার ফলে, মাতৃ-পূজার অত্যন্ত পক্ষপাতী। তিনি স্বদেশোন্নতির প্রয়াসী ছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিতেন, এবং সময় সময় "শঙ্করি! শঙ্করি!" শব্দ উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার অপরিমেয় বিদ্যা, অতি নির্ম্মল চরিত্র, প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা, এবং জ্যোতির্ম্ময় শারীরিক সৌন্দর্য্য, তাঁহাকে তখনকার সাধকমণ্ডলে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল। তিনি ১৩২৫ সালে ৯২ বৎসর বয়সে, মাত্র দুই দিনের জ্বরে, নাসিকে দেহত্যাগ করেন। ১৩০৪ সালে ১২ই শ্রাবণ তারিখে, চন্দ্রনাথ তীর্থে, তাঁহার নিকটে, আমি "অবধূত আশ্রম" গ্রহণ করি।

মহেশানন্দ,—দক্ষিণ-দেশবাসী। সুপণ্ডিত এবং সদাচারী। স্বপাকী এবং একাহারী। সর্ব্বদাই হাসিভরা-মুখ। বৃদ্ধ।

গোপাল সন্ন্যাসী,—গোপাল ব্রহ্মচারী। জন্মস্থান পাবনার অন্তর্গত পোতাজিয়া। ভবানীপুরে (বগুড়া) সাধনাসন। শরৎবাবু তাঁহার আসনে বসিয়া ১৩০৫ সালে কুড়ি দিন মন্ত্র জপ করেন। গোপাল ব্রহ্মচারী শান্তি-স্বস্ত্যয়নে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার শিবা-ভোগ দর্শনীয় ছিল। জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধশূন্য ছিলেন। ১৩০৩ সালে বিজয়া-দশমীর দিন ভবানীপুরেই দেহত্যাগ করেন। চরিত্রগুণে ও তপ-প্রভাবে তিনি উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

দয়াল দাস,—গরীব সাহী সম্প্রদায়। ব্রহ্মবাদী।

মোহান্ত গোপাল,—রামানুজ বৈরাগী। বীরভূমের অন্তর্গত মল্লারপুর আখেড়ায় অধিকাংশ সময় থাকিতেন।

রামানুজ ত্রিবেণী,—ত্রিবেণীদাস মোহান্ত। মুরশিদাবাদ বড় আখেড়ায় মোহান্ত ছিলেন।

মাধবদাস বাবাজী,—বাঙ্গালী ছিলেন; প্রয়াগ-তীর্থে অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন; প্রয়াগেই দেহত্যাগ করেন। বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যখন হিন্দী বলিতেন, তখন তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়া ধারণা হইত। তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকিয়াও, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ী তাহা বোঝা অসম্ভব ছিল। শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব এমন কি খ্রীষ্টান বা মুসলমান, যে কেহই তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিত, সেই তাঁহাকে নিজ সম্প্রদায়ী মনে করিত। তিনি সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক চিহ্ন-শূন্য ছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার মতে যে হিংসা-মিথ্যা-শূন্য, সেই শ্রেষ্ঠ। ভোজন বিষয়ে তাঁহার এক শিষ্য ভিন্ন কাহারো হস্তে খাইতেন না। অধিকাংশ সময় ফল মূল খাইয়া থাকিতেন। তিনি বিভূতি-সম্পন্ন সাধক ছিলেন।

কাছাড়ের ডেপুটী কমিশনার অফিসের পেস্কার বাবু ভৈরবচন্দ্র দেব বলেন,—"একবার শিবরাত্রির সময় তিনি ভুবননাথ তীর্থ দর্শন করিতে আসেন। তখন বহু সন্ন্যাসী এখানে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে শতাধিক ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী ছিলেন। বরানদীর বিস্তৃত চরের উপরে সকলে আসন করেন। রাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। উকিল, মোক্তার, কেরাণী,—যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন,—সকলেই, সাধুরা কিরূপ আছেন, দেখিবার জন্য প্রাতঃকালে নদীতীরে গমন করেন। দেখিলেন, অনেক সাধু বিস্তৃত ছত্রের তলে থাকিয়াও ভিজিয়াছেন, কিন্তু যে স্থানে মাধবদাস বাবাজী ছিলেন, তাহার চারিদিকে প্রায় দশ হাতের মধ্যে বৃষ্টি পড়ে নাই।" মাধবদাস বাবাজী পূর্ণানন্দ স্বামীকে গুরুদেবের মত ভক্তি করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ ছিল। আমার

সাধনোচ্ছাস ও প্রশ্নোত্তর তিনি আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করিতেন।

নন্দলাল,—অন্য নাম, রামানন্দ ব্রহ্মচারী। ভবানী-পুরে (বগুড়া) থাকিতেন। কঠোর সত্যপক্ষপাতী। সর্ব্ববিধ পাপ-নির্ম্মুক্ত মহাপুরুষ; কিন্তু অন্যায় অসত্য দর্শন করিলে ক্রোধান্ধ হইতেন। সে ক্রোধ সহ্য করা অসম্ভব হইত। তিনি মণ্ডলীর মধ্যে থাকিলেও কাহারো সঙ্গে মিশিতেন না। এক বিশ্বনাথ ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবী মানিতেন না। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিতেন।

কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ,—নির্ম্মুক্ত সম্প্রদায়ের একজন প্রধান গুরুমহারাজ গোবিন্দনন্দস্বামী। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; উলঙ্গ; সহর বন্দরে প্রবেশের সময় একটু লেংঠী পরিতেন; পরক্ষণে আসনে বসিবার সময় খুলিয়া ফেলিতেন।

ধামশ্রেণীর প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সত্যবতী।

রংপুরেরর কুরিগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত এক গ্রামের নাম ধামশ্রেণী। ধনশালী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ভবনকে ধাম বলা হয়। এক সময়ে এই স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকের ধাম ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় ধামশ্রেণী। ধামশ্রেণী স্বচ্ছসলিলা, অমৃতবাহিনী, তিস্তা নদীর তীরে ছিল, বাজার বন্দরে সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং রাজধানীর জন্য সমস্ত বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল।

কুচবিহার রাজ্য এক সময়ে যেমন বিস্তৃত, তেমন প্রতাপশালী ছিল। তখন আসাম প্রদেশ ইহার অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। সেই সময় কুচবিহার মহারাজার কোন সেনাপতি, ধামশ্রেণীর জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই বংশের শেষ রাজা বাসুদেব চক্রবর্ত্তী। শেষে তিনি মোগল সম্রাটের অধীন প্রজা হন।

বাসুদেবও শ্রেষ্ঠ জমীদার ছিলেন। বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গরাবাড়ী, আমকুলবাড়ী, পাতিলাদহ, স্বরূপ পুর, লক্ষণপুর, এই সাতটী বৃহৎ পরগণা, অথবা রংপুরের অধিকাংশ স্থান, তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। তাঁহারও সৈন্য ছিল, অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, এবং বিচারালয় ছিল।

রাজা বাসুদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত রণরঙ্গিনী কালী রাজগৃহের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। রণরঙ্গিনীকে সাধারণ লোকে রঙ্কিনী বলিত। বাসুদেব বৈষ্ণব হইলেও, পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত রণরঙ্গিনীর সেবা-পূজায় ভক্তিমান ছিলেন।

তিনি ধামশ্রেণীর সদর কাছারি উলিপুরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন, নাম রাখেন গোবিন্দজী; পাতিলাদহের সদর কাছারিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাম রাখেন গোপীনাথ। এইরূপে তাঁহার জমিদারীর প্রত্যেক পরগণার সদর কাছারিতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এখন বাহিরবন্দ পরগণার সদর কাছারি উলিপুরে যে গোবিন্দজী আছেন, তিনিই ধামশ্রেণীর রাজা বাসুদেব-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজী। ধামশ্রেণী হইতে উলিপুর মাত্র আড়াই মাইল।

রাজা বাসুদেব নিঃসন্তান ছিলেন। পাবনার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুরের লাহিড়ী মহাশয়দের বংশে তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ হয়। ভাগিনেয় ছিলেন রঘুনাথ লাহিড়ী। তিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, এবং রাজা রঘুনাথ নামে বিখ্যাত হন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সত্যবতী এই রাজা রঘুনাথের সহধর্ম্মিণী।

রাণী সত্যবতীর গর্ভে দুইটী কন্যা হয়। কন্যাদের বিবাহ দিয়া এক জামাতাকে ভিতরবন্দ পরগণা, অন্য জামাতাকে লক্ষণপুর পরগণা, যৌতুক দান করেন। কালচক্রে দুই কন্যাই অকালে দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহারাও নিঃসন্তান ছিলেন। রাণী সত্যবতী একুশ বৎসর বয়সে বিবধা হন। কন্যা দুইটী তাঁহার সংসার-সুখের অবলম্বন ছিলেন। তাঁহাদের অকাল-মৃত্যুতে তিনি শোকে একটু অবসন্না হন। আপন বলিতে সংসারে আর কেহই রহিল না। তখন সংসারের নশ্বরত্ব, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অসারত্ব, তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন,—সুবৈরাগ্যে সমাসীনা হন, এবং মা ব্রহ্মময়ীর পাদপদ্মে মনবুদ্ধি অর্পণ পূর্ব্বক, একাগ্র অন্তরে সাধন আরম্ভ করেন।

বাসুদেব বৈষ্ণব হইলেও রঘুনাথ ছিলেন শাক্ত। সুতরাং রাণী সত্যবতীও শক্তিসাধনায় নিযুক্তা হন। বাসুদেবের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিতা রণরঙ্গিণী মা কালীর উপাসনায় তন্ময়া হন। কালী মন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সাধন-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে পঞ্চমুণ্ডের আসন স্থাপন পূর্ব্বক, সাধনায় উপবেশন করেন। সেই মনোরম মন্দির এখন নাই, সে সাধনা-গৃহও নাই, ভূমিকম্পে সব অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে সেই সেই স্থানে মন্দির ও সাধন গৃহ পরে নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং রাণী সত্যবতী প্রতিষ্ঠিতা কালীমূর্ত্তি (সিদ্ধেশ্বরী) এখন তাহার মধ্যে বিরাজমানা।

রাণী সত্যবতী বাল্যাবধি ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভাবানী তাঁহার সখী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। উভয়ে অনেক সময় একত্র হইয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে গমন করিতেন, এবং এক সঙ্গে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্তা রহিতেন।

যাহা হউক, কন্যাদ্বয়ের অবসান হইলে, রাণী সত্যবতী ধামশ্রেণীর বিপুল সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য কাহাকে দিবেন ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ নিজের গুরুদেবকে সমস্ত অর্পণ করিতে চহিলেন; কিন্তু গুরুদেব সাধনার অন্তরায় ঐশ্বর্য্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। তার পরে প্রিয় নর্ম্মসখী রাণী ভবানীকে কহিলেন, “তুমি আমার এই সম্পত্তির পরিরক্ষণের ভার গ্রহণ কর, এবং আমাকে নিশ্চিন্ত অন্তরে সাধনা করিবার সাহায্য কর।” রাণী ভবাণী এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন, পরে তাঁহার সাধনার সাহায্য জন্য, সম্মতা হইয়া জমীদারীর ভার গ্রহণ করেন।

রাণী সত্যবতী কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। পবিত্রতার মূর্ত্তি, বিধবা ব্রাহ্মণ-তনয়া, আদর্শ ব্রহ্মচারিণী, মা ব্রহ্মময়ীর জন্য ব্যাকুলা হইয়া, কখনো ফলাহার, কখনো জলাহার, কখনো অনাহার, করিতে আরম্ভ করেন। বিষয়ালাপ বর্জ্জন করেন। দিবারাত্রি মা ব্রহ্মময়ীর ধ্যান-ধারণায় তন্ময়া থাকেন। অনন্য ভক্তির সাধনায় ক্রমে মা ব্রহ্মময়ীর আদেশ-প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকেন। পরমা প্রকৃতির নিত্যলীলা দর্শন করিবার দিব্যচক্ষু লাভ করেন,—দিব্যজ্ঞানে অন্বিতা হন। সংসারের সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখ অপবিত্র তৃণের মত ত্যাগ করিয়া, জীবন মুক্ত পুরুষের মত দিব্য ভাবে আসীনা হন। শেষে মা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মভাবে তন্ময়া হইয়া, তাঁহার সুরনর-মুনিগণ-বাঞ্ছিত ত্রিলোক-মোহন রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থা হন। মাত্র তাঁহার একার সাধন-প্রভাবে গণ্ডগ্রাম ধামশ্রেণী পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়, এবং বিশিষ্ট সাধকগণের দর্শনীয় ক্ষেত্র হয়।

পুণ্যশীলা রাণী সত্যবতীর অপরিমেয় দানের কথা আজ পর্য্যন্ত ধামশ্রেণী অঞ্চলে প্রত্যেকের মুখে প্রত্যহ আলোচিত হইয়া থাকে। রাণী ভবাণী যে সময় কাশীধামে প্রত্যহ একখানি করিয়া বাড়ী একটী ব্রাহ্মণকে দান করিতে ছিলেন, তখন রাণী সত্যবতী ধামশ্রেণীতে প্রত্যহ একশত আট বিঘা জমী, ধর্ম্মাচাররত, শাস্ত্রদর্শী, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। জোনাইডাঙ্গা ধামশ্রেণীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম। আমি সেই গ্রামের সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, টোলের অধ্যাপক মহাশয়ের গৃহে একখানি ব্রহ্মোত্তর দানের সনদ দর্শন করিলাম। তাহাতে রাণী সত্যবতীর স্বহস্তের স্বাক্ষর আছে।

রাণী সত্যবতীর নিকটে দানের সময় হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ভেদবুদ্ধি ছিল না। যে কোন জাতি, যে কোন ধর্ম্মী, কোন লোকহিতকর কর্ম্মের, বা কোন সদনুষ্ঠানের প্রার্থনা জানাইলেই, আশাতিরিক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইত। বহু মুসলমান ফকীর তাঁহার নিকটে পীরোত্তর প্রাপ্ত; বহু মসজিদ তাঁহার অর্থে বিনির্ম্মিত। ধামশ্রেণীর নিকটেই এক ফকীরের পীরোত্তর এখনো আশী বিঘা জমী।

লোকে রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, বা কালী-দুর্গা, স্থাপন করিয়া, তাঁহার নিকটে জানাইলেই বহু পরিমাণে দেবোত্তর লাভ করিতে পারিত। ভবনের বহু ধনরত্ন, এবং বহু মূল্যবান দ্রব্য, বহুজনে বিনা প্রার্থনায়, সদ্‌গুণের পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রংপুরের চিক্‌লী নদীর তীরস্থ দিলালপুরের শ্মশানে জনসাধারণের প্রার্থনায় এক মনোরম মন্দির গড়িয়া, তাহাতে কালীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক সেবার্চ্চনার জন্য বহু পরিমাণ দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন। নিজেও দু'একবার তথায় যাইয়া মার অর্চ্চনা করিয়া স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের মত সুবিশাল; মন ছিল পরদুঃখ-কাতর, এবং পরের অভাব মোচনের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল,—আর হস্ত ছিল পুণ্যকর্ম্মে দানের জন্য অষ্টপ্রহর উত্তোলিত;—ভাণ্ডার ছিল প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণের জন্য প্রতিক্ষণ উন্মুক্ত। তাই সে সমৃদ্ধিপূর্ণ, সুদর্শনীয়, মনোরম ধামশ্রেণী এখন জঙ্গলে ও প্রান্তরে পরিণত হইলেও,—সে নির্ম্মল-সলিলা তিস্তা এখন তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেও, পুণ্যশীলা, পরসেবারতা, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সত্যবতীর নাম, দান ও কীর্ত্তিকথায়, এখনো গণ্ডগ্রাম সমূহে, সসম্মানে মুখরিত। রাণী-কুল-শিরোমণি রাণী সত্যবতী;—পবিত্রতার মূর্ত্তি রাণী সত্যবতী; এবং পূর্ণ-জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির সমুদ্র রাণী সত্যবতী। এখনও দেশবাসী প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সমুদ্ভাসিতা!—উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তিতা।

গণ্ডগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিক্ষেত্রে কাশীধামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। রাণী ভবাণীর হস্তে জমীদারী রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, তিনি চির-বিশ্রামের জন্য মুক্তিক্ষেত্রে গমন করিলেন। এদিকে নিয়তির আদেশে দৈব বঙ্গদেশের বা সমগ্র ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য অভাবনীয় অভিনয় আরম্ভ করিল। বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পলাশীক্ষেত্রে সংশাধিত হইল। বিশ্বাসী নবাব সিরাজ আঠার খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, হস্তি-পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া, মুর্শিদাবাদের নরনারীগণের নয়ন অশ্রু-সিক্ত করিলেন। ক্লাইব লর্ড হইয়া সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাগত; হেষ্টিংস্ লর্ড হইবার জন্য, বঙ্গের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া, স্বদেশ হইতে সমাগত। কাশিমবাজারের কান্ত বাবুকে পুরস্কার দানের জন্য বাহিরবন্দ প্রভৃতি পরগণা রাণী ভবানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। তখন হইতে ধামশ্রেণী স-সম্পদে কাশীমবাজারের সম্পত্তি হইল। তাহা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ অথবা বাঙ্গলা ১১৮৬ সালের ঘটনা।

হেষ্টিংসের ইম্পিচ্‌মেণ্টের সময় বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বার্ক এক-স্থানে হেষ্টিংস্‌কে বলিয়াছেন, "তুমি বঙ্গদেশের কোন পবিত্রস্বভাবা, পতিপুত্রহীনা অসহায়া রাণীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়াছ।" সেই অসহায়া রাণী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সত্যবতী!

যিনি মা বিশ্বজননীর শ্রীচরণকমলে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তি-বৈরাগ্যের প্রার্থিনী, যিনি সম্পত্তি কাহাকে দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ছিলেন সমুদ্বিগ্না, তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কান্তবাবুকে দেওয়া হইল, তখন তিনি নিশ্চিন্তা হইয়া,—মধুর হাস্যে বদন-মণ্ডল উজ্জ্বলীকৃত করিয়া, নিয়তি দেবীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তপস্যার মূর্ত্তি, ত্যাগের মূর্ত্তি, এবং পবিত্রতার প্রতিমা,—বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান সজ্জনগণের পরমাশ্রয়, ১১৯২ সালে, জীবনে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শী অভিনয় দ্বারা জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া, পুণ্যলোকে গমন করিলেন। ধ্যানস্থা হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া তনুত্যাগ করিলেন। হিন্দু জাতির এক মনোরম গৌরব-স্তম্ভ বারাণসীর গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িল! জলোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া কাশীবাসী সাধকগণের অশ্রুসঙ্গে মিলিত হইল। অন্নপূর্ণাস্থানীয়া রাণী ভবানী, অসহনীয় শোকে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া, কাতরকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "হায় সত্যবতী!"

এখন ধামশ্রেণীতে যে সিদ্ধেশ্বরী কালী আছেন, তাহা রাণী সত্যবতীরই প্রতিষ্ঠিতা। যে রণরঙ্গিণীর সাধনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাকে কাশীধামে লইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে বিসর্জ্জন দিতে, তিনি দৈবাদেশ প্রাপ্ত হন, এবং তদনুসারে কার্য্য করেন। তিনিই দেবীর আদেশে কাশীধাম হইতে এই সিদ্ধেশ্বরী আনিয়া প্রতিষ্ঠিতা করেন।

এখন ধামশ্রেণীতে এই সিদ্ধেশ্বরীই দর্শনীয়া। কিন্তু ছাড়া বাড়ীর, ঘরশূণ্য ভিটার উপরে, উপেক্ষিত ছেন্দা কলসের মত দৃশ্যমানা। এখনো দেবীর নামে যে সম্পত্তি আছে, তাহার বার্ষিক আয় ছ হাজার, কিন্তু দৈনিক সেবার্চ্চনার জন্য যে বন্দোবস্ত আছে, তাহা মাত্র ছয় সিকির!! আর সেবাই বা কে করিবে?—বন্দোবস্ত বেশী থাকিলেও তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সেবক নাই।

ধামশ্রেণীতে তিনটী শিব-মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে শিব আছেন। সমস্তই ভগ্নদশায়। মাত্র দুইটী পুষ্করণী আছে। তিস্তার তীরস্থিত বলিয়া নগরে বোধ হয় বহু পুষ্করণীর আবশ্যক ছিল না। তিস্তা এখন

অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। ৬

দেবীর আদেশে এক অহোরাত্রির মধ্যে ...

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে পলাসী যুদ্ধ ; বাঙ্গলা ১১৬০ সাল ; ১৭ খৃঃ অথবা ১১৮৬ সালে কান্তবাবুকে ধামশ্রেণী দেওয়া হয়। রাণী সত্যবতী তাহার ছয় বৎসর পরে, পঁচাত্তর বৎসর বয়সে, ধ্যানস্থা হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে তাঁহার জন্ম ছিল ১১১৭ সালে, এবং দেহত্যাগ ঘটে ১১৯২ সালে। ইহা মোটামুটী গণনা। দু এক বৎসর কম বেশী হইতে পারে।

আজ ১৩৪৩ সালের ২৮শে ভাদ্র। আমি বাহির-বন্দের সদর কাছারী উলিপুরে আসি। বাহিরবন্দের জমীদার এখন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ষ্টেট্ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বাবু প্রমথনাথ গুহ আমাকে সঙ্গে করিয়া ধামশ্রেণী লইয়া যান। জোনাই-ডাঙ্গা ও ধামশ্রেণীতে বসিয়া রাণী সত্যবতী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি। টাঙ্গাইল নগরবাড়ী নিবাসী বাবু মোহিনী-মোহন মিত্র আমার সঙ্গে ছিলেন।

কর্ম্মদেবী,—কর্ম্মদেবী মোহিল-রাজ মাণিক রায়ের কন্যা; রূপেগুণে অদ্বিতীয়া; বীরত্ব ও তেজস্বীতার মূর্ত্তি। সুন্দর-পতি রাওচণ্ডের পুত্র অরণ্যকমলের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে অনিচ্ছুক হন।

পুগলের ভট্টীসর্দ্দার রণঙ্গ দেবের পুত্র সাধু তখন বীরত্বের জন্য রাজস্থানে বিখ্যাত। কর্ম্মদেবীর চিত্ত সাধুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সাধু একবার মরুভূমির প্রান্ত হইতে কতকগুলি উষ্ট্র ও অশ্ব সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিতে ছিলেন, তখন মাণিক রায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনেন। কর্ম্মদেবী সুযোগ পাইয়া তখনই পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সাধুর গলায় বরমাল্য প্রদান করেন।

সংবাদ বিদ্যুৎ-গমনে অরণ্যকমলের কর্ণে পৌছে। তিনি মহাপ্রতাপশালী রাঠোর-রাজ-পুত্র। তিনি ক্রোধে অধীর হন। চারি-সহস্র রাঠোর বীর সঙ্গে করিয়া সাধুকে দণ্ড দিতে বাহির হন। সাধু কিছুদিন পূর্ব্বে, শঙ্কলা মেহরাজ নামে এক বৃদ্ধ সর্দ্দারের পুত্রকে বধ করেন। এই

...ম.

সৈন্য দিতে ... ভান ...

তাঁহার সঙ্গে মাত্র সাত শত সৈন্য ছিল। ...ভান তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিয়াই বাহির হন। তবুও মোহিল রাজ নিজের শ্যালক মেঘরাজকে পাঁচ শত সৈন্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করেন।

চন্দন নামক স্থানে সাধু বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দেশ করেন। অরণ্যকমল তথায় বিপুল সৈন্যসহ উপস্থিত হন। প্রথমে ব্যক্তিগত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, পরে দলগত যুদ্ধ বাধে। সাধু পরাজিত ও নিহত হন। অরণ্যকমলও সাংঘাতিক-রূপে আহত হইয়া গৃহে যান এবং অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

পতিকে নিহত দর্শন করিয়া বীরত্বের মূর্ত্তি কর্ম্মদেবী দক্ষিণ হস্তে এক তীক্ষ্ণধার অসি ধারণ করেন, নিজেই নিজের বামহস্ত ছেদন করিয়া, একজন বিশ্বাসী সৈনিকের সঙ্গে তাহা শ্বশুরের নিকটে পাঠাইয়া দেন। বলিয়া দেন, "তাঁহাকে বলিও তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিল।" পরে পার্শ্ববর্ত্তী একজন সৈনিককে দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। সে তখনই সে আদেশ পালন করে। তখন সেই হস্ত নিজের পিতাকে পাঠাইয়া দেন। বলিয়া দেন, "মোহিল কুলের গৌরব রক্ষাকরা হস্ত ভট্টী কবিকে দিতে বলিও।"

তারপরে তথায় চিতা সজ্জীভূত হয় ; সাধুর মৃতদেহ চিতার উপরে স্থাপিত হয় ; সতী, পতিগতপ্রাণা, কর্ম্মদেবী পরমানন্দে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। সৈন্যগণ বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে।

পুগলের বৃদ্ধ রাজ রণঙ্গদেব, কর্ম্মদেবীর পবিত্র বাহু ঘৃত-চন্দনে দগ্ধ করেন, এবং সেই স্থানে এক সুবৃহৎ পুষ্করণী খনন করিয়া মহাসমারোহে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পুষ্করণী আজ পর্য্যন্ত তথায় "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে দৃশ্যমান। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে এই রোমহর্ষণ, শোকবর্দ্ধক ঘটনা ঘটিয়াছিল।

...লী যখন ...েন, ... কর্নেল অলকটকে তিনিই সেখানে নিয়া আসেন। তিনি ক্ষমাময়, সত্যবাদী, এবং বিনয়ী ছিলেন। সাধুসঙ্গ, সাধু-সেবা, তাঁহার ব্রত ছিল। ১৩৪২ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "কায়স্থ পত্রিকায়" তাঁহার জামাতা পরম ধর্ম্ম-প্রাণ পুলিন বাবু তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। পাঠ করুন। "সদ্ভাবতরঙ্গিনী" ৫ম খণ্ডে পড়ুন।

"গৌহাটীর গৌরব রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন—("সদ্ভাবতরঙ্গিনী" ৫ম খণ্ড পড়ুন) কালীবাবু কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, সদাশয়, সজ্জনের সাহায্যকারী, অতিথি-সেবা পরায়ণ, এবং "জয়কালী"-নামে সর্ব্বদা তন্ময়। ১৩০৪ সালের ৪ঠা আষাঢ়ের ভূমি-কম্পে, কামাখ্যা বিধ্বস্ত হয়,—ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়; তখন একমাত্র কালীবাবুর চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে সুপ্রাচীন মহাতীর্থ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারভঙ্গের মহারাজ যে পর্য্যাপ্ত অর্থ-ব্যয় করেন, তাহার ও, মূলে কালীবাবুর কৃতিত্ব। কালীবাবু গৌহাটীর গবর্ণমেণ্টের উকিল। এখন ৭৫ বৎসর বয়স। এখনো যে কোন সদনুষ্ঠান আরম্ভ হইলেই কালীবাবু তার মধ্যে প্রধান কর্ম্মী।

রংপুরের রুদ্রমহাশয়—স্বর্গীয় গুরুচরণ রুদ্র। অতিথি, স্কুলের ছাত্র, এবং উমেদারদিগকে অন্নদান-জন্য সুপ্রসিদ্ধ। প্রত্যহ এক শত লোক এক এক বেলায় আহার করিত।

ক্ষিতিশ কুণ্ডু—বালিয়াকান্দি (ফরিদপুরের) রাজবাড়ী মহকুমায়। ১৩১২ সালের ৪ঠা মাঘ সরস্বতী পূজার দিন তাহাকে হত্যা করে। আমি তখন সেখানে ধর্ম্ম-সভায় বক্তৃতা করিতে যাই। সে দিন প্রাতে আমি, থানার দারোগা বাবু আদিত্য চৌধুরী, জমীদার বামাচরণ বাবু, প্রভৃতি প্রাতে বেড়াইতেছিলাম, এক জঙ্গলের ধারে তার মৃতদেহ দেখিতে পাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর—কুচবেহারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ বাহাদুর। তিনিই বর্ত্তমান কুচবেহার রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা। কলেজ, টাউনহল, স্কুল, সাগর দীঘি, রাজ-প্রসাদ, এবং সোজা নাক-বরাবর রাস্তা, সমস্তই তাঁহার কীর্ত্তি। তাঁহার পরোপকার, সদাশয়তা, সরলতা, নিরভিমান, অতুলনীয়। ৫ম খণ্ড "সদ্ভাবতরঙ্গিনী" পড়ুন।

অখিল করিমগঞ্জে—স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র সেন। অতিথি এবং সাধু সেবার জন্য বিখ্যাত। পরম ভাগবত। করিম-

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ...নী পড়ুন।

...৩ সালের, ২৮শে আষাঢ়ের, রবিবারের "আনন্দ...ার পত্রিকায় প্রকাশিত—

"হুকুমচাঁদ জুট মিলের জনৈক উড়িয়া কুলির নাম ক্ষেত্র নাম। বয়স বাইশ বৎসর। সে উপর হইতে লোহার বীমের উপর পড়িয়া তাহার উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তখনই তাহাকে হুগলীর এমাম বাড়ীর হাসপাতালে লওয়া হয়। রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে ডাক্তারের দুইবার পরীক্ষা করেন। দেখেন হাড় একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, এবং পা খানা কাটিয়া ফেলা ভিন্ন উপায় নাই। সিভিল সার্জেন এই মত প্রকাশ করেন, এবং পরদিন প্রাতে আরও দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পা খানা কাটিয়া ফেলিবেন স্থির হয়। ক্ষেত্রনাথ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হয়,—প্রাণ রক্ষার জন্য সারারাত্রি "হা জগন্নাথ! বাবা জগন্নাথ!" বলিয়া কাঁদিতে থাকে। ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রাতে হাসপাতালের লোক জনেরা দেখে, ক্ষেত্রনাথ মনের আনন্দে হাসপাতালের প্রাঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিশিষ্ট ডাক্তারগণও তাহার পা কাটিবার জন্য এমন সময় উপস্থিত হইলেন। সকলেই চমৎকৃত। তখন তাহাকে হঠাৎ সুস্থ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে বলিল, "আমি প্রাণ-ভয়ে সারা রাত্রি বাবা জগন্নাথকে ডাকিতে ডাকিতে ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি, একজন লোক আসিল,—আমার ডান উরুতে সে হাত বুলাইয়া দিল,—আর বলিল, "তুই উঠিয়া হাটিয়া বেড়া, তাহা হইলে তোকে আর কাটিবে না।" তাই আমি হাটিয়া বেড়াইতেছি।"

তখন ডাক্তারগণ আবার রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে তাহাকে পরীক্ষা করেন, এবং দেখেন, কোন দিন যে তাহার উরুতে একটু আঘাত লাগিয়াছিল, তাহারও চিহ্ন নাই। সকলে চমৎকৃত হন। তাহাকে হাসপাতাল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সে এখন বাবা জগন্নাথের পূজা দেওয়ার জন্য চুঁচুড়ার লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।

সে বাবা জগন্নাথকে, মাত্র একরাত্রি ব্যাকুল ভাবে ডাকিয়াছিল, তার ফলে, তার অত্যদ্ভুত আলৌকিক ভাবে, প্রাণ রক্ষা! আমরা যদি মাত্র তিন রাত্রি তাঁহাকে সেইরূপ ব্যাকুলান্তরে ডাকিতাম, আমরা তাপত্রয়ে মুক্ত হইতে পারিতাম, আমাদের কত অসাধ্য সাধিত হইত। কিন্তু ডাকিলাম কৈ? কেবল তর্ক, কেবল সন্দেহ করিয়াই ত, এ জীবন অতিবাহিত করিলাম। ভক্তের ভগবান, বিশ্বাসীর ভগবান,—নির্ভর শীলের ভগবান!